1.2 BEN بنغالي



সচেতনতামূলক

ওমরা

নির্দেশিকা

কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

পছন্দের ভাষার ওপর ক্লিক করে আপনি সেটা ডাউনলোড করতে পারেন:

English ENG	عربي AR
বাংলা BEN	Bahasa Indonesia IND
Français FRA	Hausa HAU
Türkçe TUR	اُرْدُوْ URD
Español SPN	Русский язык RUS
Bahasa Malaysia MAY	සිංහල භාෂාව SIN
አማርኛ AMH	فارسی PER
o'zbek UZB	हिंदी HIN

সচেতনতামূলক উমরা নির্দেশিকা

পছন্দসই পৃষ্ঠায় পেতে যেকোনো শিরোনামে ক্লিক করুন



উমরা



উমরার ফজীলত



উমরার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা



তামাত্তু’ হাজ্জীর উমরা



হারামে পৌঁছা



হারামাইন ট্রেন



হারামে পৌঁছার আগে গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা



চলন্ত সিঁড়ি



তাওয়াফ



তাওয়াফের দুই রাকাআত নামাজ



(মাসআ) সাঈর স্থানে গমন



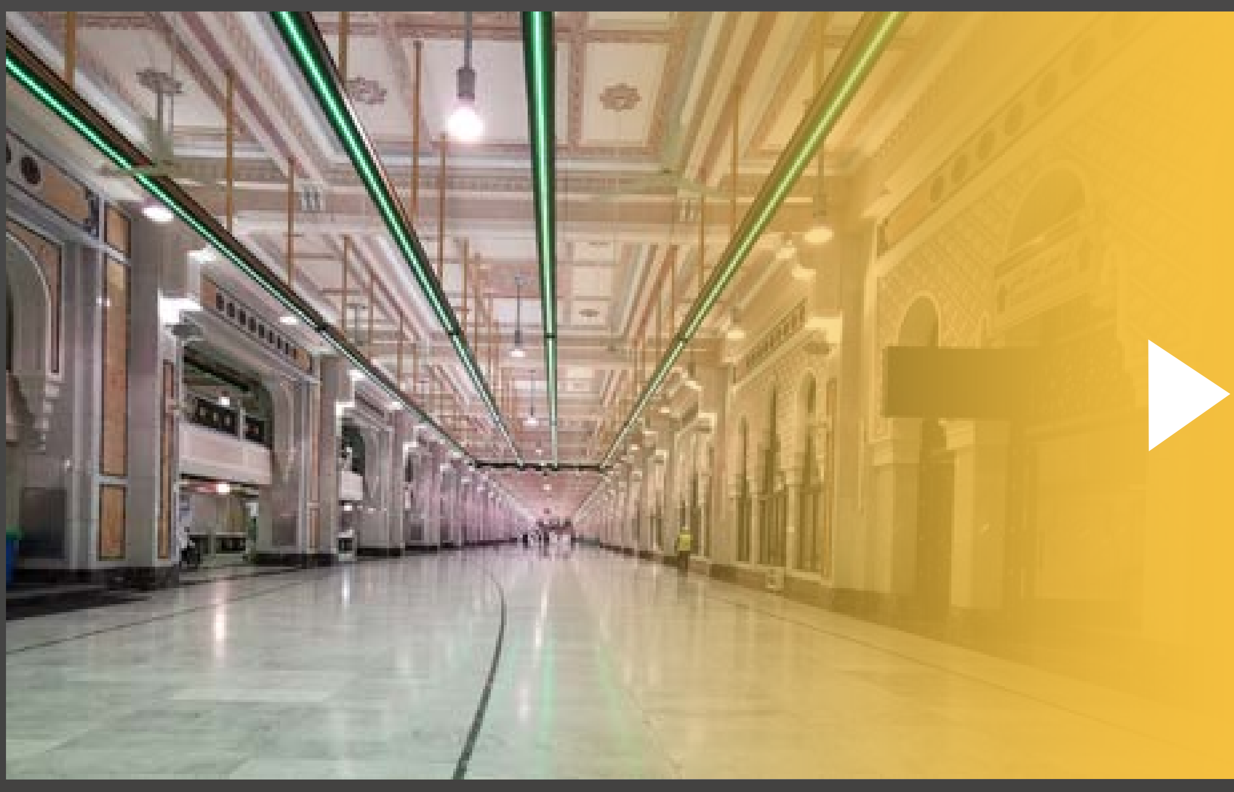
সাফা ও মারওয়া



সাঈর বিবরণ



সাঈর দুআ



সংখ্যায় সাঈ



সাঈ করার ফ্লোরসমূহ



উমরাকারীদের জিজ্ঞাসার জবাব



হুইল চেয়ার সার্ভিস



ক্ষৌরাগার (সেলুন)



স্বাস্থ্যসম্মত ক্ষৌরকর্মের জন্য পরামর্শ



একাধিক উমরা



স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ



▶ হারামের আশপাশের শপিংমল



▶ রমজান মাসে উমরা



▶ উমরার অনুমতি (পারমিট)



▶ যেসব বিষয় নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে

গুরুত্বপূর্ণ নম্বরসমূহ



উমরা

উমরা একটি শ্রেষ্ঠ ইবাদত এবং আল্লাহ তায়ালার প্রিয় আমল। উমরাকারী আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় তার দেহমন ও সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে আল্লাহর দিকে ছুটে যায়।



বক্ষ্যমাণ নির্দেশিকাতে আপনি আপনার পবিত্র উমরা যাত্রার সকল প্রয়োজনীয় তথ্য, পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা জানতে পারবেন।



উমরার ফজিলত

উমরার অনেক ফজিলত রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- এটা পাপ থেকে পবিত্র করে এবং দারিদ্র্য ও অভাব মোচন করে। রাসূল (সাঃ)বলেছেন, ‘তোমরা হজ ও উমরা একটার পর একটা করতে থাক। কারণ এদু’টো দারিদ্র্য ও পাপকে সেভাবে দূর করে যেভাবে হাপর মরিচা দূর করে’।

- বারবার উমরা করা হলে মাঝের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, ‘এক উমরা থেকে অন্য উমরা মাঝের গুনাহের কাফফারা’।





উমরার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

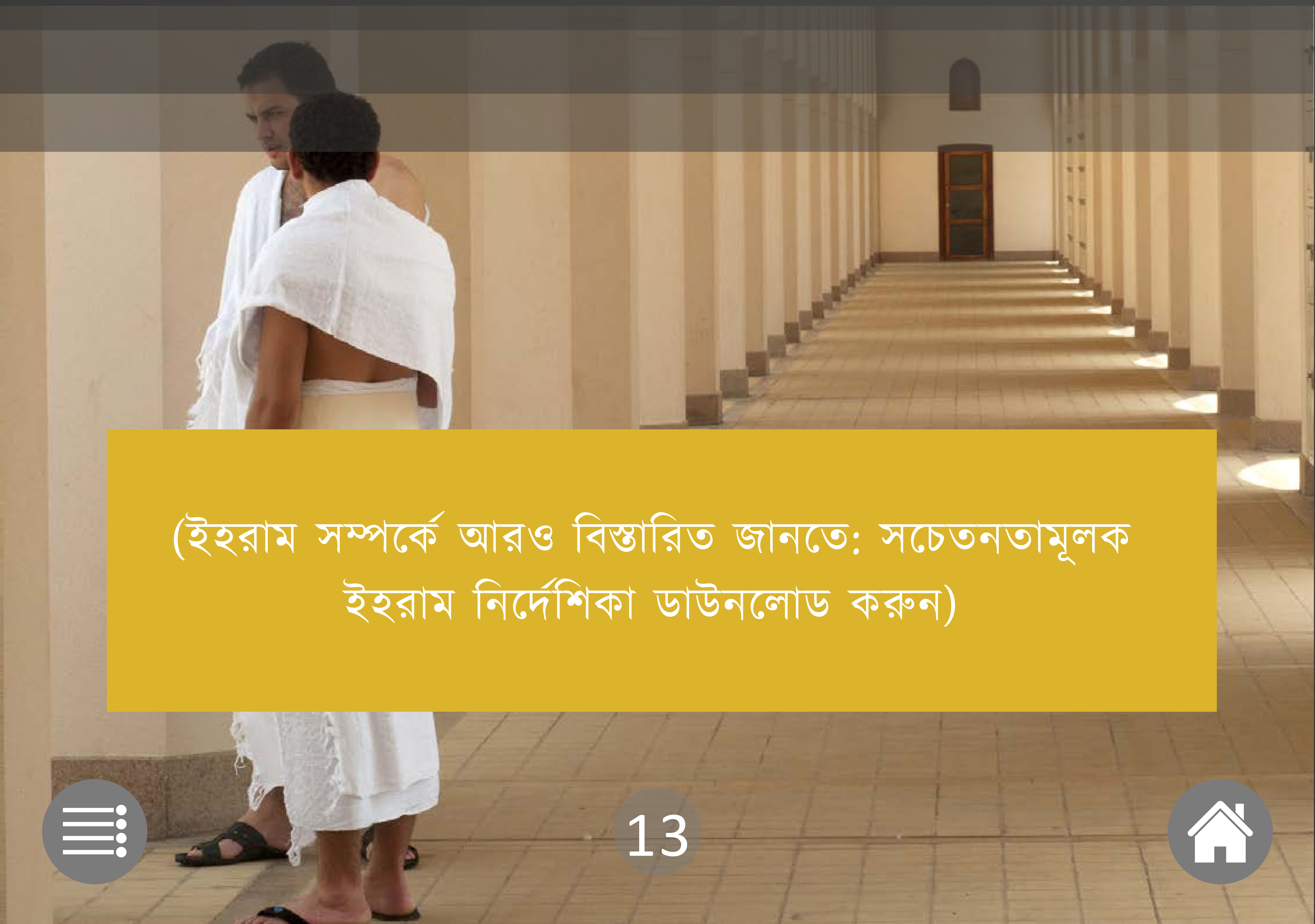
উমরা হলো আল্লাহর এক প্রকারের ইবাদত। যা ইহরাম, বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ এবং শেষে চুল কাটা বা মুণ্ডনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ হয়।

১

মুসলিম ব্যক্তি শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত জায়গা থেকে ইহরাম বাঁধবেন। ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ সকল বিষয় থেকে দূরে থাকবেন।

২

তালবিয়া পাঠ করবেন: ‘লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান নি’মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাক’।



(ইহরাম সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে: সচেতনতামূলক ইহরাম নির্দেশিকা ডাউনলোড করুন)



৩



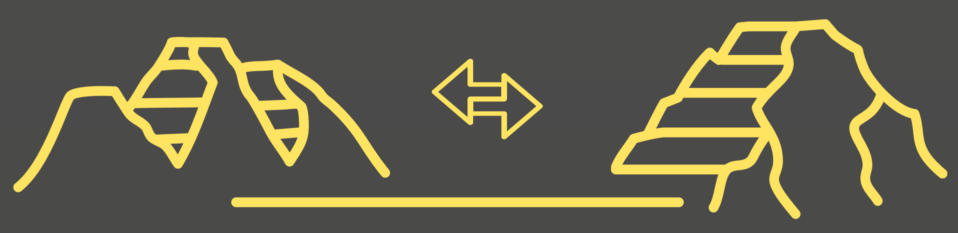
অতঃপর হারামে প্রবেশ করবেন। কাবা ঘর সাতবার তওয়াফ করবেন। তাওয়াফের সময় কাবা বাম পাশে রাখবেন। হাজারে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করবেন এবং সেখানেই শেষ করবেন।

৪



তাওয়াফের পরে দুই রাকাআত নামাজ আদায় করবেন।

৫



সাফা পাহাড়ের দিকে যাবেন। সেখান থেকে মারওয়ার দিকে সাঈ শুরু করবেন। মারওয়াতে পৌঁছলে এক বার পূর্ণ হবে। সেখান থেকে সাফাতে ফিরে এলে দুই বার হবে। এভাবে সাত বার দৌড়ে মারওয়াতে সাঈ শেষ করবেন।



৬

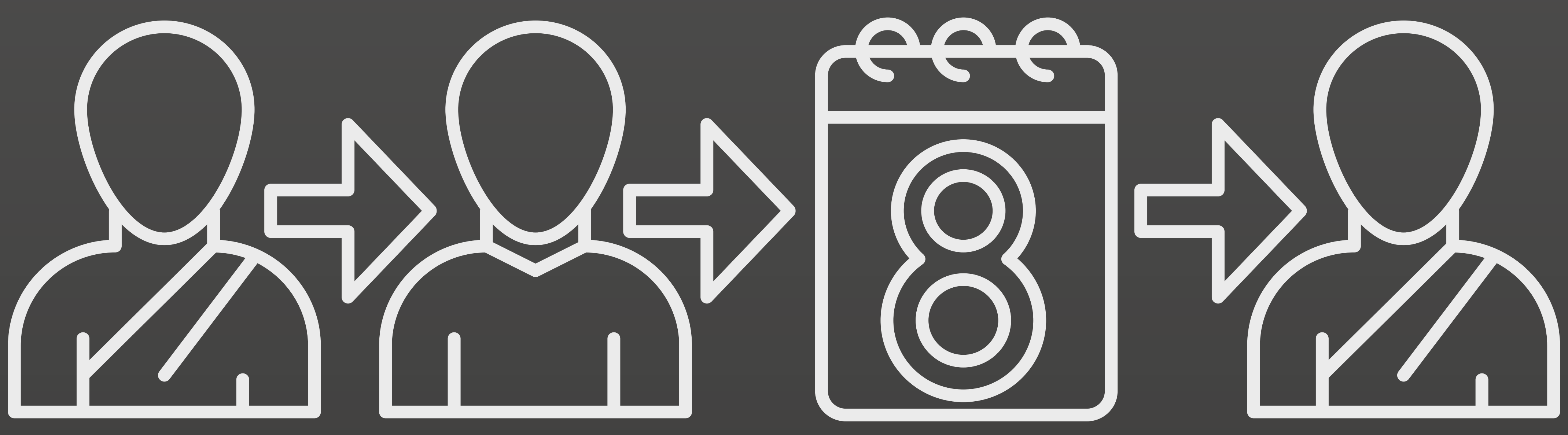
পুরুষ মাথার চুল মুণ্ডাবেন কিংবা ছোট করবেন। আর নারী মাথার চুল একত্র করে আগা থেকে এক আঙ্গুল পরিমাণ (১-২ সে.মি.) কেটে ফেলবেন।

এভাবে ওমরাকারী তার ইহরাম হতে হালাল হলো এবং ইহরামের কারণে যে সমস্ত কাজ নিষেধ ছিল তা এখন বৈধ।



তামাত্তু’ হাজ্জীর উমরা

তামাত্তু’ হলো হাজ্জী কর্তৃক প্রথমে উমরার নিয়ত করা। উমরা সম্পন্ন ও হালাল হওয়ার পরে জিলহজ মাসের আট তারিখে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধা। এভাবে হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ আলাদা করে পালন করা।



তামাত্তু'র পদ্ধতি



- হজ্জের মাসগুলোতে (শাওয়াল-যিলকাদ- যিলহজ) স্রেফ উমরার জন্য ইহরাম বাঁধা।



- মক্কায় পৌঁছে তাওয়াফ করা, সাঈ করা। চুল ছোট করা কিংবা মুণ্ডানো। ইহরাম থেকে হালাল হওয়া।



- 'ইয়াওমুত তারবিয়াহ' (তথা যিলহজের ৮ তারিখ) শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধা এবং অন্যান্য সকল কাজ সম্পন্ন করা।



হারামে পৌঁছা

বিমানবন্দর থেকে হারামে যেতে:

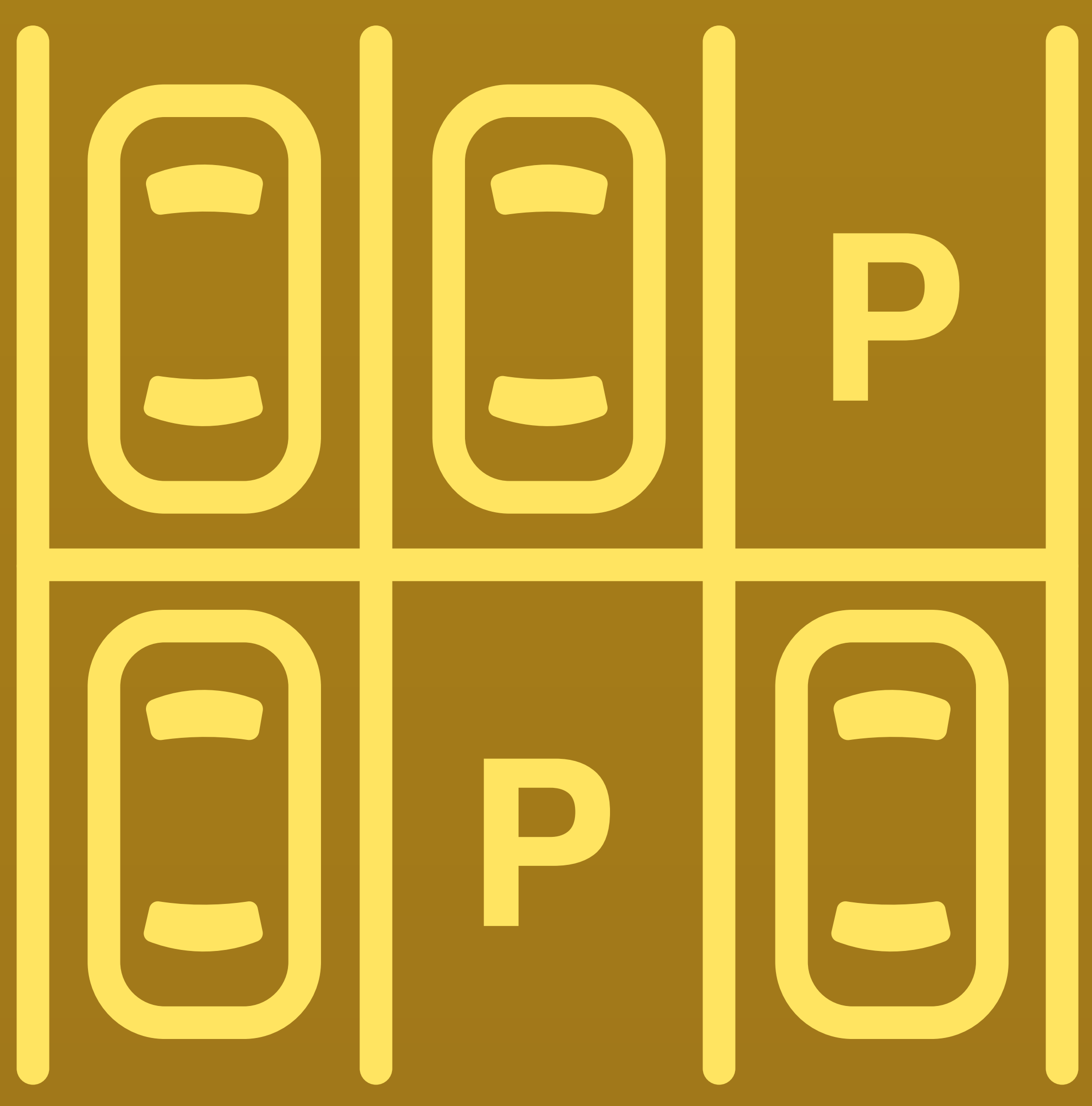
বিভিন্ন পরিবহন রয়েছে:

- টেক্সি/ রেন্ট-এ-কার
- হজ্জ ও উমরা কোম্পানীগুলোর বাস
- হারামাইন ট্রেন
- যে কোনো ভাড়া গাড়ি



আপনার ব্যক্তিগত গাড়ি কিংবা ভাড়া গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে:

মনে রাখুন কোনো প্রকারের গাড়ি নিয়ে মক্কার মহল্লাগুলোতে প্রবেশ করা সম্ভব হবে না। ভিড় এড়াতে উক্ত নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।



ফলে পবিত্র (মক্কা) শহরে বিদ্যমান নিচের যে কোনো একটি পার্কিংয়ে আপনাকে গাড়ি রাখতে বলা হবে:



যাহের পার্কিং

কুদাই পার্কিং

জামারাত পার্কিং

রুসাইফা পার্কিং

দাকমুল ওয়াবার পার্কিং

হারামাইন ট্রেন স্টেশন পার্কিং

প্রিন্স মুতআব রোডের পার্কিং (মাসাফী টানেল)



এ সকল পার্কিংয়ে হাজ্জী ও উমরাকারীদের সেবায় অসংখ্য বাস রয়েছে যা তাদেরকে এখান থেকে সরাসরি হারামে নিয়ে যায়।





হারামাইন ট্রেন

হাজী ও উমরাকারীদের সেবায় নিয়োজিত উচ্চ দ্রুত গতিসম্পন্ন ট্রেন যা মক্কা ও মদিনার মাঝে সংযোগ বিধান করে থাকে। এটি দুই শহরের মধ্যবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর উপর দিয়ে অতিক্রম করে।

মক্কায় ট্রেন স্টেশনের অবস্থান:

স্টেশনটি হারামে মক্কী থেকে ৩.৫ কি.মি. দূরে রুসাইফা এলাকায় অবস্থিত। এখানে ৪৭৫০ গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে।



মক্কা মুকাররমার এই ট্রেন স্টেশন থেকে হারাম পর্যন্ত যাত্রীদের বহনের জন্য আলাদা বাস সার্ভিস রয়েছে।



গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা সমূহ:

আপনি চাইলে হারামাইন ট্রেনের ওয়েবসাইট থেকে টিকেট ক্রয় করতে পারেন।

ট্রেনে যেসব পণ্য বহন করা যায় ওয়েবসাইটে সেগুলোর তালিকা দেখুন।

ট্রেন স্টেশনে হারাম পর্যন্ত যাওয়ার বাস ও টেক্সি পাওয়া যায়।

নির্ধারিত সময়ে স্টেশনে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করুন।

বুকিং ও সময়সূচি জানতে

এখানে ক্লিক করুন

হারামে পৌঁছার আগে গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা সমূহ



উমরাকারীর কর্তব্য হলো নিজস্ব কাফেলার দায়িত্বশীলের সঙ্গে সমন্বয় করার পরেই হারামের দিকে অগ্রসর হওয়া। যাতে উমরার নির্ধারিত সময় জানা যায়। একইভাবে হোটেলের ঠিকানাও পূর্ণরূপে জেনে নিতে হবে। এক্ষেত্রে মোবাইল কিংবা কোনো কাগজে হোটেলের লোকেশন লিখে নেয়া উত্তম।

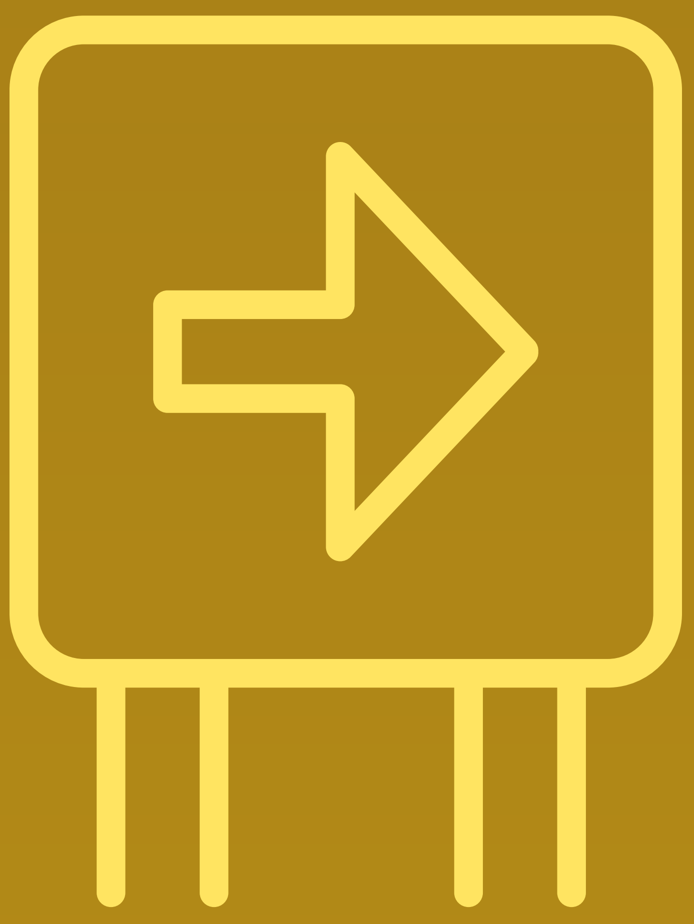


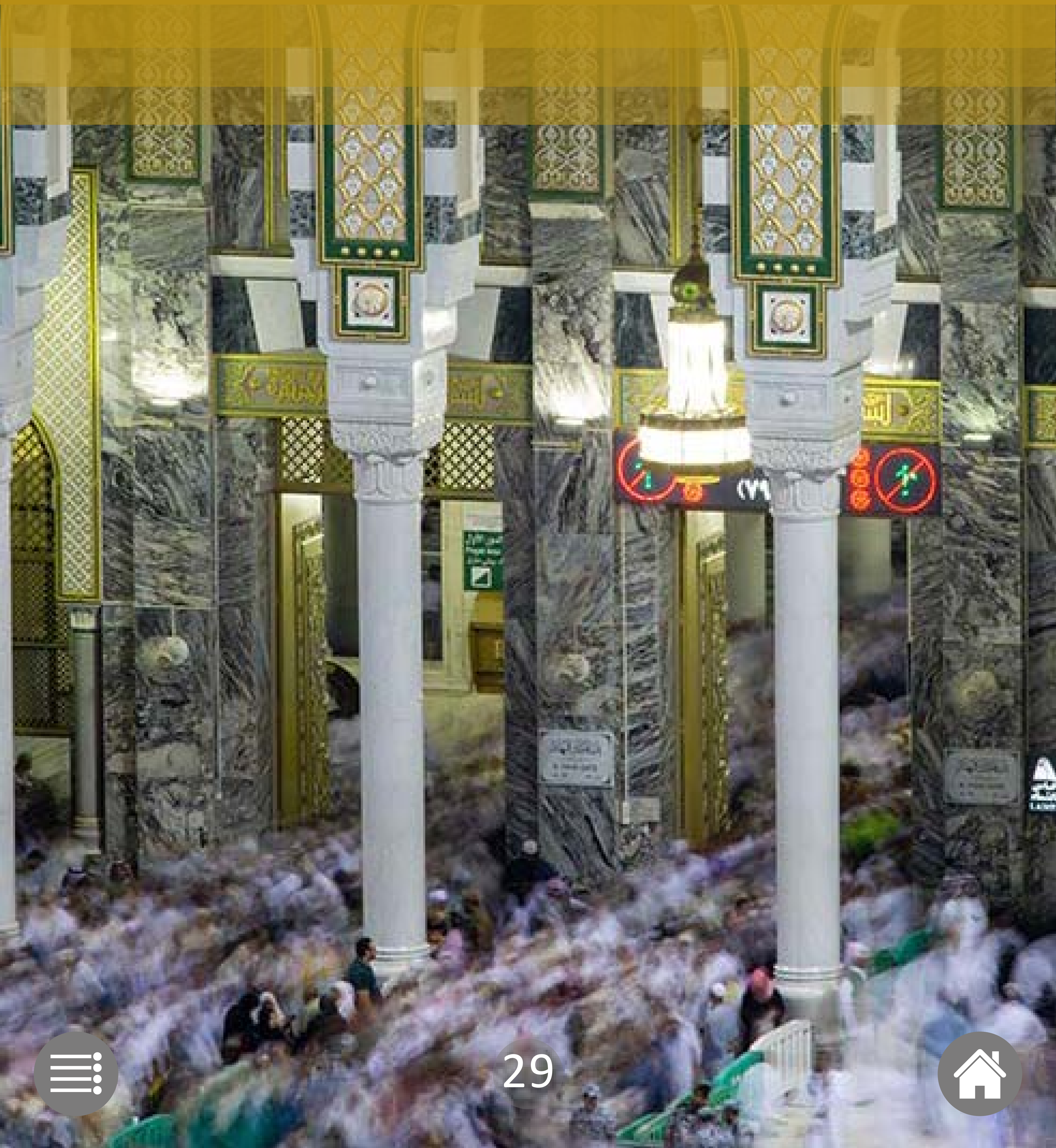
যদি বাসের মাধ্যমে হারামে আসেন:

তবে বাসটি আপনাদেরকে কোথায় নামিয়েছে সেটা ভালো করে মনে রাখুন। উমরা শেষ করার পরে কোথায় আসতে হবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিন।



হারাম প্রাঙ্গণে আসার সঙ্গে সঙ্গেই দরজাগুলোর সামনে নানান ফলক দেখতে পাবেন সেগুলোতে ঢোকা কিংবা বের হওয়া সংক্রান্ত নির্দেশনা লেখা রয়েছে।







চলন্ত সিঁড়ি

হারামে চলা-ফেরা, ওপরে ওঠা ও নিচে নামার জন্য আপনাকে চলন্ত সিঁড়ি ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবানী:



১



ক্লান্ত হলেও সিঁড়ির ওপর বসবেন না।

২



শক্ত হয়ে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকুন। হাত দ্বারা বেল্ট ধরে রাখুন।

৩



মহিলাগণ নিজেদের হিজাব, ওড়না এসব বস্তুর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন যাতে সিঁড়ির গোড়ায় পেচিয়ে না যায়।

৪



সিঁড়ি অপর প্রান্তে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটা শুরু করুন। না হয় পেছনের লোকজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগবে।



৫



অভিজ্ঞ লোক ছাড়া সিঁড়িতে হুইল চেয়ার উঠাবেন না।

৬



যদি আপনার সঙ্গে কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ কিংবা সিঁড়িতে চড়তে অনভিজ্ঞ লোক থাকে তবে সিঁড়িতে ওঠার সময় তার পাশে থাকুন। তার হাত ধরে রাখুন। যাতে তিনি পড়ে না যান।

৭



যদি সিঁড়িতে ওঠা বা নামার ক্ষেত্রে ভিড় সৃষ্টি হয় তবে সেখানে ঢুকে ধাক্কাধাক্কি করবেন না, হাজ্জীদেরকে কষ্ট দিবেন না। বরং আপনার মুসলিম ভাইদেরকে সুযোগ দিন।

৮



সিঁড়ির নিচে বিদ্যমান ব্রাশের ওপর পা রাখবেন না। এতে আপনি আহত হতে পারেন। সিঁড়ির পরিচ্ছন্নতা ব্যাহত হবে।



তাওয়াফ

তাওয়াফ আল্লাহর জন্য কৃত একটি ইবাদত। আল্লাহর ঘর কাবার চারপাশে প্রদক্ষিণের মাধ্যমে এটা সম্পাদিত হয়।



তাওয়াফের শুরু ও শেষ:

- কাবা ঘরের যে কোণে হাজারে আসওয়াদ অবস্থিত হাজ্জী ও উমরাকারী সেখান থেকে তাওয়াফ শুরু করবেন। ওপরের ফ্লোরগুলোতে সেটা বোঝার জন্য সবুজ সংকেত রয়েছে।

- প্রত্যেক তাওয়াফের সময় ঘুরে হাজারে আসওয়াদ বরাবর এলে তাওয়াফকারী তাকবীর দিবেন। তবে তাকবীরটি কোনো বিশেষ বিন্দুতে দিতে হবে সেটার আগে কিংবা পরে দেয়া যাবে না এমন নয়। বরং নিজেকে হাজারে আসওয়াদ বরাবর মনে হলেই তাকবীর দিবেন।



- তাকবীর দিয়ে হাজারে আসওয়াদের দিকে হাত দ্বারা ইশারা করবেন। অতঃপর আবার তাওয়াফ শুরু করবেন। তাওয়াফের সময় কাবা বাম দিকে রাখবেন (ঘড়ির কাটার বিপরীত)। সম্ভব হলে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা সুন্নাত। তবে হজ্জ ও উমরার মৌসুম এবং ভিড়ের সময় সেটা কঠিন হয়ে পড়ে।

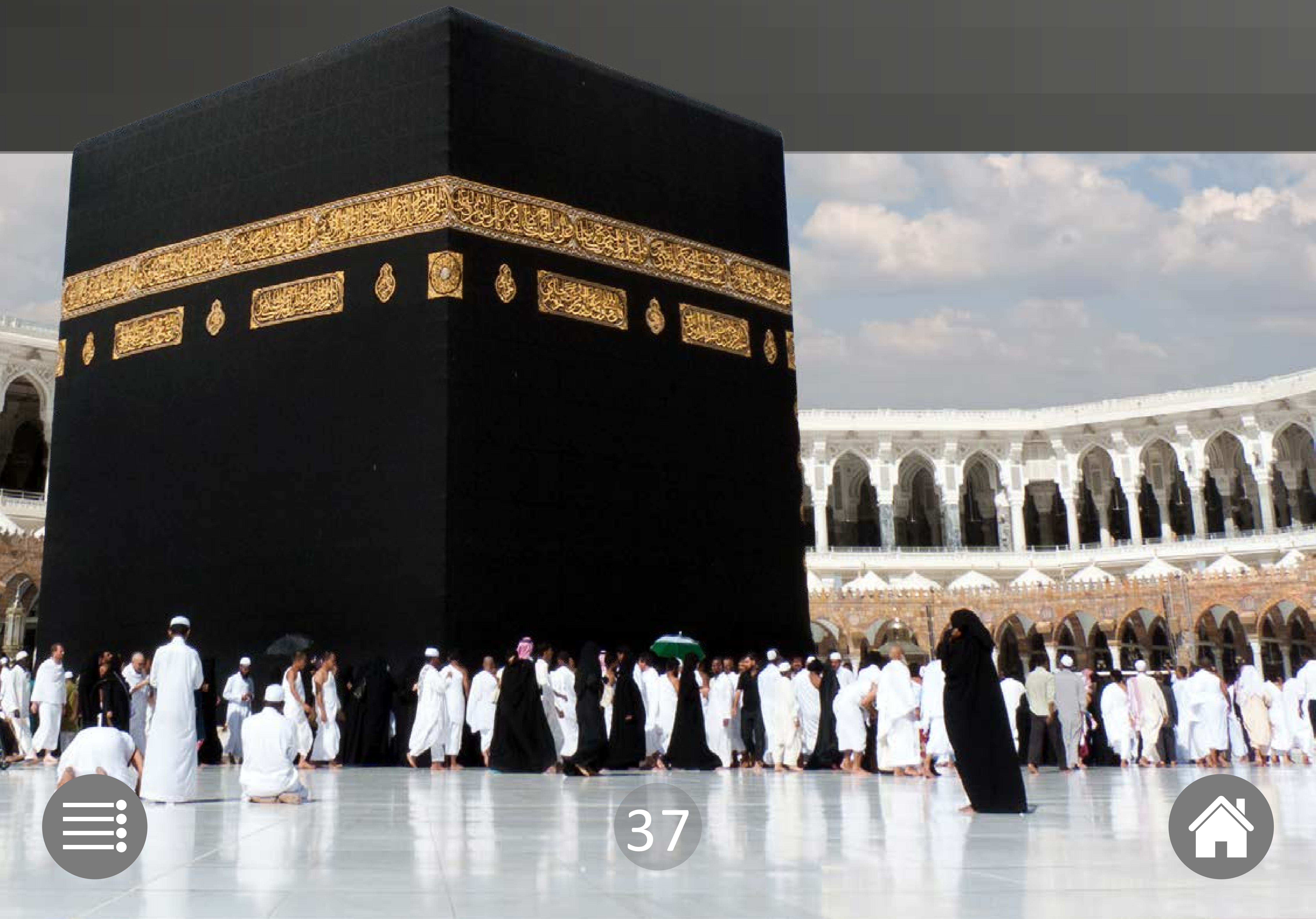


- তাওয়াফের সময় আল্লাহর কাছে দুআ ও মুনাজাত অব্যাহত রাখবেন।

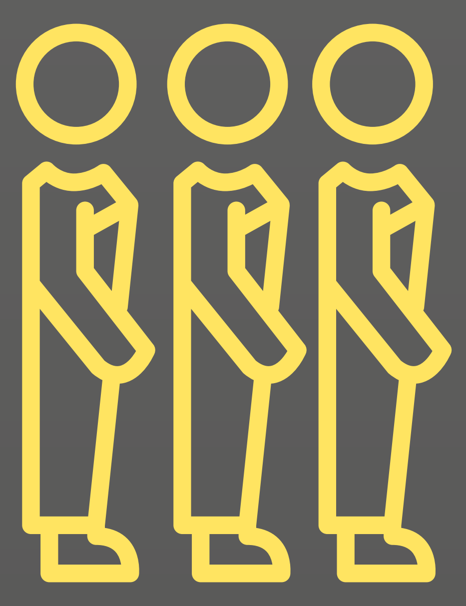
- হাজারে আসওয়াদের আগের কোণে যা 'রুকনে ইয়ামানী' নামে পরিচিত সেখানে পৌঁছলে সম্ভব হলে সেটি স্পর্শ করা সুন্নাত। (তবে হজ্জ ও উমরার মৌসুমে সেটা করা কঠিন)

- হাজারে আসওয়াদ বরাবর পৌঁছে গেলে- যেখান থেকে তাওয়াফ শুরু হয়েছিল- হাত দ্বারা ইশারা করবেন এবং তাকবীর দিবেন। এভাবে এক বার প্রদক্ষিণ শেষ হবে।

- এমন করে কাবার চারপাশে ৭ বার প্রদক্ষিণ করবেন।



তাওয়াফকালীন দিক-নির্দেশনা:



- মাতাফের আঙিনায় দাঁড়িয়ে না থাকা। কারণ ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ভিড় ও ধাক্কাধাক্কি সৃষ্টি হবে।



- কোনো অবস্থাতেই তাওয়াফের বিপরীত দিকে পথ না চলা।



- ভিড় ও ধাক্কাধাক্কির জায়গা এড়িয়ে চলুন।



- মাস্ক পড়ুন সতর্কতামূলক পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়িত করুন।

তাওয়াফের ক্ষেত্রে একটি সুন্নাত হলো



'ইজতিবা' করা। এটা ইহরামের কাপড় গায়ে জড়ানোর বিশেষ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ডান কাঁধ কাপড়ের বাইরে উন্মুক্ত থাকে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন করেছেন।





‘রমল করা’: অর্থাৎ ছোট ছোট পদক্ষেপের সঙ্গে দ্রুত হাঁটা (দৌড়ানো উদ্দেশ্য নয়)। পুরুষগণ সম্ভব হলে প্রথম তিন চক্করে এটা করবেন (অন্যদেরকে কষ্ট না দিয়ে)। বাকি চার চক্করের স্বাভাবিকভাবে হেঁটে সম্পন্ন করবেন।



দোয়া:

নিজের সকল পেরেশানী, দুঃখ-কষ্টের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে দুআ ও মুনাজাত করবেন। তবে রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মাঝের জায়গাটুকুতে তাওয়াফের সময় এই দুআ পড়া সুন্নত:

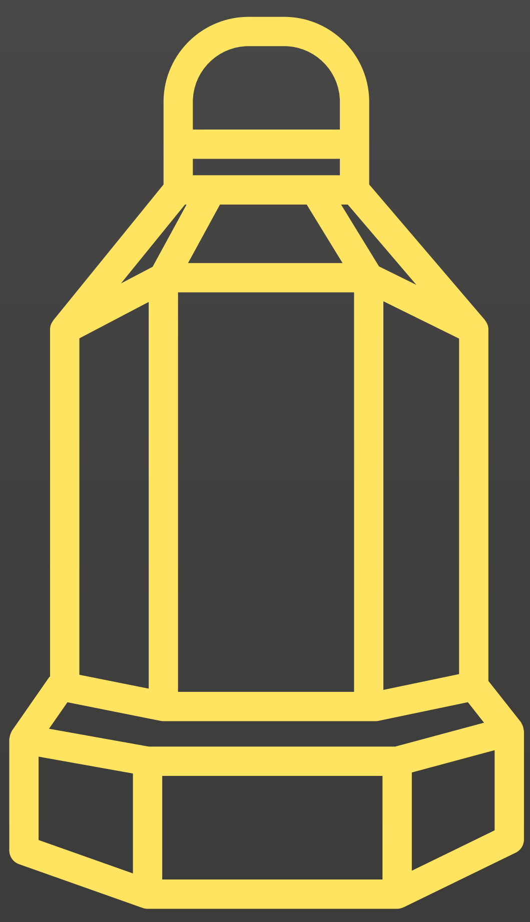
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।)[সূরা বাকারা, আয়াত: ২০১]



তাওয়াফের দুই রাকাআত নামাজ

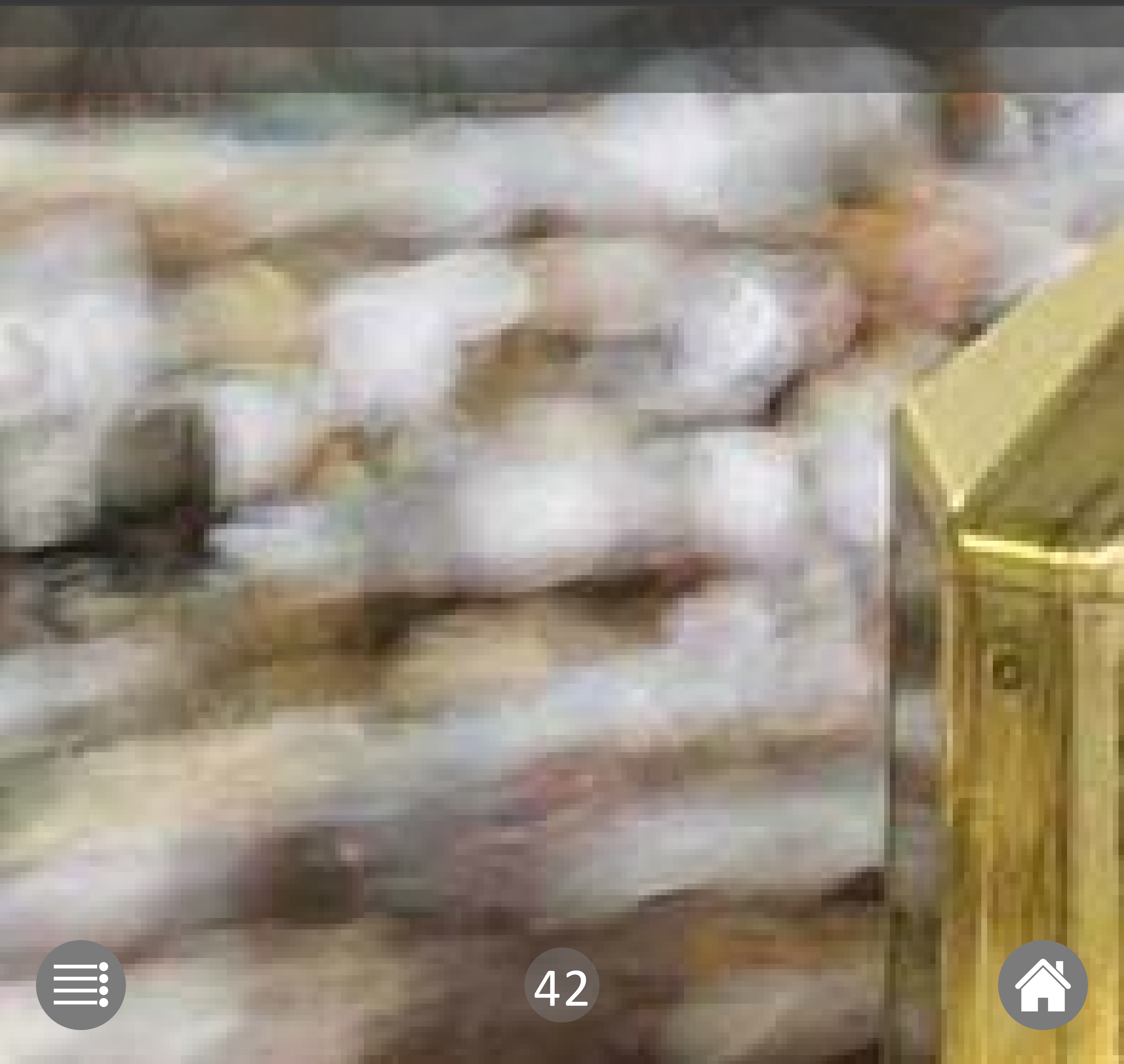
সাত চক্কর তাওয়াফ শেষ করার পরে কাঁধ ঢেকে নিবেন। অতঃপর মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দুই রাকাআত নামাজ পড়া সুন্নাত। কর্তৃপক্ষ যেখানে নামাজ পড়তে বলবে সেখানেই নামাজ পড়বেন। বরং হারামের যে কোনো স্থানে চাইলে এই দুই রাকাআত নামাজ পড়তে পারেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ‘তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাজের জায়গা হিসেবে গ্রহণ করো’। [বাকারা: ১২৫]



তাওয়াফের দুই রাকাআত নামাজের স্থান:

- নিরাপত্তাকর্মীদের ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী হারামের যেকোনো স্থানে পড়বেন।

- আর যদি মাকামে ইবরাহীমকে সরাসরি সামনে রেখে পড়া যায়- হোক একটু দূর থেকেও তবে সেটা মুস্তাহাব গণ্য হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাজের জায়গা হিসেবে গ্রহণ করো’।





- তাওয়াফকারীদেরকে কষ্ট দেয়া কিংবা তাওয়াফে বিঘ্নতা সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকুন। কারণ কাবাতে তাওয়াফই সর্বোত্তম কাজ। ফলে তিনিই সেখানের সর্বাপেক্ষা বেশি উপযুক্ত। আল্লাহ তাআলা কুরআনে তাকেই আগে রেখেছেন। আল্লাহ বলেন, وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ‘তোমরা আমার ঘর পবিত্র করো তাওয়াফকারীদের জন্য। দণ্ডায়মানদের জন্য। রুকূ ও সিজদাকারীদের জন্য’।

প্রথম রাকাআতে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ইখলাস পড়া সুন্নাত।

- তাওয়াফ শেষ করার পরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যমযমের পানি পান করেছেন। ফলে এক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করা সুন্নাত। বর্তমানে সময়ে এটা সহজও বটে। কারণ তাওয়াফ শেষ করে সাঈর দিকে যাওয়ার পথে, সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানসহ হারামের সর্বত্রই যমযমের পানি বিদ্যমান।





(মাসআ) সাঈর স্থানে গমন

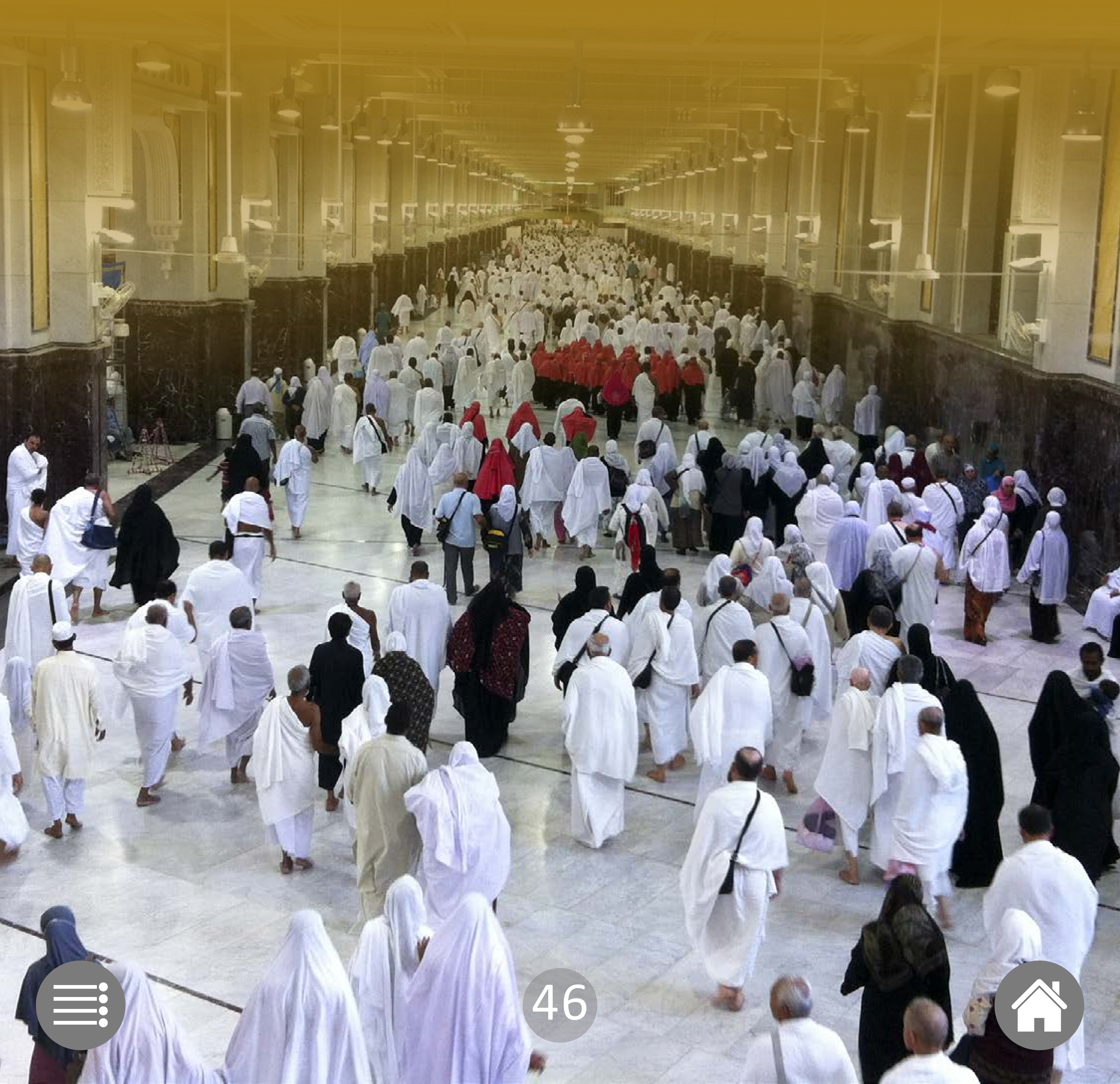


- তাওয়াফ শেষ করার পরে আপনি মসজিদে হারামের অভ্যন্তরে সাঈ করার স্থানের দিকে নির্দেশনা দেখতে পাবেন। এর মাধ্যমে আপনি সাফা পাহাড়ে চলে যাবেন যেখান থেকে সাঈর সূচনা হবে।

মাতাফের আঙিনায় তাওয়াফ শেষ করার পরে আমরা আপনাকে সাঈর জন্য ওপরের ফ্লোরগুলো বেছে নেয়ার পরামর্শ দিবো:

- এতে আপনি নিচের ফ্লোরের ভিড় থেকে বাঁচতে পারবেন।
- আপনার নিজের ও অন্যান্য মুসলিম ভাইদের আরাম মিলবে।







ওপরের ফ্লোরগুলোতে সাঈর জন্য:

বিশেষ বৈদ্যুতিক সিঁড়িগুলো ব্যবহার করুন (প্রয়োজনে নিরাপত্তা কর্মীকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিন)



সাফা ও মারওয়া

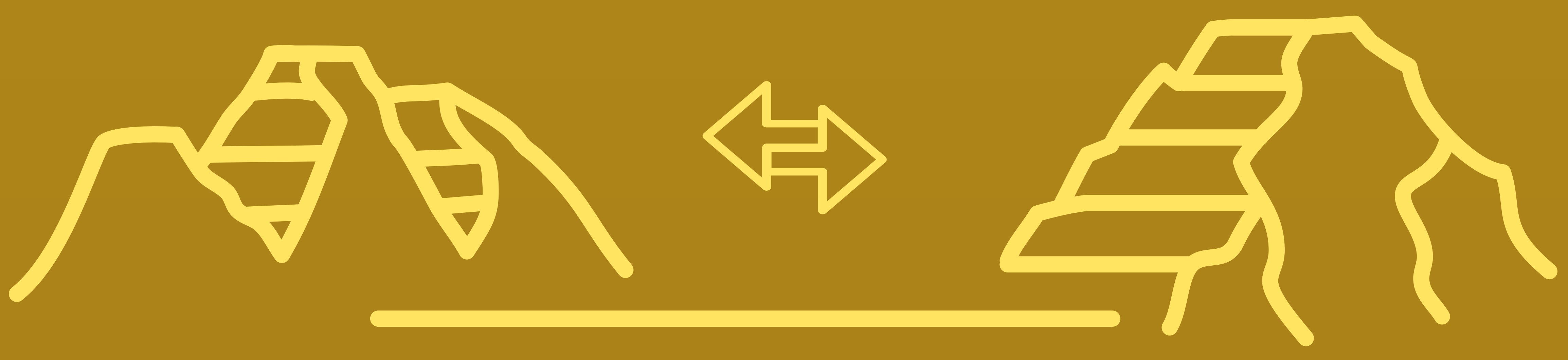
সাফা ও মারওয়া দু'টো ক্ষুদ্র পাহাড়। হাজেরা আলাইহাস সালাম (ইসমাঈলের মাতা) খাবার কিংবা পানির খোঁজে এখানে আরোহণ করেছিলেন।

সাফা:

- একটি ছোট্ট পাহাড় যেখান থেকে সাঈর সূচনা হয়।
- নিচের ফ্লোরে এখনও সে পাহাড়ের পাথরগুলো দৃশ্যমান।

মারওয়া:

- একটি ছোট্ট পাহাড় যেখানে সাঈ শেষ হয়।
- হাজ্জী ও উমরাকারীদের সাঈ এখানে সম্পন্ন হয়।



সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ হজ্জ ও উমরার আমল:

আল্লাহ তাআলা বলেন,

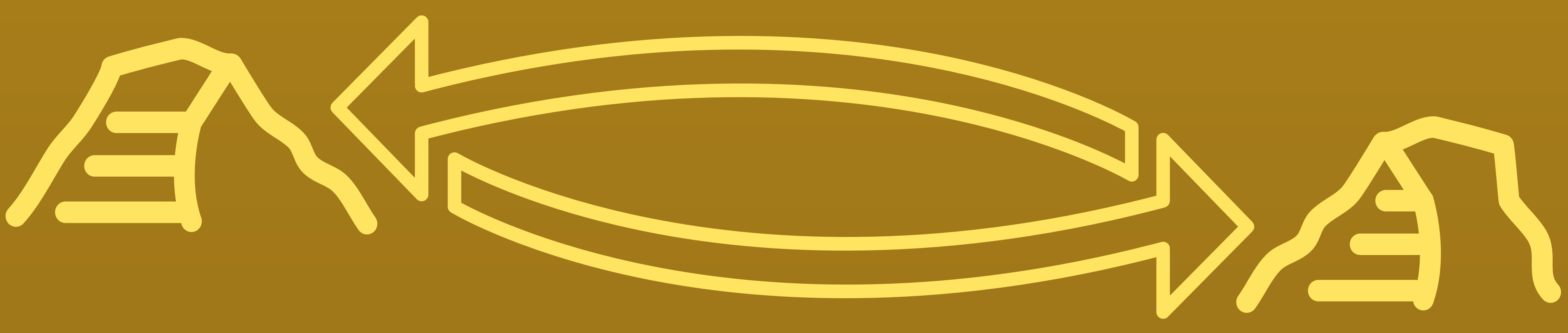
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ

‘নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত’।

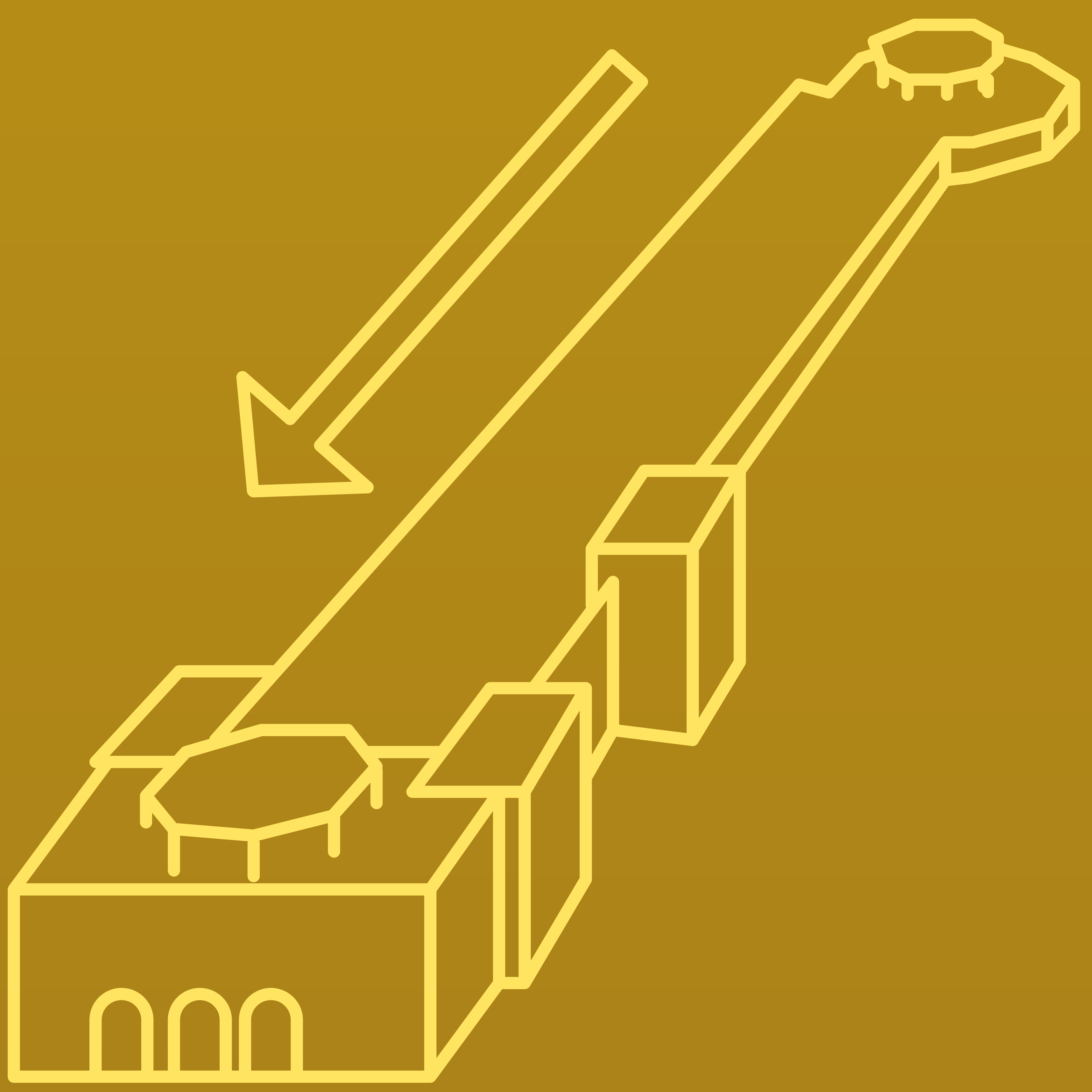


সাঈর বিবরণ

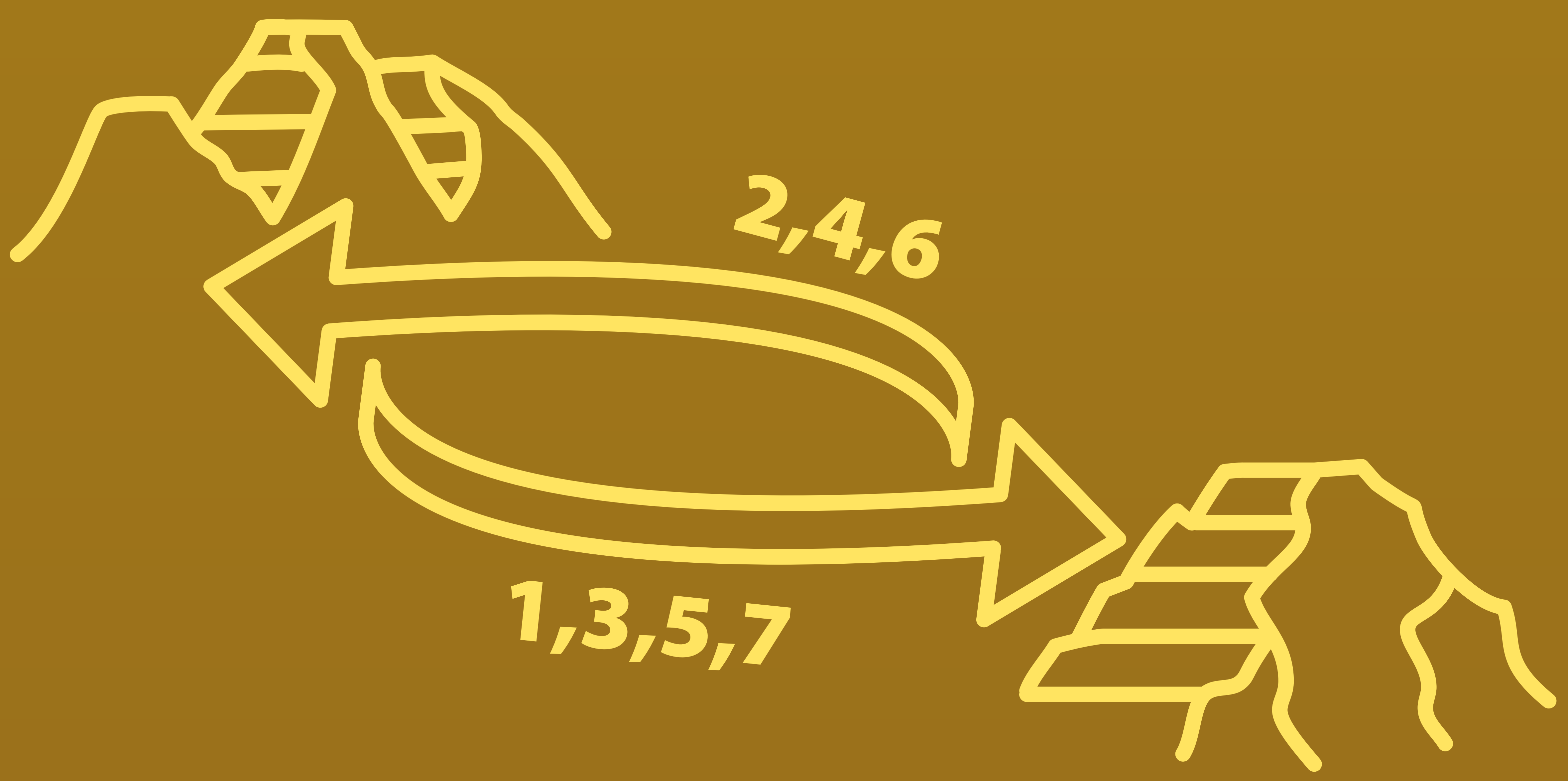
সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাত বার দৌড়ানো আল্লাহর ইবাদত। রাসূলে কারীম (সাঃ) এটা করেছেন।



সাফাতে সাঈ শুরু হয়, মারওয়াতে গিয়ে শেষ হয়।

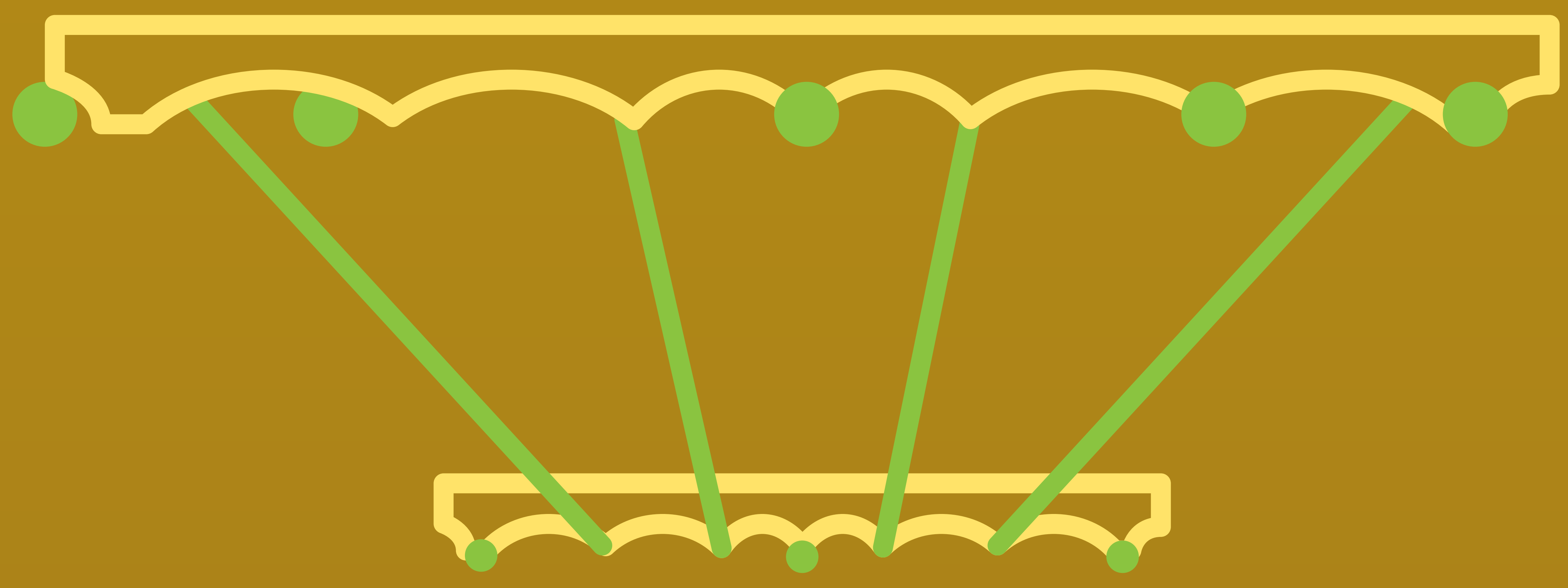


- সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত এক বার গমন একটি চক্কর বিবেচিত হয়।
- মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত আসা আরেকটি চক্কর বিবেচিত হয়। এভাবে সাত চক্কর সাঈ।



দু'টো সবুজ চিহ্নিত জায়গা:

সাফা ও মারওয়ার মাঝে সবুজ চিহ্নিত স্থানে সক্ষম পুরুষদের জন্য একটু জোরে দৌড়ানো মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এমন করেছেন ।







সাঈর
দুআ

সাঈতে দুআ:

সাঈর পুরো সময়টা আল্লাহর জিকির, দুআ কিংবা কুরআন তিলাওয়াত দ্বারা পূর্ণ করা উচিত।



সাফা ও মারওয়াতে দুআ:

প্রত্যেক সাঈর শুরুতে সাফা কিংবা মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছে কিবলার দিকে ফিরে দুই হাত তুলে দুআ-মুনাজাত করা ও তাকবীর দেয়া সুন্নাত।



আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) দুআ:

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাওয়াফ শেষ করে সাফাতে পৌঁছে কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ

'নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত'।

অতঃপর বলতেন, 'আল্লাহ যা দ্বারা শুরু করেছেন (তথা সাফা) আমিও সেটা দ্বারা শুরু করলাম'।



তিনি সাফা কিংবা মারওয়াতে পৌঁছে কিবলামুখী হয়ে বলতেন, ‘আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহ। লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদ। ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ। আনজাযা ওয়া’দাহ। ওয়া নাসারা আবদাহ। ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহ’। অতঃপর তিনি বিভিন্ন দুআ করতেন। অতঃপর ওপরের দুআটি (দ্বিতীয়বার) পড়তেন। এরপর অন্যান্য দুআ করতেন। এরপর ওপরের দুআটি (তৃতীয়বার) পড়তেন। অতঃপর নতুন চক্কর শুরু করতেন।



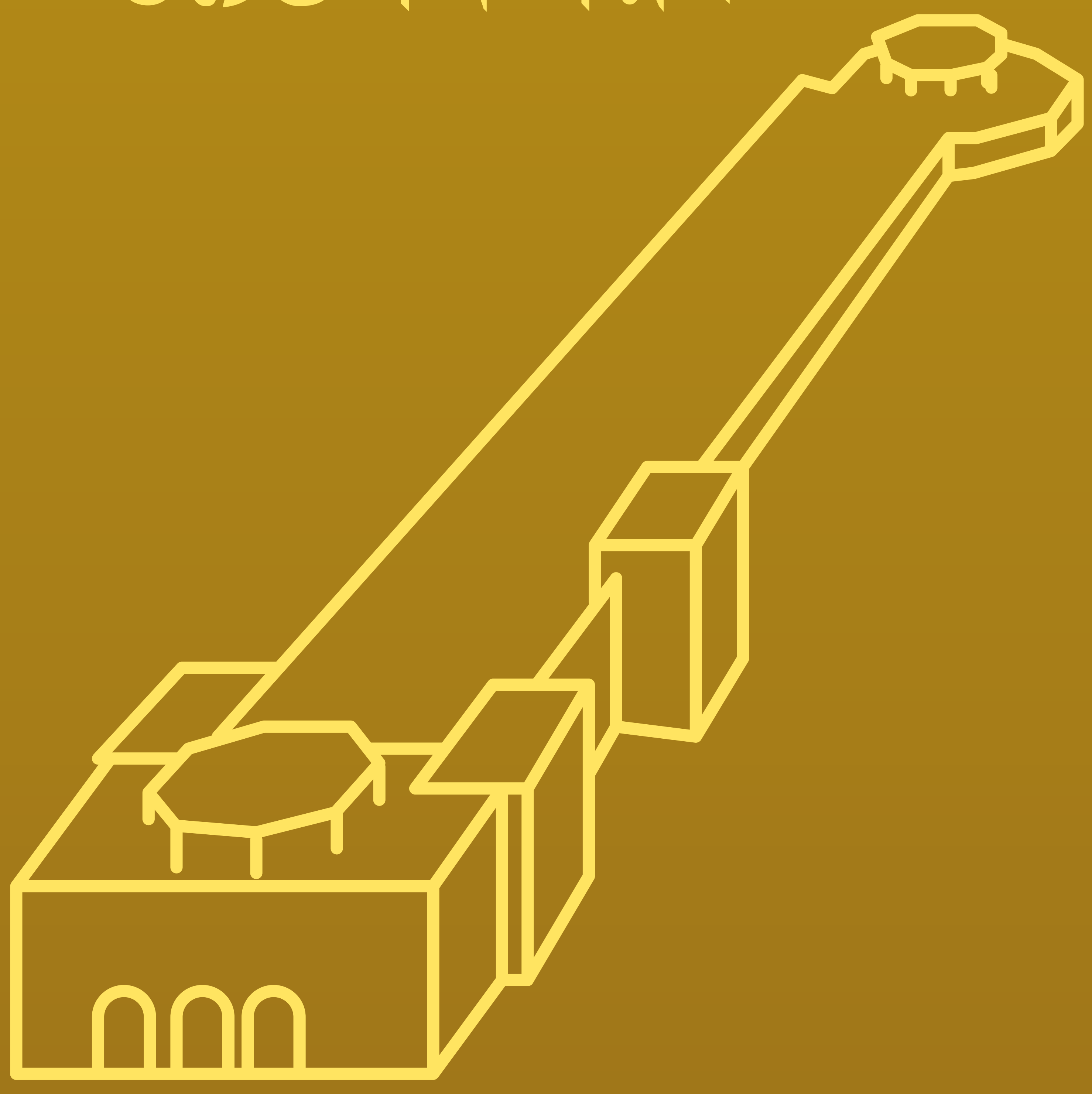
তবে দোয়ার জন্য এমন জায়গাতে দাঁড়াবেন না যার ফলে অন্যদের চলাচল বিঘ্নিত হয়। বরং নিরাপত্তাকর্মী ও প্রশাসনের অন্যান্য লোকদের দিক-নির্দেশনা মেনে চলবেন।





সংখ্যায়
সাঈ

সাঈর স্থানের দৈর্ঘ্য: ৩৯৪ মিটার।



সাত চক্করের গড় দূরত্ব:

২৭৬১.৫ মিটার।



সাঈ সম্পন্নের গড় সময়:

৪৫-৫৫ মিনিট



হাঁটার ক্ষেত্রে গতির কমবেশ হওয়া নানা কারণে প্রভাবিত হয়ে থাকে। যথা একটানা হাঁটা, দৈহিক উচ্চতা, ওজন, বয়স, স্থান, প্রতিবন্ধকতা, ভিড়, দুআর পরিমাণ ইত্যাদি।



সাঈ করার ফ্লোরসমূহ

সাঈর স্থানটি একাধিক ফ্লোরে বিভক্ত যার গড় আয়তন ৮৭০০০ বর্গমিটার। এগুলো হলো:

- ভূগর্ভস্থ ফ্লোর
- নিচ তলা
- বৈদ্যুতিক চেয়ারের জন্য নির্ধারিত মেজানাইন ফ্লোর
- প্রথম তলা
- দ্বিতীয় তলা

উমরাকারীদের
জিজ্ঞাসার জবাব

মসজিদে হারামের চতুর্দিকে অসংখ্য ফোন রয়েছে যা উমরাকারী ও দর্শনার্থীদের সকল জিজ্ঞাসার জবাব দিয়ে থাকে। বিশ্বের সাতটি ভাষায় উক্ত সেবা প্রদান করা হয়।



হুইল চেয়ার সার্ভিস

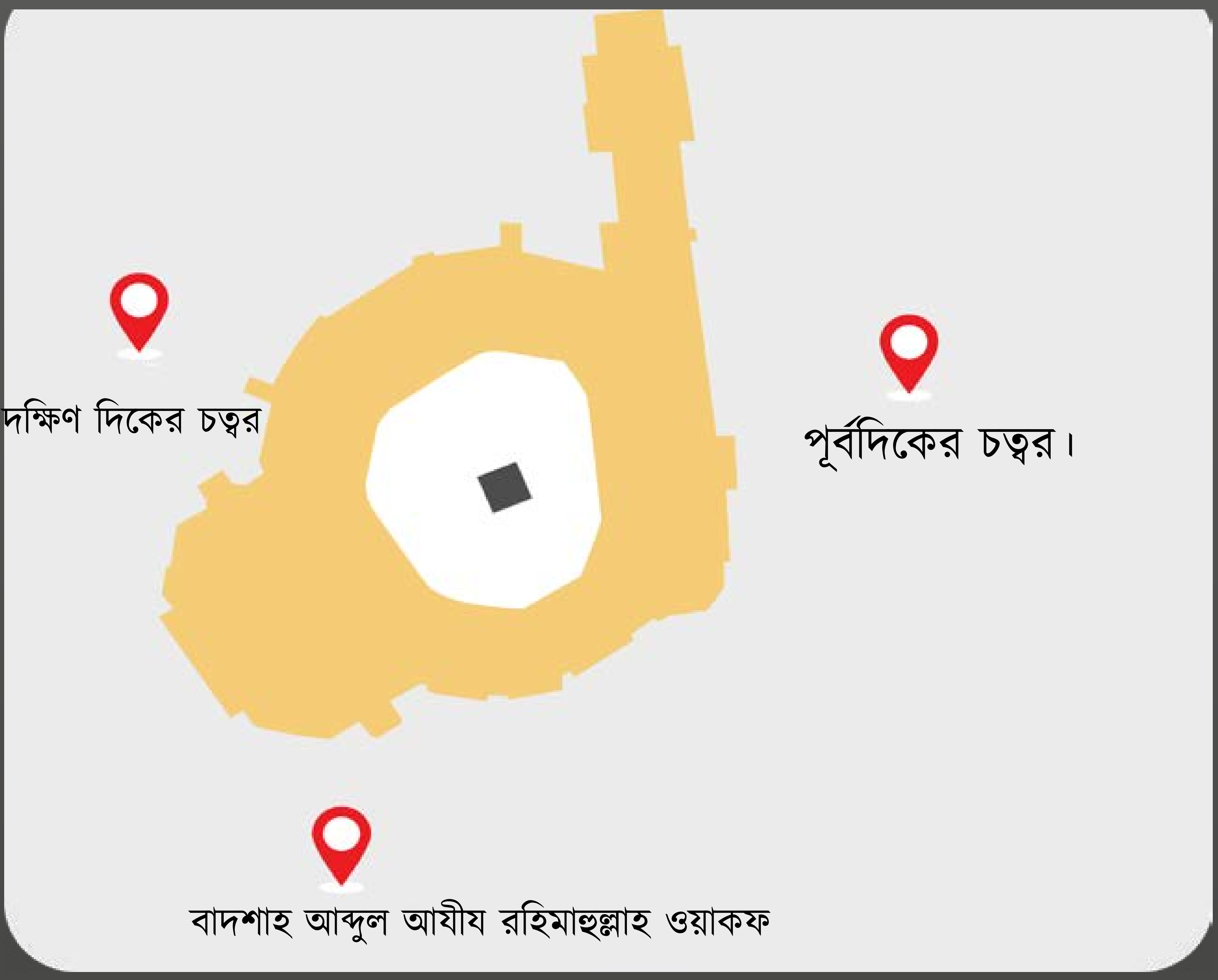


ফ্রি হুইল চেয়ার

সংগ্রহের স্থান:

১- পূর্বদিকের চত্বর (SAPTCO বাসের প্রবেশপথ)।

২- দক্ষিণ দিকের চত্বর (বাদশাহ আব্দুল আযীয রহিমাহুল্লাহর ওয়াকফের পাশে)।



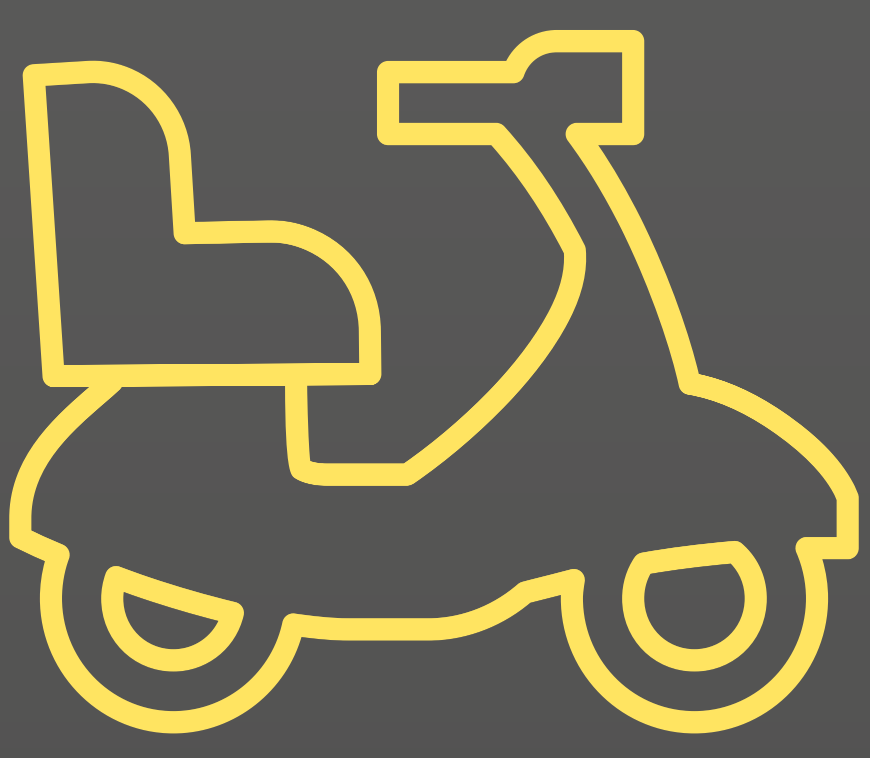
বয়স্ক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য তওয়াফের বিশেষ হুইল চেয়ার রয়েছে। বিস্তারিত জানতে

এখানে ক্লিক করুন।



বৈদ্যুতিক হুইল চেয়ার:

একটি আধুনিক বাহন। হাজ্জী ও উমরাকারীদের সুষ্ঠুভাবে হজ্জ-উমরা সম্পাদনের সহায়ক হিসেবে এটার যাত্রা। এগুলো বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে।







মসজিদে হারামে উমরাকারী ও দর্শনার্থীদের চলাচল সহজীকরণের উদ্দেশ্যে এখানে ৫০০০ এর বেশি সাধারণ হুইল চেয়ার ও প্রায় ৩০০০ বৈদ্যুতিক চেয়ার বিদ্যমান রয়েছে।

হুইল চেয়ার ঠেলাদান সেবা:

সেবা দানের স্থানসমূহ:

১- নিচতলার মাতাফ।

২- নিচ তলার সাঈর স্থান (১৪ নং দরজা)

৩- দ্বিতীয় তলার সাঈর স্থান (আরকাম সিঁড়ি)

৪- বাদশাহ আব্দুল আযীয রহিমাহুল্লাহ ওয়াকফ



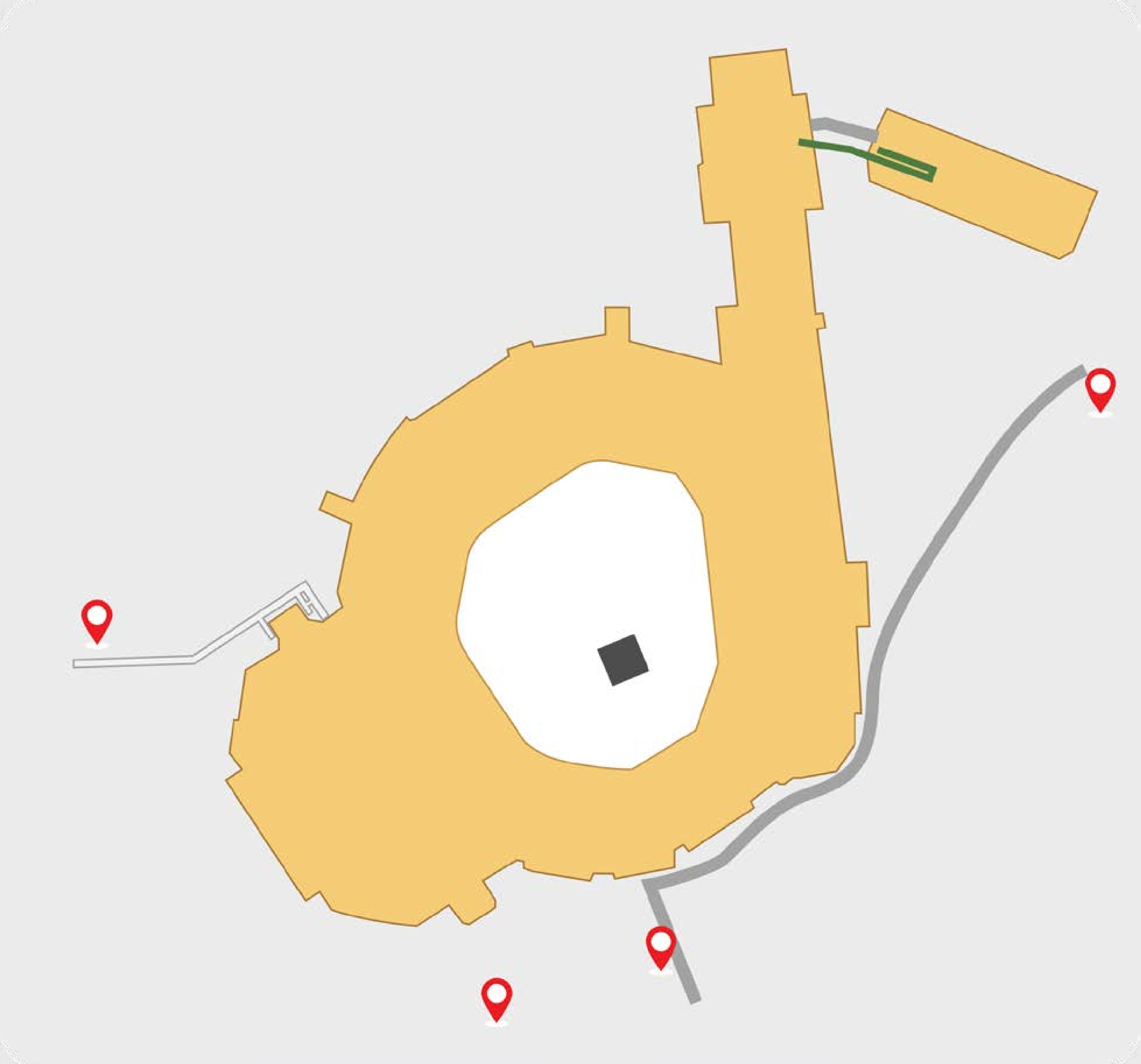
মসজিদে হারামের চারটি প্রবেশপথে বৈদ্যুতিক চেয়ার সেবা বিদ্যমান রয়েছে। সেগুলো হলো:

১- পূর্বদিকের চত্বর (কাশশাশিয়্যার ছাদের ওপর)

২- দক্ষিণ দিকের চত্বর (প্রথম তলায় যাওয়ার আজইয়াদ ব্রিজ)।

৩- আজইয়াদ গেটের বৈদ্যুতিক সিঁড়ি।

৪- পশ্চিম দিকের চত্বর (শাবীকাহ ব্রিজ) ।



যদি হারামে যাওয়ার আগে বৈদ্যুতিক চেয়ার বুক করতে চান:

(তানাক্কুল) অ্যাপের মাধ্যমে সেটা করতে পারেন।



অ্যাপটি ডাউনলোড করতে এখানে ক্লিক করুন।

নিম্নলিখিত সার্ভিস পয়েন্টগুলোতে হুইল চেয়ার আপনার অপেক্ষায় থাকবে।

- সাঈর শুরুতে (সাফা)।
- মেজানাইন ফ্লোর (তাওয়াফের সূচনা)



সুষ্ঠুভাবে হুইল চেয়ার সেবা গ্রহণের জন্য আমরা আপনাকে নিম্নলিখিত পরামর্শগুলো দিবো:

নির্ধারিত গেট দিয়ে প্রবেশ করা।

নির্ধারিত লেনে থাকা।

তত্ত্বাবধায়কদের নির্দেশনা মেনে চলা।

চেয়ারের নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি রাখা।

সতর্কতা ও ধীরস্থিরতার সঙ্গে চেয়ার পরিচালনা করা।



বয়স্ক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন উমরাকারী এবং মুসল্লীদের পরিবহনের জন্য হারামের ভেতরে ফ্রি গল্ফ গাড়ি রয়েছে।





ক্ষৌরাগার (সেলুন)

- উমরাকারীদের জন্য হারামে মক্কার চারপাশে একাধিক অনুমোদিত সেলুন রয়েছে।
- এগুলোতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিরাপদে চুল কাটার ব্যবস্থা রয়েছে।



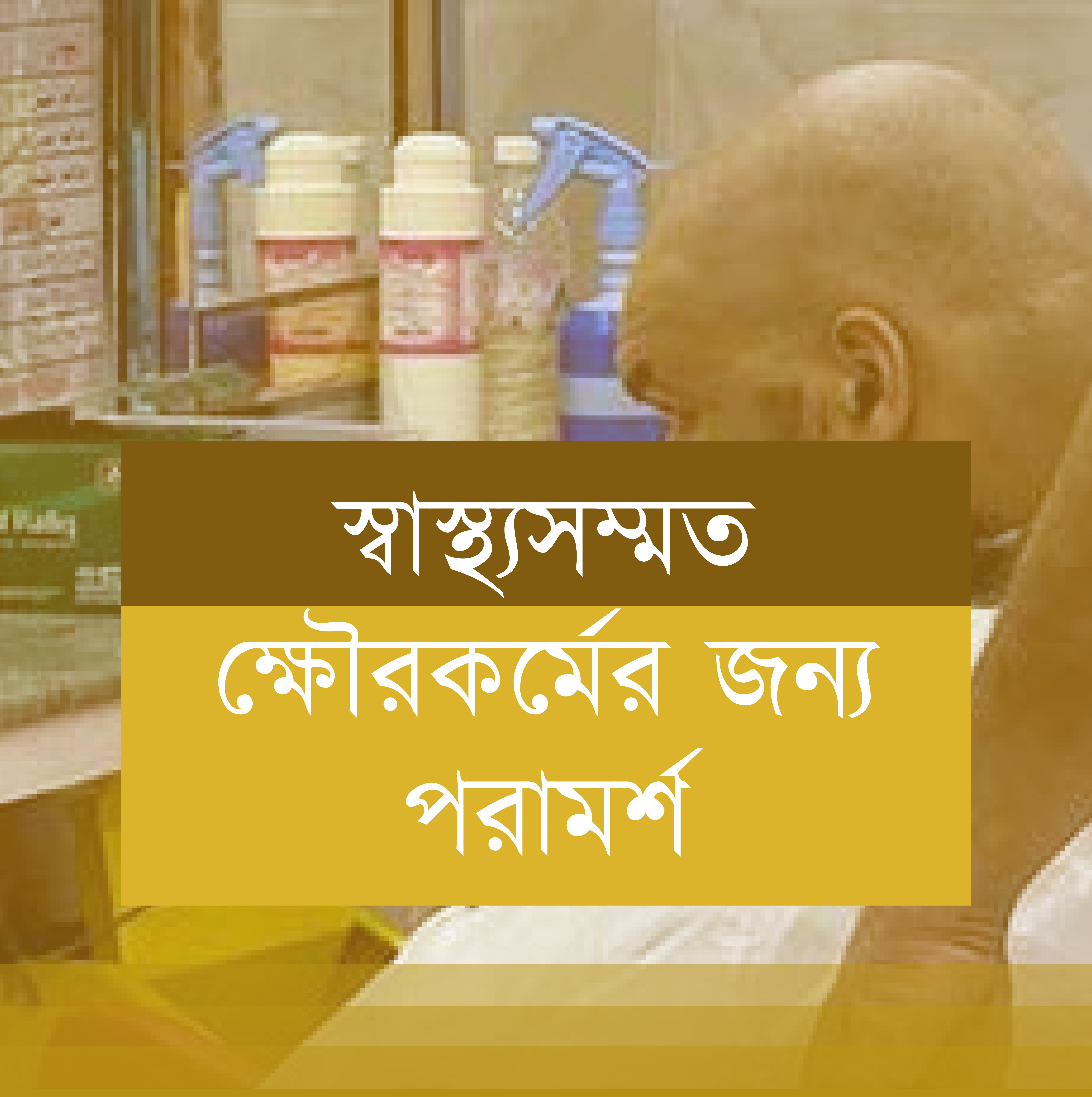
- উমরাকারীর কর্তব্য হলো নিজের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে এসব স্থানে চুল কাটা।
- ফুটপাতের নাপিত এড়িয়ে চলা। হারামের সম্মান ও পবিত্রতার সঙ্গে বেমানান পদ্ধতিতে চুল না কাটা।





সেলুনের লোকেশন জানতে

এখানে ক্লিক করুন



স্বাস্থ্যসম্মত ক্ষৌরকর্মের জন্য পরামর্শ

চুল কাটার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দিন:

- ক্ষৌরকার প্লাস্টিকের হাতল বিশিষ্ট ক্ষুর (রেজার) ব্যবহার করছে কি না যেগুলো মাত্র একবার ব্যবহারযোগ্য।
- আগের হাজ্জী বা উমরাকারীর ব্যবহৃত বস্তুগুলো সরিয়ে নতুন বস্তু ব্যবহার করছে কি না।
- আপনাকে সেবাদানের পূর্বে সে তার হাত দু'টো পানি ও সাবান দ্বারা ধুয়েছে কি না।



একাধিক উমরা

সম্ভব হলে একাধিক বার উমরার জন্য সফর করা মুস্তাহাব। যেমনটা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বলেছেন, ‘এক উমরা থেকে আরেক উমরা দু’টোর মাঝের কাফফারা স্বরূপ’।





তবে একই সফরে বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া একাধিক বার উমরা পালন সাহাবায়ে কিরাম থেকে প্রমাণিত নয়। তারা বরং উমরার পরে কুরআন তিলাওয়াত, নামাজসহ অন্যান্য ইবাদতে মগ্ন হয়ে যেতেন। এটা সহজ ও আরামদায়কও বটে।

তবে একই সফরে একাধিক উমরা পালন বৈধ। হোক সেটা নিজের কিংবা অন্যের পক্ষ থেকে। তবে শর্ত হলো, তাতে যেন অন্যান্য হাজ্জী কিংবা উমরাকারীদের কষ্ট না হয়।

বর্তমান সময়ে কেউ উমরা পালন করতে চাইলে সরকারি অ্যাপের মাধ্যমে তাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ে উমরা সম্পন্ন করতে হবে।

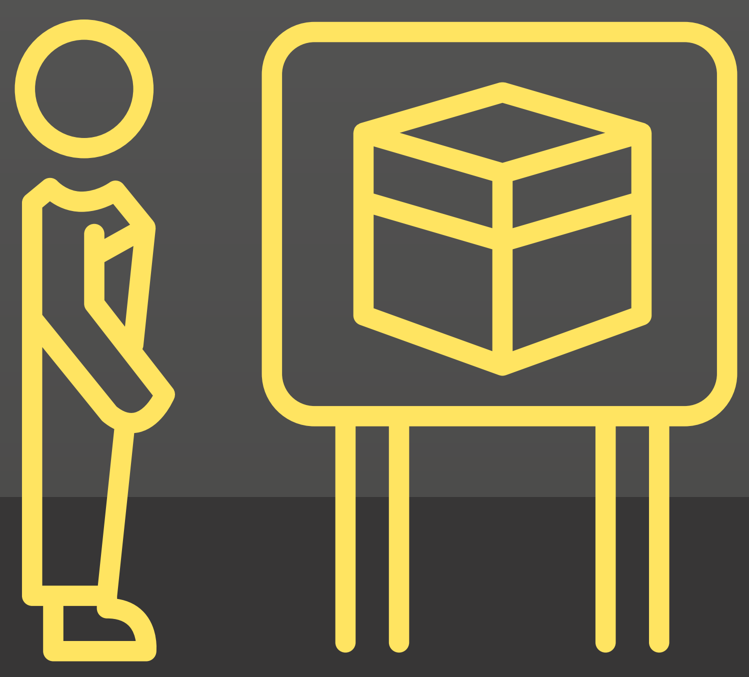


(নুসুক অ্যাপ ডাউনলোড করতে এখানে ক্লিক করুন।)

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

কেউ উমরা পালন করতে চাইলে এবং অ্যাপের মাধ্যমে অনুমতি পেলে তিনি হারামের সীমা থেকে বেরিয়ে যাবেন। অতঃপর সেখান থেকে ইহরাম বাঁধবেন। যেমন চাইলে তানঈমে অবস্থিত মসজিদে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাতে গিয়ে সেখান থেকে ইহরাম বাঁধতে পারেন।



মসজিদে আয়েশাতে- রাযিয়াল্লাহু আনহা- পৌঁছতে

এখানে ক্লিক করুন।



হজ্জ ও উমরার চূড়ান্ত মৌসুমগুলোতে এক সফরে একই উমরার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকা উত্তম। এতে নিজে ধাক্কাধাক্কি থেকে নিরাপদে থাকা সম্ভব হয়। অপরদিকে যেসব মানুষ একটা উমরাও করেননি তাদের জন্য সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে উমরা পালন সহজ হয়।





স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ

শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখতে, ক্লান্তি এড়াতে এবং শরীর থেকে হারানো তারল্য ফিরিয়ে আনতে:

আমরা আপনাকে অধিক পরিমাণে যমযমের পানি, বোতলজাত পানি ও জুস পানের পরামর্শ দিবো।



টাইলসের ওপর দীর্ঘক্ষণ হাঁটার ক্ষেত্রে নিজের পা'দু'টো সুরক্ষিত রাখতে:

- ক্লান্তি অনুভব করলে খানিক সময় বিশ্রাম গ্রহণ করুন।
- দীর্ঘক্ষণ খালি পায়ে হাঁটা থেকে বিরত থাকুন।
- বাইরের চত্বরের টাইলসের ওপর খালি পায়ে হাঁটবেন না।





চামড়া ছিলে যাওয়া থেকে কীভাবে পরিত্রাণ পাবো?

- উমরার আগে গোসল করুন ও পরিচ্ছন্ন থাকুন।
- উরু ছিলে যাওয়ার ক্রিম ব্যবহার করুন (ফার্মেসিতে পাবেন)।
- ছত্রাক-নাশক পাউডার ব্যবহার করুন।





হারামের আশপাশের শপিংমল

হারামের পাশে একাধিক শপিংমল ও রেস্টুরেন্ট রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- মক্কা টাওয়ার
- বাদশাহ আব্দুল আযীযের ওয়াকফ
- আল খলীল স্কয়ার
- জাবালে উমর টাওয়ার



রমজান মাসে উমরা

উমরা সবসময়ই একটি মহাপুণ্যময় ইবাদত। এটা গুনাহের কাফফারা যেমনটা রাসূল (সাঃ) জানিয়েছেন। তবে রমজানের উমরা স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।



রমজানে উমরার পুণ্য:

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, ‘রমজানের উমরা হজ্জের সমতুল্য’।





উমরার অনুমতি (পারমিট)

উমরার জন্য সফরে বের হবার আগেই প্রত্যেকের কর্তব্য হলো তিনি সে অবস্থায় উমরার উপযুক্ত কি না এবং অনুমতি পান কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নেয়া। এটা নুসুকঅ্যাপের মাধ্যমে করা সম্ভব।



GET IT ON Google Play

Download on the App Store

উমরার অনুমতির জন্য নিম্নলিখিত কাজগুলো করুন:

১



কাঙ্খিত সেবা বাছাই করুন। দিন ও সময় নির্বাচন করুন।

২



আপনার পরিচয় যাচাই সম্পন্ন হবে।

৩



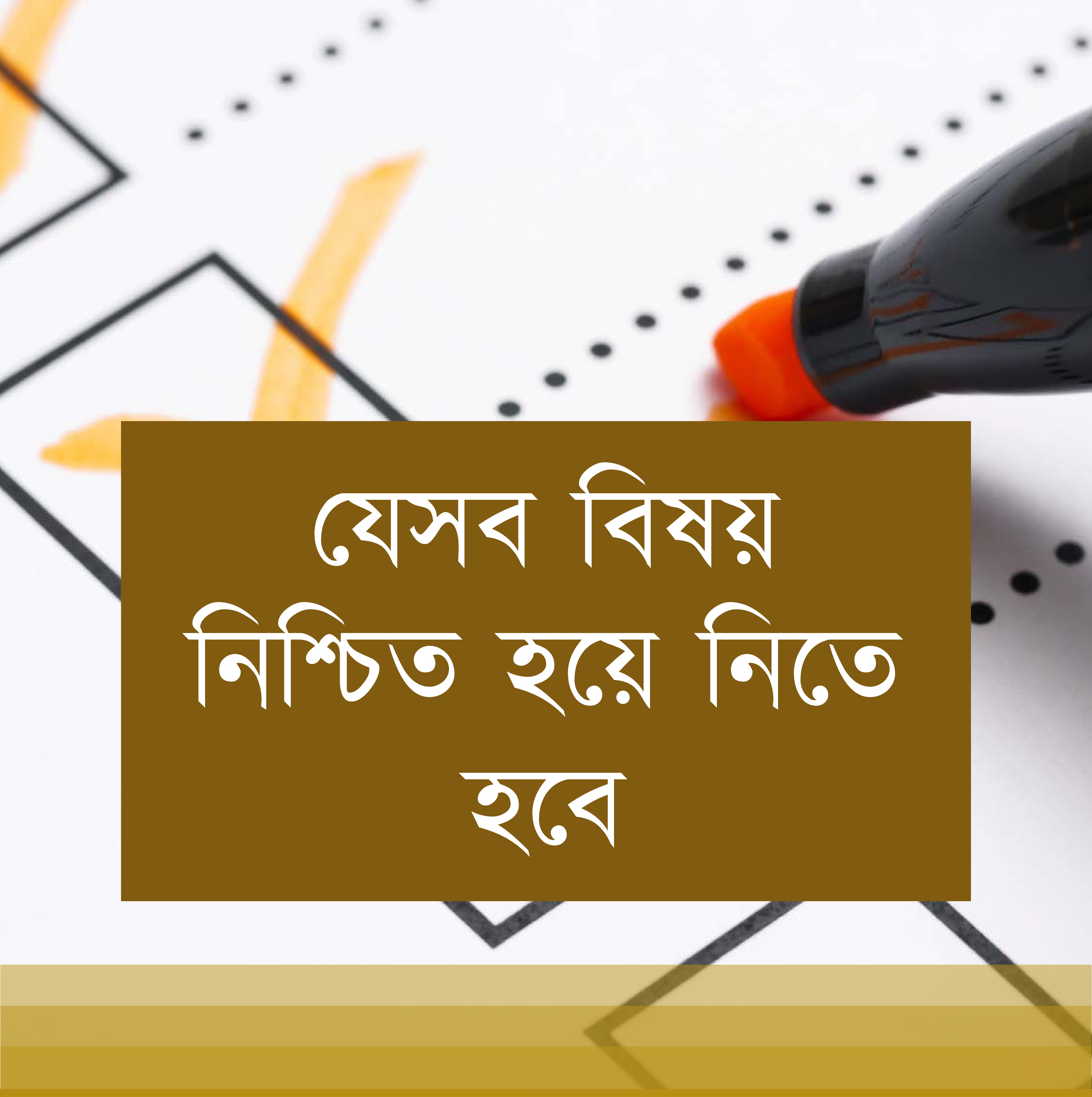
অতঃপর বিদ্যমান তারিখ অনুযায়ী অনুমতি ইস্যু করা হবে।



সহজে উমরা ও যাবতীয় ইবাদত সম্পন্ন করতে প্রত্যেকের অ্যাপে প্রাপ্ত পারমিটে উল্লিখিত দিন ও সময়সূচি মেনে চলা কর্তব্য।



যেই সময়গুলোতে হারামে ভিড় কম হয় উমরার জন্য সেসব সময় বাছাই করলে অধিক খুশু’ ও প্রশান্তির সঙ্গে উমরা পালন সম্ভব।



যেসব বিষয় নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে

আপনি উমরার অনুমতি (পারমিট) ইস্যু করেছেন।

পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিয়েছেন।

প্রয়োজনীয় ঔষধগুলো খেয়েছেন।

জরুরি ঔষধগুলো সঙ্গে নিয়েছেন।

গুরুত্বপূর্ণ নম্বরসমূহ

911

জরুরি ও নিরাপত্তা সেবার জন্য

937

চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ ও জিজ্ঞাসার জন্য

920002814

আল্লাহর মেহমানদের জিজ্ঞাসার জবাবের জন্য
হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ কেন্দ্র

1966

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী সংক্রান্ত
অনুসন্ধানের জন্য

হজ্জের অন্যান্য সকল নির্দেশিকা হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে বিদ্যমান (ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন)। এসব নির্দেশিকাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান।



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

وزارة الصحة
Ministry of Health

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority

الهيئة العامة للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY

আল্লাহ আপনাদের আমল ও প্রচেষ্টাগুলো কবুল করুন

দিক-নির্দেশনামূলক অন্যান্য তথ্যের জন্য
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে
আমাদের একাউন্টগুলো অনুসরণ করুন

Haj.gov.sa | @HajMinistry

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

1.2 BEN بنغالي

সচেতনতামূলক
ইহরাম
নির্দেশিকা



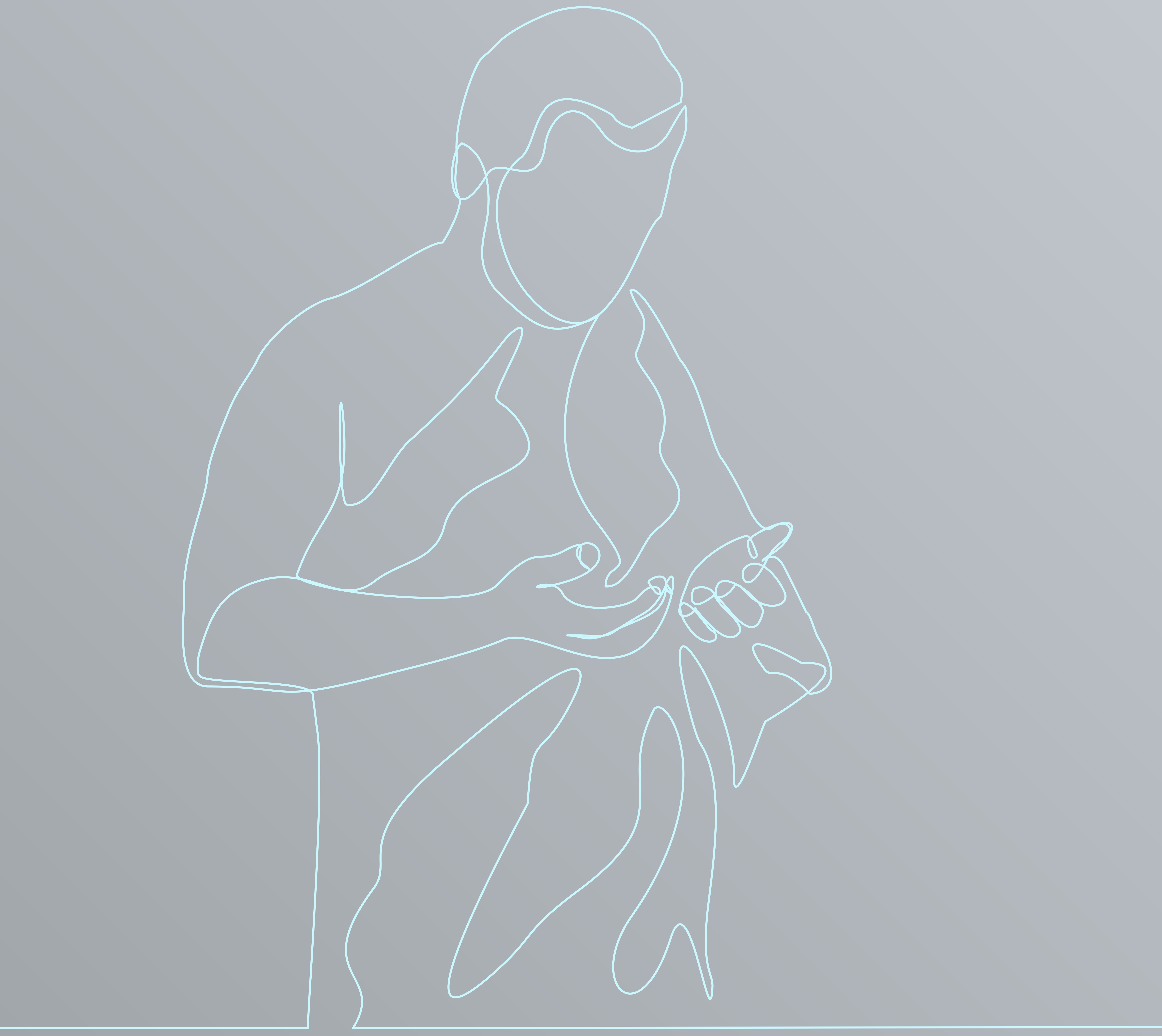
কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

এই নির্দেশিকাটি নিম্নলিখিত ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। পছন্দের ভাষার ওপর ক্লিক করে আপনি সেটা ডাউনলোড করতে পারেন:

English ENG	عربي AR
বাংলা BEN	Bahasa Indonesia IND
Français FRA	Hausa HAU
Türkçe TUR	اُردُو URD
Español SPN	Русский язык RUS
Bahasa Malaysia MAY	සිංහල භාෂාව SIN
አማርኛ AMH	فارسی PER
o'zbek UZB	हिंदी HIN



ভূমিকা

ইহরাম হলো আপনার ঈমানদীপ্ত যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ। এটি একটি আধ্যাত্মিক আমল যার মধ্য দিয়ে আপনি হজ ও উমরার মতো মহাগুরুত্বপূর্ণ ইবাদত শুরু করবেন। যে ইবাদত আল্লাহ তাআলা নিষ্ঠার সঙ্গে এবং কেবল তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ 'তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরা সম্পাদন করো'।

বক্ষ্যমাণ নির্দেশিকাতে আপনি ইহরাম সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল বিষয় জানতে পারবেন।

সূচিপত্র

কাঙ্খিত পৃষ্ঠায় যেতে শিরোনামের ওপর ক্লিক করুন

▶ ইহরাম কী?



▶ ইহরামের পোশাক



▶ শর্ত রাখা



▶ তালবিয়া



মীকাতসমূহ



ইহরামের
নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ



দেহের চামড়া ছিলে যাওয়া
ও ত্বকের নানান প্রদাহ থেকে
সুরক্ষা



মুহরিমের
আদবসমূহ



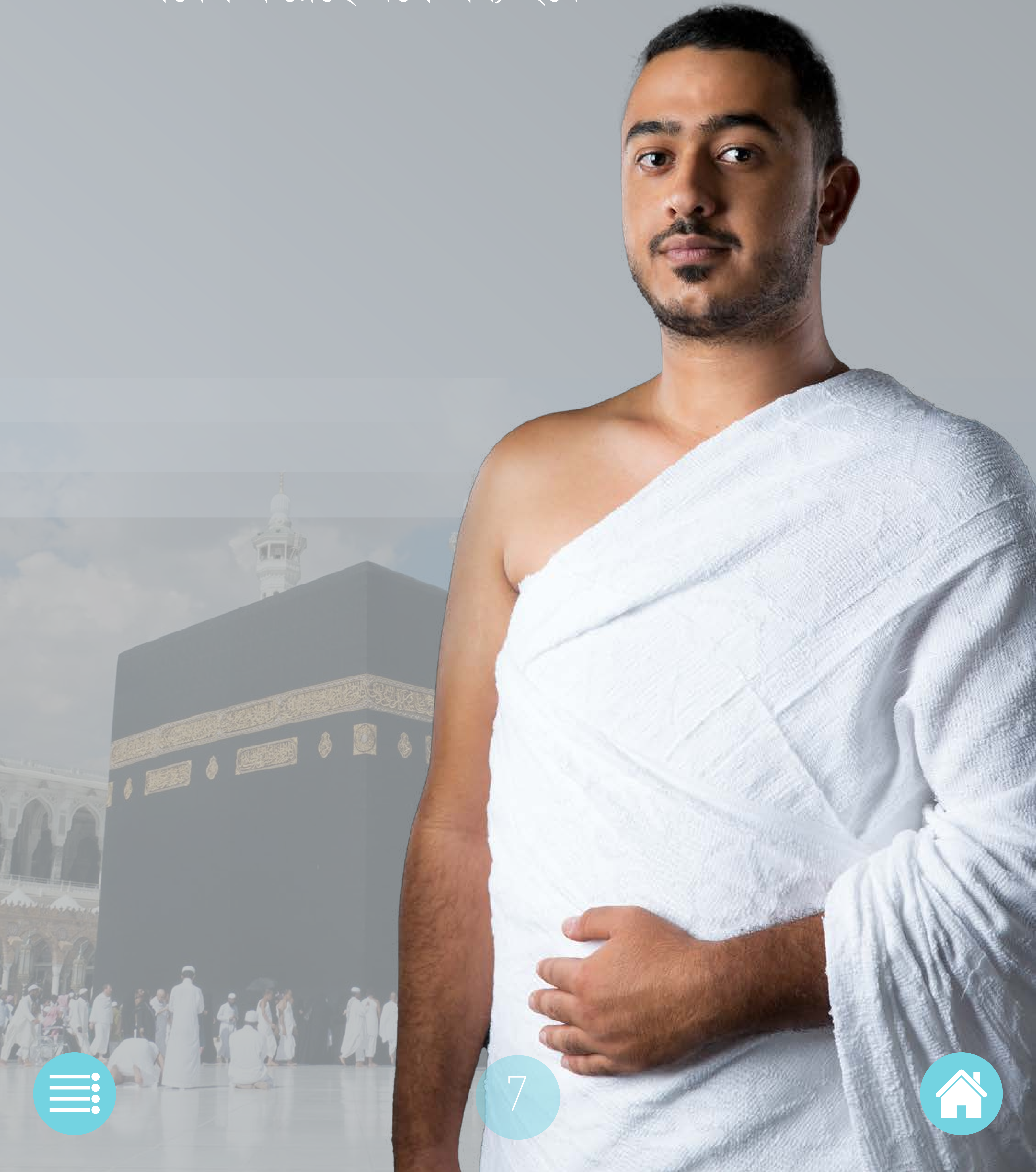
গুরুত্বপূর্ণ ফোন
নাম্বারসমূহ



ইহরাম
কী?

১ এটা হজ্জ কিংবা উমরা ইবাদতের সূচনা। অর্থাৎ কেউ হজ্জ কিংবা উমরা শুরুর নিয়ত করবে এবং তালবিয়া পাঠ আরম্ভ করবে- এটাই ইহরাম।

২ এক্ষেত্রে কর্তব্য হলো যেই ইবাদতের নিয়ত করবে তালবিয়ার শুরুতে সেটার নাম স্পষ্ট করবে। যেমন বলবে, 'লাব্বাইকা উমরাতান' অথবা 'লাব্বাইকা হাজ্জান'। এভাবে কেউ হজ্জ কিংবা উমরাতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করেছে বলে গণ্য হবে।



৩ ইহরামের নিয়ত করার আগে গোসল কিংবা উযু করা সুন্নাত।

৪ কেবল ইহরামের নিয়তের মাধ্যমেই হজ্জ বা উমরা শুরু হয়ে যাবে। ফলে তখন থেকেই ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ এমন সকল বিষয় থেকে দূরে থাকতে হবে।



ইহরামের পোশাক

মুহরিম ব্যক্তি দুই টুকরো কাপড় পরিধান করবে। একটি হলো লুঙ্গি যা দেহের নিম্নাংশে জড়াবে। আরেকটি হলো চাদর যা দিয়ে ওপরের অংশ ঢাকবে। এটা সাদা হওয়া উত্তম।

ইযার' বা নিচের অংশের কাপড়কে শরীরে মজবুত করে বাঁধার জন্য কোমরে ফিতা বা বেল্টের ব্যবহার বৈধ। চাইলে তাতে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, মোবাইল, অর্থ ইত্যাদিও রাখা যেতে পারে।



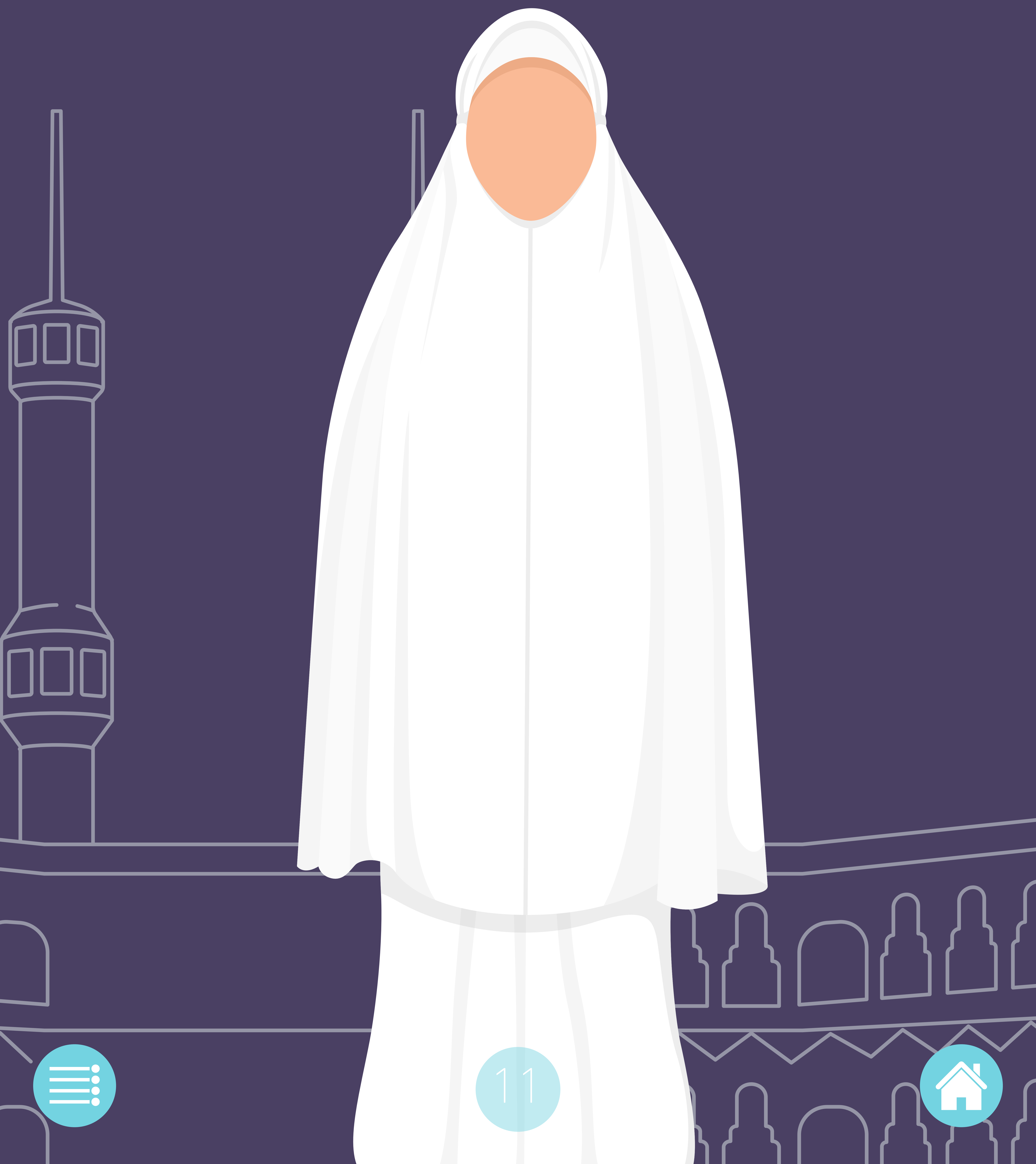
ইহরামের কাপড়ের ক্ষেত্রে জগতের সকল মানুষ সমান। অর্থ ও বর্ণ কোনো কিছু তাদেরকে আলাদা করতে পারে না। সবাই এক পোশাকে এক মাটিতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া ও মোনাজাত করবে।



নারীরা যে কোনো পোশাক পরে ইহরাম বাঁধতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো:

১ হাঁটার ক্ষেত্রে বিঘ্নতা সৃষ্টি না করে এমন ঢিলেঢালা ও দেহ আবৃতকারী হওয়া।

২ তাতে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষক সৌন্দর্য না থাকা।





শর্ত রাখা

যদি হজ কিংবা উমরাকারীর এমন আশংকা থাকে যে, অসুস্থতা কিংবা শরঈ উজর অথবা নিজের ইচ্ছার বাইরে যে কোনো কারণে সে হজ বা উমরা সম্পন্ন করতে নাও পারে, তবে এমতাবস্থায় ইহরামের নিয়তের ক্ষেত্রে শর্ত জুড়ে দিতে পারে। যেমন 'লাব্বাইকা উমরাতান' বা 'লাব্বাইকা হাজ্জান' এর পরে বলবে:

'যদি কোনো প্রতিবন্ধকতা আসে তবে যেখানে প্রতিবন্ধকতা আসবে সেটাই আমার গন্তব্যস্থল' (যে কোনো ভাষাতে এটা বলা সম্ভব)

যদি নিয়তের ক্ষেত্রে এমন শর্ত রাখে এবং পরে বাস্তবেই পথে এমন কোনো প্রতিবন্ধকতা আসে যেকারণে হজ্জ বা উমরা সম্পন্ন করা সম্ভব না হয়, তবে সেখানেই ইহরাম শেষ করা বৈধ। এতে কোনো অপরাধ হবে না।



তালবিয়া



তালবিয়া হলো: ‘লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান নি’মাতা লাকা ওয়াল মুলক লা শারীকা লাক’- বলা।

তালবিয়ার অর্থ: হে আল্লাহ! আমরা আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে এসেছি! আমরা উপস্থিত হয়েছি। আমরা আপনার একত্ববাদ ও ইবাদতের স্বীকৃতি দিচ্ছি। আপনার পূর্ণ রাজত্বের প্রতি আত্মসমর্পণ করছি। এটা হাজীদের এক মহাগুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন যার মাধ্যমে তারা বিশ্বজগতের প্রতিপালক করুণাময় আল্লাহর দাসত্ব ও তাঁর পূর্ণ আনুগত্যের ঘোষণা দেয়।

পুরুষরা উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করবেন; আর নারীরা নিম্নস্বরে।

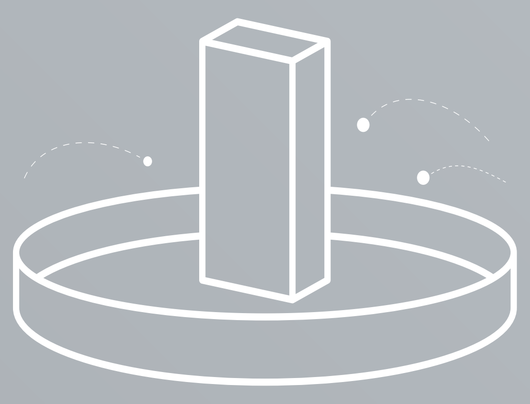
ইহরাম শুরুর সঙ্গে তালবিয়া শুরু হয়।

তালবিয়া শেষ হয়:



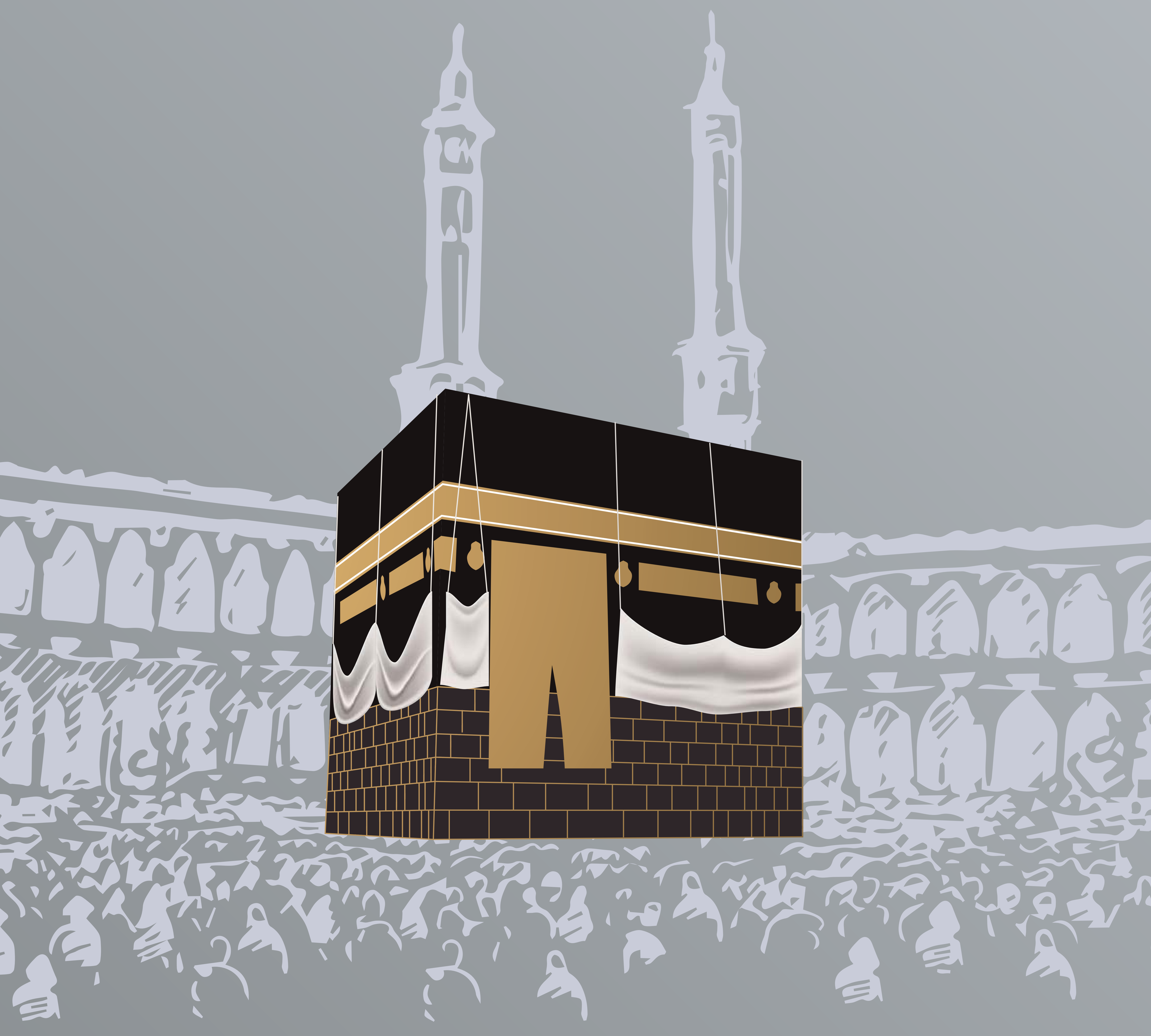
উমরার ক্ষেত্রে:

বাইতুল্লাহ দর্শনের মাধ্যমে।



হজ্জের ক্ষেত্রে:

জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে।





মীকাতসমূহ

আল্লাহর ঘরের সম্মানার্থে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কায় পৌঁছার আগে কিছু জায়গা নির্ধারণ করে দিয়েছেন হজ্জ ও উমরার জন্য আগতরা প্রথমে সেখানে উপস্থিত হন। সেখান থেকে ইহরাম বাঁধেন। তালবিয়ার ঘোষণা দিতে থাকেন। এভাবে হারামে প্রবেশের আগেই তারা সম্পূর্ণ প্রস্তুতির কথা জানিয়ে দেন। আগমনের স্থান ভেদে এসব প্রস্তুতিমূলক স্থানও (মীকাত) ভিন্ন হয়ে থাকে।

যারা মক্কা থেকে দূরে বসবাস করেন তাদের জন্য এসব মীকাত কিংবা এগুলোর বরাবর জায়গা থেকে ইহরাম বাঁধা আবশ্যক। সুতরাং স্থল হোক কিংবা আকাশপথ হোক এসব মীকাত বরাবর স্থানে এসে গেলেই ইহরাম বাঁধতে হবে। ইহরাম ছাড়া এসব স্থান অতিক্রম করবে না।

অন্যান্য দেশ থেকে জেদ্দায় আসা বিমানগুলো সাধারণত মীকাত বরাবর স্থানে আসলে ঘোষণা দেয়। ফলে হাজী কিংবা উমরাকারীরা তখন ইহরাম বেঁধে নেন।



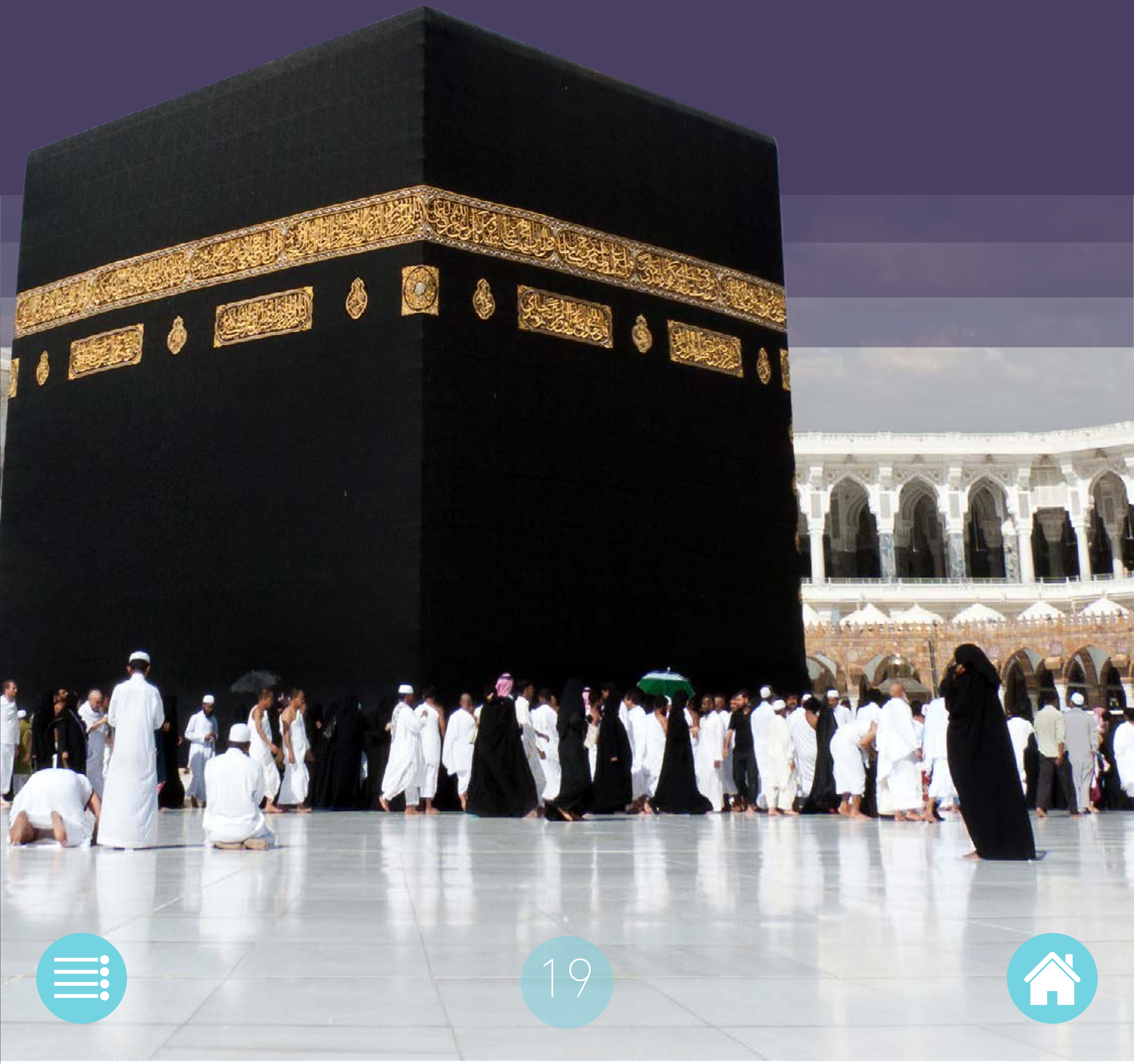


ইহরামের ক্ষেত্রে মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত:

১ মক্কার ভেতরে অবস্থানকারী: তিনি হারাম সীমানার বাইরে সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবেন। উদাহরণত তানঈমে অবস্থিত আয়েশা মসজিদ থেকে ইহরাম বাঁধতে পারেন।

২ মক্কা ও মীকাতের মাঝামাঝি অবস্থানকারী: তিনি হজ্জ ও উমরার জন্য যেখানে আছেন সেখান থেকেই ইহরাম বাঁধবেন।

৩ মীকাতের বাইরে অবস্থানকারী। তিনি মীকাত কিংবা মীকাত বরাবর স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবেন।





যুল হুলাইফা
যাতু ইরক
জুহফা
১ হারাম সীমার ভেতরের অঞ্চল
২ মক্কা ও মীকাতের মাঝামাঝি অঞ্চল
ইয়ালামলাম
করনুল মানাযিল
৩ মীকাতের বাইরে অবস্থানকারী।

১ **যুল হুলাইফা** এটা মদীনাবাসীদের মীকাত। মক্কা থেকে ৪২০ কি.মি. দূরে অবস্থিত।

২ **আল-জুহফা** শাম কিংবা এ পথে আগত লোকদের মীকাত। মক্কা থেকে ১৮৭ কি.মি. দূরে অবস্থিত। বর্তমানে মানুষ ২০৪ কি.মি. দূরে রাবেগ থেকে ইহরাম বাঁধেন।

৩ **করনুল মানাযিল** নজদ এবং এপথে আগত লোকদের মীকাত। মক্কা থেকে ৯৪ কি.মি. দূরে অবস্থিত।

৪ **ইয়ালামলাম** ইয়েমেন এবং এপথে আগত লোকদের মীকাত। মক্কা থেকে ১১৫ কি.মি. দূরে অবস্থিত।

৫ **যাতু ইরক** ইরাক ও এপথে আগত লোকদের মীকাত। মক্কা থেকে ৯২ কি.মি. দূরে অবস্থিত।




QASABA SOUTH ENTRANCE

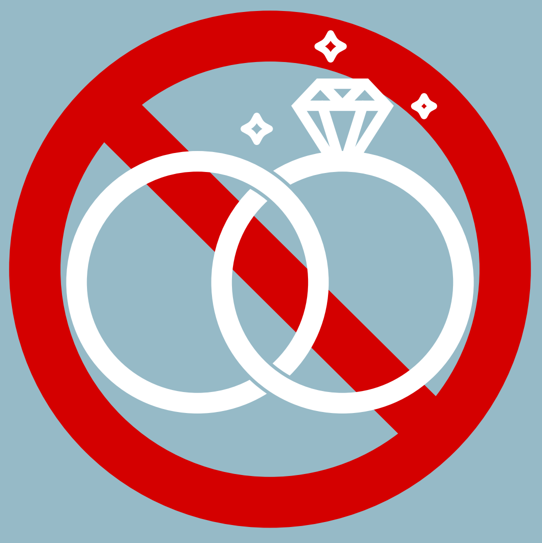


ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

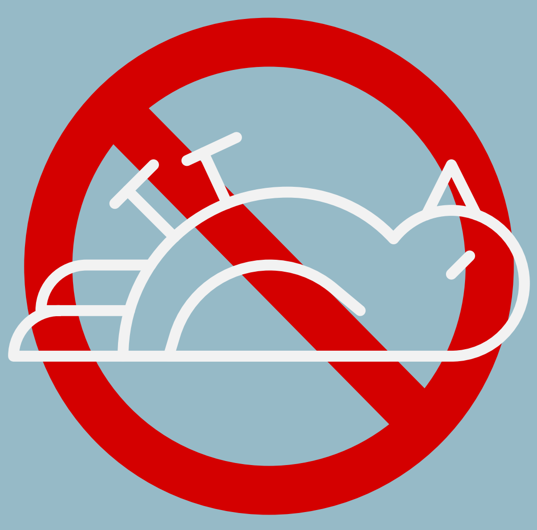
সাধারণ নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ



সহবাস



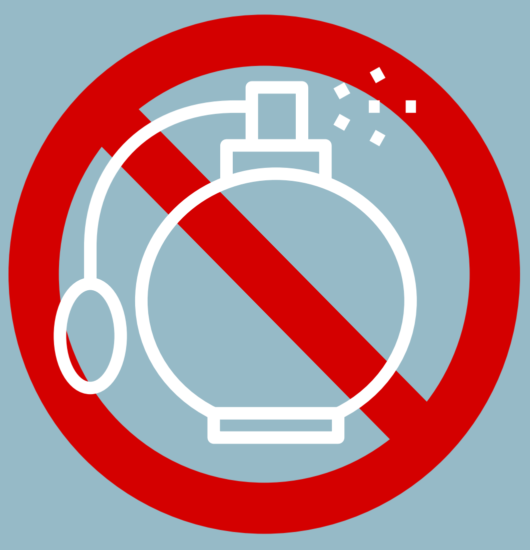
বিবাহের আকদ



শিকার হত্যা



মাথা মুণ্ডানো ও নখ কাটা



সুগন্ধি ব্যবহার

পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ



মাথা ঢাকা



দেহের মাপে সেলাই করা কাপড় পরিধান করা।

নারীদের জন্য নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

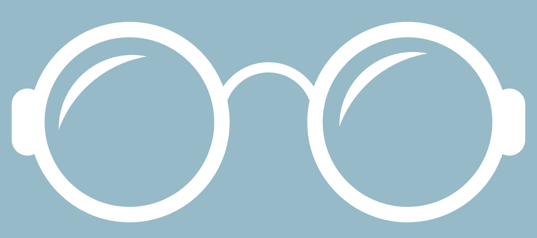


মুখমণ্ডল ঢাকা

ইহরামের জন্য নিষিদ্ধ নয়



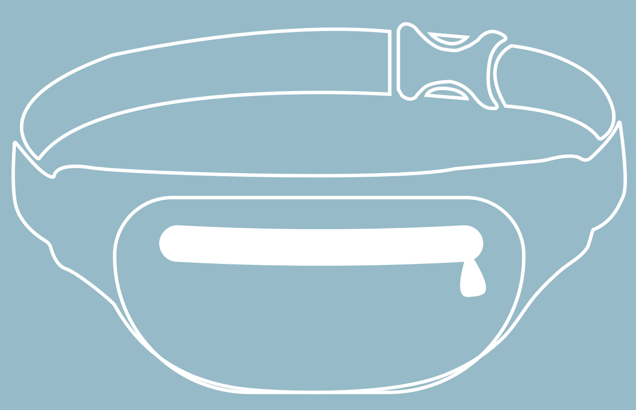
গোসল করা



চশমা, আংটি ও ঘড়ি পরা



ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধা



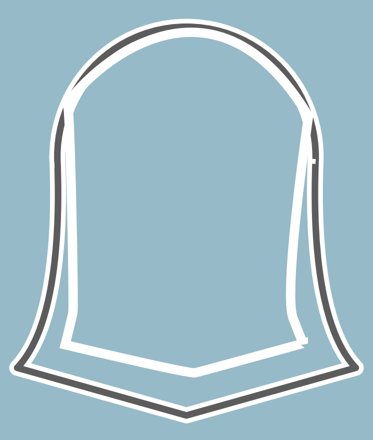
বেল্ট কিংবা মানিব্যাগ কোমরে বাঁধা



জুতো পরা



ছাতা মাথায় দেয়া



ফিতনার ভয়ে নারীর মুখ ঢাকা

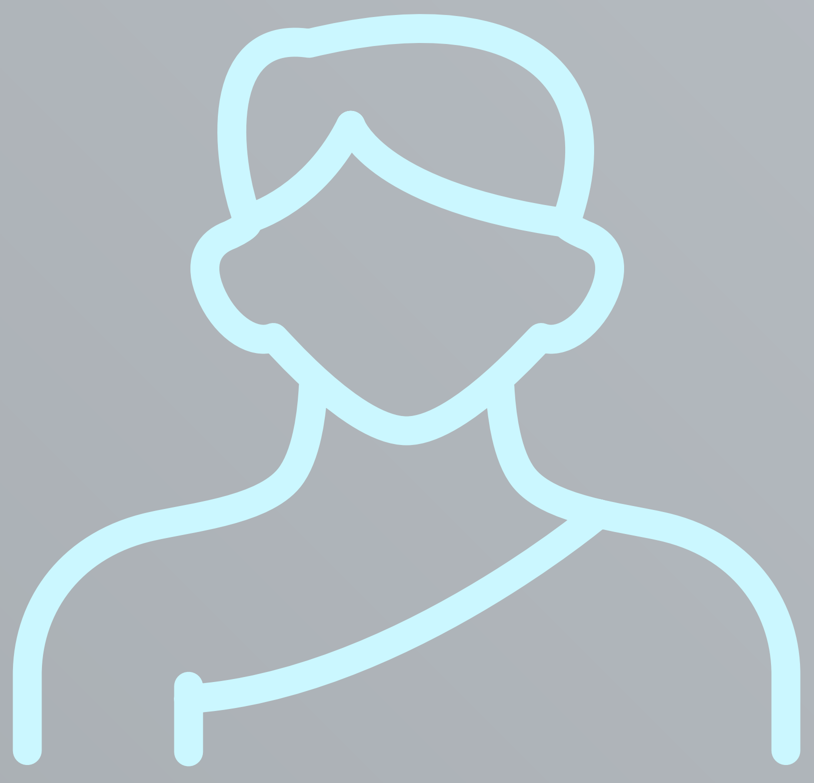


দেহের চামড়া ছিলে যাওয়া ও ত্বকের নানান প্রদাহ থেকে

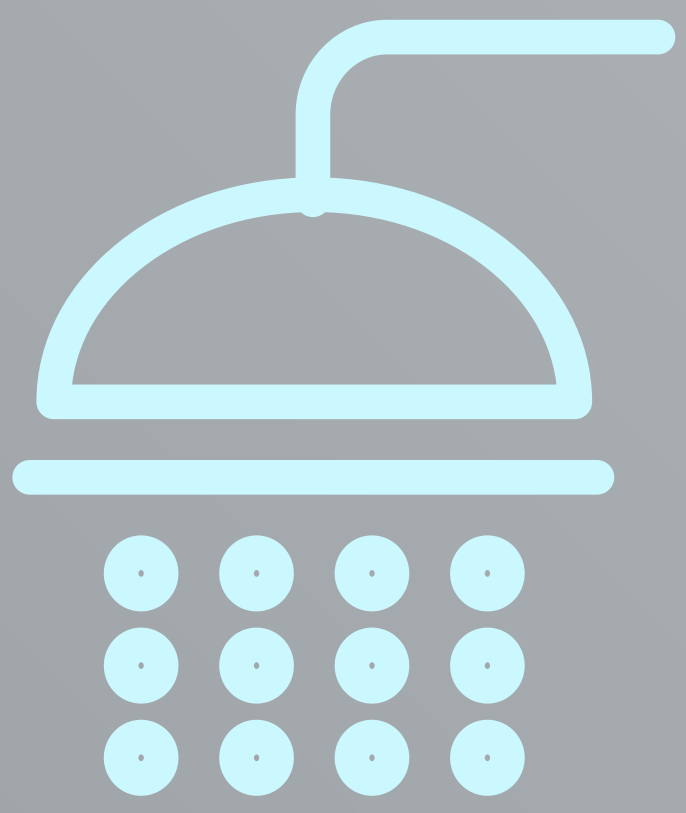
সুরক্ষা

হাজী ও উমরাকারীদের দেহের নানান স্থানের চামড়া ছিলে যাওয়া ও ত্বকে প্রদাহ সৃষ্টি হওয়া কমন রোগে পরিণত হয়েছে। বিশেষত যারা স্থুলতা কিংবা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত তাদের ক্ষেত্রে এ সমস্যা প্রকট। ত্বকে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। দুই উরু কিংবা বগল বা স্তনের নিম্নদেশ লাল হয়ে যায়। কখনো কখনো চুলকায় ও ব্যথা সষ্টি হয়।

সুরক্ষার উপায়



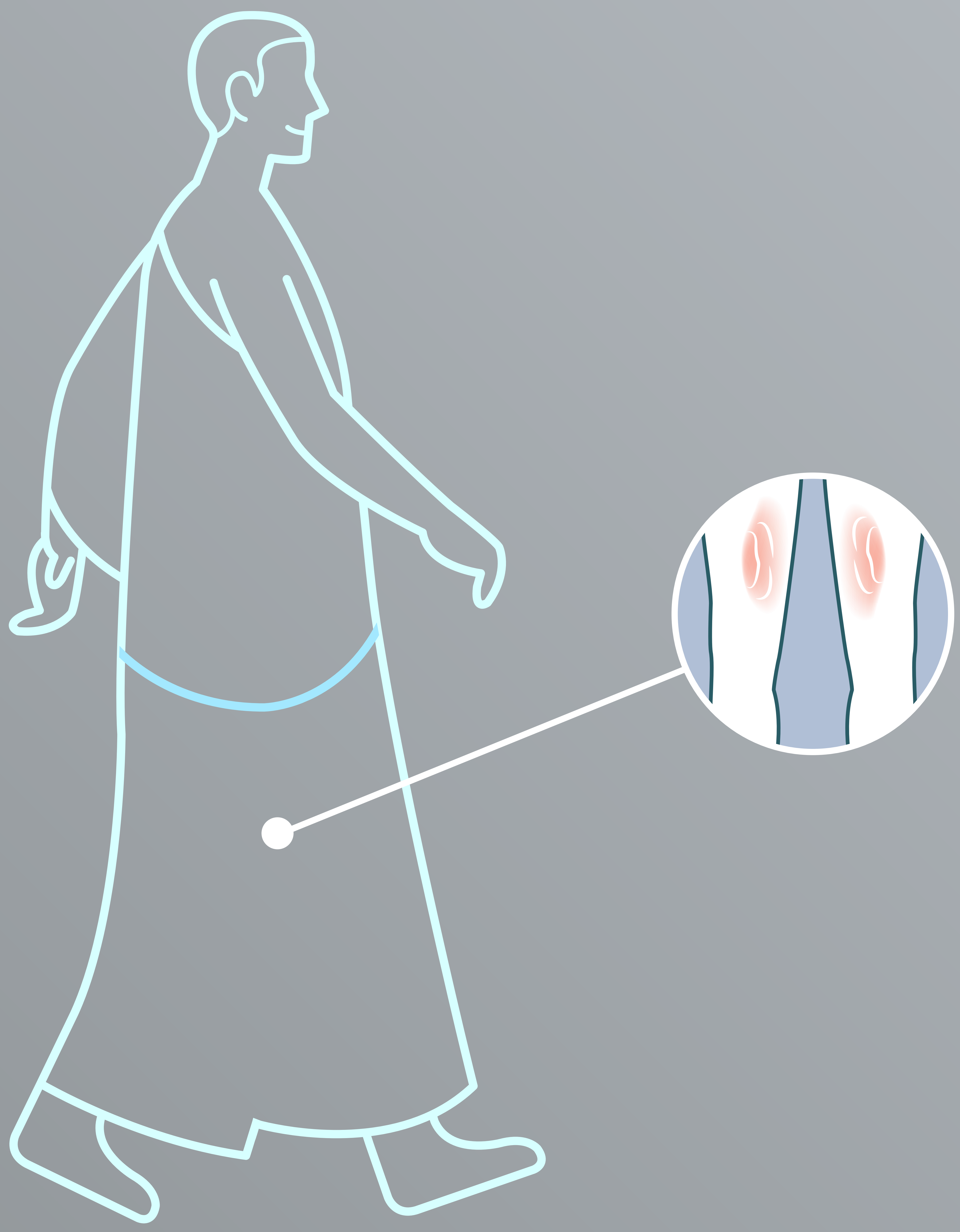
উরু ও বগলসহ দেহের এসব জায়গায় বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখা।



ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে যত্নবান থাকা। হাঁটার পূর্বে ক্রিম ব্যবহার করা।



আক্রান্ত হলে প্রতিষেধক ক্রিম (অয়েনমেন্ট) ব্যবহার করা। ওষুধ প্রয়োগের পূর্বে আক্রান্ত স্থান ভালো করে ধোয়া।





মুহরিমের

আদবসমূহ

ইহরামের মাধ্যমে হাজ্জী ও উমরাকারী এক মহাগুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে প্রবেশ করে। তাই তার কথাবার্তা, কাজকর্ম ও আচার-আচরণের প্রতি সবিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। সর্বাবস্থায় পুণ্যে মগ্ন থাকা উচিত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

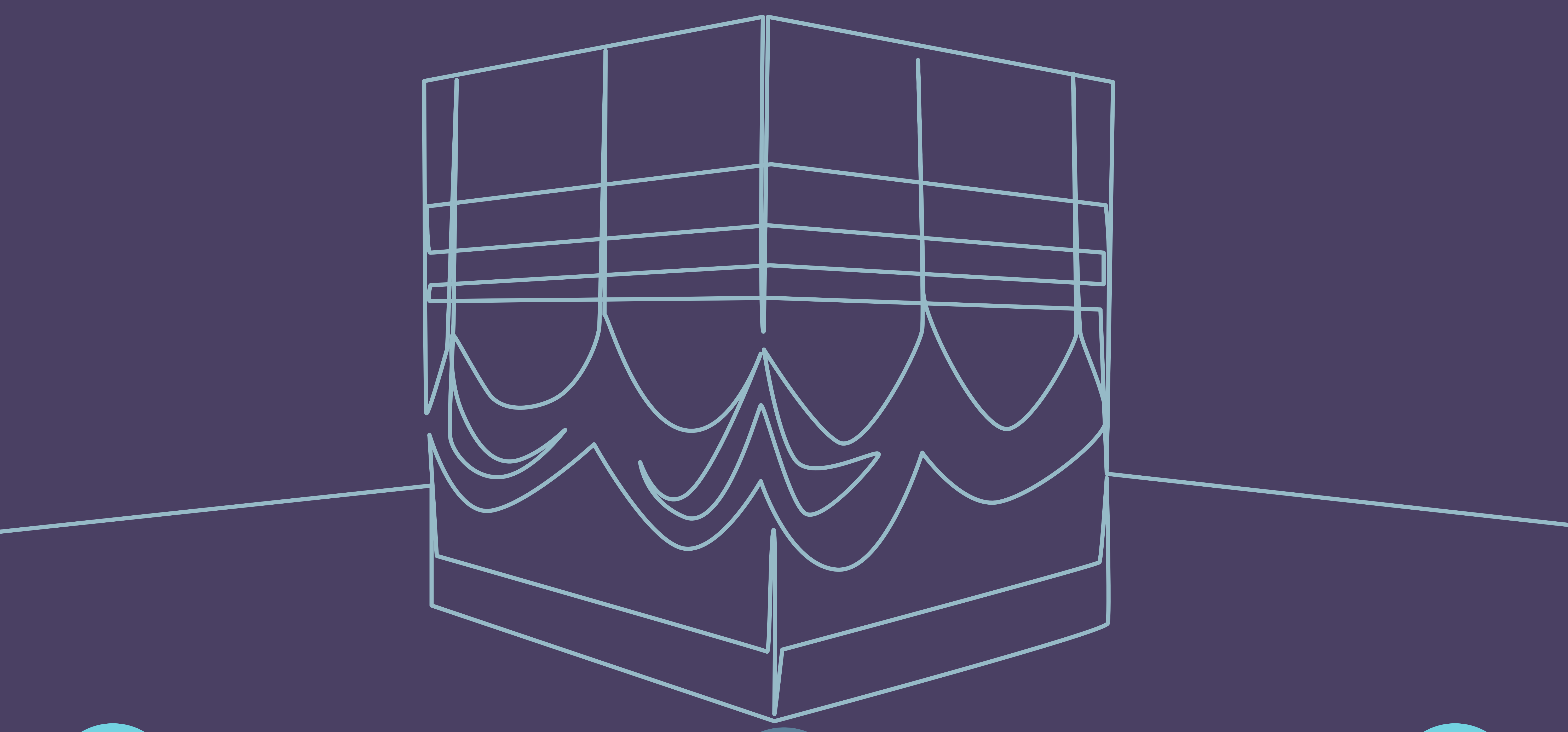
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

হজ হয় সুনির্দিষ্ট মাসসমূহে। যে কেউ এ মাসগুলিতে হজ্জ করা স্থির করে তার জন্য হজের সময়ে স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়। তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু কর আল্লাহ তা জানেন এবং তোমরা পাথেয়র ব্যবস্থা কর, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর'। (সূরা বাকারা ১৯৭)

১ সর্বাবস্থায় নিজের নিয়ত নবায়ন করুন ও একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠাবান হোন। আপনার হজে আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর ভালোবাসা, তাঁর ডাকে সাড়া দেয়া, তাঁর অনুগ্রহ ও সওয়াবের আশা এবং তাঁর শাস্তির ভয়। লোক দেখানো কিংবা গৌরবের জন্য আপনি আসেননি। মানুষ বলবে, 'অমুক হজ্জ করেছে', কিংবা হাজী উপাধি দিবে সেজন্যও আসেননি।

২ হজের সকল বিধান জানার চেষ্টা করুন। কোনো কিছু না জানলে আপনার কাফেলার মাঝে যেসব আলিম থাকবেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। আমাদের এই নির্দেশিকা এবং অন্যান্য নির্দেশিকাতে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু জানতে পারবেন।

৩ মানুষের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা। বিশেষত কাফেলার সঙ্গীদের সাথে। ফলে তাদেরকে সালাম দিন। তাদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলুন। ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করুন। যে কোনো প্রয়োজনে তাদেরকে সহায়তা করুন।



৪ সবরকমের পরিস্থিতিতে ধীর-স্থীরতা ও বিনম্রতা অবলম্বন করুন। যেমনটা রাসূল (সাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ বিনম্র, তিনি বিনম্রতাকে ভালোবাসেন। বিনম্রতার মাধ্যমে যা লাভ করা যায় সহিংসতার মাধ্যমে তা লাভ করা যায় না। বরং বিনম্রতা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে তা লাভ করা যায় না’।

৫ হজ পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ম-নীতি, কাফেলার দায়িত্বশীলদের দিক-নির্দেশনা মেনে চলুন। এতে যাত্রা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। অন্যরা কষ্ট পাবে না।



গুরুত্বপূর্ণ নম্বরসমূহ

911

জরুরি ও নিরাপত্তা সেবার জন্য

937

চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ ও জিজ্ঞাসার জন্য

920002814

আল্লাহর মেহমানদের জিজ্ঞাসার জবাবের জন্য হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ কেন্দ্র

1966

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী সংক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য

হজ্জের অন্যান্য সকল নির্দেশিকা হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে বিদ্যমান (ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন)। এসব নির্দেশিকাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান।



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

هيئة الهلال الأحمر السعودي
SAUDI RED CRESCENT AUTHORITY

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

وزارة الصحة
Ministry of Health

الدفاع المدني

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat,Tax and Customs Authority

SFDA
الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority

الهيئة العامة للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY

আল্লাহ আপনাদের আমল ও প্রচেষ্টাগুলো কবুল করুন

দিক-নির্দেশনামূলক অন্যান্য তথ্যের জন্য
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে
আমাদের একাউন্টগুলো অনুসরণ করুন

Haj.gov.sa | @HajMinistry

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

সচেতনতামূলক স্বাস্থ্য নির্দেশিকা



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

এই নির্দেশিকাটি নিম্নলিখিত ভাষাগুলোতে বিদ্যমান রয়েছে। কাঙ্খিত ভাষার ওপর ক্লিক করে আপনি সেটা ডাউনলোড করতে পারেন:

English ENG	عربي AR
বাংলা BEN	Bahasa Indonesia IND
Français FRA	Hausa HAU
Türkçe TUR	اُردُوْ URD
Español SPN	Русский язык RUS
Bahasa Malaysia MAY	සිංහල භාෂාව SIN
አማርኛ AMH	فارسی PER
o'zbek UZB	हिंदी HIN

সচেতনতামূলক

স্বাস্থ্য নির্দেশিকা

কাঙ্খিত পৃষ্ঠায় যেতে শিরোনামের ওপর ক্লিক করুন



প্রতিরোধ প্রতিষেধক অপেক্ষা উত্তম



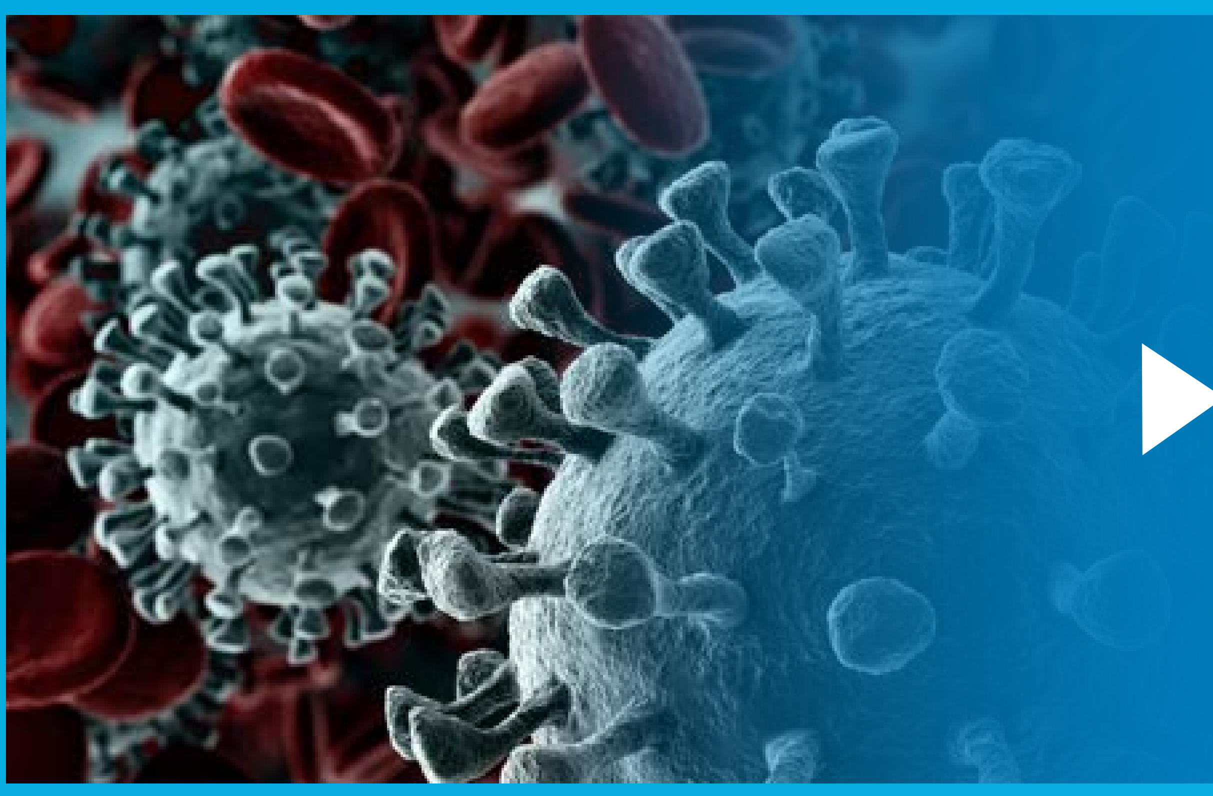
হজ্জের ঔষধপত্র



খাদ্যে বিষক্রিয়া থেকে সুরক্ষার জন্য



হজ্জে মাস্ক ব্যবহারের গুরুত্ব



করোনা ভাইরাসের (কোভিড ১৯) বিস্তার ঠেকাতে পরামর্শ



মাথা মুণ্ডনের ক্ষেত্রে স্বা-স্থ্যগত পরামর্শ



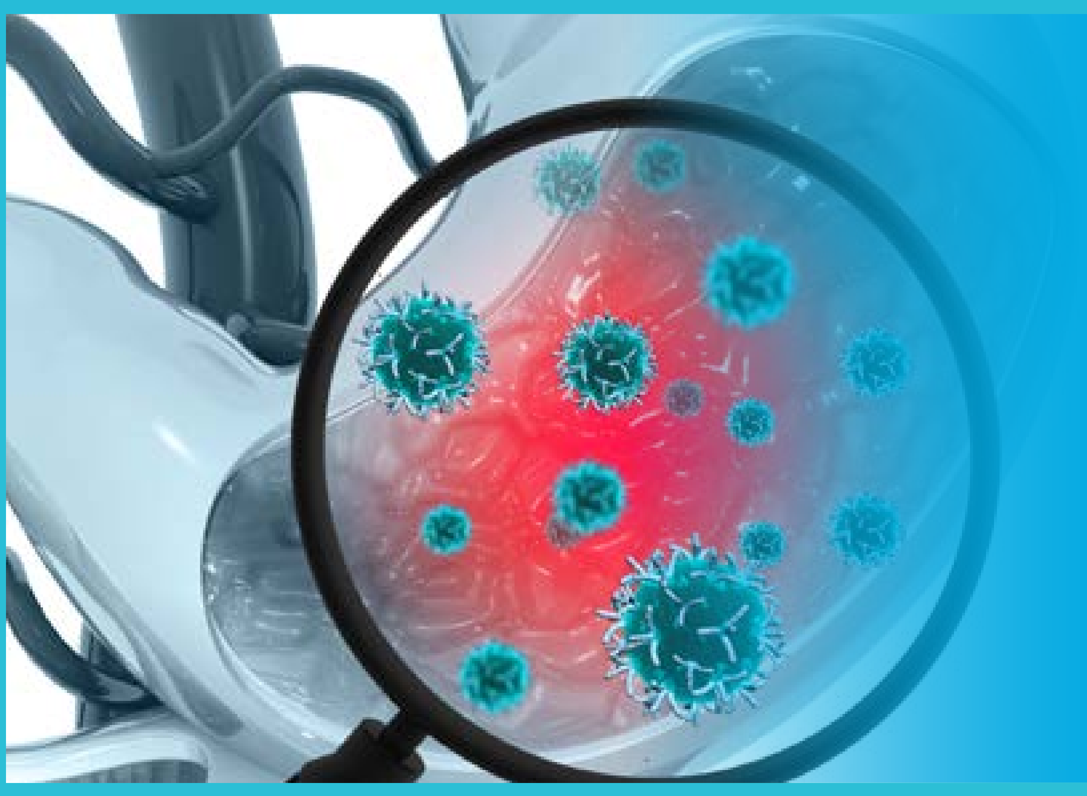
হজে নারী



হজে শিশুরা



শ্বাসনালীর রোগ



ডায়রিয়া, গ্যাস্ট্রোএন্টারাটাইটিস ও কোষ্ঠ-কাঠিন্য



চর্মরোগ ও ত্বকে ক্ষত



সান স্ট্রোক (হিট স্ট্রোক)



পেশী ব্যাথা



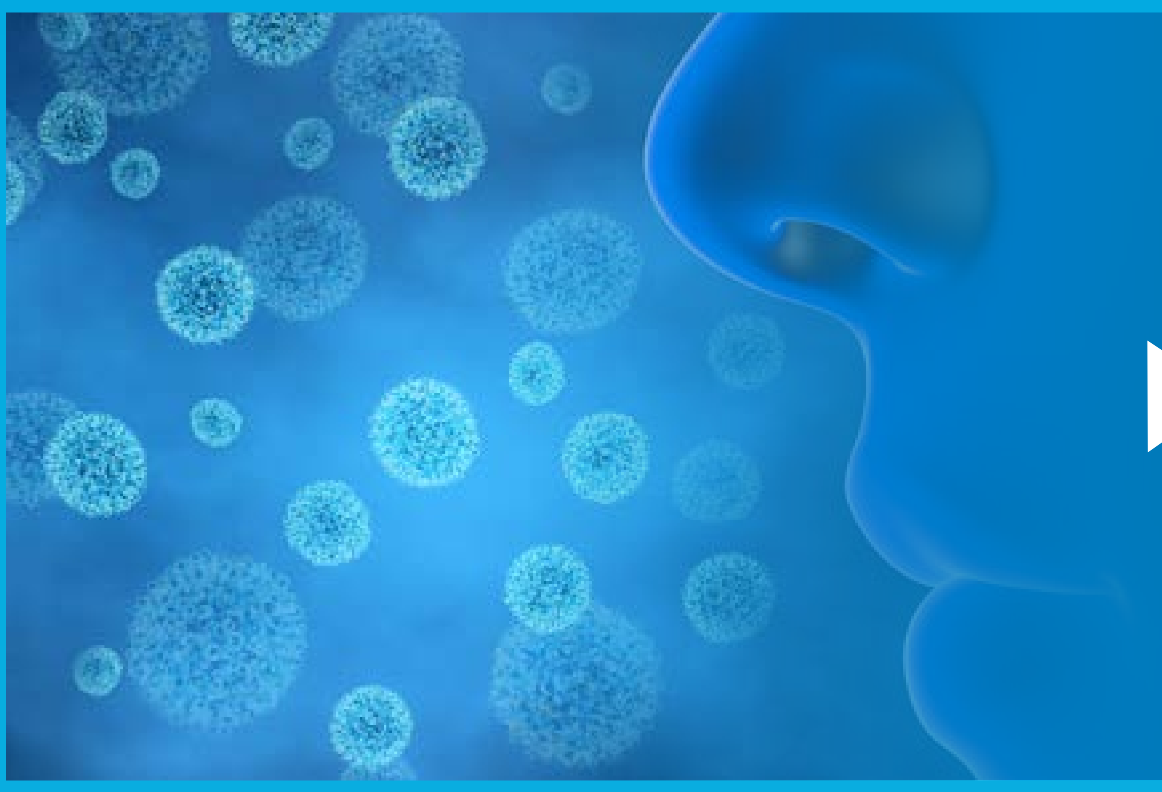
ডায়াবেটিসের রোগী



হার্টের রোগী



প্রেসারের রোগী



অ্যালার্জি রোগী



হাঁপানি রোগী



কিডনি রোগী

গুরুত্বপূর্ণ ফোন
নাম্বারসমূহ

ভূমিকা

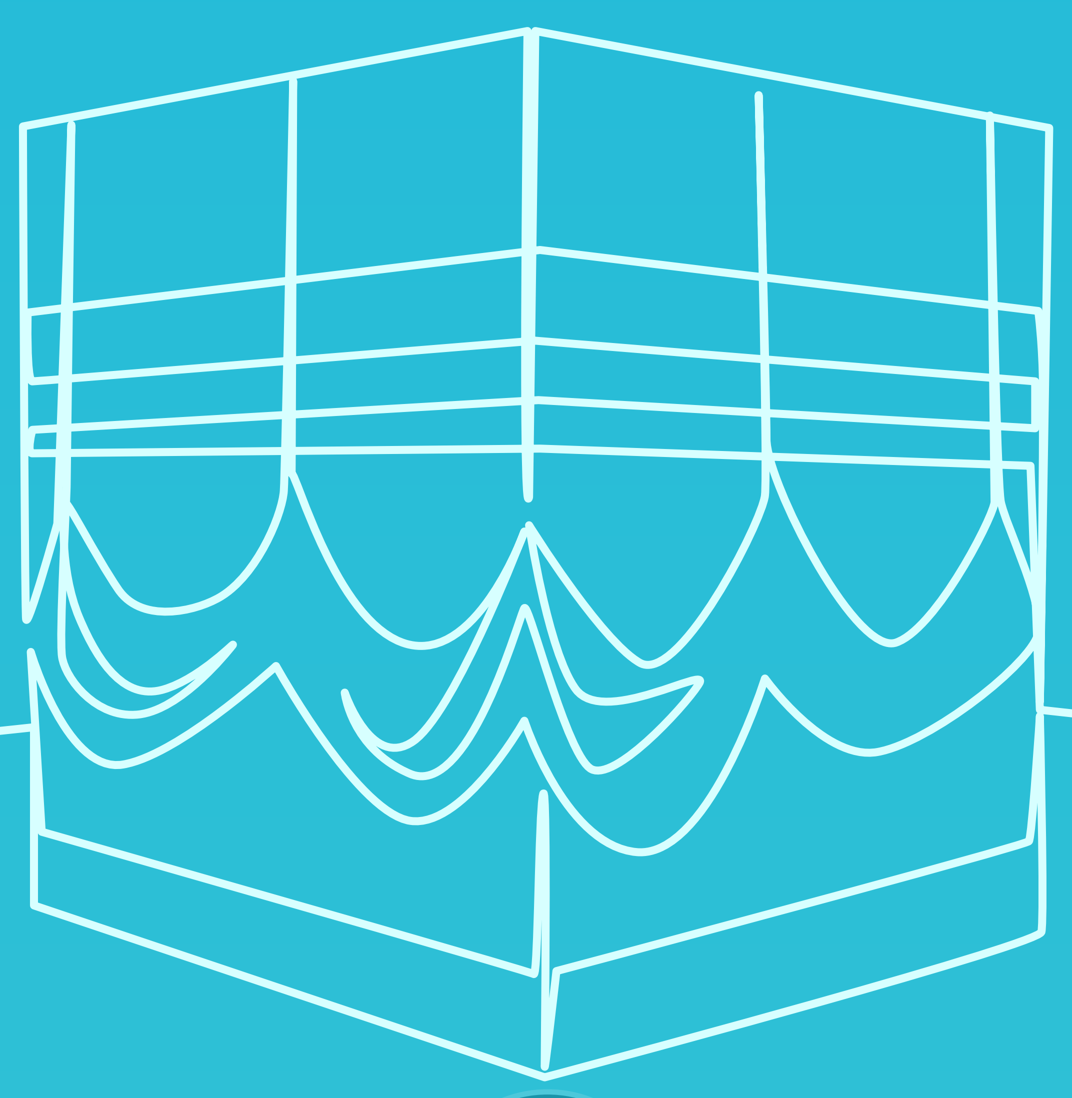
হজ একটি শ্রেষ্ঠ অভিযাত্রা যাতে হৃদয়, মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবকিছুর সম্মি লন ঘটে। এটা দৈহিক ও আর্থিক উভয় প্রকারের ইবাদত।



এতে হাজ্জী যেমন অর্থ ব্যয় করে থাকেন তেমনি বিশাল দৈহিক শ্রমও ব্যয় করে থাকেন।

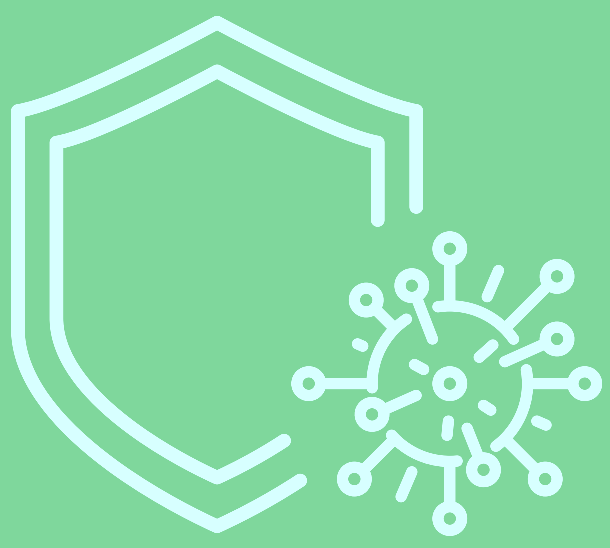
একারণে হজ্জের একটি শর্ত হলো শারীরিক সক্ষমতা থাকা। ফলে যে ব্যক্তি নিজে হজ্জ করার সামর্থ্য রাখে না তার ওপর হজ্জ ফরজ হবে না।

যেহেতু হজ্জ একটি ব্যতিক্রম অভিযাত্রা ও নতুন অভিজ্ঞতা এজন্য হাজ্জীর নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি সর্বোচ্চ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যাতে ইবাদতটি সুন্দররূপে সম্পন্ন করতে পারেন।



প্রতিরোধ প্রতিষেধক অপেক্ষা উত্তম

ইসলামের দিক-নির্দেশনা মানুষকে রোগে আক্রান্ত হওয়ার আগেই রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকার পরামর্শ দেয়। ফলে অসুস্থ হবার আগেই পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধ খাদ্য ও পানীয় ইত্যাদি গ্রহণের মাধ্যমে শারীরিক সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্য ধরে রাখার নির্দেশ দেয়। এমনকি বিনা প্রয়োজনে রাত জাগতেও নিষেধ করে। যাতে আমরা সুস্থ ও সুন্দর জীবন যাপন করতে পারি।



এতদ্বসত্ত্বেও যদি অসুস্থতা চলে আসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) চিকিৎসা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘আল্লাহর বান্দারা! চিকিৎসা গ্রহণ করো। তবে কোনো হারাম দিয়ে চিকিৎসা করো না’।

সুস্থ হজ্জ যাত্রার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধমূলক দিক-নির্দেশনা



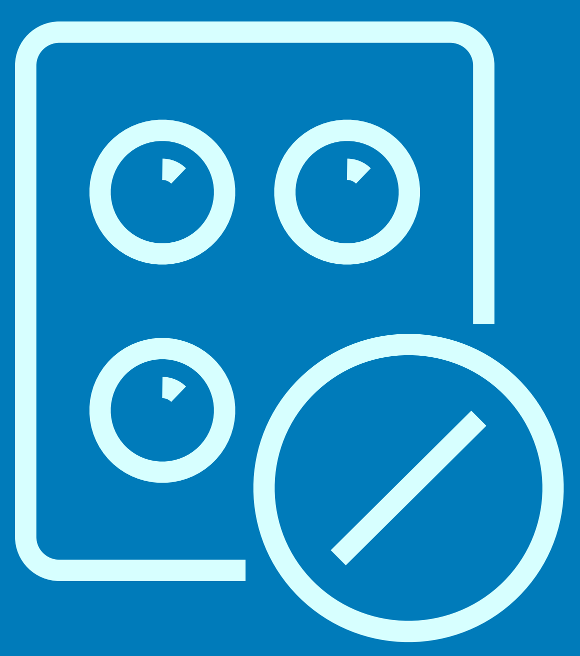
হজ্জের ঔষধপত্র



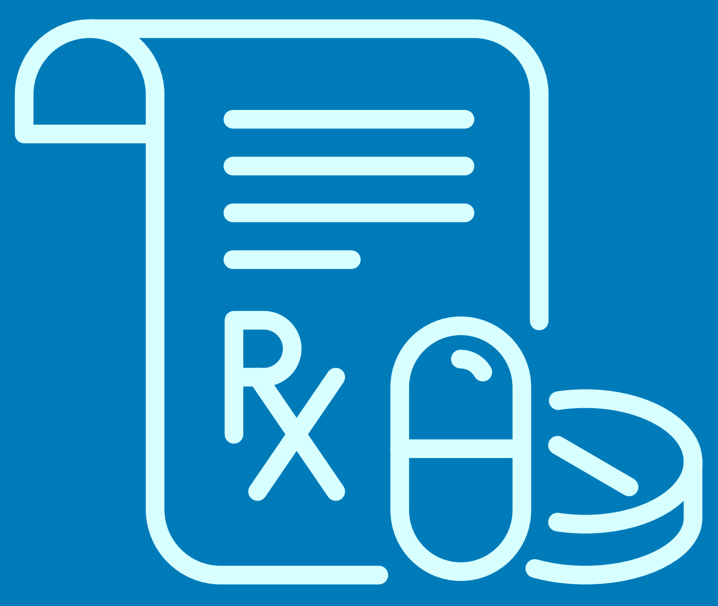
হাজ্জীর নিয়মিত ঔষধগুলোর প্রতি যত্নবান থাকা উচিত। ফলে সেগুলোর পর্যাপ্ত পরিমাণ হজ্জের সফরে নিয়ে আসা জরুরি। যেমন ইনহেলার, ডায়াবেটিসের ঔষধ ইত্যাদি।



হজ্জের সফরে থাকা অবস্থায় ঔষধের যথাযথ তাপমাত্রা সুরক্ষিত রাখা আবশ্যক। একারণে এগুলোকে বিশেষ ব্যাগে রাখতে হবে। বর্তমানে হজ্জের অনেক কাফেলা ঔষধের জন্য বিশেষ রেফ্রিজারেটর সরবরাহ করে থাকে।



হাজ্জীর শারীরিক অবস্থা ও তিনি যেসব ঔষধ গ্রহণ করেন সেগুলো নিজের কোনো সফরসঙ্গী কিংবা কাফেলার ডাক্তারকে জানিয়ে রাখা উচিত।



একইভাবে ঔষধের প্রেসক্রিপশন, স্বাস্থ্য রিপোর্ট কিংবা স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কার্ড সঙ্গে রাখুন যাতে আপনার শারীরিক অবস্থার বিবরণ থাকে।



মসজিদে হারামের আশপাশে ও মক্কার সর্বত্র অসংখ্য ফার্মেসি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তবে মিনা, মুযদালিফা ও আরাফাতে কোনো ফার্মেসি নেই।



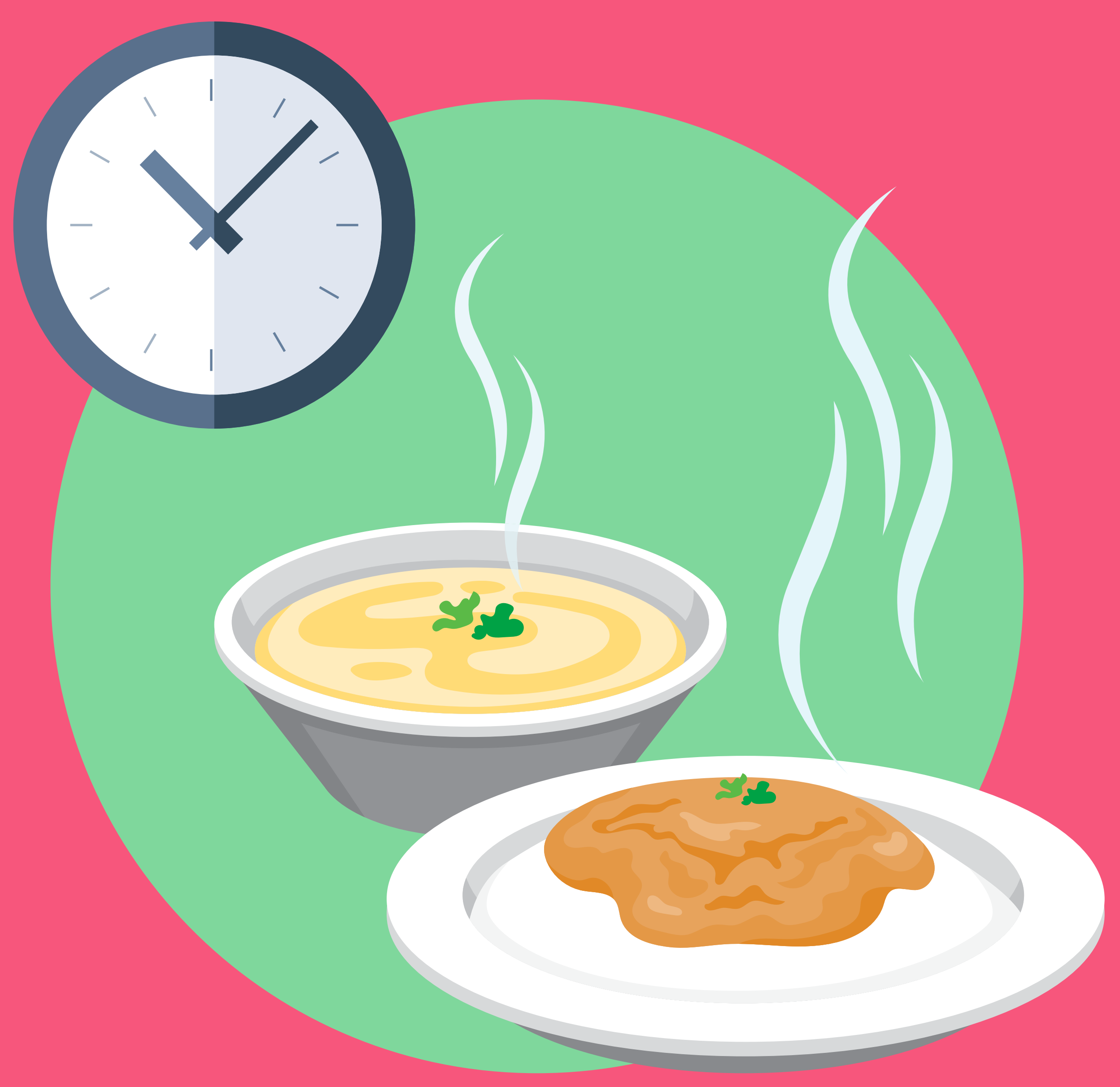
তথাপি দুশ্চিন্তার কিছু নেই। হজ্জের সকল জায়গাতেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও জরুরি সেবা বিদ্যমান রয়েছে।



এসব স্থানের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছতে এখানে ক্লিক করুন



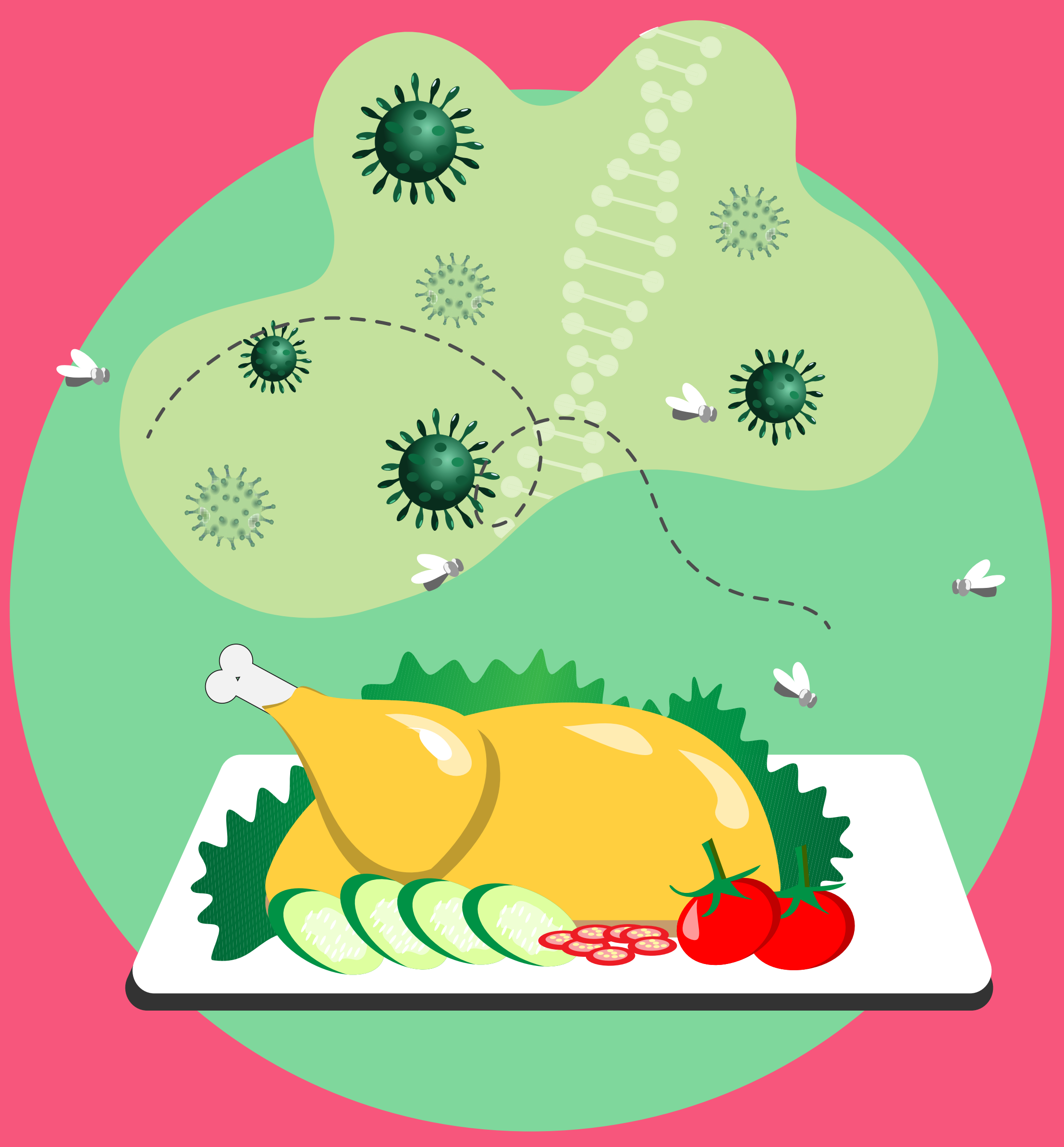
খাদ্যে বিষক্রিয়া থেকে সুরক্ষার জন্য



রান্না করা খাবার জমিয়ে রাখা কিংবা বণ্টনের দীর্ঘক্ষণ পরে খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। বিশেষত এই সময়ে দীর্ঘক্ষণ পথে থাকার কারণে এমন পরিস্থিতি হতে পারে।



ফলমূল ও শাকসবজি খাওয়ার আগে অবশ্যই সেগুলো ধুয়ে নিন।



রান্না করা খাবার আপনার কক্ষে বিদ্যমান তাপমাত্রায় দুই ঘন্টার বেশি রাখলে তাতে জীবাণুর বিস্তার ঘটে এবং খাবারে বিষক্রিয়া তৈরি হওয়ার আশংকা থাকে।



পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ এবং অধিক পরিমাণে পানি ও জুস পানে সচেষ্ট থাকুন।



ফুটপাতের খাবার ক্রয় ও সেগুলো খাওয়া থেকে বিরত থাকুন।





হজে মাস্ক ব্যবহারের গুরুত্ব

মাস্ক ব্যবহার করতে হবে:

- সংক্রামক ভাইরাস থেকে সুরক্ষা পেতে।
- ঠাণ্ডা, সর্দির লক্ষণ দেখা দিলে অপরকে সংক্রামণ থেকে বাঁচাতে।



মাস্কের মাধ্যমে নাক, মুখ ও থুতনি ঢেকে রাখা আবশ্যক।



কখন মাস্ক ব্যবহার করবো?



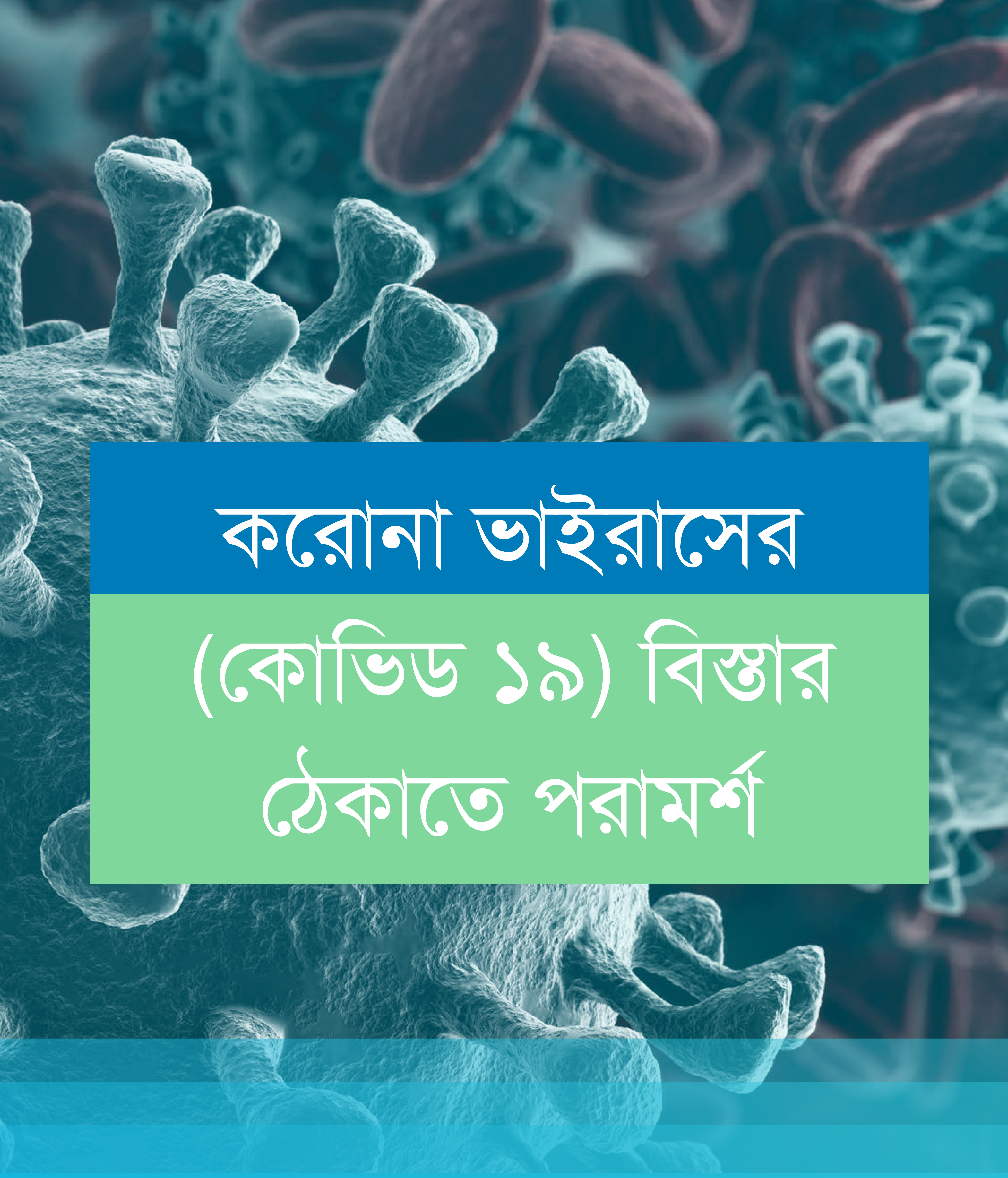
করোনার বিস্তার ঠেকাতে সবসময় মাস্ক পরতে হবে।



মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীর ভেতরে। তাওয়াফ, সাঈ ও জামারাতে পাথর নিক্ষেপের সময়।



নিয়মিত বিরতি দিয়ে কিংবা ময়লা হয়ে গেলে মাস্ক পরিবর্তন করতে হবে। ব্যবহৃত মাস্ক বর্জ্য ফেলার স্থানে ফেলুন।



করোনা ভাইরাসের (কোভিড ১৯) বিস্তার ঠেকাতে পরামর্শ

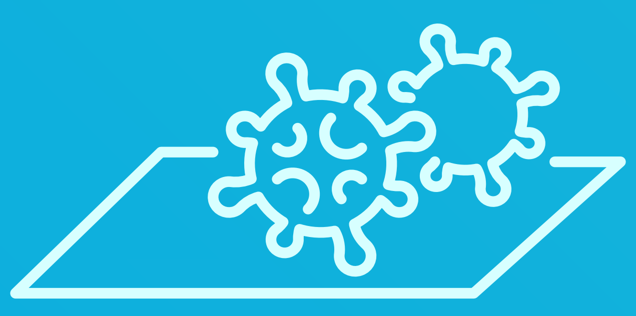
করোনা ভাইরাস যেভাবে ছড়ায়:



শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে।



নাক কিংবা মুখ থেকে বের হওয়া ড্রপলেট নানা বস্তুর ওপর ছড়িয়ে থাকার মাধ্যমে।



ভাইরাস আক্রান্ত নানা বস্তু হাত দ্বারা স্পর্শ অতঃপর সেই হাত দিয়ে চোখ, নাক কিংবা মুখ ছোঁয়ার মাধ্যমে।



করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাঃ

ঘন ঘন পানি ও সাবান দিয়ে হাত ধোয়া।

মাস্ক ব্যবহার করা। জনসমাগমপূর্ণ স্থানে চোখ, মুখ কিংবা নাকে হাত না দেয়া।

সর্বাবস্থায় ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার প্রতি যত্নবান থাকা।

ভিড়ের মাঝে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা।

হাঁচি ও কাশি এলে টিস্যু ব্যবহার করা এবং সেগুলো নির্ধারিত জায়গায় ফেলা।

হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা।





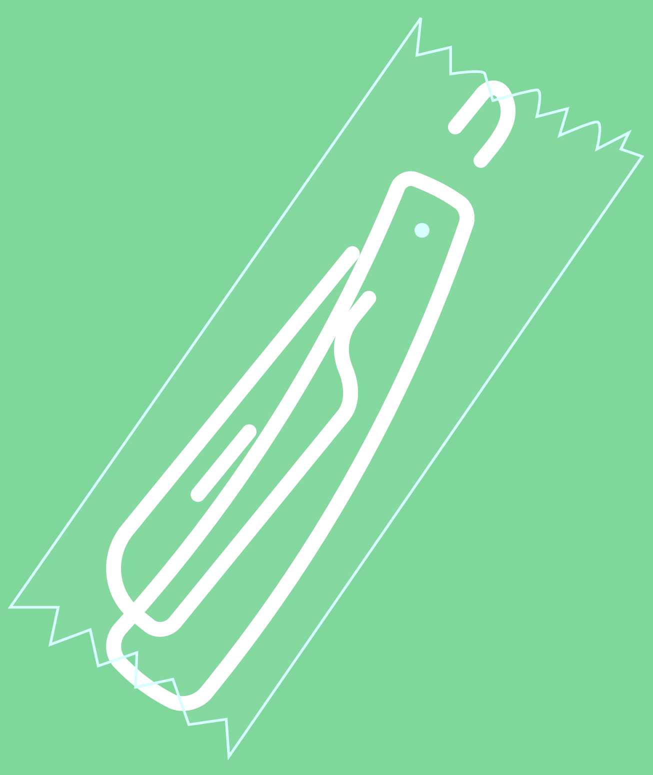
মাথা মুণ্ডনের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যগত পরামর্শ



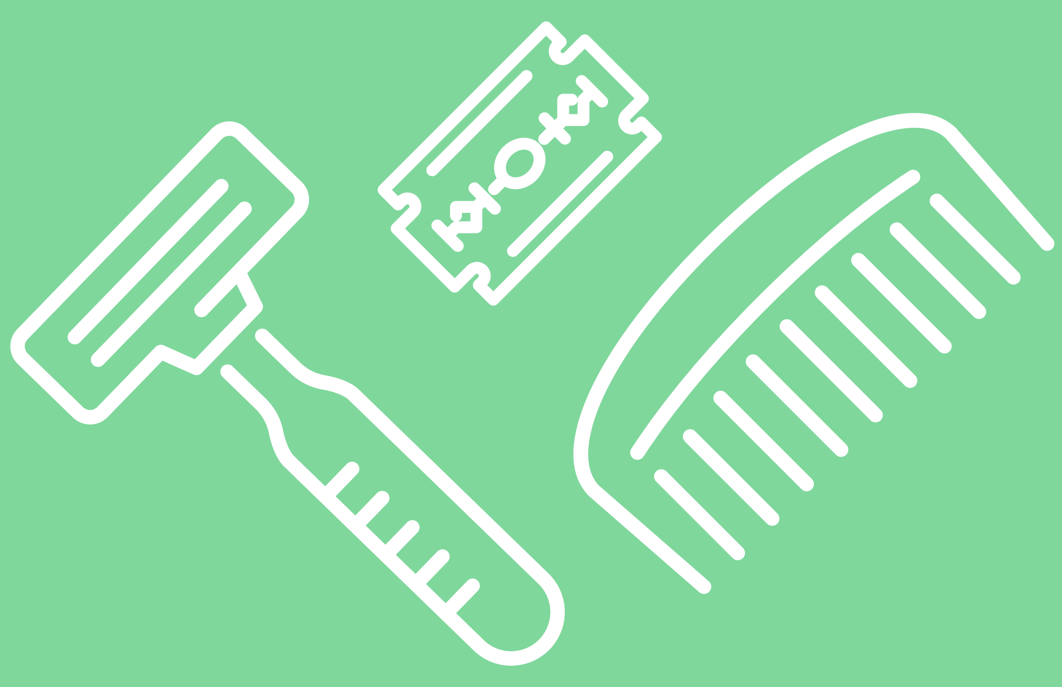
মাথা মুণ্ডানো কিংবা চুল ছোট করা হজ্জের শরীয়ত নির্দেশিত একটি আমল। উমরা শেষ করার পরে কিংবা হজ্জের ক্ষেত্রে ঈদের দিন জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপের পরে এটি করতে হয়। এক্ষেত্রে সংক্রামক ব্যাধি থেকে বাঁচতে আপনাকে নিম্নলিখিত পরামর্শগুলো অনুসরণ করতে হবে।



আপনাকে সেবা দেয়ার পূর্বে তার হাত পানি ও সাবান দ্বারা ধুয়ে নিতে বলুন।



ওয়ান-টাইম রেজার ব্যবহার করছে কি না নিশ্চিত হোন। পূর্বের ব্যক্তির ব্যবহৃত বস্তুগুলো পরিবর্তন করেছে কি না দেখুন।



চুল কাটার ক্ষেত্রে অন্যের ব্যবহৃত যে কোনো বস্তু পরিহার করুন।



সতর্ক থাকুন: অন্যের ব্যবহৃত ক্ষুর এবং ব্লেড ব্যবহার হাজ্জীকে নানা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির মুখে ফেলে। যার মাঝে অন্যতম বিপজ্জনক হলো হেপাটাইটিস।





হজ্জে নারী

হজ্জে নারীকে অস্বাভাবিক পরিশ্রম করতে হয়। এটা তারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর অনুগ্রহ লাভের আশাতেই করে থাকেন।

হাজী বোন! এবার আপনার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ:



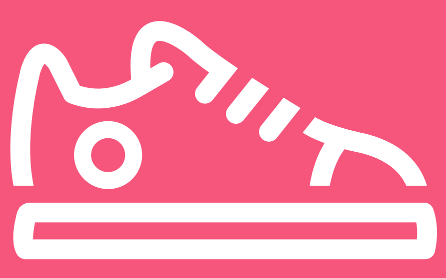
মাসিক ঋতুস্রাব:

- কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়া হজ্জ পালনের জন্য নারী যদি ঋতুস্রাব বন্ধের পিল গ্রহণ করতে চান সেক্ষেত্রে করণীয় হলো:

- পর্যাপ্ত সময় পূর্বে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা। যাতে সেগুলো ব্য-বহারের পদ্ধতি ও যথাযথ ডোজ গ্রহণ করা যায়।

- নির্ধারিত সময়ে পিল গ্রহণ করুন।

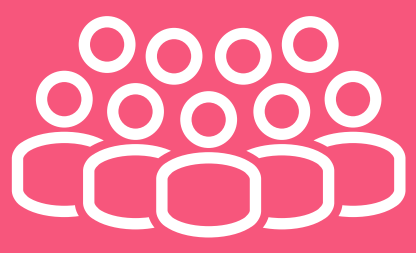
হজ্জ ও উমরার সময়ে গর্ভবতী নারীর জন্য স্বাস্থ্যসংক্রান্ত পরামর্শ



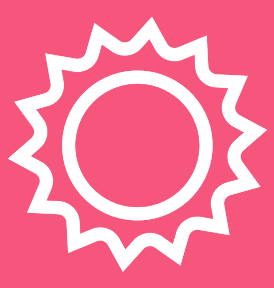
ঢিলেঢালা সুতির কাপড় ও যথাযথ জুতো পরিধান করা।



পর্যাপ্ত পরিমাণ তরল পান করা।



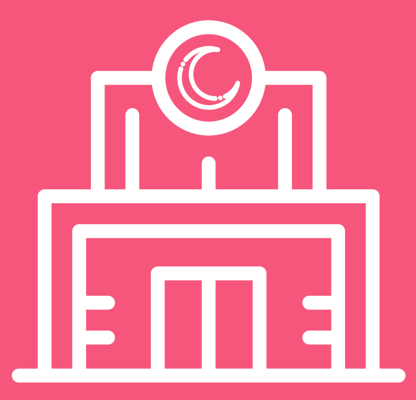
ভিড় এড়িয়ে চলা।



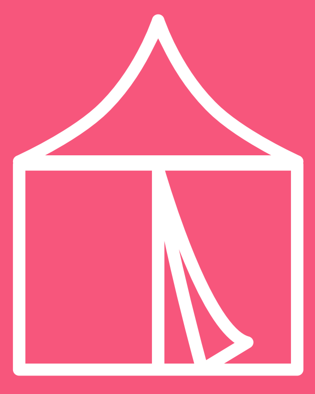
প্রচণ্ড রোদ এড়িয়ে চলা।



এক কিংবা দুই ঘন্টা পর পর সামান্য হাঁটা।



রক্তপাত, মাথাব্যাথা কিংবা খিঁচুনি অনুভব করলে নিকটবর্তী হাসপাতালে যাওয়া।



অতিরিক্ত পরিশ্রম এড়িয়ে চলা। শরীয়ত প্রদত্ত সুযোগগুলো গ্রহণ করা। রমী তথা জামরাতে পাথর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা।

হজে

শিশুরা



শিশুদের সঙ্গে নিয়ে এলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখুন:



শিশুর হাতে একটি ব্রেসলেট বেঁধে দেয়া যাতে তার নাম ও আপনার ফোন নম্বর লেখা থাকবে।

শিশুর প্রয়োজনীয় টীকাগুলো সম্পন্ন করা।

অধিক পরিমাণে তরল পান করা।

একটু পর পর হাত ধোয়া।

শিশুর ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা।

শিশুর খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা।

শিশুদেরকে অতিরিক্ত ভিড়ের মাঝে না নিয়ে যাওয়া।





শ্বাসনালীর
রোগ

শ্বাসজনিত নানান রোগ হজের সময় সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। এর কারণ হাঁচি বা কাশির মাধ্যমে জীবাণু ও ভাইরাস ছড়িয়ে পড়া।

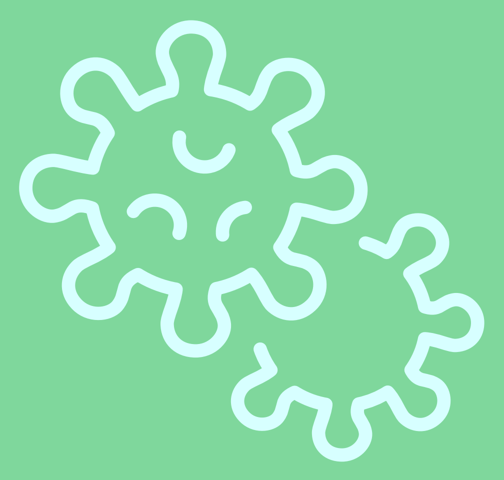
কিছু সাধারণ পরামর্শ

শ্বাসজনিত অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দিলে :

- সর্বদা মাস্ক পরিধান করুন যাতে অন্যের ক্ষতি না হয়।
- হালকা গরম পানীয় পান করুন।
- পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন।
- ব্যাথানাশক ঔষধ খাওয়া।
- কাশি বা শ্বাসকষ্ট লাঘবের জন্য হালকা ঔষধ গ্রহণের ক্ষেত্রে কাফেলার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করা।
- প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করবেন না।



শ্বাসজনিত রোগ-ব্যাধি থেকে সুরক্ষার উপায়



অন্যের ব্যবহৃত বস্তু ব্যবহার না করা



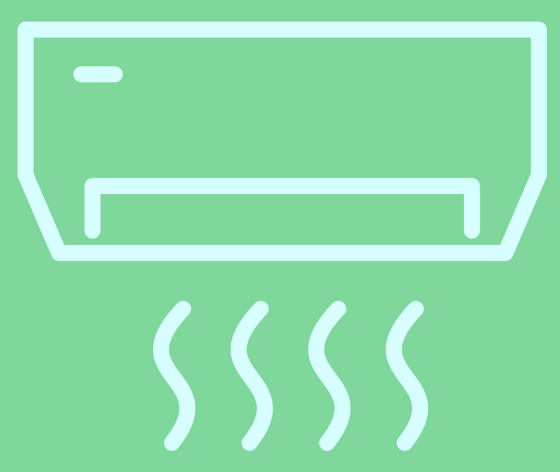
আক্রান্তদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা



ভিড় এড়িয়ে চলা



হাত ধোয়া



সরাসরি এসির বাতাস এড়িয়ে চলা



প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পানি এড়িয়ে চলা



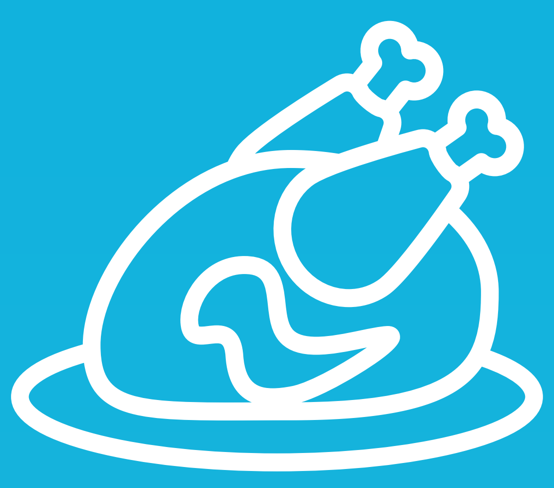
ডায়রিয়া, গ্যাস্ট্রোএন্টারাটাইটিস ও কোষ্ঠ-কাঠিন্য

এগুলো দূষিত খাবার বা পানীয়ের মাধ্যমে শরীরে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস কিংবা ছত্রাকের সংক্রমণের কারণে সৃষ্ট রোগ।

গ্যাস্ট্রোএন্টারাটাইটিস (পেটে ইনফেকশন), ডায়রিয়া ইত্যাদি থেকে সুরক্ষা পেতে নিম্নলিখিত কাজগুলো করুন:



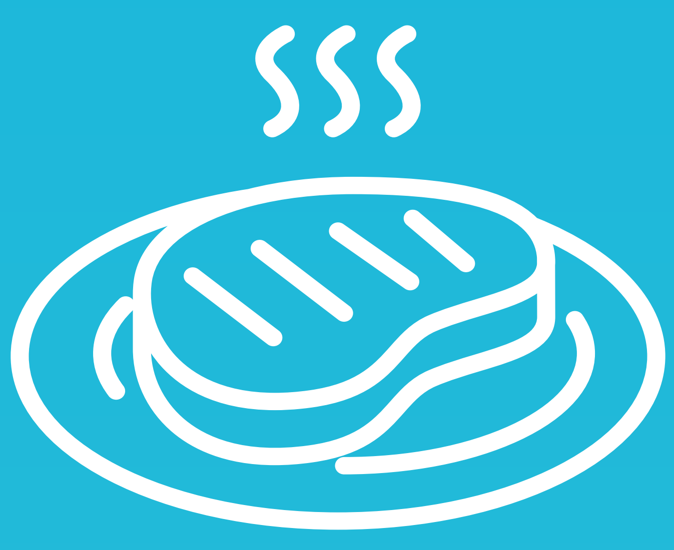
খাদ্য বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন হওয়া।



মাংস ভালো করে রান্না করা।



হাত ধোয়া।



অত্যধিক চর্বিযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলা।



ফুটপাতের খাবার থেকে দূরে থাকা।

ডায়রিয়া চিকিৎসায়

অধিক পরিমাণে পানি পান করা।

প্রচণ্ড ডায়রিয়া হলে ডাক্তারের কাছে যাওয়া।



কোষ্ঠ-কাঠিন্য থেকে সুরক্ষা পেতে



বেশি করে শাক-শবজি ও ফলমূল খাওয়া।

অধিক তরল পানীয় পান করা।



চর্মরোগ ও ত্বকে

ক্ষত

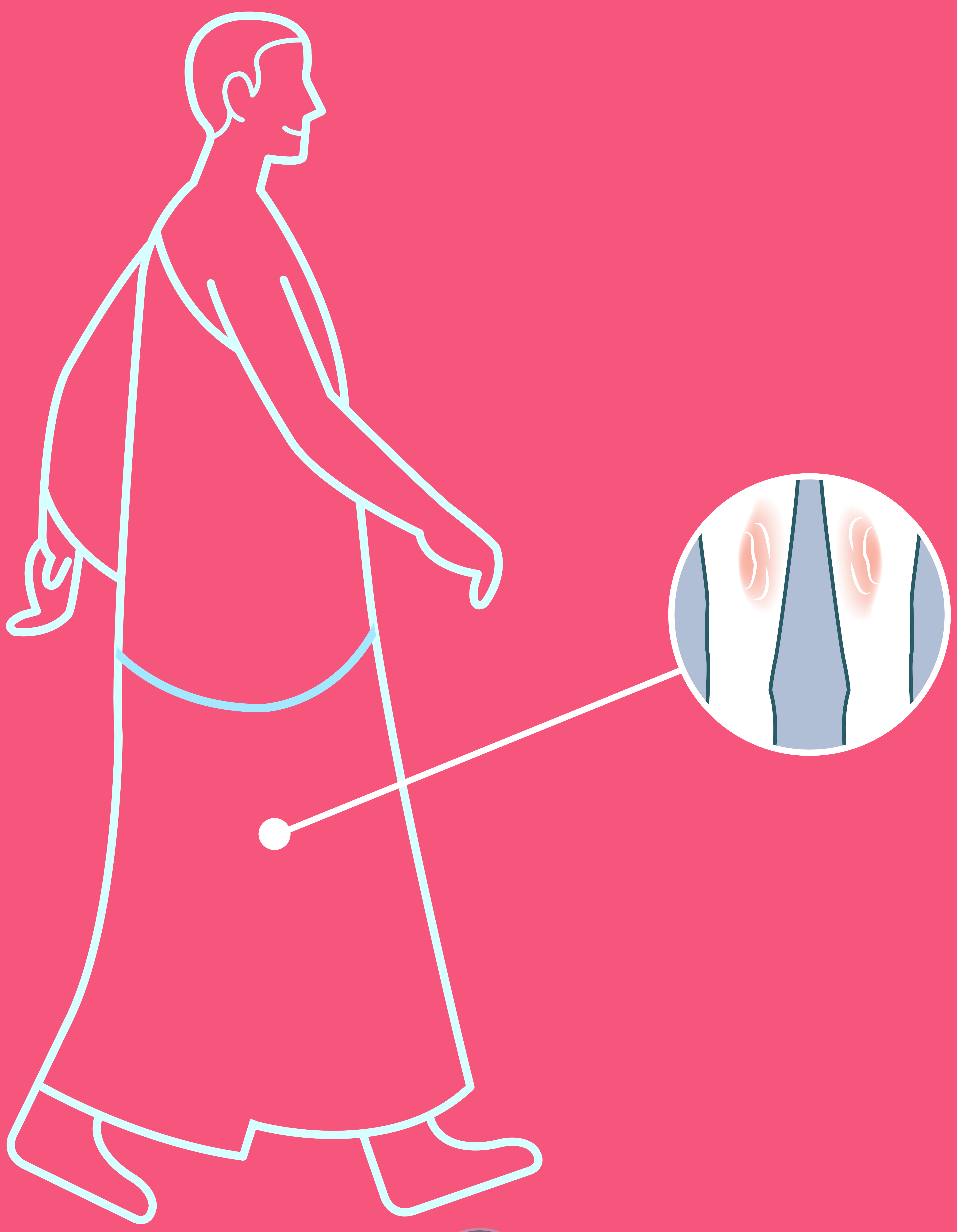
হজ্জ ও উমরার মৌসুমে চর্মরোগের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। এর কারণ হলো:

- তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া।
- অত্যধিক ভিড়।
- অধিক ঘর্মাক্ত হওয়া।
- সরাসরি রোদ গায়ে লাগা।

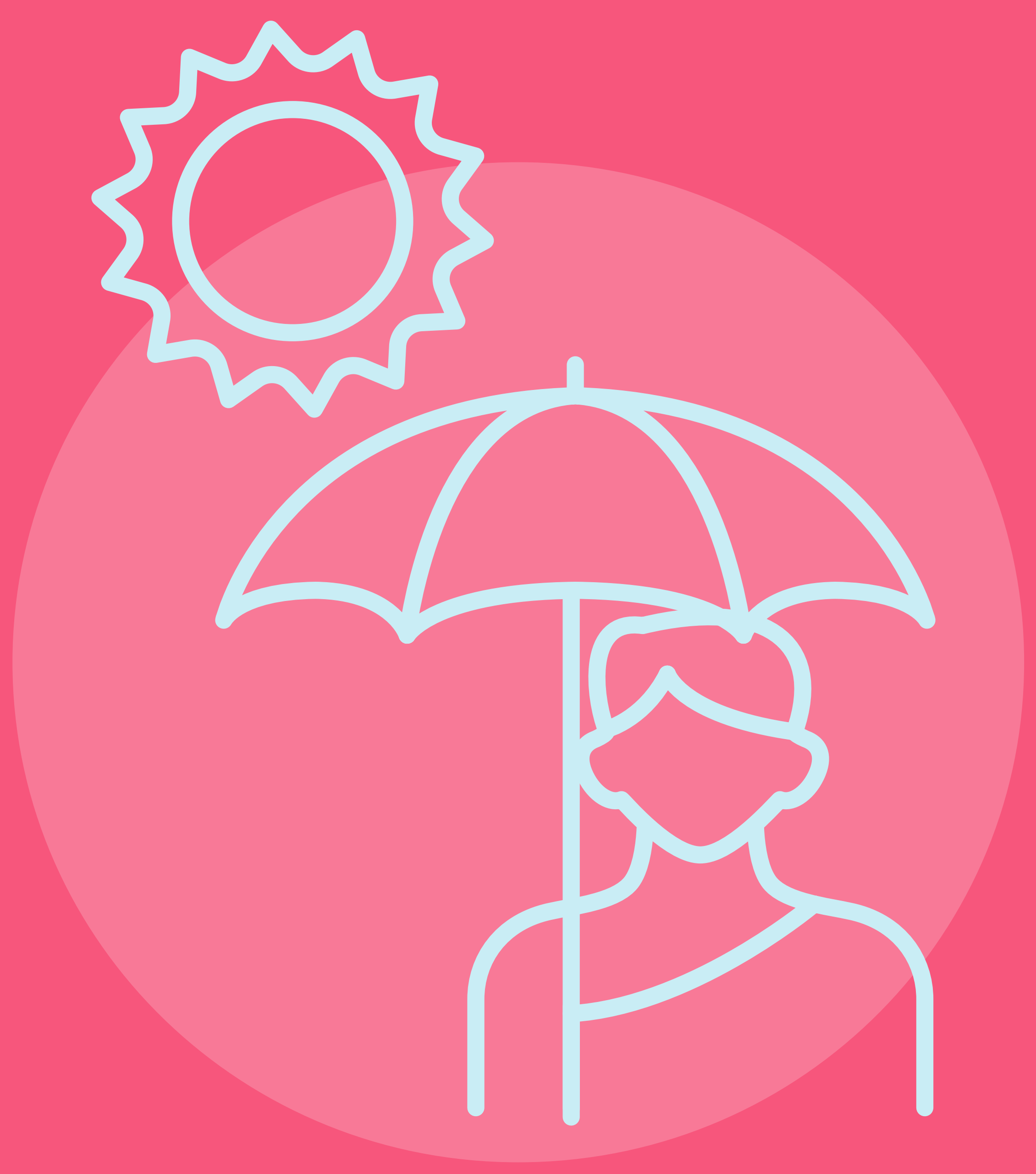
ত্বকের প্রদাহ কিংবা উরু ছিলে যাওয়া থেকে সুরক্ষা পেতে



- উরুর ওপরের অংশ ও বগলে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখা।
- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার প্রতি যত্নবান থাকা।
- হাঁটতে বের হবার আগে ক্রিম ব্যবহার করা।



ত্বক রোদে পোড়া থেকে বাঁচতে



- নিয়মিত ছাতা ব্যবহার করা বিশেষত সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত।
- প্রয়োজন ছাড়া দেহের কোনো অংশ উন্মুক্ত রাখা থেকে বিরত থাকা।
- সানস্ক্রিন ব্যবহার করা।



ত্বকে ছত্রাক থেকে বাঁচার উপায়:



- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা।
- নিয়মিত গোসল করা।
- অন্তর্বাস পরিচ্ছন্ন রাখা।
- অন্যের পোশাক কিংবা গামছা-তোয়ালে ব্যব-হার না করা





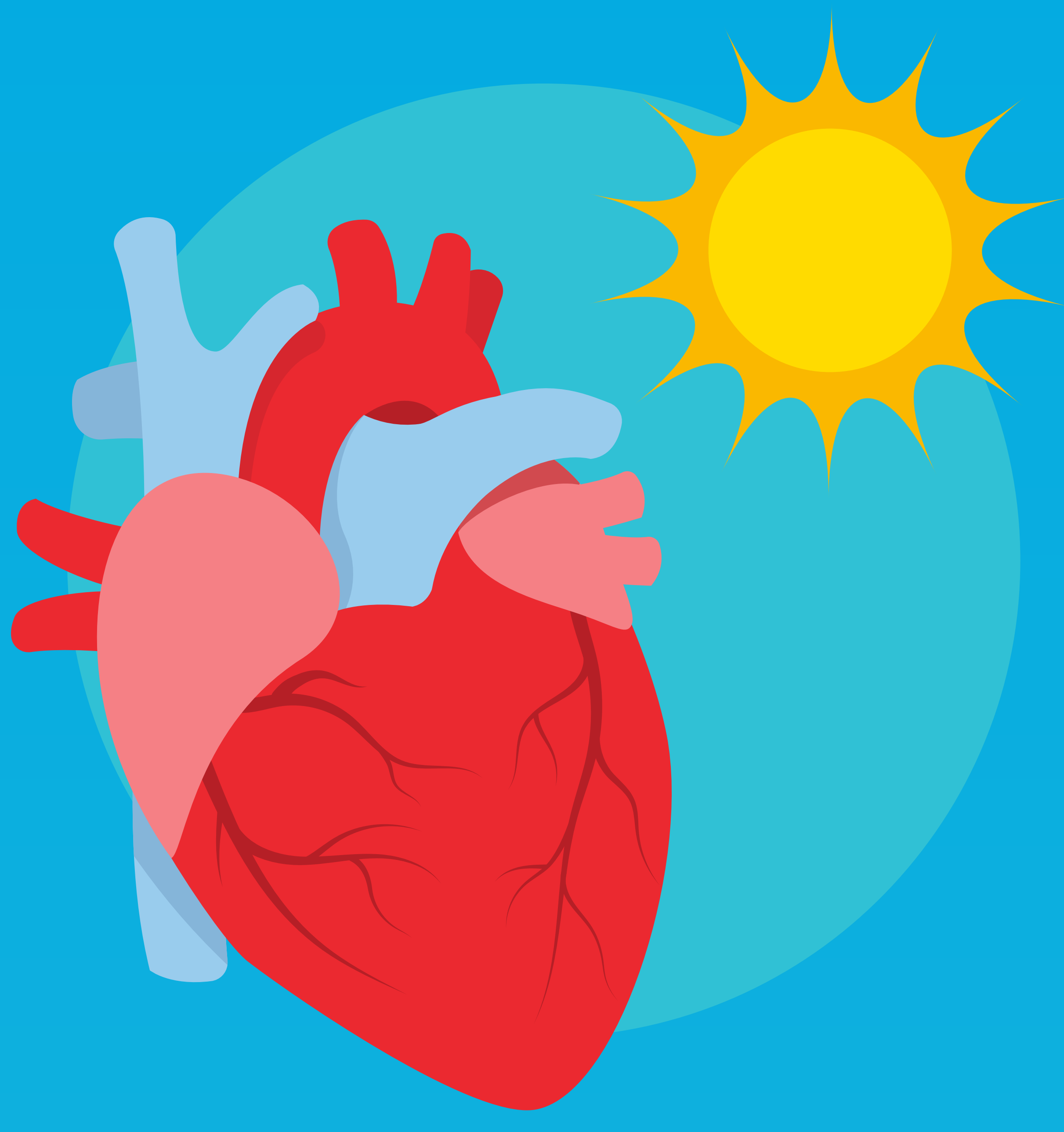
সান স্ট্রোক
(হিট স্ট্রোক)

দীর্ঘসময় সূর্যের তাপের নিচে থাকলে শরীরের তাপমাত্রা প্রচণ্ডরূপে বেড়ে যেতে পারে। এটা সান স্ট্রোক হিসেবে পরিচিতি।



সান স্ট্রোকের লক্ষণসমূহ:

- তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া। পাশাপাশি মাথা ব্যাথা ও মাথা ঘুরানি।
- ত্বক শুষ্ক ও লাল হওয়া।
- অজ্ঞান হওয়া কিংবা পেটে ব্যাথা অনুভব করা।
- বমি ও ডায়রিয়া।



এ ধরনের পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করলে নিচের দুর্ঘটনাগুলো ঘটতে পারে:

- হার্টের কার্যক্রমে ব্যাঘাত।
- কাঁপুনি ও স্নায়বিক খিঁচুনি।
- মৃত্যু।





সানস্ট্রোক একটি জরুরি অবস্থা। এধরনের অবস্থা তৈরি হলে জরুরি ভিত্তিতে নিম্নলিখিত প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে:

- আক্রান্ত ব্যক্তিকে শীতল স্থানে নিয়ে যাওয়া।
- বাইরের পোশাক খুলে ফেলা।
- পানির মাধ্যমে দেহ ঠাণ্ডা করা।
- দেহকে বাতাসের সামনে রাখা।
- আক্রান্ত ব্যক্তিকে কিছু তরল পান করতে দেয়া।



সানস্ট্রোক থেকে বাঁচতে:

- প্রয়োজন কিংবা ইবাদতের কাজ ছাড়া দিনের বেলা বাইরে বের হবেন না।

- হজের প্রয়োজন ছাড়া শরীরের কোনো অংশ উন্মুক্ত রাখবেন না। এক্ষেত্রে ইহরামের সময় মাথা ছাড়া আর কোনো অঙ্গ উন্মুক্ত রাখা নিষ্প্রয়োজন।

- দিনের বেলা সঙ্গে ছাতা নিয়ে বের হোন। বিশেষত সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত যখন বাইরে অত্যধিক রোদ থাকে।

- অধিক পরিমাণে তরল পানীয় পান করুন।





পেশী ব্যাথা



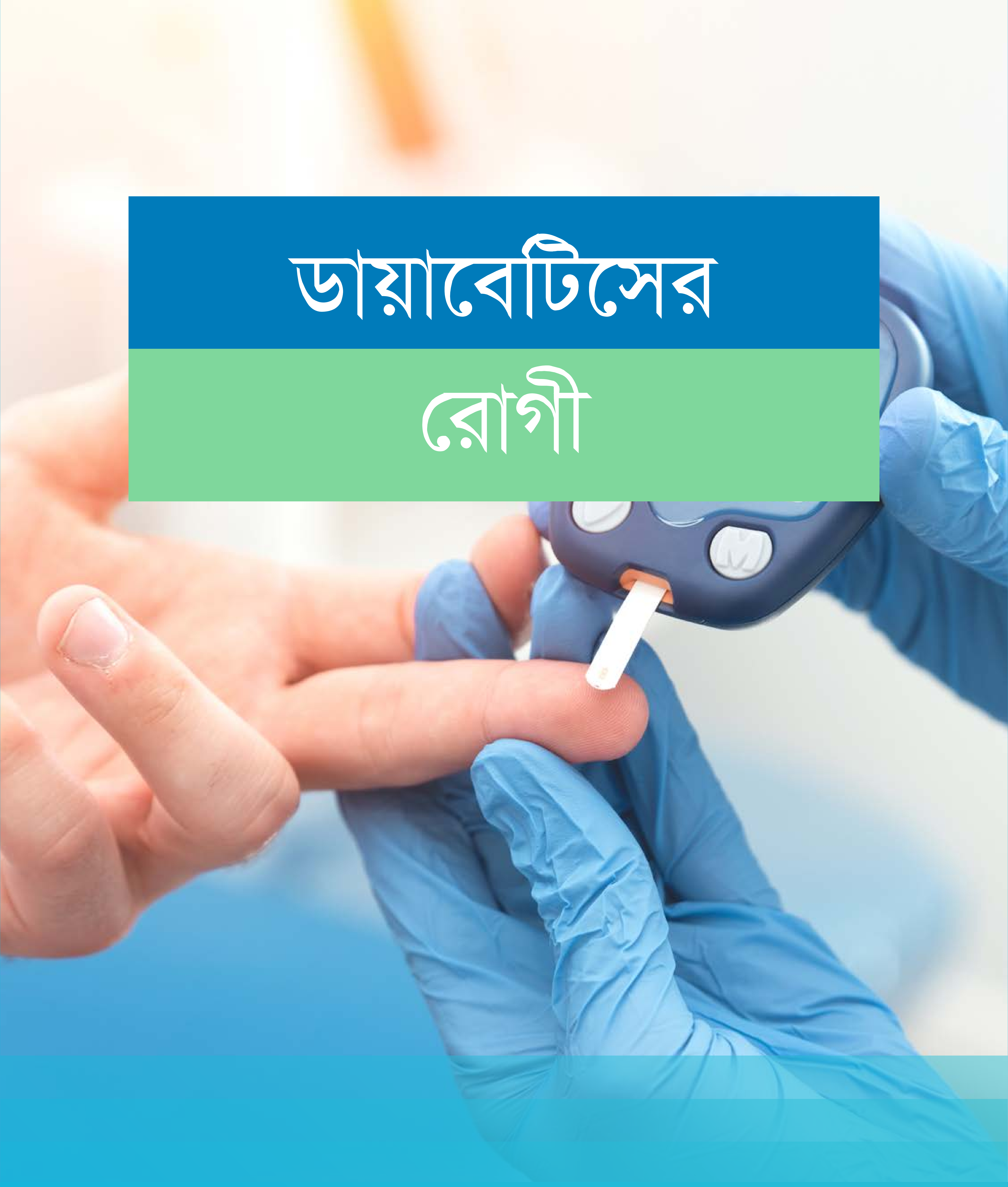
পেশী, জয়েন্ট এবং লিগামেন্টের ব্যাথার প্রধান কারণ :

- অত্যধিক ক্লান্তি।
- একটানা প্রচণ্ড নড়াচড়া।
- পর্যাপ্ত শারীরিক ব্যায়াম না করা।
- ভারী বস্তু বহন করা।



পেশী ও জয়েন্টে ব্যাথার চিকিৎসা

- ব্যাথা অনুভব করলে নড়াচড়া থেকে বিরত থাকা।
- আক্রান্ত স্থানে চাপ দেয়া কিংবা বেল্ট পরা।
- আক্রান্ত স্থান ঠাণ্ডা করা।
- আক্রান্ত অঙ্গ ওপরে তুলে রাখা এতে ফোলা কমবে।
- প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা।

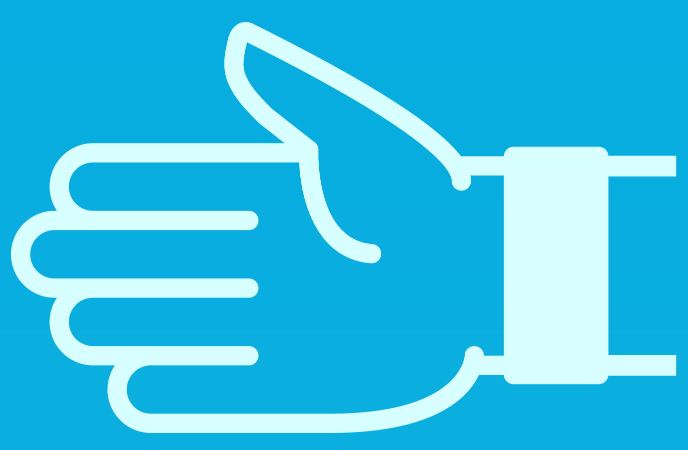


ডায়াবেটিসের রোগী

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত প্রিয় ভাই!

আপনি মেডিকেল টেস্ট করার পরে হজ্জ বা উমরার সিদ্ধান্ত নিন। যাতে আপনার স্বাস্থ্যগত অবস্থা হজ্জ বা উমরার জন্য কতোটুকু উপযুক্ত সেটা জানা সম্ভব হয়।

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত প্রিয় ভাই!



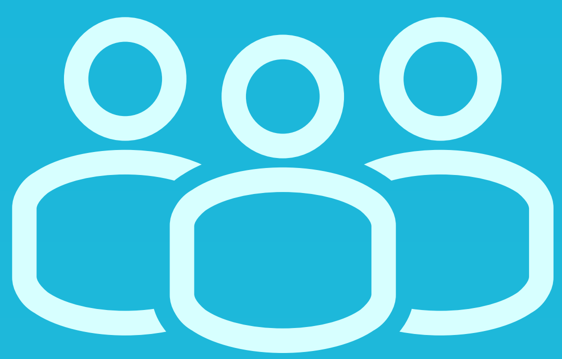
হাতে একটি ব্রেসলেট বা কার্ড রাখুন যাতে লেখা থাকে, আপনি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত এবং চিকিৎসার বিবরণও থাকে।



গ্লুকোমিটার সঙ্গে রাখুন এবং প্রতিদিন আপনার সুগার পরিমাপ করুন।



আপনার শারীরিক অবস্থার বিস্তারিত মেডিকেল রিপোর্ট সঙ্গে রাখুন।



আপনার আশপাশের মানুষকে জানিয়ে রাখুন যে, আপনি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত।



ডায়াবেটিসের পর্যাপ্ত ঔষধপত্র সঙ্গে রাখুন।



তাওয়াফ ও সাঈর সময় ইনসুলিন ঠাণ্ডা আছে কি না নিশ্চিত হোন।



পর্যাপ্ত ঔষধ ও খাবার গ্রহণের পরেই তওয়াফ ও সাঈ করতে যান।



সুগারের মাত্রা কমে গেছে মনে করলে সাময়িকভাবে ইবাদত পালনে অব্যাহতি দিন।



তাওয়াফ ও সাঈর সময় পায়ে যেন আঘাত না পান সে খেয়াল রাখুন। হুইল চেয়ার থেকে দূরে থাকুন।



আরামদায়ক মোজা পরিধান করুন।



সফরে প্রয়োজনীয় ও হালকা খাবার গ্রহণ করুন।



চিকিৎসকের নির্দেশনা অনুযায়ী ডায়েট মেনে চলুন।



রেজারের পরিবর্তে ইলেকট্রিক শেভার ব্যবহার করুন



পর্যাপ্ত পানি পান করুন।



প্রয়োজনে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান।

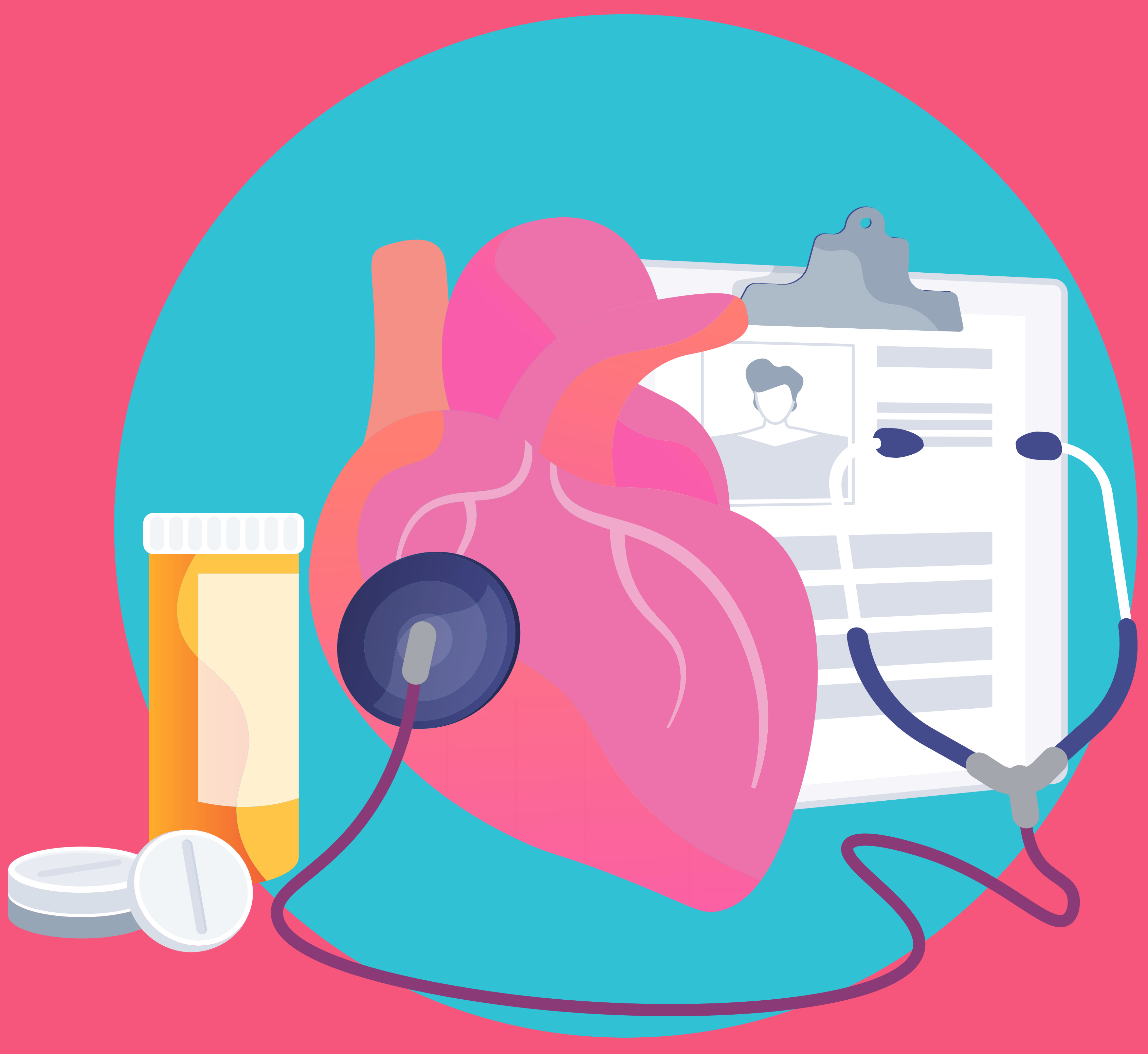




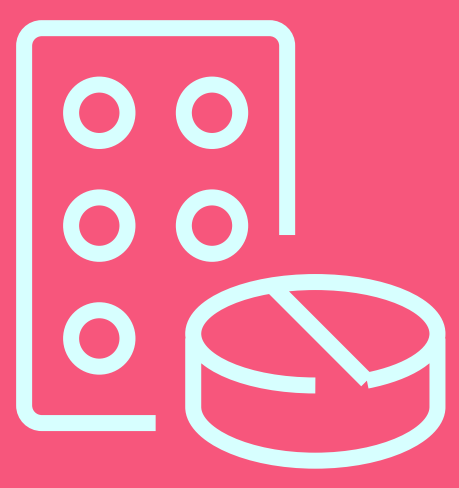
হার্টের রোগী



শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকলে হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি হজ্জে গমন করতে পারেন।



হৃদরোগীর জন্য চিকিৎসা পরামর্শ



পরিমাণ মতো ঔষধ
নিয়ে নেয়া।



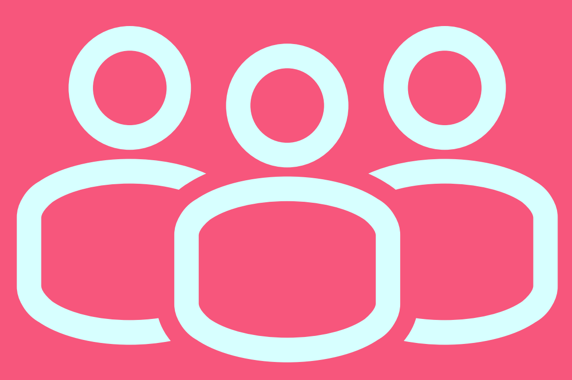
হজ্জে যাওয়ার আগে
ডাক্তার দেখানো।



মেডিকেল রিপোর্ট কিংবা
কার্ড সঙ্গে নেয়া।



অত্যধিক শারীরিক বা স্নায়বিক পরিশ্রম এড়িয়ে চলা।



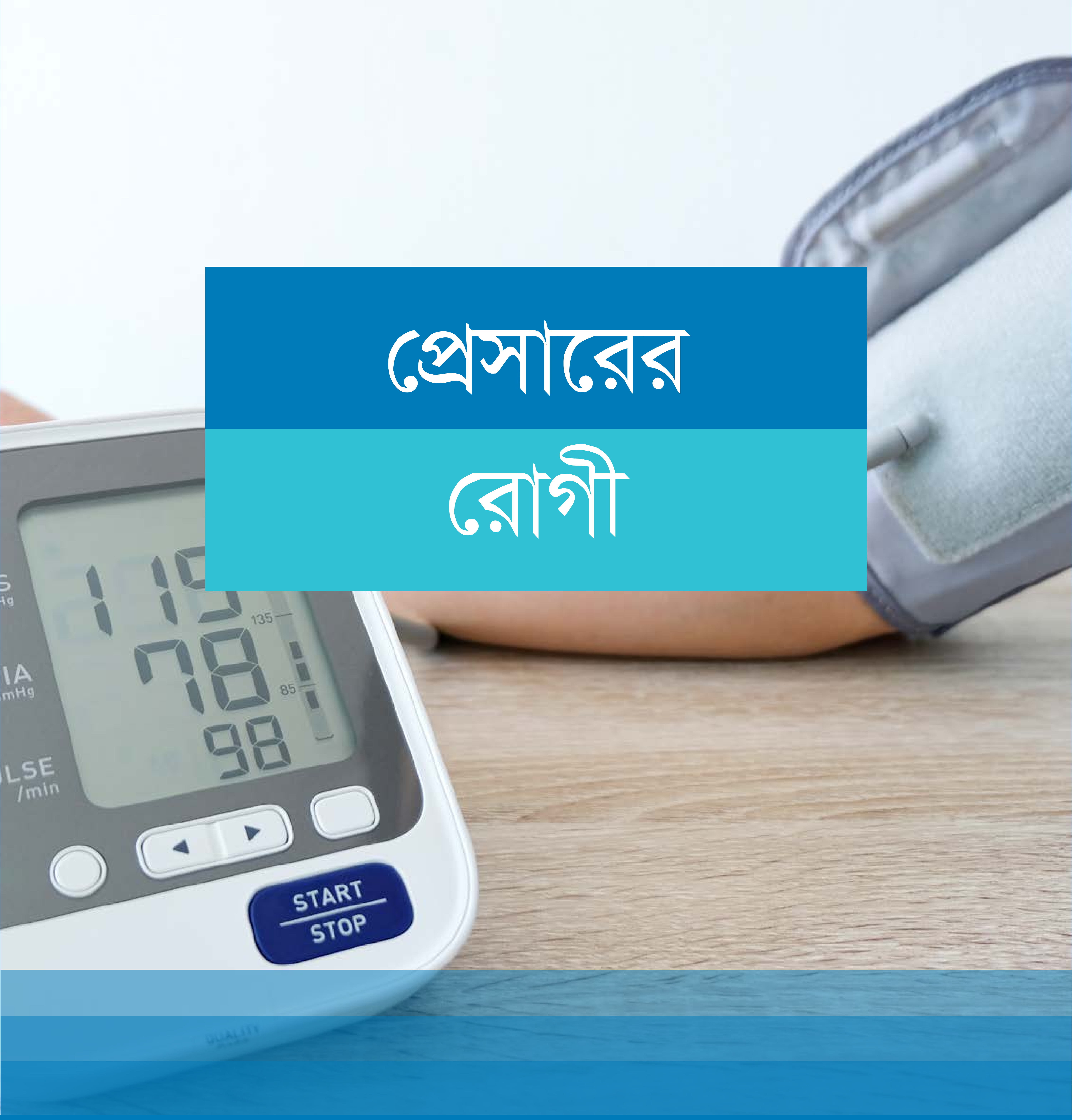
সবসময় একদল বন্ধু-বান্ধব কিংবা আত্মীয়ের সঙ্গে থাকা।



বুকে ব্যাথা কিংবা শ্বাসকষ্ট অনুভব করলে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেয়া।



উঁচু জায়গা কিংবা সিঁড়িতে না ওঠা।



প্রেসারের রোগী

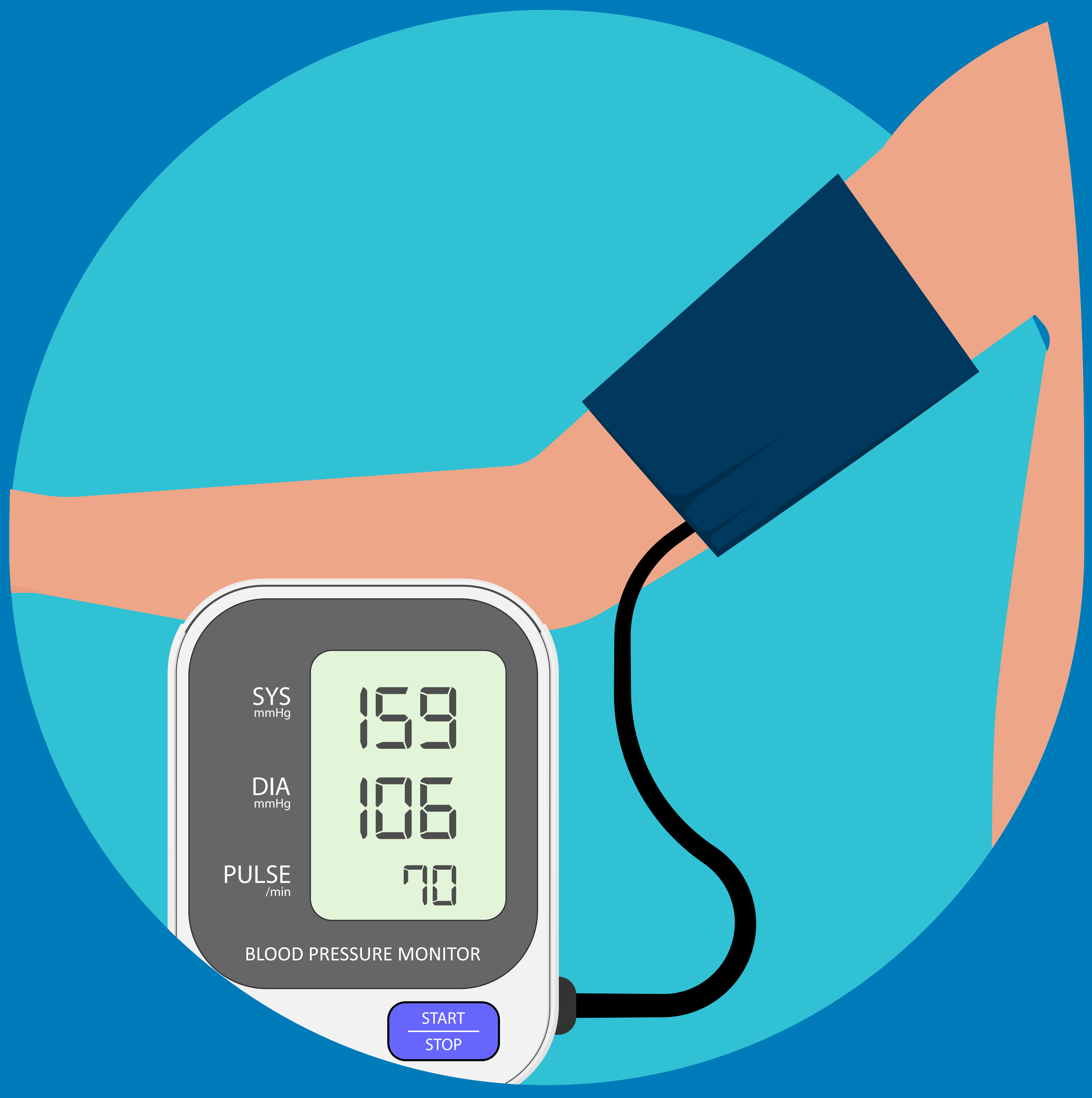


বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা মেনে আপনি হজ্জ ও উমরার সময়ে রক্তচাপ (প্রেসার) সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।



প্রেসার বেড়ে যাওয়ার লক্ষণ :

- বুক ধড়ফড়ানি ও শ্বাসকষ্ট
- ঘাম, অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা
- নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ
- মাথা ব্যাথা, মাথা ঘোরা ও বমি বমি ভাব
- চোখে স্পষ্ট দেখতে না পাওয়া।



প্রেসারে আক্রান্ত রোগীদের জন্য পরামর্শ :

- বিমানে কম নড়াচড়া ও কম হাঁটাচলা করা।
- সফরের আগে ও হজ্জের মাঝে প্রেসার মাপা।
- ঔষধ সেবনের সুপরিকল্পিত সময়সূচি তৈরি করা।
- আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

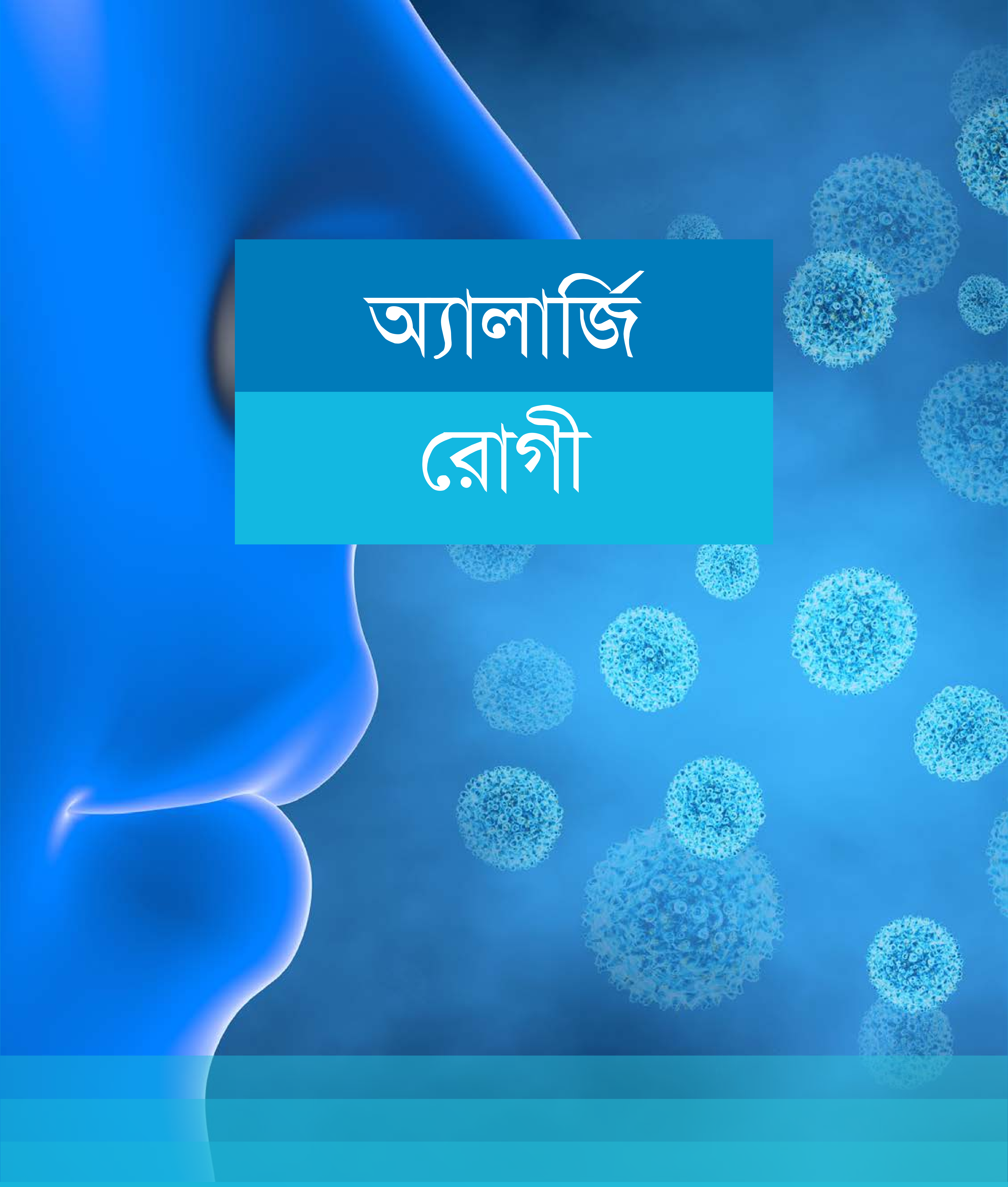
- স্থির থাকা ও উদ্বেগ-অস্থিরতা থেকে দূরে থাকা।
- ক্লান্তি লাগলে বিশ্রাম গ্রহণ করা।
- লবণাক্ত খাবার এড়িয়ে চলা।
- অধিক পরিমাণে তরল গ্রহণ করা।





যদি আপনার হৃৎশূল (এনজাইনা পেক্টোরিসে) আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে:

- ডাক্তারের পরামর্শক্রমে ঔষধ সঙ্গে নিন।
- অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রম করবেন না।
- ক্লান্ত হলে হুইল চেয়ার ব্যবহার করুন।



অ্যালার্জি রোগী



হজের মৌসুমে ভিড়, ধুলা-বালি, তাপ ও গাড়ির নিষ্কাশিত অ্যালার্জি বেড়ে যায়।



সাধারণভাবে অ্যালার্জিজনিত রোগ থেকে হাজ্জীর কোন ঝুঁকি নেই। তবে বুকের রোগ (হাঁপানি) বৃদ্ধি পেলে সেটা ঝুঁকিপূর্ণ।



আমরা অ্যালার্জিতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সেসব সময়, স্থান, কাজ এবং খাবার এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিবো যা অ্যালার্জি বৃদ্ধি করে।



অ্যালার্জির কিছু ঔষধ তন্দ্রা সৃষ্টি করে। তাই ভিড়ের সময় যেন পড়ে না যান সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।



হাঁপানি রোগী



হজ্জ ও উমরা আদায় করতে গিয়ে প্রায়শই ভিড়ের মাঝে পড়তে হয়। কখনো কখনো ধুলো-বালি, গাড়ি থেকে নির্গত ধোঁয়া ইত্যাদির সম্মুখীন হতে হয়।



একারণে হজ্জ ও উমরা পালনকালে হাঁপানি রোগীদের সবসময় ইনহেলার সঙ্গে রাখতে হবে।



হাঁপানির আক্রমণের লক্ষণগুলো দেখার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে হবে:

- দ্রুত ইনহেলার ব্যবহার করা।
- নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্র কিংবা হাসপাতালে চলে যাওয়া।



কিডনি রোগী

হজ্জ ও উমরা আদায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আপনাকে আমরা ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দিবো।



যেসব রোগীদের ডায়ালাইসিস প্রয়োজন হজ্জ তাদের জন্য একটি জটিল ইবাদত। হ্যাঁ যদি মেডিকেল টিমের সঙ্গে হজ্জ করা যায় সেটা ভিন্ন ব্যাপার।



আপনার নির্ধারিত ঔষধগুলো সঙ্গে নিন। সেগুলো সুবিধাজনক স্থানে রাখুন।



রোদ এড়িয়ে চলুন। কিছু ইবাদত সূর্যাস্তের পরে আদায় করুন। অথবা শরীয়তপ্রদত্ত সুযোগ গ্রহণ করে অন্যকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করুন।

প্রয়োজনীয় নম্বরসমূহ

৯১১

জরুরি ও নিরাপত্তা সেবার জন্য

৯৩৭

চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ ও জিজ্ঞাসার জন্য

৯২০০০২৮১৪

আল্লাহর মেহমানদের জিজ্ঞাসার জবাবের জন্য হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ কেন্দ্র

১৯৬৬

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী সংক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য

হজ্জের অন্যান্য সকল নির্দেশিকা হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে বিদ্যমান (ডাউনলোড করতে এখানে ক্লিক করুন)। এসব নির্দেশিকাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান।



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

আল্লাহ আপনাদের আমল ও প্রচেষ্টাগুলো কবুল করুন।

আরও সচেতনমূলক তথ্য জানতে টুইটারে আমাদের একাউন্ট ফলো করুন

Haj.gov.sa | @HajMinistry

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

1.2 BEN بنجالي

আর্থিক সচেতনতামূলক নির্দেশিকা



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

এই নির্দেশিকাটি নিম্নোক্ত ভাষায় বিদ্যমান:

[ভাষাগুলোর তালিকা]

English
ENG

عربي
AR

বাংলা
BEN

Bahasa Indonesia
IND

Français
FRA

Hausa
HAU

Türkçe
TUR

اُردُو
URD

Español
ESP

Русский язык
RUS

Bahasa Malaysia
MAY

සිංහල භාෂාව
SIN

አማርኛ
AMH

فارسی
PER

o'zbek
UZB

हिंदी
HIN

নির্দেশিকার সূচিপত্র

কাঙ্খিত পৃষ্ঠায় যেতে শিরোনামের ওপর ক্লিক করুন

▶ হজে আগমনের পূর্বে আর্থিক লেনদেন



▶ হজ ও ওমরার সার্ভিসসমূহ ক্রয়



▶ সৌদিতে অনুমোদিত মুদ্রা



▶ কাস্টমস ঘোষণা



ইলেকট্রনিক পেমেন্ট চ্যানেলসমূহ



নগদ লেনদেন



মুদ্রা বিনিময়



অনলাইন পেমেন্ট



দুই পবিত্র মসজিদে বিদ্যমান সেবাগুলো ক্রয়



পরিবহন ও ডেলিভারি সেবা



অর্থ গ্রহণ ও স্থানান্তর



আর্থিক প্রতারণা



উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যয়



একটি নির্ভরযোগ্য আর্থিক লেনদেনের যাত্রা



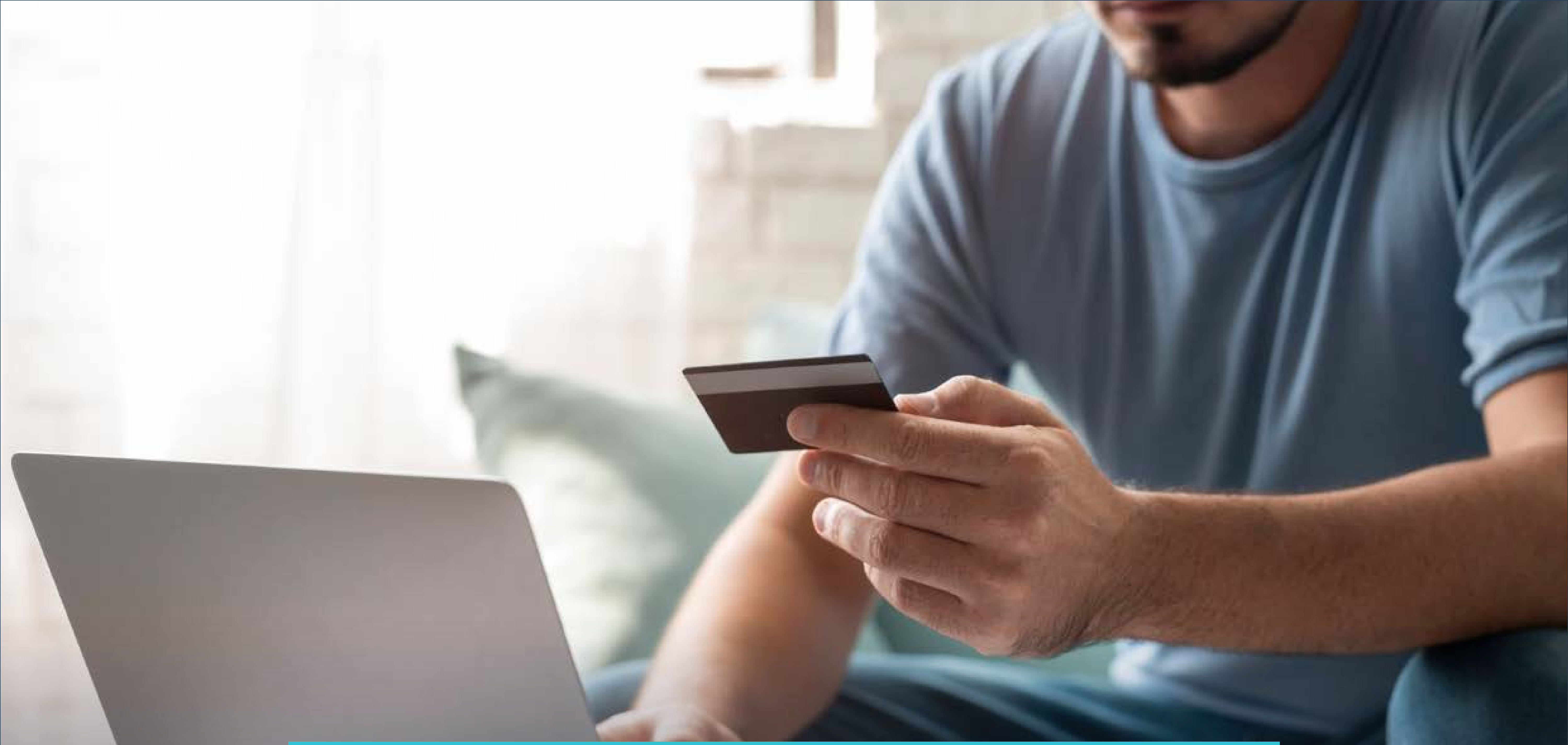
কিছু আরবি শব্দ যেগুলো আপনার প্রয়োজন হতে পারে

কিছু গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক রেফারেন্স

হজে আগমনের পূর্বে আর্থিক লেনদেন

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এমন একটি আর্থিক পথ প্রণয়নে আগ্রহী ছিলেন যাতে করে সমস্ত ফি ও সেবার খরচ অগ্রিম পরিশোধ করা যায়; যেগুলোর মধ্যে রয়েছে ভিসার ফি, আবাসন ভাড়া, পরিবহন খরচ এবং আসা- যাওয়ার টিকেটের মূল্য।





আগমনের পূর্বে কেন ভ্রমণের খরচ প্রদান করবেন?

যাতে:

1

আপনি প্রচুর নগদ অর্থ সঙ্গে আনতে বাধ্য না হন।

2

আপনাকে অজ্ঞাত লোকদের পক্ষ থেকে আর্থিক প্রতারণা-প্রচেষ্টার সম্মুখীন হতে না হয়।

3

আপনি এমন কিছুতে ব্যস্ত না হন যা আপনার ইবাদতের সময় নষ্ট করবে।

আগমনের পূর্বে চেকলিস্ট:

হজ ও ওমরাহ-ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছতার নীতি মেনে চলে। এর আইন ও ধারাগুলো সেবাপ্রদানকারীর সাথে চুক্তি করার আগে ও পরে আপনাকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানার অধিকার প্রদান করে:

1



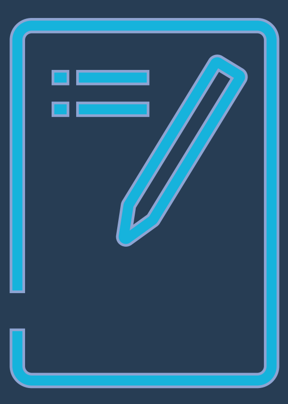
দর ও আপনার মুদ্রায় এর মূল্য।

2



দরের তুলনায় পরিসেবার মান।

3



আসা-যাওয়াসহ গোটা সফরের পরিপূর্ণ পরিকল্পনা।

4



আপনার পেমেন্টের রসিদ গ্রহণ।



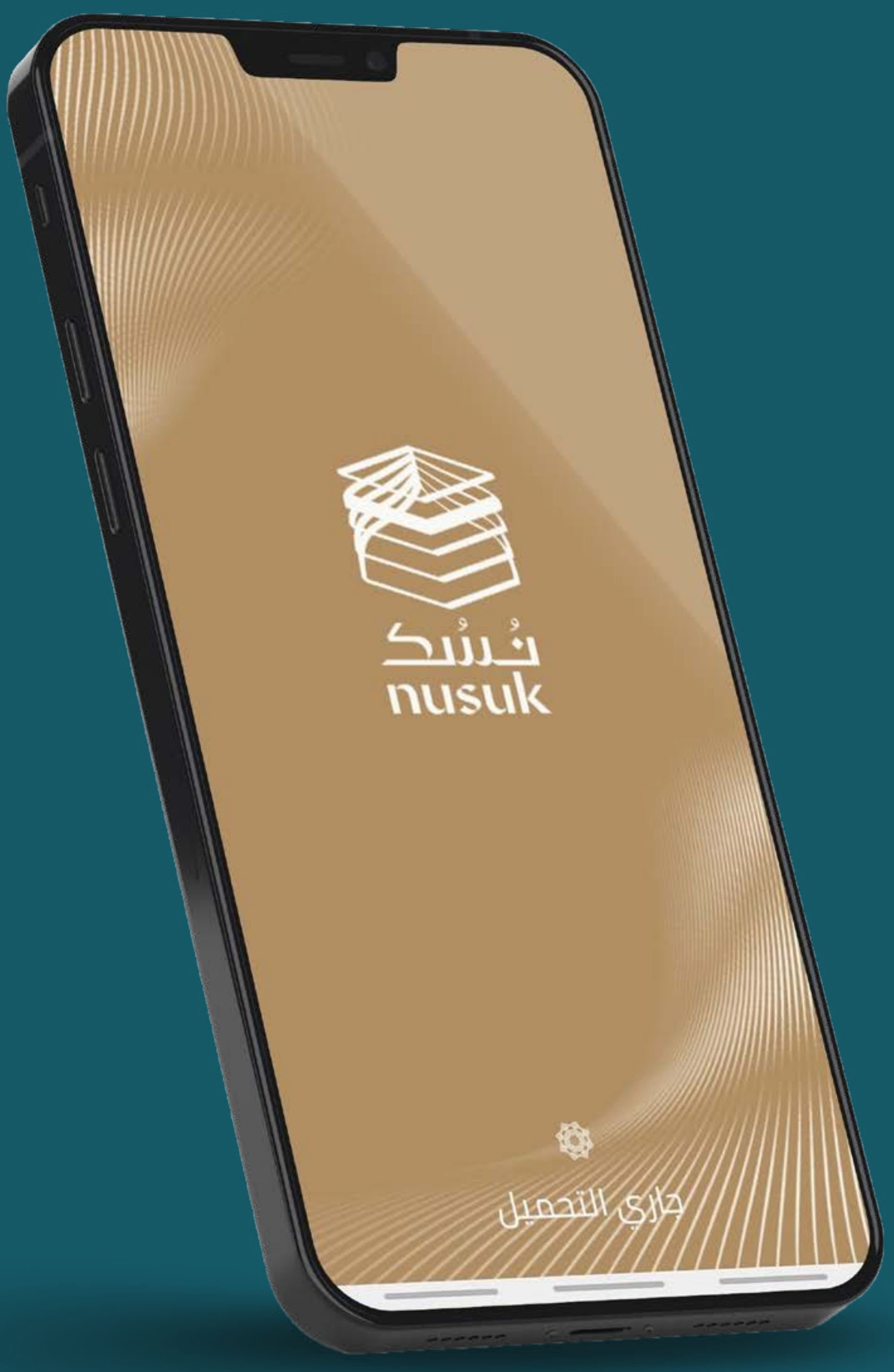
نُسُك
nusuk

হজ ও ওমরার সেবাগুলো ক্রয়

সফরের অগ্রিম পরিকল্পনা সহজ করার জন্য নিম্নোক্ত প্লাটফর্মগুলোর মাধ্যমে সেবাগুলো নির্বাচন ও সেগুলোর মূল্য পরিশোধ করা সুলভ করা হয়েছে:

1 "নুসুক" প্লাটফর্ম ও অ্যাপ্লিকেশন

- - বিশ্বের সবদেশ থেকে আগত ওমরার যাত্রীদের জন্য।
- - সৌদি আরবের আভ্যন্তরীণ হজযাত্রীদের জন্য।



অ্যান্ড্রয়েড:এখানে

GET IT ON Google Play

অ্যাপল: এখানে

Download on the App Store

নুসুক প্লাটফর্ম: এখানে

2

● নুসুক হজ প্লাটফর্ম: ইউরোপ, দুই আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার হজযাত্রীগণের জন্য।

নুসুক হজ প্লাটফর্ম: Nusuk Hajj





সৌদিতে অনুমোদিত মুদ্রা

সৌদি আরবের অভ্যন্তরে সকল প্রকার লেনদেনের জন্য অনুমোদিত মুদ্রা হল:



সৌদি রিয়াল (SAR)



সৌদি রিয়াল কোথায় পাব?

আগমনের বন্দরগুলোতে, হজ ও ওমরা পালনের এলাকাসমূহে কিংবা সৌদি আরবের সমস্ত শহরে। মুদ্রা বিনিময় সুলভ:

- অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জসমূহে।
- অনুমোদিত ব্যাংকসমূহে।
- ডিজিটাল ব্যাংকসমূহে

অনুমোদিত ব্যাংকসমূহ এখানে

অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জসমূহ এখানে



কাস্টমস ঘোষণা

আগমন ও বহির্গমনের সময় কাস্টমস ঘোষণা একটি অফিসিয়াল বাধ্যবাধকতা। এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত যে জিনিসগুলো আপনার কাছে আছে তা আপনি প্রকাশ করবেন:



লেনদেনের উপযুক্ত আর্থিক উপকরণ।



৬০,০০০ রিয়ালের বেশি নগদ অর্থ।



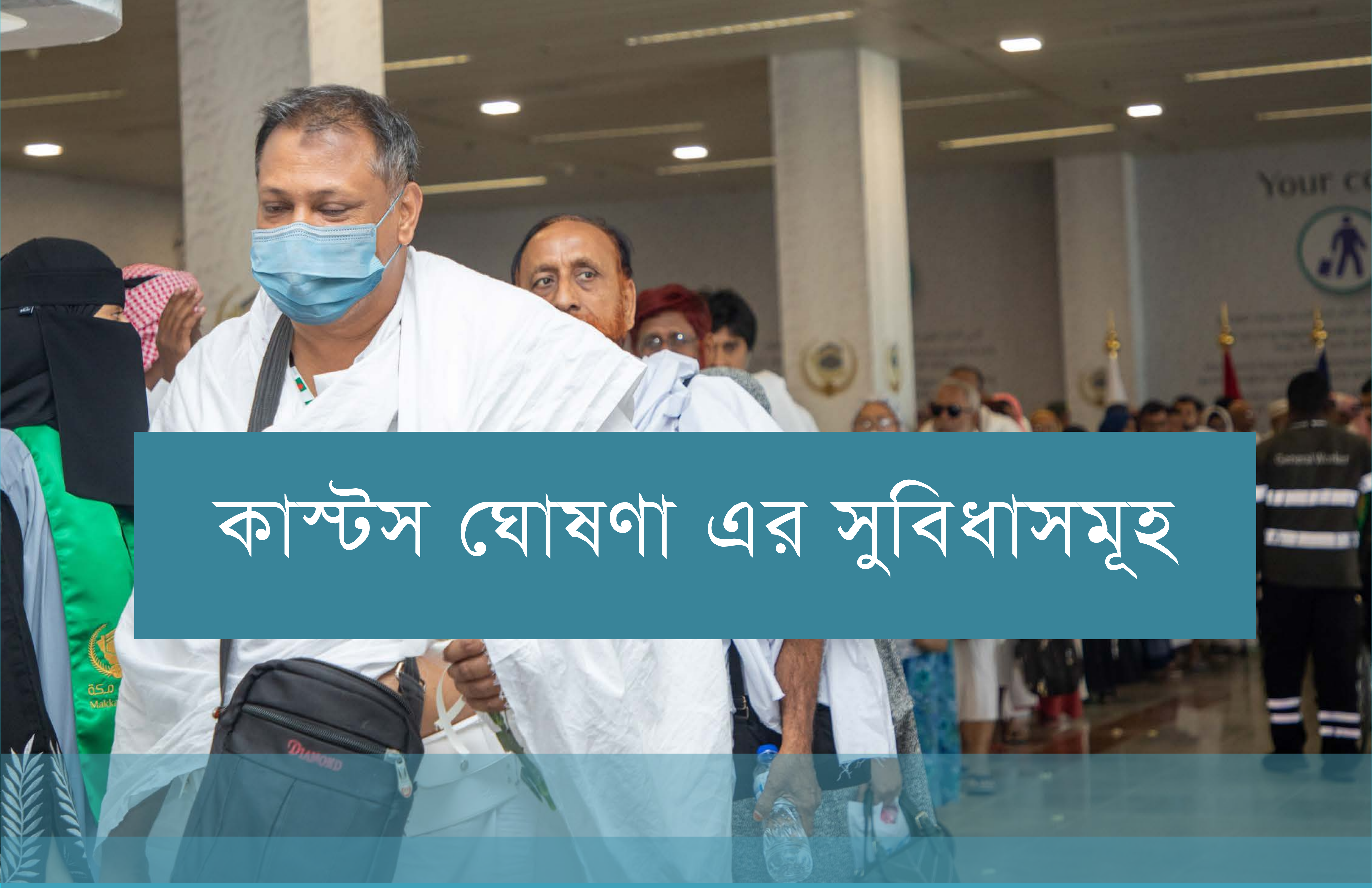
রত্নপাথর।



স্বর্ণের বার (স্বর্ণপিণ্ড)।



মূল্যবান ধাতু।



কাস্টস ঘোষণা এর সুবিধাসমূহ

প্রবেশ ও বহির্গমন সহজ হওয়া।

সম্পদ ও তহবিল সংরক্ষণ করা।

আইনি জিজ্ঞাসাবাদগুলো এড়ানো।

আর্থিক জরিমানা এড়ানো।

অনলাইনে কাস্টমস ঘোষণাপত্র পূরণ করুন এখানে



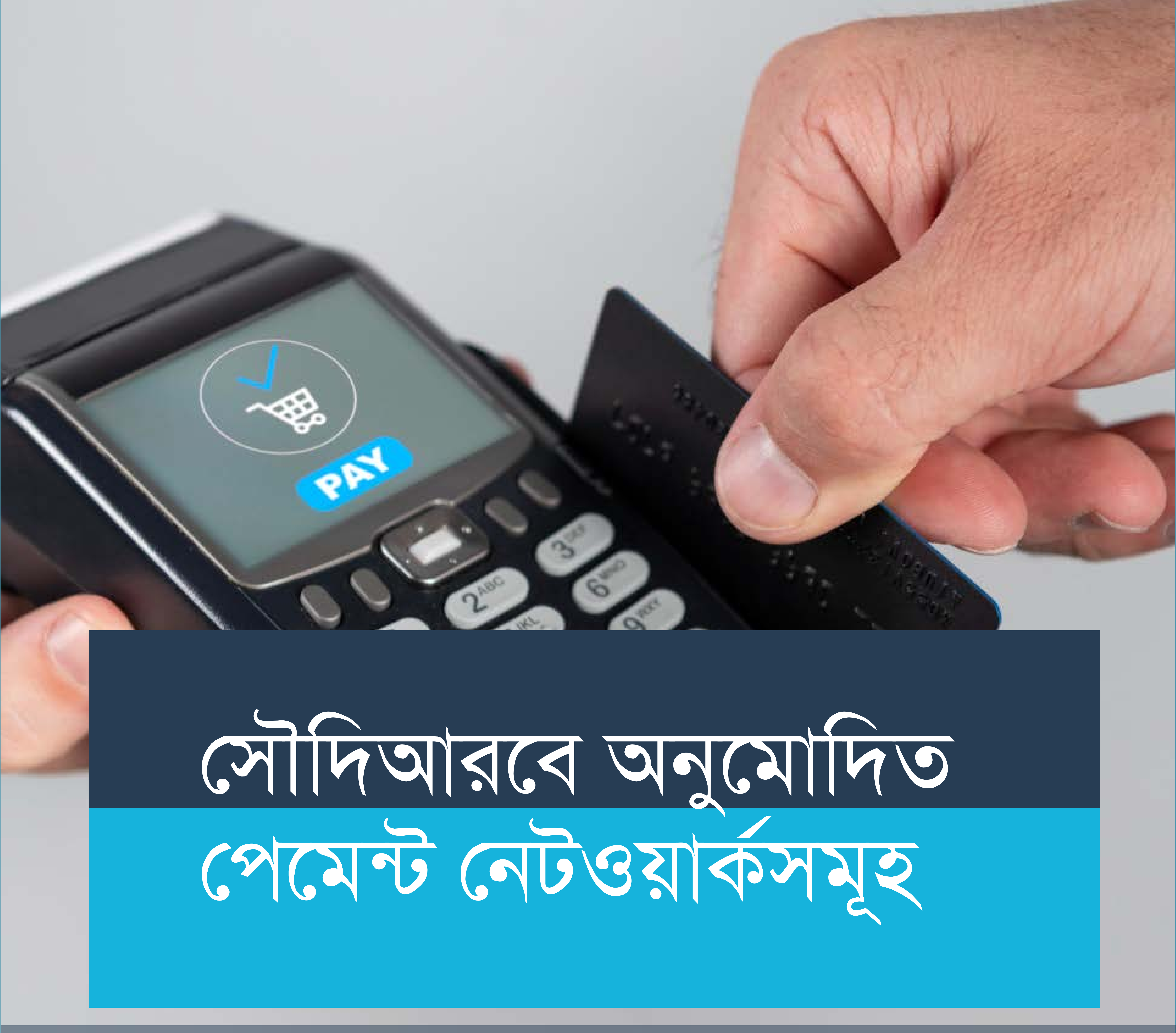
ইলেকট্রনিক পেমেন্ট চ্যানেলসমূহ

ডিজিটাল অর্থনৈতিকসূচকে সৌদি আরবউন্নত দেশগুলোর একটি। তাই এ দেশে আপনার নগদ অর্থের খুব বেশি প্রয়োজন হবে না।

ভিজিটরদের জন্য ইলেকট্রনিক পেমেন্ট চ্যানেলসমূহ:

- সব ধরণের ক্রেডিট কার্ড।
- ব্যাংকিং ট্রান্সফার।
- সাদাদ (SADAD)।





সৌদিআরবে অনুমোদিত পেমেন্ট নেটওয়ার্কসমূহ

সকল সেবার বিনিময় ইলেকট্রনিকভাবে পেমেন্ট করা যায়; যার কোন সীমা নেই। উদাহরণস্বরূপ:

- দুই পবিত্র মসজিদের সেবাগুলো।
- আবাসন ও বাসস্থান সেবা।
- পাবলিক ও প্রাইভেট পরিবহন সেবা।
- রেস্তোরাঁ ও খাবারের দোকানে।
- পাইকারি ও খুচরা মার্কেটে।

সৌদিআরবে অনুমোদিত পেমেন্ট নেটওয়ার্কসমূহ

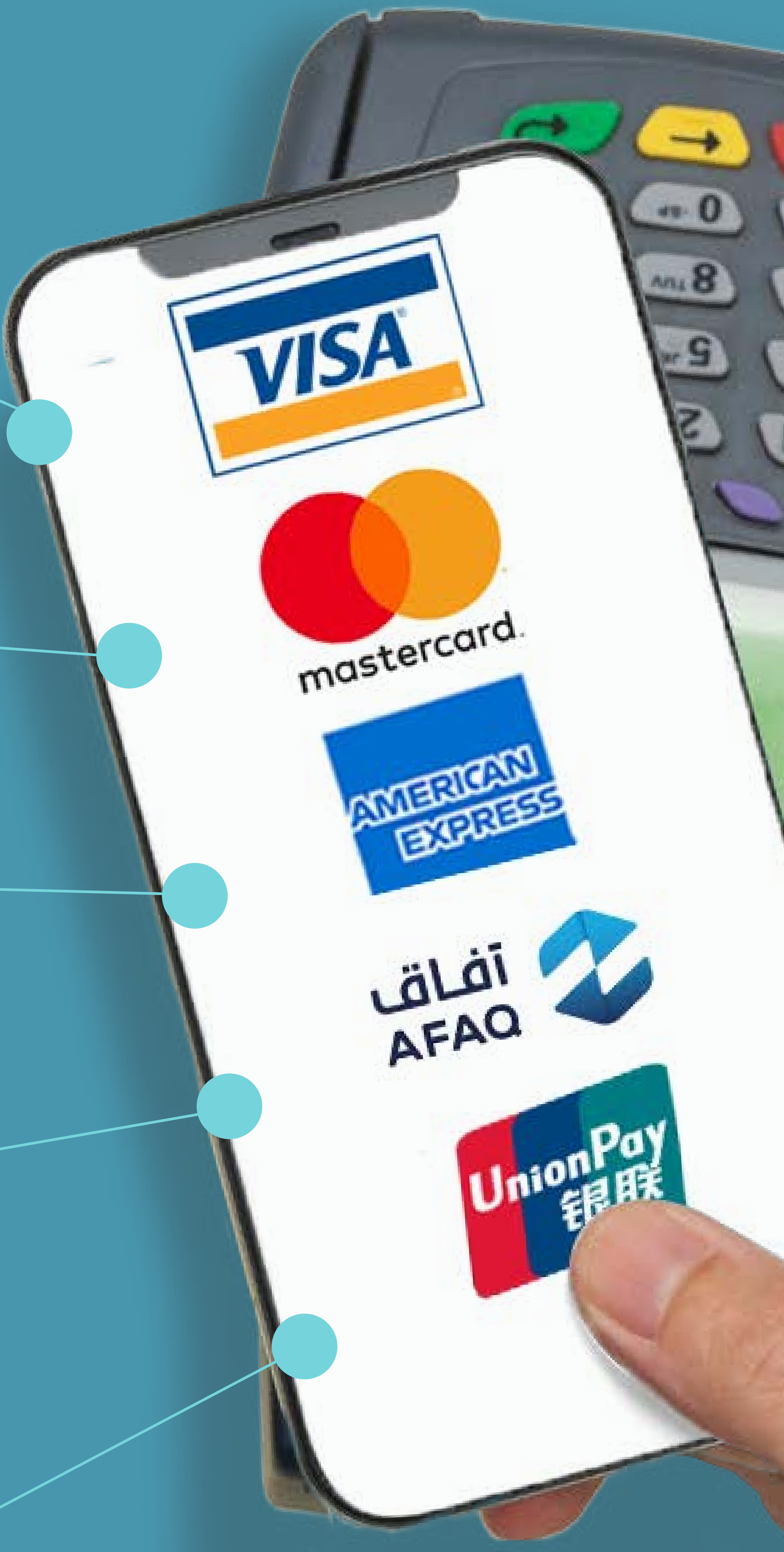
ভিসা

মাস্টারকার্ড

আমেরিকান এক্সপ্রেস

উপসাগরীয় দেশগুলোর পেমেন্ট নেটওয়ার্ক (আফাক্ব)

ইউনিয়ন-পে



বিঃদ্রঃ

বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতা বিক্রেতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।
বিক্রেতা কর্তৃক গৃহীত নেটওয়ার্কগুলি একটি উন্মুক্ত স্থানে টানানো পোস্টারে উল্লেখ থাকে।

"AMERICAN EXPRESS " "UNION PAY "

শুধুমাত্র কিছু ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য।



নগদ লেনদেন

আপনার কি নগদ অর্থ প্রয়োজন হবে?

আপনার কি নগদ প্রয়োজন?

সৌদি আরবের আভ্যন্তরীণ আর্থিক লেনদেনগুলোতে আপনার অল্পকিছু নগদ অর্থ হলেই চলবে।

তাই

- আপনার ক্রেডিট কার্ডে প্রয়োজনমত অর্থ রিচার্জ করে নিন।
- আপনার যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকু নগদ অর্থ সাথে নিন।

নগদ অর্থ উত্তোলন (এটিএম বুথের মাধ্যমে)

যে ব্যাংকের এটিএম বুথ থেকে আপনি অর্থ উত্তোলন করতে চান সে ব্যাংকের কাছে আপনার কার্ডটি যদি অনুমোদিত হয় তাহলে আমরা আপনাকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অবহিত করছি:

সর্বোচ্চ উত্তোলনের সীমা:

৫,০০০ রিয়াল

প্রতি ২৪ ঘন্টায়





মুদ্রা বিনিময়

আগমনকালে, অবস্থানকালীন সময়ে, এরপর বহির্গমনকালে সৌদি রিয়ালে কিংবা সৌদি রিয়াল থেকে আপনার মুদ্রা বিনিময় করার প্রয়োজন হতে পারে। এ কেন্দ্রিক আপনার প্রতি কিছু পরামর্শ:

পরিচয় প্রমাণীকরণ

উদহারণস্বরূপ নিম্নোক্ত কিছু বা সবকটি প্রমাণপত্রের মাধ্যমে আপনার পরিচয় প্রমাণ করা চাওয়া হতে পারে। সেটি কোন মুদ্রা ক্রয় করা কিংবা মুদ্রা বিনিময় করার সময়:



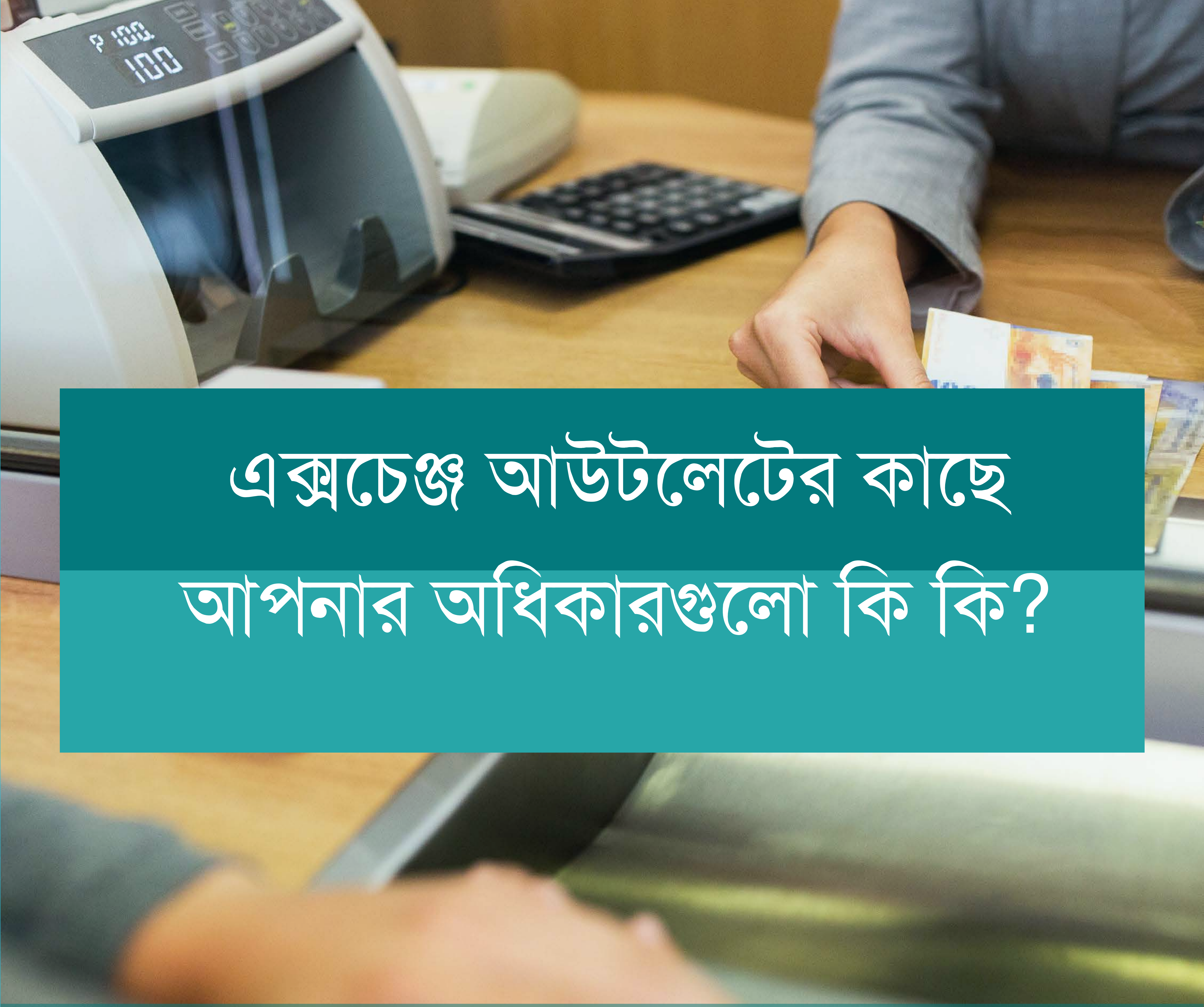
ভ্রমণের দলিল (পাসপোর্ট)



হজ/ওমরার ভিসা

প্রমাণপত্রটির মেয়াদ থাকা আবশ্যকীয়





এক্সচেঞ্জ আউটলেটের কাছে আপনার অধিকারগুলো কি কি?

- মুদ্রা বিনিময় করার অনুমতিপত্র (লাইসেন্স)-এর প্রদর্শিত অনুলিপি দেখা।
- দিন-তারিখসহ মুদ্রা বিনিময়ের প্রদর্শিত দরতালিকা দেখা।
- আপনার লেনদেনের এক কপি রসিদ গ্রহণ করা।

অনলাইন পেমেন্ট

ইলেকট্রনিক পেমেন্ট অ্যাপসমূহ

যদি নির্দিষ্ট কোন কর্তৃপক্ষের সাথে আপনার লেনদেনের জন্য ইলেকট্রনিক অ্যাপ ইনস্টল করার প্রয়োজন হয় এবং এতে আর্থিক লেনদেন অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে:

- বিশ্বস্ত অনলাইন স্টোর থেকে অ্যাপটি ডাউনলোড করুন।
- পেমেন্টের তথ্য সংরক্ষণের অপশনটি নিষ্ক্রিয় করুন।
- দ্বি-ফ্যাক্টর প্রমাণীকরণ বৈশিষ্ট্য সক্রিয় করুন।





অনলাইন স্টোরগুলো থেকে ক্রয় করা

সৌদি আরব ই-কমার্স সূচকের শীর্ষে রয়েছে এবং প্রায় সকল সেবা ও পণ্য অনলাইনে কেনা সুলভ।



ইন্টারনেট থেকে কীভাবে নিরাপদে কেনাকাটা করবেন?



১। নিশ্চিত হন যে ওয়েব পেইজের এড্রেসের শুরুতে (//:https) আছে। কারণ এটি সুরক্ষিত এনক্রিপশন কোড।

২। আপনার ব্রাউজারের এড্রেস বারে একটি লক আইকন চেক করুন।

৩। ব্রাউজার থেকে নিরাপত্তা সতর্কতা সম্পর্কিত যে কোন পপ-আপের প্রতি খেয়াল রাখুন।

৪। নকল ও ভেজাল পণ্য এড়াতে পণ্যের গুণাগুণ পর্যালোচনা করুন।

৫। পণ্যের রেটিং, বিবরণ ও গ্রাহকদের রিভিউগুলো দেখুন।

৬। কার্ড দিয়ে অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে নোটিফিকেশন প্রাপ্তির অপশনটি সক্রিয় করুন।

৭। আপনাকে পাঠানো সতর্ক বার্তাগুলোর সাথে আপনার সম্পাদিত লেনদেনগুলো তুলনা করুন।

৮। অনলাইনে কেনাকাটা করার সময় পাবলিক ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করবেন না।

৯। কার্ড স্টেটমেন্ট নিয়মিত চেক করুন; মাসে অন্তত একবার।

দুই পবিত্র মসজিদের সেবাসমূহ ক্রয়

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীতে নগদ পেমেন্টের মাধ্যমে বিশেষ সেবাগুলো কেনা যায়:

যেমন:

- সেফটি লকারসমূহ (দুই মসজিদে)
- সাঈতে ব্যবহার্য বৈদ্যুতিক ট্রলি (মসজিদে হারামে)
- হাতে ঠেলা ট্রলির কর্মচারীগণ (মসজিদে হারামে)

বৈদ্যুতিক ট্রলি রিজার্ভ করতে □তানাক্কুল□ অ্যাপ্লিকেশটি ডাউনলোড করুন

অ্যান্ড্রয়েড: এখানে

Download on the App Store

অ্যাপল: এখানে

GET IT ON Google Play

পরিবহন ও ডেলিভারি পরিসেবা

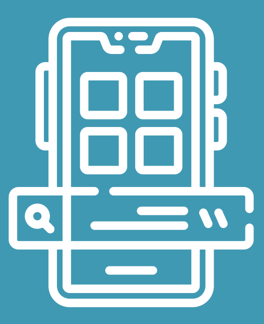
আপনার পরিবহন ও ডেলিভারি পরিসেবার প্রয়োজন হলে:

- সৌদি আরবের অভ্যন্তরে যাতায়াতে
- খাবারের অর্ডার দিতে
- পণ্যের অর্ডার দিতে

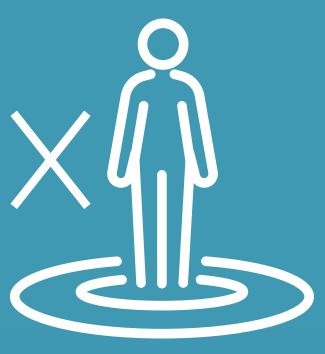
নিম্নোক্ত উপায়ে আপনার অর্থ রক্ষা করুন:



- লাইসেন্সধারী পরিবহন-মাধ্যমগুলোর সাথে লেনদেন করা।



- অনুমোদিত অ্যাপগুলো ব্যবহার করা।



- ব্যক্তি বিশেষের সাথে লেনদেন না করা।


رواحل المشاعر

অভ্যন্তরীণ যে পরিবহন-মাধ্যমগুলো ইলেকট্রনিক পেমেন্টে লেনদেন করে

- আল-হারামাইন এক্সপ্রেস ট্রেন
- পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বাসসমূহ
- লাইসেন্সধারী পরিবহন অ্যাপসমূহ



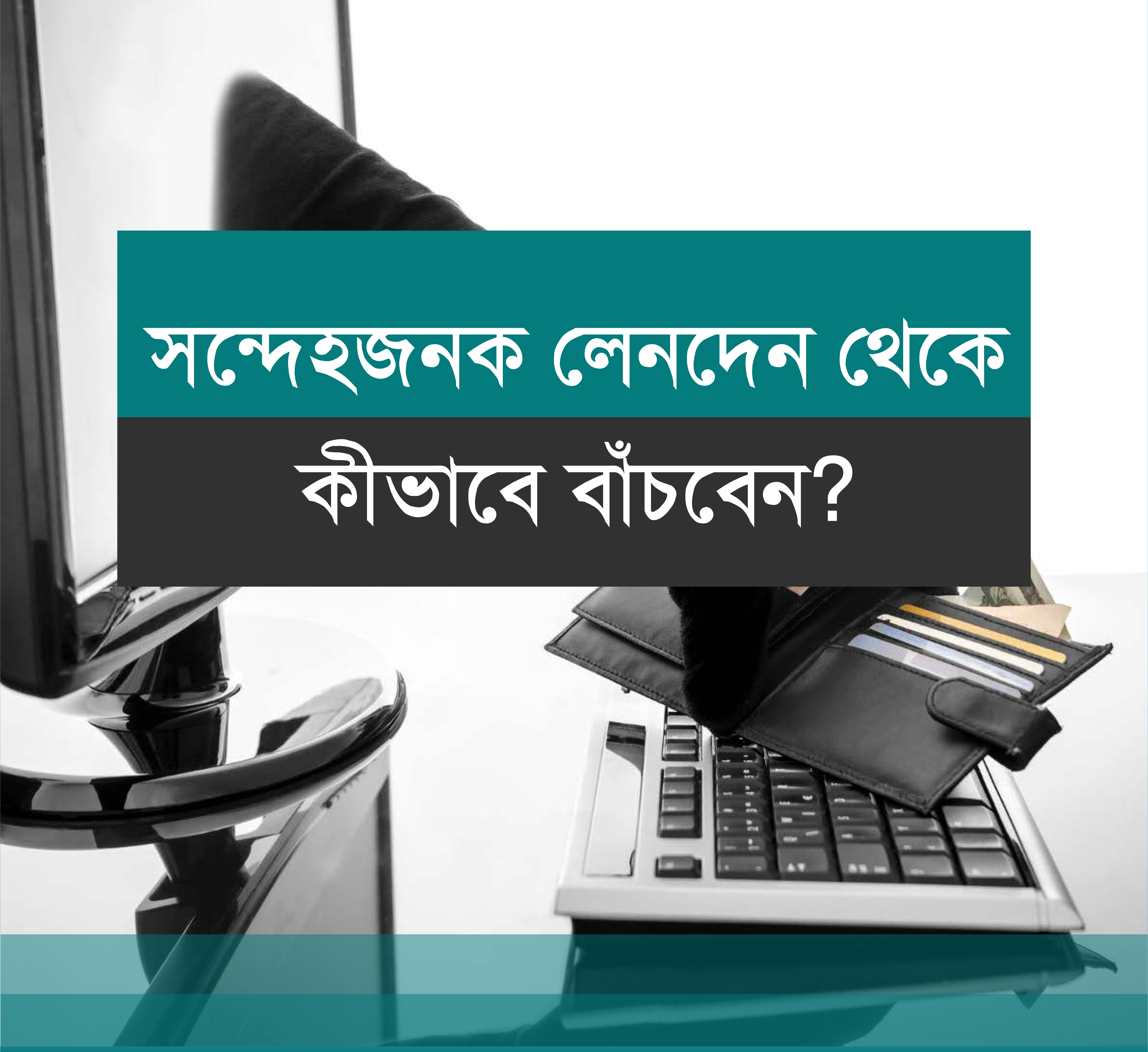
অর্থ গ্রহণ ও স্থানান্তর

আপনি যদি সৌদি আরবের বাহির থেকে বা ভেতরে থেকে অর্থ গ্রহণ করতে যান কিংবা পাঠাতে যান; তাহলে:

- অনুমোদিত সেবা প্রদানকারীদের সাথে লেনদেন করুন।
- ভ্রাম্যমাণ মুদ্রা ব্যবসায়ীদের এড়িয়ে চলুন।
- আপনার রসিদের কপি যত্ন সহকারে রাখুন।

অনুমোদিত ব্যাংক ও মানিএক্সচেঞ্জগুলো খুঁজুন [এখানে]





সন্দেহজনক লেনদেন থেকে কীভাবে বাঁচবেন?

কিছু প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি যারা সন্দেহজনক কার্যকলাপে জড়িত তারা যিয়ারতকারীদের পক্ষ থেকে লেনদেন করার প্রস্তাব দেয়।

- অন্য কারও একাউন্ট ব্যবহার করবেন না এবং অন্য কাউকে আপনার একাউন্ট ব্যবহার করতে দিবেন না।
- কখনই অন্য কারো পক্ষ থেকে অর্থ ট্রান্সফার বা রিসিভ করবেন না।
- আপনার ব্যক্তিগত ও আর্থিক দলিলপত্র ও তথ্যের ব্যাপারে অবহেলা করবেন না।

মেসেজ ও কলসমূহে সন্দেহের কিছু আলামত

অপরিচিত নম্বর/প্লাটফর্ম/একাউন্ট থেকে আসা।

আপনার আর্থিক তথ্য প্রকাশ করার জন্য আপনাকে জোরালোভাবে অনুরোধ করা।

এতে বিদ্যমান লিঙ্ক ও এ্যাড্রেসগুলো এর বিষয়বস্তু থেকে ভিন্ন হওয়া।



সন্দেহজনক মেসেজ ও কলগুলোর সাথে আপনার আচরণ কেমন হবে?

- কখনই দ্রুত সাড়া দিবেন না।
- আপনি সময় চান কিংবা ব্যস্ত থাকার ওজর পেশ করুন।
- এমন কোন লিঙ্ক খুলবেন না যার জন্য আপনি অপেক্ষা করছেন না।
- ফোনকারীকে তার পরিচয় দিতে বলুন।



প্রতারণা-প্রচেষ্টার রিপোর্ট করা

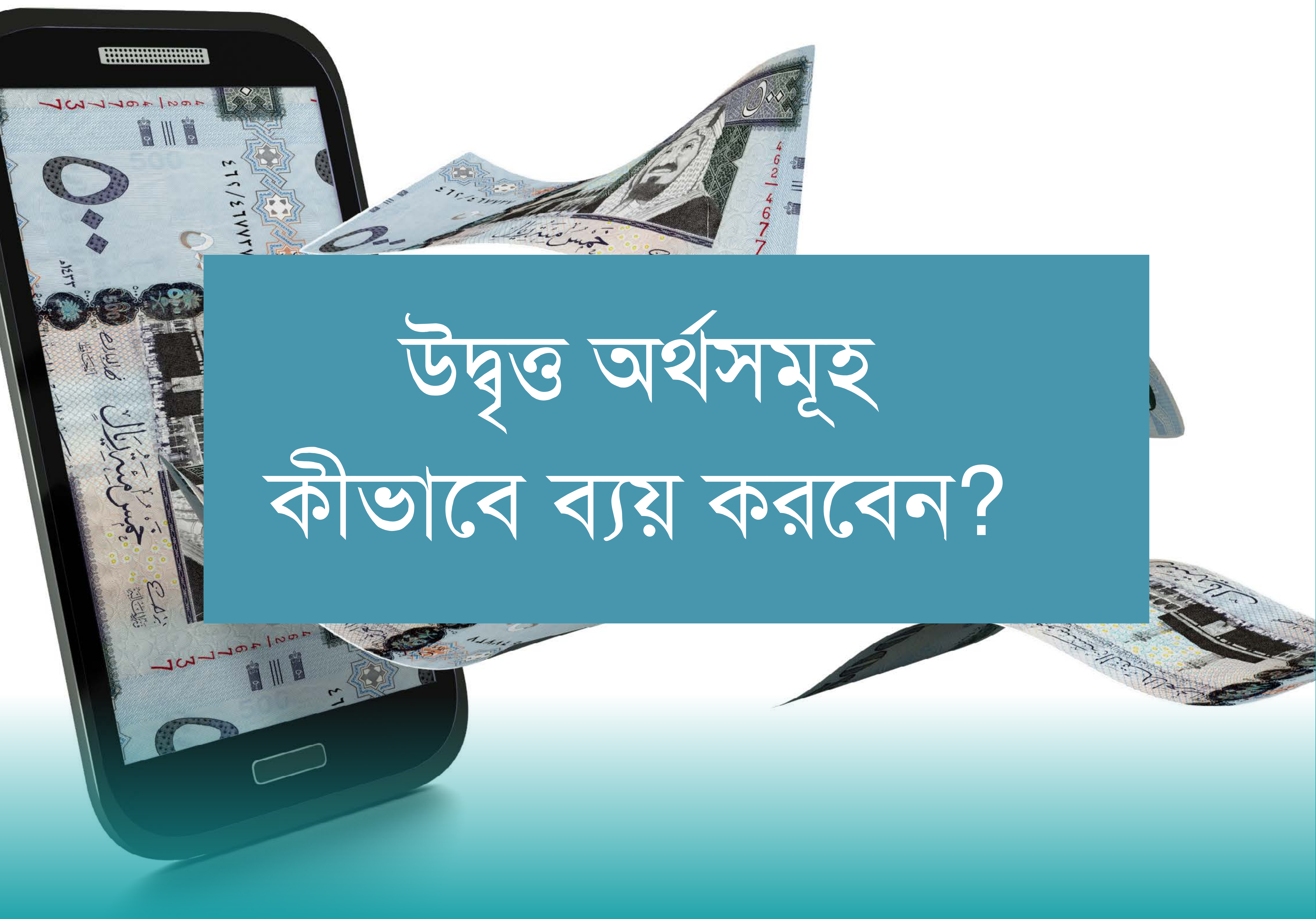
মেসেজের মাধ্যমে প্রতারণা-প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে:

মেসেজটি 330330 নম্বরে পাঠিয়ে দিন।

সকল প্রতারণা-প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে:

কল করুন 6666-125-800

ওয়েবসাইটে বার্তা পাঠান: এখানে



উদ্বৃত্ত অর্থসমূহ কীভাবে ব্যয় করবেন?

হজের কার্যাবলী শেষ হওয়ার পর আপনার নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে এবং উদ্বৃত্ত অর্থসমূহ পরিবর্তন করা বা ব্যয় করার ইচ্ছা হলে:

- অনুমোদিত মানিএক্সচেঞ্জগুলোর মাধ্যমে মুদ্রা পরিবর্তন করুন।
- লাইসেন্সবিহীন বেনামী সংস্থাগুলো থেকে সতর্ক থাকুন।
- ভিক্ষুকদেরকে দেয়া থেকে বিরত থাকুন।

দান করার অনুমোদিত প্লাটফর্মসমূহ:

إحسان
منصة وطنية للعمل الخيري

দান করার অনুমোদিত প্লাটফর্মসমূহ:

এটি এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যা দান করার সুযোগগুলো এবং সুযোগ-প্রদানকারী সংস্থাগুলোকে উপস্থাপন করে। (এখানে)

"ফুরিজাত" উদ্যোগ

فرجت
FURIJAT

এটি এমন একটি উদ্যোগ যা আর্থিক দায়ের কারণে কারাবন্দিদের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে। (এখানে)



একটি নির্ভরযোগ্য আর্থিক লেনদেনের যাত্রা

১। সেবা প্রদানকারী লাইসেন্সধারী

২। মূল্য-তালিকা প্রদর্শিত

.৩। সেবার মানের সাথে মূল্য সামঞ্জস্যপূর্ণ

৪। ভোক্তাদের তথ্য অভিন্ন

৫। ইলেকট্রনিক/নগদ পেমেন্ট

৬। রসিদ প্রিন্ট করা

৭। গ্রাহক তার রশিদের কপি গ্রহণকরা

কিছু গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক রেফারেন্স

সৌদি সেন্ট্রাল ব্যাংক এখানে

البنك المركزي السعودي
SAMA
Saudi Central Bank

সৌদি পেমেন্টস কোম্পানি এখানে

المدفوعات السعودية
SAUDI PAYMENTS

সৌদি পেমেন্ট নেটওয়ার্ক এখানে

مدى
mada

সৌদি ব্যাংকসমূহ

البنوك السعودية
Saudi Banks

উপসাগরীয় অর্থপ্রদান

المدفوعات الخليجية
GULF PAYMENTS

এটিএম এর শাখাসমূহ এবং এর অবস্থান

সৌদি ন্যাশনাল ব্যাংক	SNB
আল রাজী ব্যাংক	مصرف الراجحي alrajhi bank
রিয়াদ ব্যাংক	بنك الرياض Riyad Bank
আওয়াল ব্যাংক	الأول SAB
সৌদি ফ্রান্সি ব্যাংক	البنك السعودي الفرنسي Banque Saudi Fransi
আরব জাতীয় ব্যাংক	anb
আল- ইনমা ব্যাংক	مصرف الإنماء alinma bank
বেলাদ ব্যাংক	بنك البلاد Bank Albilad
সৌদি বিনিয়োগ ব্যাংক	البنك السعودي للاستثمار The Saudi Investment Bank
আল জাজিরা ব্যাংক	بنك الجزيرة BANK ALJAZIRA
আন্তর্জাতিক খালিজ ব্যাংক	GIB بنك الخليج الدولي

কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফোন নম্বর

911

জরুরি ও নিরাপত্তা সেবার জন্য

937

চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ ও জিজ্ঞাসার জন্য

920002814

আল্লাহর মেহমানদের জিজ্ঞাসার জবাবের জন্য
হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ কেন্দ্র

1966

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী সংক্রান্ত
অনুসন্ধানের জন্য

হজ্জের অন্যান্য সকল নির্দেশিকা হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে বিদ্যমান (ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন)। এসব নির্দেশিকাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান।



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف

الهيئة العامة للأوقاف

GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

আমাদের সাফল্যের অংশীদার

البنوك السعودية

Saudi Banks

আল্লাহ আপনাদের আমল ও প্রচেষ্টাগুলো কবুল করুন

দিক-নির্দেশনামূলক অন্যান্য তথ্যের জন্য
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে
আমাদের একাউন্টগুলো
অনুসরণ করুন

Haj.gov.sa | @HajMinistry


وزارة الحـج والعمـرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

1.2 BEN بنجالي

আইনী সচেতনতামূলক নির্দেশিকা

হাজী ও ওমরাকারীদের জন্য

(১৪৪৪ হিঃ/২০২৩ খ্রিঃ -এর হজ-মৌসুম)



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

এই নির্দেশিকাটি নিম্নোক্ত ভাষায় বিদ্যমান। আপনি সংশ্লিষ্ট ভাষার উপর ক্লিক করে সেটি ডাউনলোড করতে পারবেন:

English ENG	عربي AR
বাংলা BEN	Bahasa Indonesia IND
Français FRA	Hausa HAU
Türkçe TUR	اُرْدُوْ URD
Español ESP	Русский язык RUS
Bahasa Malaysia MAY	සිංහල භාෂාව SIN
አማርኛ AMH	فارسی PER
o'zbek UZB	हिंदी HIN

নির্দেশিকার সূচিপত্র

পছন্দসই পৃষ্ঠায় যেতে শিরোনামের উপর ক্লিক করুন

বহিরাগত হজযাত্রীগণ:

হজ-সেবা প্রদানকারী কো-স্পানীসমূহ



হজ-সেবা প্রদানকারী কোম্পানী-গুলোর দায়দায়িত্ব



সেবার নীতিমালা ও মান



কোম্পানিগুলো দায়িত্বহীনতার প্রতিকার



অভিযোগ কমিটি



অভ্যন্তরীণ হজযাত্রীগণ:

▶ অভ্যন্তরীণ হাজীগণের সেবাদানের উপযুক্ততা



▶ সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের দায়দায়িত্ব



▶ সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা



▶ সেবা দিতে অযোগ্যদের অব-স্থার প্রতিকার



▶ আইন লঙ্ঘনকারীদের শাস্তি



▶ অভিযোগ ও আপীল



বহিরাগত উমরাযাত্রী ও ভিজিটর:

উমরা-সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ



ভিসার শর্তাবলি



ওমরাযাত্রীদের অধিকারসমূহ



আইন লঙ্ঘনকারীদের শাস্তিসমূহ



অভিযোগ যাচাই কমিটি



গুরুত্বপূর্ণ ফোন নম্বরসমূহ

বহিরাগত হজযাত্রীগণ

সৌদিআরবের বাইরে থেকে
আসা অ-সৌদি হজযাত্রীগণ



মুয়াল্লিম সেবাপ্রদানকারী কোম্পানীসমূহ

শ্রেণীভিত্তিক ও দায়িত্বাবলি

- ওকালা কোম্পানিসমূহঃ বিমান,সমুদ্র এবং স্থল বন্দরে হজযাত্রীদের অভ্যর্থনা জানানো, গ্রুপে গ্রুপে ভাগ করা এবং বিদায় জানানো

- মুয়াল্লিম কোম্পানিসমূহঃ মক্কা নগরী এবং পবিত্র স্থানগুলোতে হজযাত্রীগণের সেবা প্রদান

- আজ-জামাজমা কোম্পানিসমূহঃ মক্কা আল-মুকাররামার সীমানার ভিতরে হাজীগণের বাসস্থানে পানি সরবরাহ করা

- আল- আদিল্লাহ কোম্পানিসমূহঃ মসজিদে নববীর দর্শনার্থীদের সেবা প্রদান



সেবা প্রদানকারী কোম্পানিসমূহ

- এগুলো হজযাত্রীদের সেবা প্রদানের লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোম্পানি

- হজ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সেবার শ্রেনীকরণ, বিবরণ ও মান অনুমোদনের ভিত্তিতে।

সেবাপ্রদানকারী কোম্পানিগুলোর সাথে চুক্তির স্বাধীনতা

হজযাত্রী বা তার প্রতিনিধি পরিসেবা প্রদানকারী যে কোন সেবাপ্রদানকারী কোম্পানিগুলোর সাথে চুক্তি করতে স্বাধীন, কোন বিশেষায়ন ব্যতিরেকে

দায়দায়িত্ব

সেবাদানকারী কোম্পানির

- সঠিকভাবে পরিচালনা
- স্পষ্টবাদিতা ও স্বচ্ছতা
- মন্ত্রণালয়ের মান অনুযায়ী সেবা প্রদান করা
- কাজের দক্ষতা এবং কোম্পানির স্থায়িত্ব
- চুক্তিবদ্ধদের সংখ্যা অনুযায়ী পরিসেবা প্রদান করা

পরিমাণগত ও গুণগত শ্রেণীকরণ নির্দেশিকা

এটি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের দ্বারা প্রস্তুতকৃত একটি নির্দেশিকা। এর লক্ষ্য:

- মৌলিক সেবা।
- মূল্য নির্ধারণের প্রক্রিয়া

- হজযাত্রীর প্রয়োজন সেবাপ্রদানের শর্ত ও দাবীগুলো নির্ধারণ। যেগুলোর মধ্যে অনিবার্য আর্থিক ক্ষতিপূরণও অন্তর্ভুক্ত।
- কোম্পানিগুলো উল্লেখিত শ্রেণী বিভাজন অনুযায়ী পরিসেবা প্রদান করতে বাধ্য



সেবার মান

পরিমাণগত ও গুণগত শ্রেণীকরণ নির্দেশিকা অনুযায়ী পরিসেবা প্রদান করা হয়েছে তা নিশ্চিত করাঃ

সেবাপ্রদানকারী কোম্পানিগুলোর কর্তব্য সেবার মান সংক্রান্ত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করা।

হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় এই চুক্তিপত্রগুলোর দিক-নির্দেশনামূলক নমুনাপত্র প্রস্তুত করে থাকে।





শাস্তিসমূহ

আইনীভাবে সাব্যস্ত কোন কঠিন শাস্তি প্রদানে দ্বিধা না করে মুয়াল্লিম কোম্পানিগুলো বা সেবাপ্রদানকারী কোম্পানিগু-লো কিংবা উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য কিংবা কোন কর্মচারী আইনের কোন বিধি বা বাস্তবায়নের কোন আদেশ লঙ্ঘন করলে তাদেরকে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে এক বা একাধিক শাস্তি দেয়া যাবে:

মুয়াল্লিম কোম্পানিগুলো বা সেবা প্রদানকারী কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শাস্তিঃ

- ক নোটিস করা
- খ. জরিমানা (৫,০০০০০) পাঁচ লাখ রিয়ালের বেশি নয় এবং পুনরায় লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে জরিমানা দ্বিগুণ হতে পারে।

গ. এক বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য কাজ থেকে পরিসেবা প্রদানকারী কোম্পানির সাসপেনশন, সাস-পেনশনের সময়কাল তিন বছরের বেশি না হওয়া।

ঘ. সেবা প্রদানকারী কোম্পানীকে প্রদত্ত কার্যকলাপ অনুশীলনের লাইসেন্স বাতিল করা

মুয়াল্লিম কোম্পানিগুলো বা সেবাপ্রদানকারী কোম্পানিগুলোর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য কিংবা কর্মরত কোন কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শাস্তি:

ক. নোটিস করা

খ. জরিমানা (৫০,০০০) পঞ্চাশ হাজার রিয়ালের বেশি নয় এবং পুনরায় লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে জরিমানা দ্বিগুণ হতে পারে।

গ. পরিচালনা পর্ষদের সদস্যপদ থেকে বা কোম্পানিতে কাজ থেকে বরখাস্ত

ঘ. পাঁচ বছরের বেশি নয় এমন একটি সময়ের জন্য পরিসেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোতে চাকুরী করা স্থগিত করা।

সেবা প্রদানের গ্যারান্টি

(সেবাপ্রদানকারী সেবা প্রদানে অবহেলা করলে)

যে কোনো সেবা প্রদানকারী তার দায়দায়িত্বে অবহেলা করলে, হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেঃ

হজযাত্রীগণের চুক্তিবদ্ধ পরিষেবা প্রদান করা।

পরিসেবা প্রদানের জন্য একটি বিকল্প কোম্পানিকে দায়িত্ব দেয়া।

আইন লঙ্ঘনকারী কোম্পানির উপর আর্থিক দায় চাপানো।

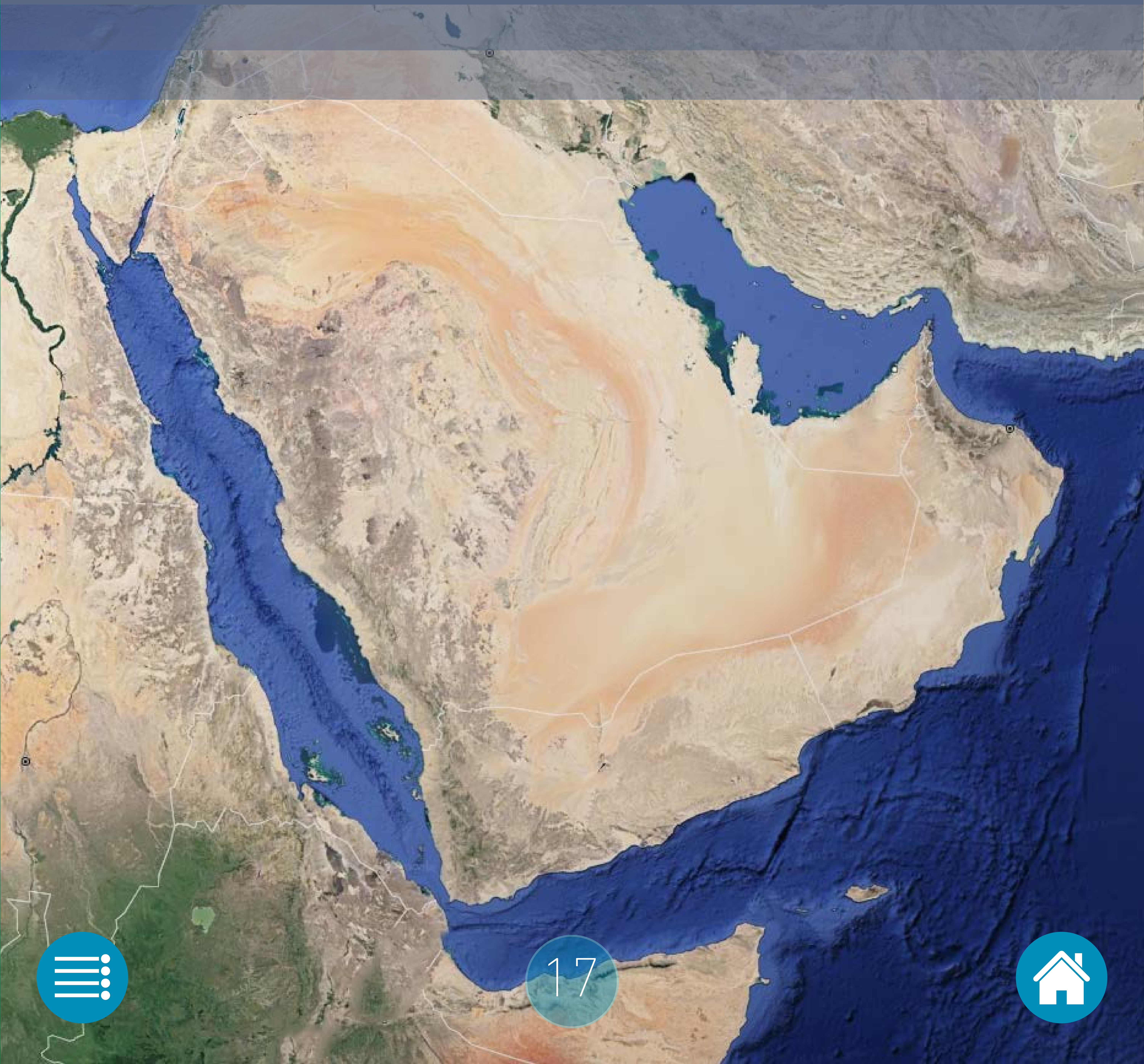
অভিযোগ করা

আইনের বিধান বা তার বাস্তবায়নে জারি করা সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে যার বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত জারি করা হয়েছিল তার অধিকার রয়েছে: প্রশাসনিক আদালতে এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোর।



অভ্যন্তরীণ হজযাত্রীগণ

(সৌদিআরবে ভিতর থেকে আসা হজযাত্রীগণ)



নাগরিক বা প্রবাসীদের জন্য নিম্নোক্ত মাধ্যম ছাড়া হজ অনুমোদিত নয়।



এই সেবাপ্রদানের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত (লাইসেন্স-ধারী) ইস্টাবলিসমেন্ট ও কোম্পানি।



উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে হজ পারমিট পাওয়ার পর।

সরকারী সংস্থাগুলোর অতিথিগণ এ বিধানের বাইরে থাকবেন; যে সংস্থাগুলোর অতিথিদের জন্য হজ আদায়ের দিনগুলোতে পবিত্রস্থানসমূহে আবাসন, পরিবহন ও খাবারের সুব্যবস্থা রয়েছে।





অভ্যন্তরীণ হাজীদের সেবাদানের উপযুক্ততা

অভ্যন্তরীণ হাজীদের সেবা প্রদান করতে পারবে অভ্যন্তরীণ হাজী আইনের ভিত্তিতে ইস্যুকৃত লাইসেন্সধারী কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ। নির্বাহী প্রবিধানে লাইসেন্স প্রাপ্যের শর্তাবলি স্পষ্ট করা আছে।

লাইসেন্সধারীর সাধারণ দায়িত্বাবলী

লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানি এই সেবা অনুশীলন করতে বাধ্য, এভাবেঃ

- ১। এই পরিসেবা প্রদান করার আগে প্রয়োজনীয় আর্থিক, প্রশাসনিক এবং অপারেশনাল সক্ষমতা অর্জন করা।

- পরিবহন, আবাসন, খাবার ও পরিচর্যা ইত্যাদি প্রদত্ত সেবার মানের সাথে সেবার মূল্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া। এই আইনের নির্বাহী প্রবিধানে সেটি স্পষ্ট করা আছে।

- প্রতিষ্ঠানের মালিক নিজেই দায়িত্ব পালন করা। কোন জরুরী অবস্থায় হজ ও ওমরা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ট্রেড লাইসেন্সে নামোল্লেখিত পরিচালক-কে দায়িত্ব দেয়া যাবে। তবে প্রতিষ্ঠানের মালিকের মধ্যে যে সকল শর্ত পূর্ণ হওয়া আবশ্যক সেগুলো তার মধ্যে পূর্ণ হতে হবে এবং চুক্তিপত্রে উল্লেখিত কোন দায়িত্ব তিনি লঙ্ঘন করতে পারবেন না।

৪।প্রতিষ্ঠানটির ট্রেড লাইসেন্সে নামোল্লেখিত জেনারেল ডাইরেক্টর নিজেই দায়িত্ব পালন করবেন। প্রতিষ্ঠানের মালিকের মধ্যে যে সকল শর্ত পূর্ণ হওয়া আবশ্যক সেগুলো তার মধ্যে পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। কোন জরুরী অবস্থায় হজ ও ওমরা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানটির কোন অংশীদা-রকে দায়িত্ব দেয়া যাবে। তবে জেনারেল ডাই-রেক্টরের মধ্যে যে শর্তগুলো পূর্ণ হওয়া আবশ্যক সেগুলো তার মধ্যেও পূর্ণ হতে হবে।

৫।প্রশাসনিক কাজে ও হাজীদের সাথে চুক্তিকর-ণের কাজে কেবল সৌদি নাগরিকদের সহযোগিতা নেয়া যাবে; অন্যদের থেকে নয়।





হজসেবা চুক্তির ইউনিফাইড ফরম

সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান অভ্যন্তরীণ হাজীদের সাথে হজ ও ওমরা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ইউনিফাইড ফরমে চুক্তিবদ্ধ হবেন। উদাহরণস্বরূপ সেই চুক্তিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো থাকবে:

- ফর্মটি সকল হাজীর সাথে চুক্তিতে ব্যবহার করতে হবে
- এতে পরিসেবা প্রদানকারীর পরিসেবার শিরোনামগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- এতে প্রদত্ত সেবাগুলোর মান অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- চুক্তিপত্রের ঘরগুলো উভয়পক্ষের সম্মতিতে পূরণ করা হবে।

লাইসেন্সধারীর জবাবদিহিতা

লাইসেন্সধারী যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে নিম্নোক্ত বিষয়ে জবাবদিহি করবেন:

- তার সাথে নিবন্ধিত হজযাত্রীদের সমস্ত প্রয়োজনীয় পরিসেবা প্রদান করা
- চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সেবাসমূহ প্রদান করা
- যা কিছু হজযাত্রীদের হজের কার্যাবলী সুষ্ঠু ও সহজে সম্পাদন করতে সাহায্য করে তা প্রদান করা





লাইসেন্সধারীর কর্তব্যসমূহ

১। সততা ও আন্তরিকতার সাথে হজযাত্রী-দের সেবা করা এবং এই আইনের বিধি-সমূহ, নির্বাহী প্রবিধিসমূহ এবং হাজীদের সাথে কৃত চুক্তিপত্রের আলোকে কাঙ্ক্ষিত সেবাগুলো প্রদান করা।

২। আরাফা ও মিনায় লাইসেন্সধারীর জন্য নির্ধারিত স্থানের ধারণক্ষমতার বেশি হজযাত্রীর সাথে চুক্তি না করা

৩। হজযাত্রীদের সাথে চুক্তি অবশ্যই মূল অফিসে বা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে নিবন্ধিত শাখাগুলোর মাধ্যমে হতে হবে।

৪। প্রত্যেক হজযাত্রীর তথ্যাবলি আলাদাভাবে প্রবেশ করানো; যেগুলোর মধ্যে থাকবে: হজযাত্রীর নাম, জাতীয়তা, পরিচয়পত্রের নম্বর, জেলা বা শহরের নাম যেখানে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, লোকশনের সব তথ্য, সেবাপ্রদানকারী কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের সব তথ্য এবং ইলেক্ট্রনিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সেগুলো পাঠানোর জন্য প্রস্তুত করা যাতে করে হজ মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হজের 'তাসরিহ' (পারমিট) ইস্যু করার জন্য প্রস্তুত করা যায়; যে পারমিটগুলো যথাযথ কর্তৃপক্ষের জন্য মুহূর্তকাল সুলভ থাকবে।

৫।মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃক অনুমো-দিত অনলাইন নেটওয়ার্কে বিদ্যমান ইউনিফা-ইড ফরমের মাধ্যমে, হাজীদের ডাটা এন্ট্রির অনুমোদিত প্রক্রিয়া অনুসারে চুক্তিটি প্রত্যেক হাজীর সাথে পৃথকভাবে সম্পাদিত হতে হবে।

৬। নির্দিষ্ট তারিখ অনুযায়ী মিনা ও আরাফাতে তার জন্য বরাদ্দকৃত সাইটগুলো গ্রহণ করা এবং বিদ্যুৎ কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করে সাইটগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রক্রিয়াগুলো সম্পূর্ণ করা

৭। ২৪ ঘন্টা সাইটগুলোর প্রবেশপথে ইউনিফর্ম-ধারী প্রহরী রাখা এবং চুক্তিবদ্ধ হাজীরা ছাড়া পবিত্র স্থানগুলোতে কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দকৃত সাইটে অন্য হাজীদেরকে প্রবেশ করতে না দেয়া।

৮। পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য সেবা দেয়ার জন্য ইউ-নিফর্ম পরিহিত যথেষ্ট পরিমাণ কর্মী নিয়োগ দেয়া। কমপক্ষে প্রতি ত্রিশজন হাজীর জন্য একজন কর্মী নিয়োগ করা হয়।

৯। পবিত্র স্থানগুলোর জন্য প্রযোজ্য সিভিল ডি-ফেন্সের দিক-নির্দেশনাতে উল্লেখিত নিরাপত্তা ও সুরক্ষার নীতিগুলো মেনে চলা। এর সাথে ইমা-র্জেন্সি এক্সিটের করিডোরগুলো বন্ধ না করা এবং প্লাস্টিকের তালা ব্যবহার করা।

১০। মৌসুম শেষ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপ-ক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী তাঁবুগুলো যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা।



১১। কোম্পানির প্রত্যেক হাজীর জন্য পরিচয়পত্র বানানো। এতে হাজীর নাম, হজের তাসরিহ নম্বর, পবিত্র স্থানগুলোতে তাঁবুর ঠিকানা উল্লেখ থাকবে। এ ছাড়া প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য পরিচয়পত্র তৈরী করা। এতে তার নাম ও অর্পিত দায়িত্ব উল্লেখ থাকবে।

১২।সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে পৌঁছানো যাবতীয় নিয়মকানুন মেনে চলা।



অভ্যন্তরীণ হজসেবা প্রদানকারীর জন্য যা কিছু বৈধ নয়:



সৌদি আরবে আগমনকারী যে সব ব্যক্তিরা বৈধ ইকামা বহন করে না তাদের সাথে চুক্তি করা।



সৌদি আরবের বাহির থেকে হজ্জ করতে আগ্রহী ব্যক্তিদের সাথে চুক্তি করা।



শাস্তিসমূহ

(লাইসেন্সধারীরা আইন লঙ্ঘন করলে)

এই আইনের বিধানবলি কোন লাইসেন্সধারী লঙ্ঘন করলে তাকে নিম্নোক্ত শাস্তি দেয়া হবে:

- আর্থিক জরিমানা: এক লাখ রিয়ালের বেশি নয়
- হাজীদের অনুমোদিত সংখ্যা কমিয়ে দেয়া।
- এক বা একাধিক মৌসুমের জন্য সার্ভিস স্থগিত করা।
- লাইসেন্স বাতিল করা।



শাস্তিসমূহ

(লাইসেন্সবিহীন প্রতিষ্ঠানগুলোর প্র-
তিরোধে)

লাইসেন্স ছাড়া কার্যকলাপ অনুশী-লন করলেঃ

১ লক্ষ রিয়াল জরিমান। যদি এর পু-
নরাবৃত্তি করে তাহলে শাস্তি দ্বিগুণ
হয়ে ২ লক্ষ রিয়াল হবে।

সেবা না দিয়ে প্রতারণা করলে:

শাস্তি দেয়ার জন্য তাকে শরিয়া কোর্টে হস্তা-
ন্তর করা।



আইন লঙ্ঘনকারী যদি সৌদি না হয়



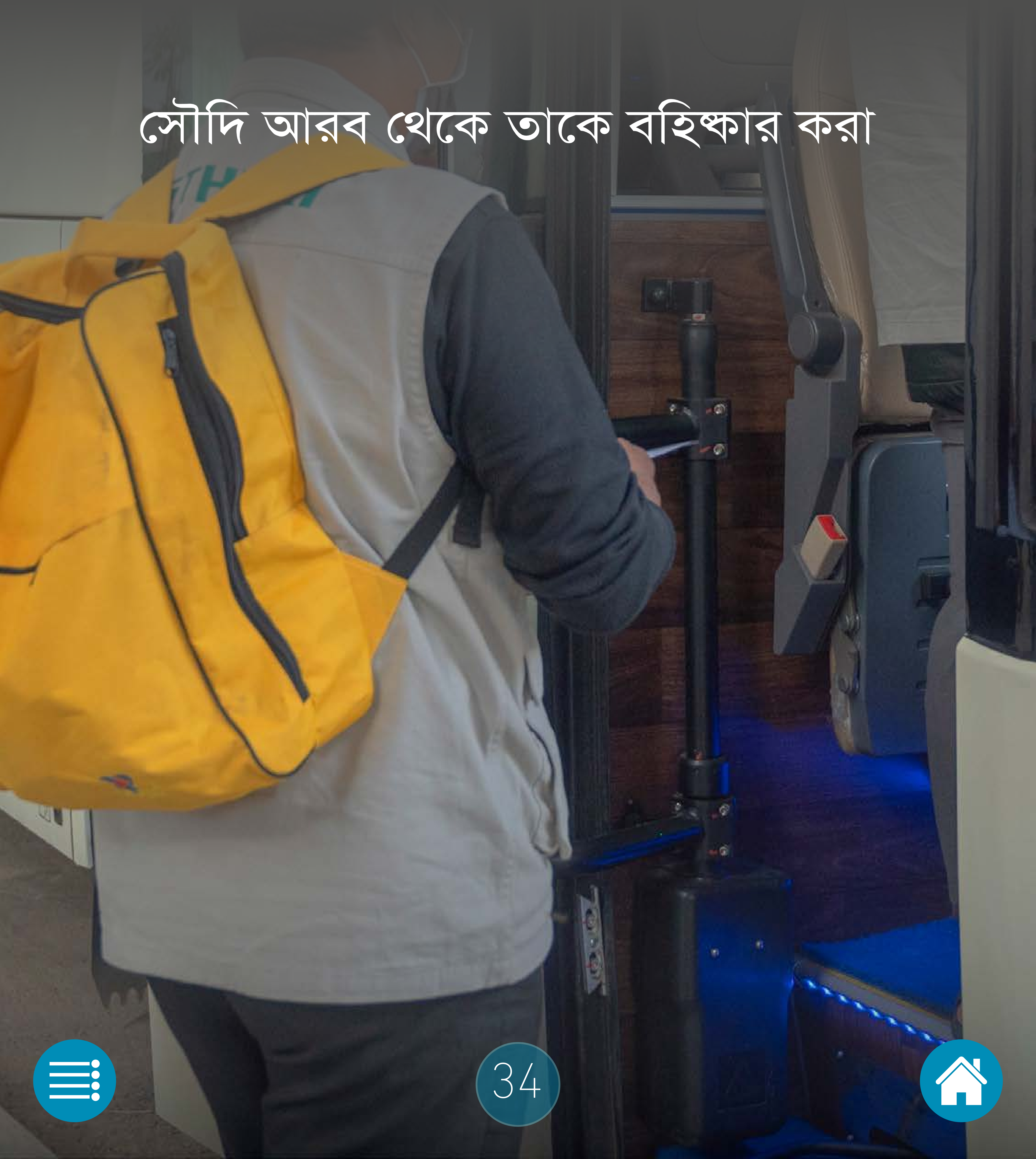
তার সব দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করা



তার উপর সিদ্ধান্তকৃত শাস্তি কার্যকর করা



সৌদি আরব থেকে তাকে বহিষ্কার করা



পর্যবেক্ষণ কমিটি

(অভ্যন্তরীণ হজযাত্রীদের সেবা ব্যবস্থায় আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে)

এর সদস্যরা:

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন সদস্য

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন সদস্য

হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের একজন সদস্য

তাদের পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রসমূহ:

- লাইসেন্সধারীগণ অভ্যন্তরীণ হজসেবা আইনের ধারাগুলো লঙ্ঘন করা।
- লাইসেন্সধারী কোম্পানিগুলো হাজীদের প্রতি চুক্তি অনুযায়ী দায়িত্ব পালন না করা এবং এর তদন্ত করা।
- যে সেবাগুলো তারা প্রদান করেনি কিংবা যার ফলে হাজীদের হজের কার্যাবলি পালন বিঘ্নিত হয়েছে; সেগুলোর মূল্য হাজীদেরকে ফেরত দেয়া।
- আইন লঙ্ঘনকারীদের উপর উপযুক্ত শাস্তির সিদ্ধান্ত দেয়া।
- কমিটির সিদ্ধান্তবলী হজমন্ত্রী সত্যায়ন করবেন।

অভিযোগ

(পর্যবেক্ষণ কমিটির জারি করা শাস্তির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে)

যার বিরুদ্ধে শাস্তির সিদ্ধান্ত জারি করা হয়েছে তার জন্য বৈধ:

- 'দিওয়ানুল মাযালিমে' অভিযোগ করা
- শাস্তির সিদ্ধান্ত জানানোর ৬০ দিনের মধ্যে

উপযুক্ত শরিয়া আদালতে প্রেরণ করা হবে:

- অ-প্রদেয় সেবার মূল্য বহন সংক্রা-ন্ত কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে কোন আপীল।
- এর ফলশ্রুতিতে হজ আদায়ের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা

যারা হজের সেবা না দিয়ে প্রতারণা ও অর্থ আত্মসাৎ-এর উদ্দে-শ্যে হজ আদায়ে আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছ থেকে অর্থ জমা করে; তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ ও মামলাগুলো শরিয়া কোর্টে পাঠানো হবে; যাতে করে তাদেরকে শাস্তি দেয়া যায় এবং অর্থ-গুলো উদ্ধার করে মালিকদেরকে ফেরত দেয়া যায়।

হজ ও ওমরাহ মন্ত্র-ণালয়ের ভূমিকা

হজ মন্ত্রণালয় সরাসরি কিংবা আইন লঙ্ঘনকারী যে প্রদেশের অধিভুক্ত সে প্রদেশের আমীর অফিসের সাথে সমন্বয় করে যা করবেন:



সিদ্ধান্তকৃত বা রায়কৃত অর্থ হাজী-দেরকে ফেরত দেয়া।



সিদ্ধান্তকৃত বা রায়কৃত জরিমানার অর্থ আদায় করে সেটি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা।

লাইসেন্সধারীর তার দায়িত্বে অবহেলার প্রতিকার

যদি লাইসেন্সধারীদের কেউ তার দায়িত্বাবলী পালন না করে তাহলে মন্ত্রণালয়ের কাজ হলোঃ

১। হাজীদের সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা; যার মধ্যে রয়েছে: অন্য কোন লাইসেন্সধারীকে সেবা প্রদানের দায়িত্ব দেয়া।



২।আইনলঙ্ঘনকারীরকাছথেকেসেবার মূল্য আদায় করা; যার মধ্যে রয়েছে:

আইন লঙ্ঘনকারীর পেশকৃত ব্যাংকিং গ্যারান্টি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে নগদী-করণ করা কিংবা মন্ত্রণালয়ের কাছে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানটির অন্য কোন অর্থ থেকে সেটি পরিশোধ করা।

৩। প্রয়োজনীয় সেবার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধন করা

৪। মন্ত্রণালয় অপর একটি লাইসেন্সধারীকে দায়িত্ব দেয়ার কর্মকৌশল নির্ধারণ করবে; যদি হাজীদের সাথে চুক্তিকারী লাইসেন্সধা-রী দায়িত্বাবলী পালনে ব্যর্থ হয়।





বহিরাগত উমরাযাত্রী ও ভিজিটর:

সৌদিআরবের বাইরে থেকে আগত ওমরাযাত্রী এবং মসজিদে নববীর দর্শনার্থীদের জন্য পরিসেবা সরবরাহ করা হবে সৌদি ইস্টাবলিসমেন্ট ও কোম্পানির পক্ষ থেকে।



ওমরাযাত্রীদের জন্য সেবা প্রদানকারী সংস্থা

সৌদিআরবের বাইরে থেকে আগত ওমরাযাত্রী এবং মসজিদে নববীর দর্শনার্থীদের জন্য পরিসেবা সরবরাহ করা করবে:

- সৌদি প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিসমূহ

তাদের মধ্যে রয়েছে:

- মুয়াল্লিম কোম্পানিগুলো কিংবা তাদের কোন এক সদস্য।

তবে:

- আইন অনুযায়ী ট্রেড লাইসেন্স পাওয়ার পর; এতে কোন ব্যতিক্রম গৃহীত নয়।
- হজ ও ওমরা মন্ত্রণালয় থেকে লাইসেন্স পাওয়ার পর।

লাইসেন্সধারীর দায়িত্বকর্তব্য

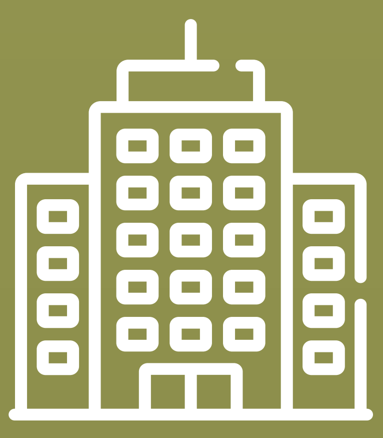
লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিকে নিম্নলিখিত বিষয় মেনে চলতে হবে



১। সততা ও আন্তরিকতার সাথে ওমরাযাত্রীদের সেবা করা এবং ওমরাকারী ও মসজিদে নববী দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনার বিধিবিধান মেনে সেবা দেয়া।



২।ন্যূনতম কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার, শাখাগুলোর প্রধান এবং সেবাগুলোর তত্ত্বাবধায়ক ভালো আখলাকের সৌদি নাগরিক হওয়া।



৩। মক্কা, মদিনা এবং জেদ্দায় একটি অফিস থাকা

ওমরাকারীদের ভিসার শর্তাবলী

(বিদেশে সৌদি মিশনগুলোতে)

বিদেশের সৌদি মিশনগুলো নিম্নোক্ত নিয়মের আলোকে ওমরাযাত্রীদের ভিসা দিবেন:

১।ওমরার আগমন সংশ্লিষ্ট দেশে ভ্রমণ ব্যবস্থাপনার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠা-নের মাধ্যমে হওয়া।

২। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দ্বারা জারি করা স্বাস্থ্য শর্তসমূহ পূরণ করা

০৩।এটি নিশ্চিত হওয়া যে, ওমরা যাত্রীর আসা-যাওয়ার টিকেট কাটা হয়েছে এবং সৌদি সেন্ট্রাল ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যাংক থেকে প্রত্যেক ওমরাযাত্রীর অনুকূলে একটি চেক ইস্যু করা হয়েছে; যে চেকের মূল্য সৌদি আরবে তাকে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির যাবতীয় পাওনা তথা আবাসন ভাড়া, পরিবহন ভাড়া ও অন্যান্য যে সেবাগুলো ওমরাকারী নির্বা-চন করেছেন এবং যে স্টান্ডার্ডে নির্বাচন করেছেন সেগুলোর বিনিময় হিসেবে যথেষ্ট।

৪। সৌদি আরবে ওমরা সেবা প্রদানের জন্য লাই-সেন্সধারী ইস্টাবলিসমেন্ট বা কোম্পানি বিদেশী ওমরা সেবা প্রদানকারী কোম্পানির সাথে সৌদি হজ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সত্যায়িত চুক্তির মাধ্যমে যুক্ত থাকে। নির্বাহী প্রবিধানে এই চুক্তির বিস্তা-রিত বিবরণ নির্ধারণ করা আছে। উক্ত চুক্তিপ-ত্রটি নিয়ম মোতাবেক সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

৫। ভিসার মধ্যে সৌদিতে ওমরা সেবা প্রদানের জন্য লাইসেন্সধারী ইস্টাবলিসমেন্ট বা কোম্পা-নির নাম নির্দিষ্ট করা থাকবে।



যারা ওমরা ভিসার শর্তসমূহ

থেকে ব্যতিক্রম

অনুচ্ছেদ-৪ এ বর্ণিত শর্ত থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিগণ বাদ থাকবেন।

- বিদেশে সৌদি কূটনৈতিক মিশনের প্রধানরা ব্যতিক্রম করতে পারেন:

- ইসলামী ব্যক্তিত্ব
- বিশেষ সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ

এ ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীকে ব্যতিক্রম করতে হলে সেটি বহিরাগত ওমরাযাত্রী ও মসজিদে নববী দর্শনার্থীদের সেবা বিষয়ক নির্বাহী প্রবি-ধানের আলোকে করতে হবে।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত নয় এমন দেশগুলো থেকে ওমরাহ ওমরা-যাত্রীদের আগমন

সৌদি হজ ও ওমরা মন্ত্রণালয়
সৌদি পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে নিম্নোক্ত শ্রেণীর দেশ থেকে ওমরাকারীদের আগমনের ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া প্রণয়ন করবেন:

- যে সব দেশের সাথে ওমরার লাই-সেন্সধারীরা লেনদেন করে না।

- যে সব দেশে এমন কোন লাইসেন্স-ধারী নাই যার সাথে সৌদি লাইসেন্স-ধারী চুক্তি করতে পারবেন।

ওমরা পরিসেবার জন্য লাইসেন্সধারীদের সাথে লিঙ্ক করা ব্যতিক্রম বিভাগসমূহ

ওমরা সেবার লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক রাখা থেকে যে শ্রণীর ব্যক্তিবর্গ ব্যতিক্রম

- ১। রাষ্ট্রীয় অতিথি
- ২। ছাত্র প্রতিনিধিদল, মিডিয়া, সাংস্কৃতিক বা অফিসিয়াল ক্রীড়া প্রতিনিধি এবং তাদের মত যারা
- ৩। যারা ভিজিট ভিসায় সৌদিআরবে এসেছেন

৪।এই ব্যতিক্রম শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গগণ চাইলে লাইসেন্সধারী কারো সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেন বা তাদের সাহায্য নিতে পারেন।



(ট্রানজিট) ভিসা

ট্রানজিট ভিসা সৌদি আরবের মধ্য দিয়ে যাওয়া দর্শনার্থীদের বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রবেশ করতে দেয়,- তার মধ্যে হলোঃ

- ওমরার কার্যাবলী পালন করা
- মসজিদ হারাম পরিদর্শন.
- মসজিদে নববী পরিদর্শন
- বিভিন্ন পর্যটন ইভেন্ট এবং কার্যক্রমে যোগদান

আবেদনকারী একটি ট্রানজিট ভিসা পেতে করণীয়ঃ

- সৌদি আরব হয়ে চূড়ান্ত গন্ত ব্যে একটি ফ্লাইট বুক করা
- ফ্লাইট টিকিট বুক করার সময় আবেদন জমা দেওয়া
- সৌদি এয়ারলাইন্সে ফ্লাইট বুক করা

ভিসার সময়সীমাঃ

- ভিসা বের হওয়ার পর থেকে: ৯০ দিন
- প্রবেশের পরে: সর্বাধিক ৯৬ ঘন্টা।
- প্রবেশের সংখ্যা: একবার



চুক্তির শর্তসমূহ

ভিতরে পরিসেবা প্রদান-কারীর সাথে

সম্মত স্তর অনুযায়ী পরিসেবা প্রদানের জন্য সৌদিআররে লাইসেন্সধারীদের সাথে একটি চুক্তি করা আবশ্যক এবং এতে উল্লেখ করা থাকবেঃ

- মক্কা ও মদীনায় বাসস্থান এবং রুম নম্বর
- আগমন পদ্ধতি (বিমানে, সমুদ্রে,স্থলে)।
- বাহকের নাম এবং আগমন ও প্রস্থানের তারিখ
- সৌদিআরবের মধ্যে পরিবহনের মাধ্যম
- চুক্তিবদ্ধ পরিবহনের নাম
- ড্রাইভারের তথ্য

ওমরাযাত্রীদের রেক-র্ডের বিশদ বিবরণ

লাইসেন্সধারী স্বয়ংক্রিয় রেকর্ড রাখতে বাধ্য যার মধ্যে ওমরাহ পালনকারীদের সম্পর্কে সমস্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ

- তাদের নামসমূহ
- তাদের জাতীয়তা
- তাদের বয়স
- তাদের লিঙ্গ
- তাদের টিকেট নাম্বার
- তাদের আসা- যাওয়ার তারিখ

- তাদের পাসপোর্ট নাম্বার
- আগমনের বন্দর
- পরিবহন মাধ্যম
- পরিবহনের নাম এবং এজেন্ট
- মক্কা, মদিনা এবং জেদ্দায় পর্যটকদের আবাসন সুবিধার ডেটা এবং তাদের কক্ষ নম্বর
- সৌদিআরবের মধ্যে পরিবহনের মাধ্যম
- চুক্তিবদ্ধ পরিবহন সংস্থা বা সংস্থার ডেটা এবং পরিসেবার স্তর

হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়কে ইলেকট্রনিক পোর্টালের-মাধ্যমে রেকর্ড সরবরাহ করবেএবং প্রয়োজনে মন্ত্রণালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে যেকোনো তথ্য সরবরাহ করবে

সেবার প্যাকেজ বাস্তবায়নে লাইসে-ন্সধারীর দায়বদ্ধতা

লাইসেন্সধারী ওমরাযাত্রীদের সাথে সম্মত পরিসেবা প্যাকেজগুলো সততা ও আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়ন করতে এবং ওমরাযাত্রী ও নবীর মসজিদে আগত দর্শনার্থীদের পরিসেবার জন্য সংস্থার বিধান এবং প্রবিধান অনুসারে তাদের পরিসেবা প্রদান করতে বাধ্য। সৌদিআরবের বাইরে থেকে, এবং পরিসেবার সম্মত স্তর অনুসারে, তিনি নিম্নলিখিত সেবা দিতে বাধ্য:

অভ্যর্থনা

- বিমানবন্দর, স্থলবন্দর এবং আগমনের বন্দরে তাদের স্বাগত জানানো

পরিবহন

- লাইসেন্সধারী পরিবহন প্রদান
- যোগ্য ড্রাইভার প্রদান
- বিকল্প পরিবহন
- ওমরাযাত্রীর ও তার লাগেজের পরিবহন

বাসস্থান

- পর্যটন সুবিধা সংবলিত লাইসেন্স প্রাপ্ত আবাসন
- চুক্তিকৃত মানসম্মত

বিদায় জানানো

যথাসময়ে বহির্গমনের কার্যপ্রণালী গ্রহণ করা

- বহির্গমনের যথেষ্ট সময় আগে বহির্গমন পোর্টে গমন করা
- ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণের আগেই গমন করা।

সচেতনকরণ

- ওমরাযাত্রীদের পরিসেবার শর্তসমূহ
- ওমরা ভিসার সুবিধা না নেওয়ার বিষয়ে
- ব্যাগেজের অনুমোদিত ওজন এবং মাপ সম্পর্কে

চিকিৎসা

লাইসেন্সধারী ওমরাযাত্রীকে সহায়তা করতে বাধ্য:

- একটি হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া।
- অক্ষম হলে ডাক্তারকে নিজ খরচে ওমরা-কারীর স্থানেস্থানে নিয়ে আসা।

দেখাশোনা করা

- হাসপাতালে রোগীদের দেখাশোনা করা
- নিরাপত্তাজনিত কারণে গ্রেফতারকৃতদের দেখাশোনা করা
- যারা পাসপোর্ট হারিয়েছে তাদের দেখাশোনা এবং সহায়তা করা
- চিকিৎসা, সাময়িক বরখাস্ত বা কারাবাস শেষে বহির্গমনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

মৃত্যুর নোটিশ

ওমরাপালনকারীর মৃত্যুর হলে – আল্লাহ নাকরুন - লাইসেন্সধারী অভ্যন্তরীণভাবে যা করতে বাধ্যঃ

- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো
- `মৃত ব্যক্তির সম্পূর্ণ তথ্য বিবরণী
- মৃত্যুর কারণের রিপোর্ট
- মৃত ব্যক্তি যা রেখে গেছেন তার তথ্য
- ডেথ সার্টিফিকেট প্রাপ্তি
- সৌদিআরবে দাফনের ব্যবস্থা করা
- অথবা লাশ পাঠানোর ব্যবস্থা করা

ফিরতি টিকেট নিশ্চিত করা

লাইসেন্সধারীর কর্তব্য ওমরা-যাত্রীর ফিরতি ফ্লাইটের বুকিং নিশ্চিত করা; এর সাথে:



প্রয়োজনে ফি প্রদান করা



টিকিটের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে টিকিটের গ্যারান্টি দেওয়া



লাইসেন্সধারীর জবাবদিহিতা

(ওমরাযাত্রী ও হজ মন্ত্রণালয়ের সামনে)

লাইসেন্সধারী সরাসরি দায়ী ওমরাহ পা-লনকারী এবং মন্ত্রণালয়ের সামনেঃ



লাইসেন্সধারী ওমরাকারীর সামনে ও মন্ত্রণালয়ের সামনে নিম্নোক্ত বিষয়ের জন্য দায়বদ্ধ:



ওমরাকারীর সাথে সম্পাদিত চুক্তির দা-য়িত্বাবলি পালনে কসুর করা

লাইসেন্সধারীর আইন লঙ্ঘনের সমাধান

নিম্নোক্ত

যদি লাইসেন্সধারী তার কোনো দায়-দায়িত্ব লঙ্ঘন করে, মন্ত্রণালয় যে কোন পদক্ষেপ নিতে পারেঃ



তাৎক্ষণিকভাবে ওমরাকারীর সেবা নিশ্চিত করা



সমস্ত খরচ লাইসেন্সধারীর দ্বারা বহন করানো

রিটার্ন টিকেট

যাওয়া ওমরাকারীদের রিটার্ন টিকেট

নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ দ্ধারা থেকে যাওয়া ওমরাপালনকারী গ্রেফতার হলে অথবা দেশে পাঠানোর সময়ঃ

টিকিটের মূল্য যে প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির মাধ্যমে তিনি এসেছেন সে পরিশোধ করবে।

অথবা তাঁর ব্যাংক গ্যারান্টি থেকে কাটা হবে



লাইসেন্সধারীর জরিমানা

(সৌদি আরবের বাইরে থেকে আগত ওমরাযাত্রী এবং নবীর মসজিদে দর্শনার্থীদের পরিসেবার নিয়ম লঙ্ঘন করলে)

আইনীভাবে সাব্যস্ত কোন কঠিন শাস্তি প্রদানে দ্বিধা না করে লাইসেন্সধারী ইস্টাবলিসমেন্ট বা কোম্পানি কর্তৃক এ আইনের কোন বিধি বা নির্বাহী প্রবিধান লঙ্ঘন করা হলে তাদেরকে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে এক বা একাধিক শাস্তি দেয়া যাবে:



ক। জরিমানা পঞ্চাশ হাজার রিয়ালের বেশি না হওয়া



খ। ওমরাহ ভিসার মেয়াদ থেকে ছয় মাসের বেশি নয় এমন একটি সময়ের জন্য লাইসেন্স স্থগিত করা



গ। প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিকে প্রদত্ত লাইসেন্স প্রত্যাহার

২। সিভিল অধিকার দাবীর অধিকার ক্ষুন্ন না করে বিদেশী লাইসেন্সধারীকে সৌদি ইস্টাবলিসমেন্ট ও কোম্পানির সাথে লেনদেনর অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে; যদি সে প্রতিষ্ঠান চুক্তির দায়িত্বাবলী পালন না করে।

৩। যে ব্যক্তি প্রয়োজনীয় লাইসেন্স না নিয়ে ওমরাহ পালনকারীদের সেবা করে তাকে এক লাখ রিয়ালের বেশি জরিমানা করা হবে



ওমরার অভিযোগ কমিটি

অন্তর্ভুক্ত করেঃ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন সদস্য

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন সদস্য

হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের একজন সদস্য

নজর দেয়ার বিষয়গুলো হচ্ছে:

- ওমরাযাত্রীদের দ্বারা জমা দেওয়া অভিযোগ
- লাইসেন্সধারীর আইন অমান্য
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জমা দেওয়া কার্যবিবরণী

সাথে থাকবেঃ

- তদন্ত ও আইনে উল্লেখিত কোন একটি শাস্তি আরোপের সুপারিশ
- লাইসেন্সধারী ওমরাপালনকারীকে যে পরিসেবাগুলো প্রদান করেনি তার মূল্য নির্ধারণ করা, তবে শর্ত থাকবে মন্ত্রণালয় তা সংগ্রহ করে তাকে ফেরত দিবে

কমিটির অভিযোগ বিবেচনার প্রক্রিয়া

- অভিযোগ বা লঙ্ঘন বিবেচনা করার জন্য নির্দিষ্ট তারিখের কমপক্ষে সাত দিন আগে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে তারিখ সম্পর্কেনোটিস করা হবে

- নোটিসে অভিযোগের বা আইন লঙ্ঘনের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত থাকা

- আসামীকে ব্যক্তিগতভাবে বা তার পক্ষে কাজ করছেন এমন কাউকে তার বিবৃতি শোনার জন্য এবং তার নথিপত্র উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ দেওয়া

- কমিটি অবিলম্বে অভিযোগ বা আইন লঙ্ঘন বিবেচনা করবে

- অভিযোগের বিষয়টি জমা দেওয়ার তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত দিতে হবে

- অবস্থান করার অনুমোদিত সময় পার হয়ে যাওয়ার পরের সময়ের দায়েরকৃত অভিযোগ বিবেচনায় অব্যাহত রাখা শর্ত নয়।

- ওমরাযাত্রী তার অবস্থানকালীন সময়ে অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন এবং তিনি চাইলে অন্য কাউকে তার প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব দিতে পারেন

অভিযোগ কমিটির ব্যাপারে অভিযোগ

যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তির সিদ্ধান্ত জারি করা হয়েছে, তাকে জানানোর তারিখ থেকে ষাট দিনের মধ্যে অভিযোগ বোর্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার অধিকার রয়েছে

হজ-ওমরার বিধিবিধান, প্র-বিধান ও নীতিমালা দেখতে এখানে ক্লিক করুন

গুরুত্বপূর্ণ নম্বরসমূহ

911

জরুরি ও নিরাপত্তা সেবার জন্য

937

চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ ও জিজ্ঞাসার জন্য

920002814

আল্লাহর মেহমানদের জিজ্ঞাসার জবাবের জন্য
হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ কেন্দ্র

1966

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী সংক্রান্ত
অনুসন্ধানের জন্য

হজ্জের অন্যান্য সকল নির্দেশিকা হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে বিদ্যমান (ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন)। এসব নির্দেশিকাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান।



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

আমাদের সাফল্যের অংশীদার

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

وزارة الصحة
Ministry of Health

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat,Tax and Customs Authority

الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority

الهيئة العامة للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY

আল্লাহ আপনাদের আমল ও প্রচেষ্টাগুলো কবুল করুন

দিক-নির্দেশনামূলক অন্যান্য তথ্যের জন্য
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমাদের একাউন্টগুলো অনুসরণ করুন

Haj.gov.sa | @HajMinistry

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

1.2 BEN بنغالي

সচেতনতামূলক

মসজিদে হারাম

নির্দেশিকা



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

এই নির্দেশিকাটি নিম্নলিখিত ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। পছন্দের ভাষার ওপর ক্লিক করে আপনি সেটা ডাউনলোড করতে পারেন:

English ENG	عربي AR
বাংলা BEN	Bahasa Indonesia IND
Français FRA	Hausa HAU
Türkçe TUR	اُرْدُوْ URD
Español SPN	Русский язык RUS
Bahasa Malaysia MAY	සිංහල භාෂාව SIN
አማርኛ AMH	فارسی PER
o'zbek UZB	हिंदी HIN

সচেতনমূলক

মসজিদে হারাম নির্দেশিকা

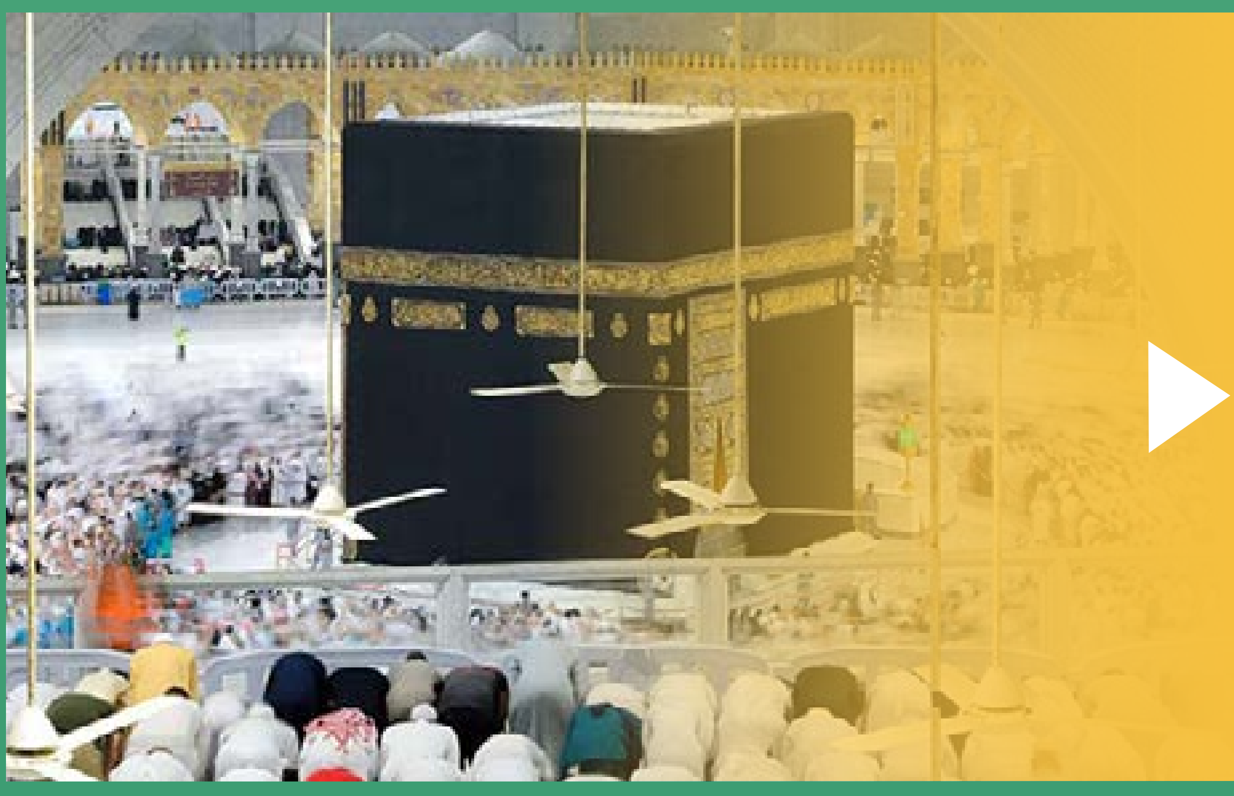
পছন্দসই পৃষ্ঠায় যেতে যেকোনো শিরোনামে ক্লিক করুন



মক্কার গুরুত্ব ও মর্যাদা



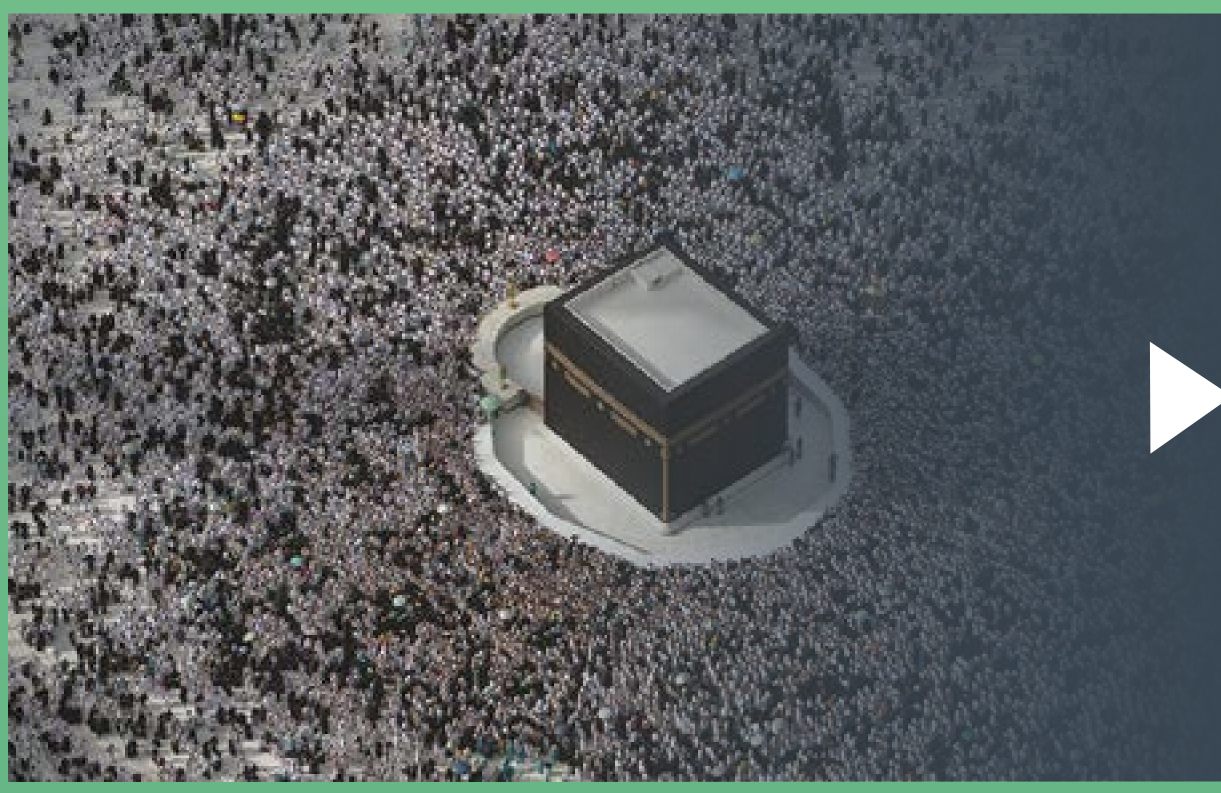
কাংক্ষিত



আমার জন্য হারামের তাৎপর্য কী?



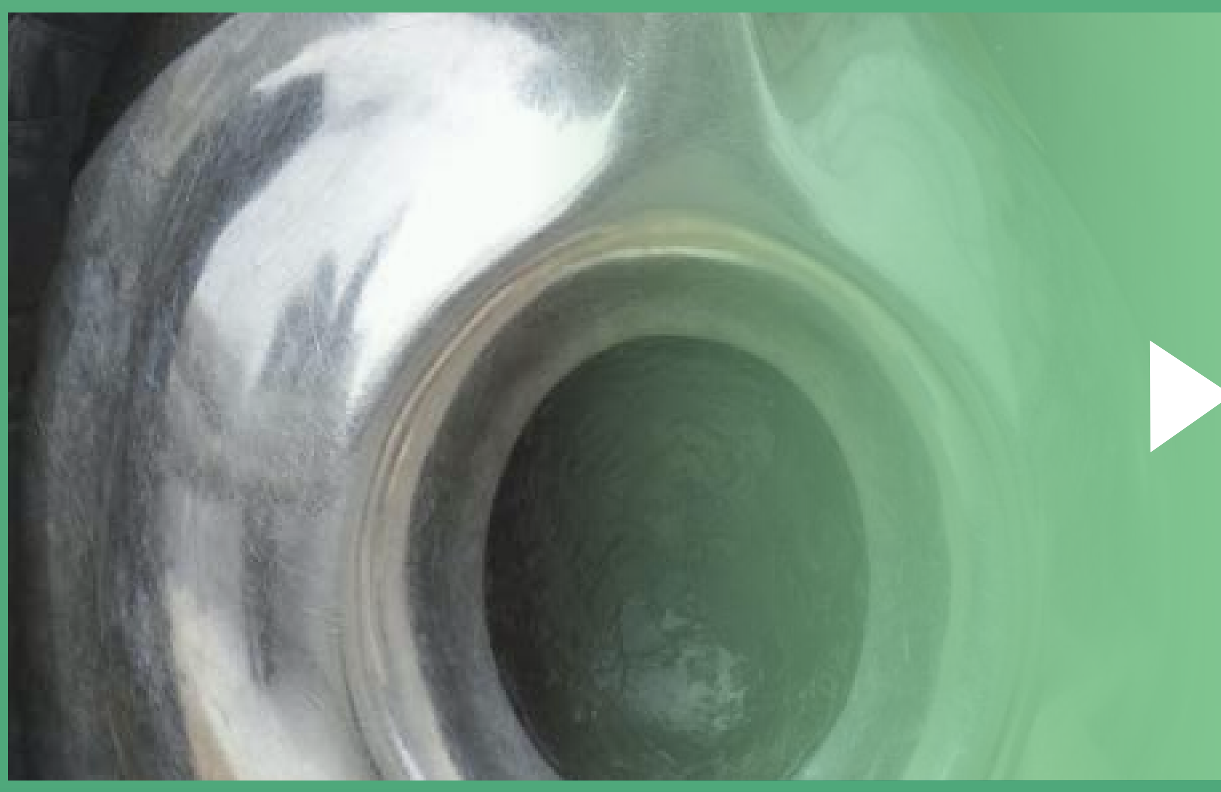
হারামের সীমারেখা



▶ হারামের বৈশিষ্ট্য কী?



▶ কাবা



▶ হাজারে আসওয়াদ



▶ মাকামে ইবরাহীম



▶ সাফা ও মারওয়া



যমযম কূপ



মসজিদে হারামে প্রদত্ত অন্যান্য সেবা



জুমুআর খুতবা অনুবাদ সেবা



মুসল্লীদের জিজ্ঞাসার জবাব



হুইল চেয়ার সেবা



▶ প্রতিবন্ধীদের সেবা



▶ পরিচর্যা কেন্দ্র

গুরুত্বপূর্ণ নম্বরসমূহ

এই নির্দেশিকাতে আপনি মসজিদে হারাম সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সকল তথ্য জানতে পারবেন।





মক্কার গুরুত্ব ও মর্যাদা

মক্কা মুকাররমা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) কাছে পৃথিবীর সর্বোত্তম ও সবচেয়ে প্রিয় শহর। আল্লাহ তাআলা এটাকে হজ্জের জন্য মনোনীত করেছেন। এর প্রতি ছুটে আসাকে মর্যাদা বৃদ্ধি ও পাপ মোচনের মাধ্যম বানিয়েছেন।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, ‘আল্লাহর কসম! তুমি সর্বোত্তম ভূমি। তুমি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ভূমি’। [সুনানে তিরমিযি (৩৯২৫)]

এখানেই রয়েছে আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর তাওহীদ বাস্তবায়নের জন্য পৃথিবীতে নির্মিত সর্বপ্রথম ঘর।

إِنَّ أَوَّلَ بَيۡتٖ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٗا وَهُدٗى لِّلۡعَٰلَمِينَ ﴿97﴾

‘নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্মিত হয়েছে, সেটা এ ঘর যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হিদায়াত ও বরকতময়’। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৬]

এই নির্দেশিকাতে আপনি মক্কা ভ্রমণ ও সেখানে থাকা সম্পর্কিত সকল প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারবেন।



হারাম কী?

কেন?

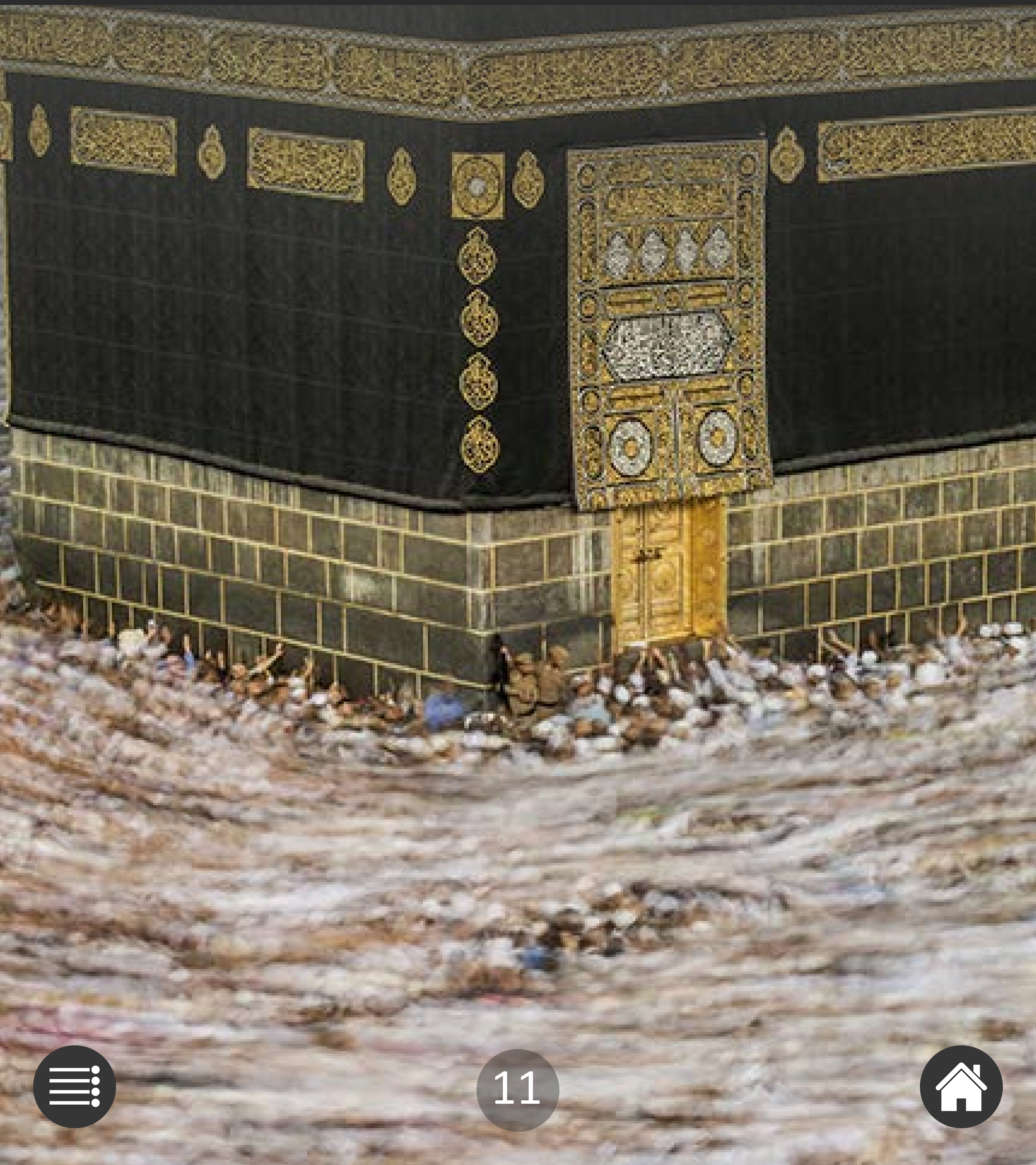


‘হারাম’ হচ্ছে এমন জায়গা যাতে সেসব বিষয় নিষিদ্ধ যা অন্যত্র নিষিদ্ধ নয়। এটা মূলত নিষেধকারীর গৌরব ও বড়ত্বের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ

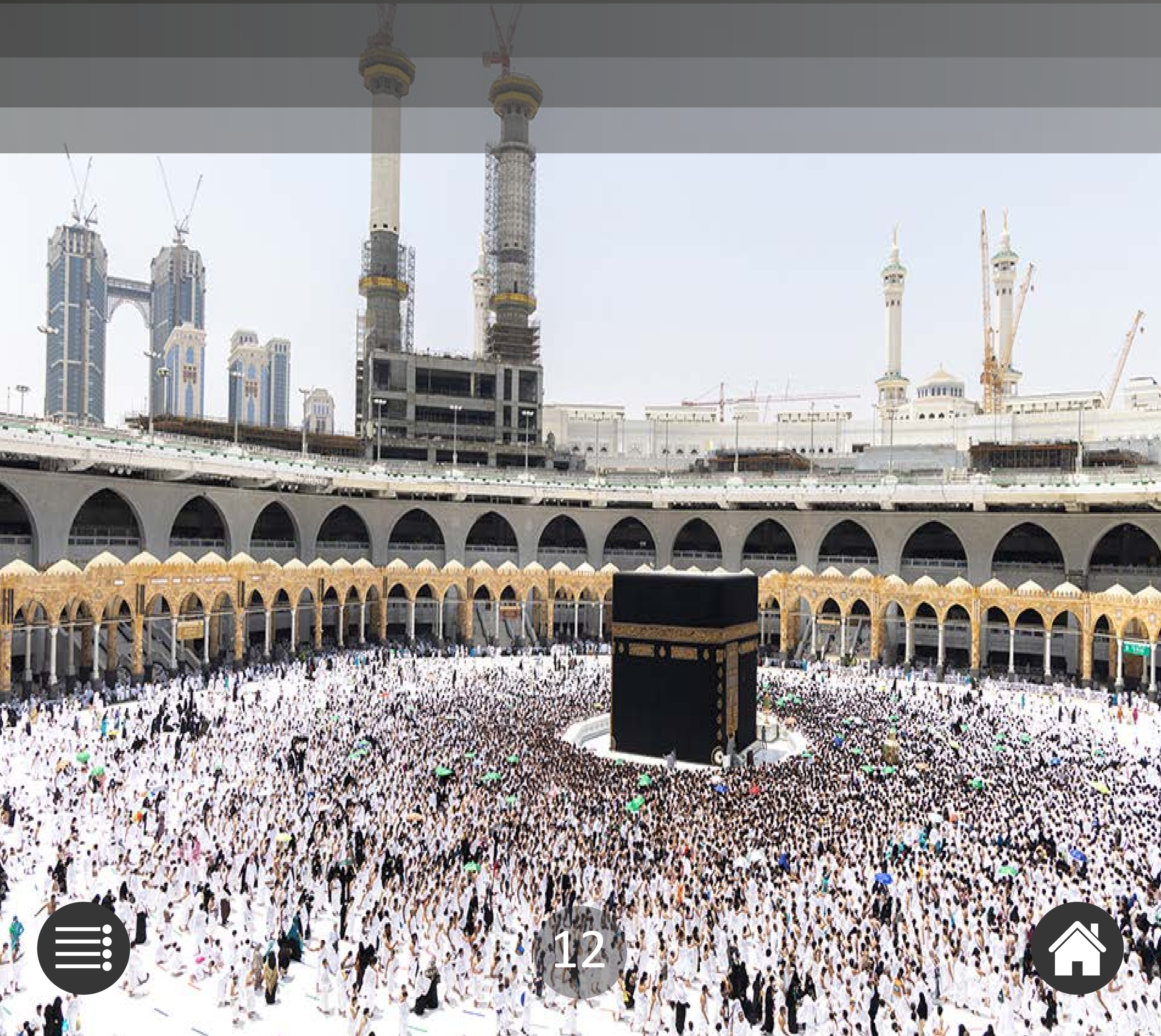
‘আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বিষয়াবলিকে গুরুতর জ্ঞান করবে, তার প্রভুর নিকট সেটা তার জন্য উত্তম’[সূরা আল-হাজ্, আয়াত: ৩০]

আল্লাহ তাআলা এই ভূমিকে মনোনীত ও বাছাই করেছেন। এটাকে হারাম বানিয়েছেন। ফলে এখানে এমন অনেক বিষয় নিষিদ্ধ করেছেন যা অন্যত্র বৈধ রেখেছেন। এটার মাঝে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যা অন্যত্র রাখেননি।



এটা গোটা পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রতিষ্ঠিত মনোনয়ন। কারণ আল্লাহ তাআলা এই ভূমিকে মনোনীত করেছেন ও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই। পৃথিবী বিলয় পর্যন্ত এটা অবশিষ্ট থাকবে।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তাআলা এই শহরকে হারাম করেছেন যেদিন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। এটা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে'।





আমার জন্য হারামের তাৎপর্য কী?

আপনি এখন এমন একটি স্থানে রয়েছেন আল্লাহ তাআলা যাকে মানব সৃষ্টির পূর্বেই শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দান করেছেন। এখানে মানুষের বসবাসের পূর্বে ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে তাঁর ঘর বানানোর নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে এটা গোটা বিশ্ববাসীর কিবলা ও হিদায়াতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

‘নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্মিত হয়েছে, সেটা এ ঘর যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হিদায়াত ও বরকতময়’। সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৬]

সুতরাং আপনি এমন একটি স্থানে রয়েছেন যেখানে পুণ্যের প্রতিদান বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। যেখানে গুনাহ করা অন্যান্য স্থানে গুনাহ করার মতো নয়।



আল্লাহ তাআলা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম অতঃপর তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) কে এটা পবিত্র ও আবাদ রাখতে এবং এর যথাযথ যত্ন নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।





হারামের
সীমারেখা

হারামের রয়েছে নির্ধারিত সীমারেখা যা আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর মানুষ সেটা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ঐতিহ্য সূত্রে জেনেছে। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এটাকে সুস্পষ্ট করেছেন ও স্বীকৃতি দিয়েছেন।

বর্তমানে মক্কার দিকে যাওয়া সকল পথের ওপর সেসব সীমা চিহ্নিত রয়েছে।

কাবার বিভিন্ন দিক থেকে এর দূরত্বও ভিন্ন ভিন্ন:

মদীনা মুনাওয়ারার দিক থেকে (তানঈম):

(৬.৫ কি .মি.)

জেদ্দা হাইওয়ের দিক থেকে:

(২২ কি.মি.)

নতুন আল - লিছ রোড থেকে:

(১৭ কি.মি.)

তায়েফের আস-সাইল রোডের দিক থেকে:

(১২.৮৫০ কি.মি.)

তায়েফের আল-হাদা রোডের দিক থেকে:

(১৫.৫ কি.মি.)

শরীয়তে হারাম অঞ্চলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখানে আগত লোকদের সঙ্গে সম্পৃক্ত নানান বিধি-বিধান রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় আমরা এখানে তুলে ধরবো।





হারামের বৈশিষ্ট্য কী?

মক্কা ও হারাম অঞ্চলের এমন কিছু বিধান, আদব ও মর্যাদা রয়েছে যা পৃথিবীর অন্য কোনো অঞ্চলের নেই। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো:

১ এখানে এক নামাজ পৃথিবীর অন্যত্র এক লক্ষ নামাজের চেয়ে উত্তম। এটা হারামের সীমারেখার মাঝে বিদ্যমান সকল মসজিদ ও ঘরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২ এখানে অমুসলিমদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

৩ এখানে সকল প্রকারের পশু-পাখি শিকার নিষিদ্ধ।

৪ এখানের গাছপালা কিংবা ঘাস কাটা নিষিদ্ধ।

৫ এখানে মানুষের প্রাণ ও ধন-সম্পদ নিরাপদ। ফলে কাউকে হত্যা করা কিংবা কারও ওপর জুলুম করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ آمِنًا

‘যে এখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ’। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭]


হজ্জের মৌসুমে এখানে প্রবেশের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। ফলে হজ্জ পারমিট ছাড়া কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। এটা মূলত হাজ্জীদের জন্য জায়গা খালি করে দেয়া ও তাদের যথাযথ সেবার উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে।



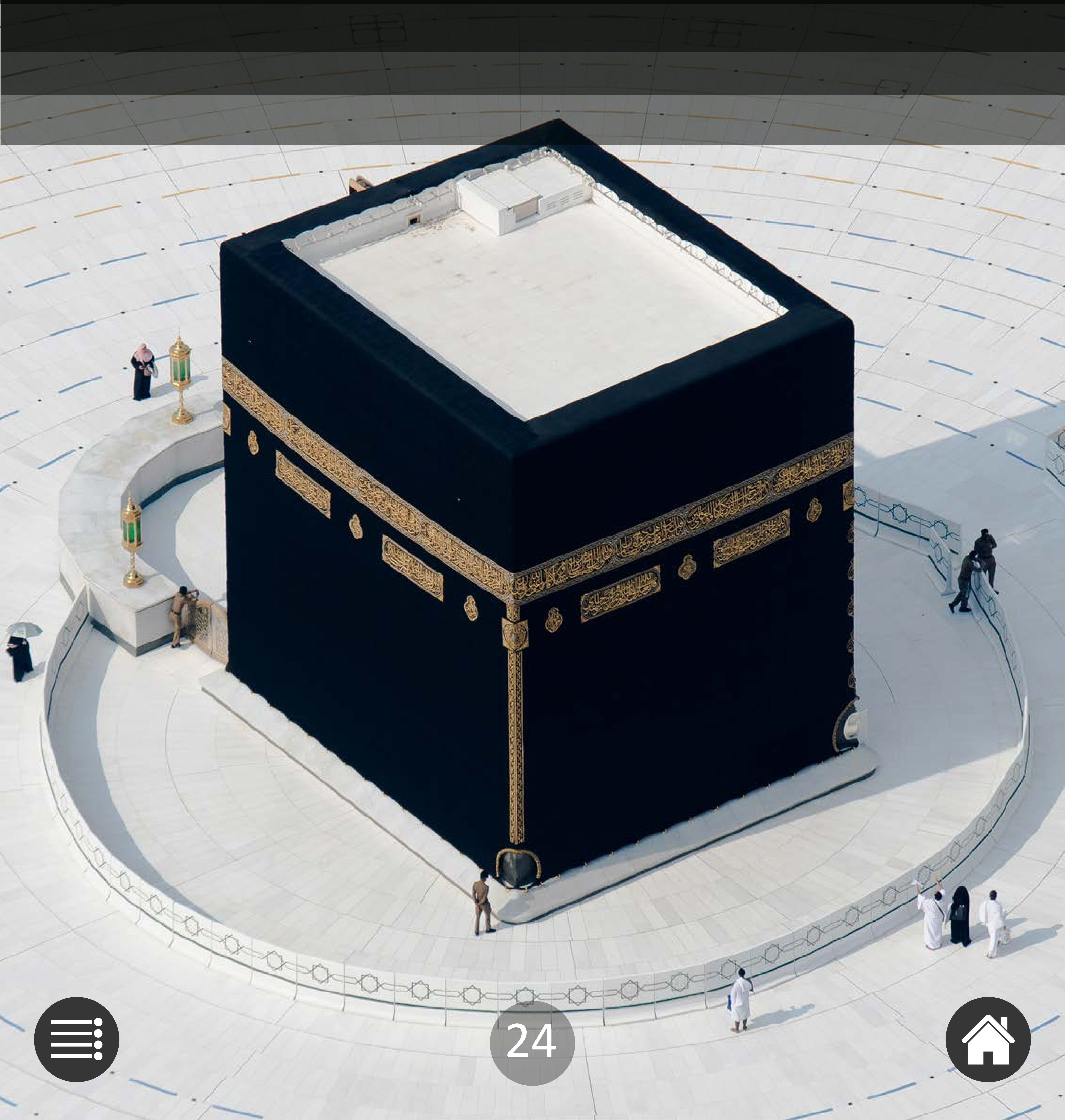
কাবা

‘কাবা’ মুসলমানদের কিবলা ও তাদের হৃদয়ের ঠিকানা। কেবল এর চারপাশেই আল্লাহর ইবাদতের জন্য তওয়াফ করা হয়।



কাবাঘরের চারটি কোণ রয়েছে যা মূলত দিক হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে

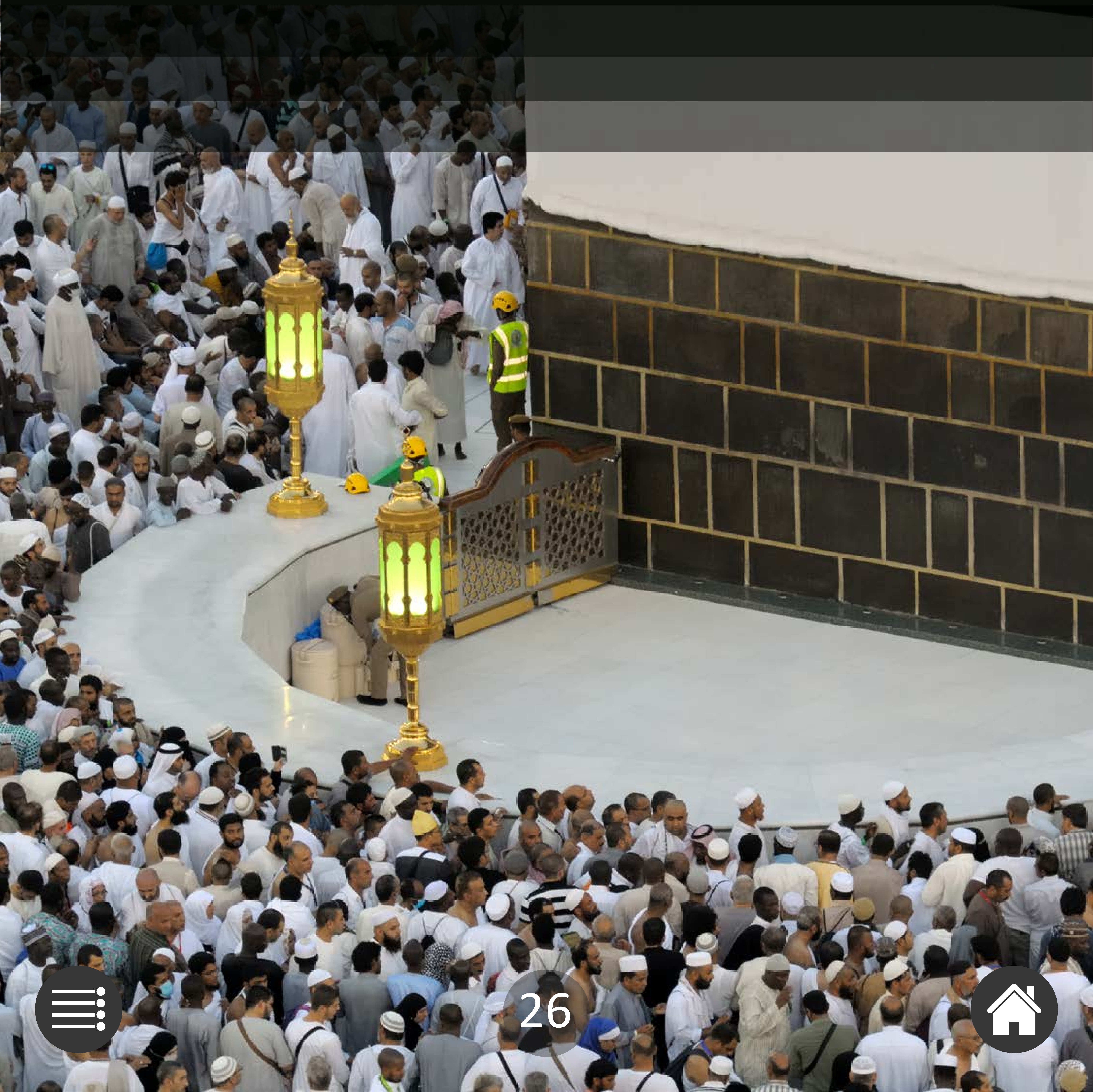
- দক্ষিণ দিকে রুকনে ইয়ামানী।
- পূর্ব দিকে হাজারে আসওয়াদ।
- পশ্চিম দিকে রুকনে শামী।
- উত্তর দিকে রুকনে ইরাকী।




الله أكبر
١٤٤٠هـ

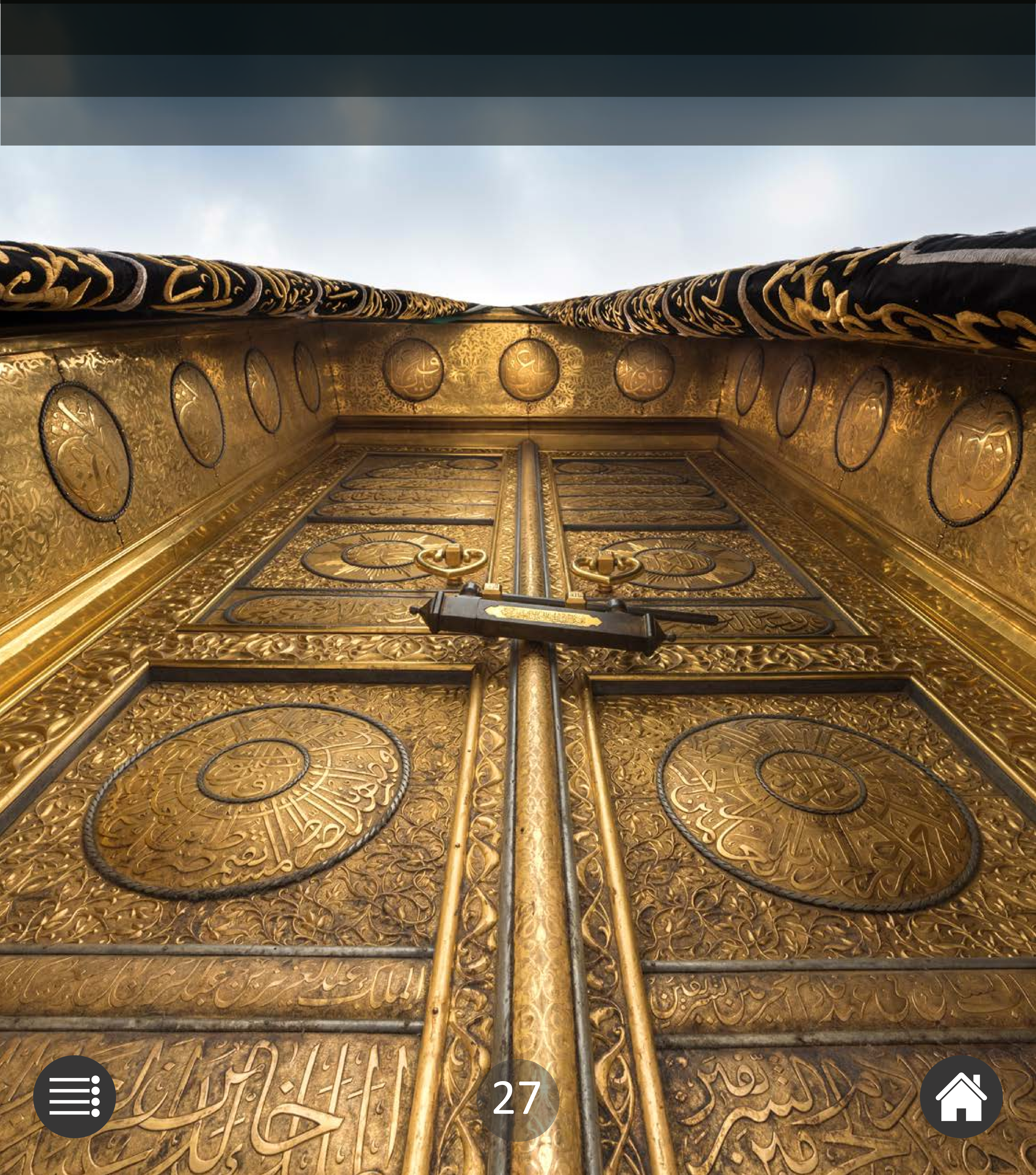
হাতীম (হিজরে ইসমাঈল)


এটা কাবার পাশের একটি অর্ধ বৃত্তাকার খোলা জায়গা। এর অংশবিশেষ এক সময় কাবার অংশ ছিল।



কাবার দরজা

- পূর্ব দিকে অবস্থিত।
- ৩১৮ সে.মি. দৈর্ঘ্য ও ১৭১ সে.মি. প্রস্থ।
- বর্তমানে এটা (২৮০) কেজি খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরী।

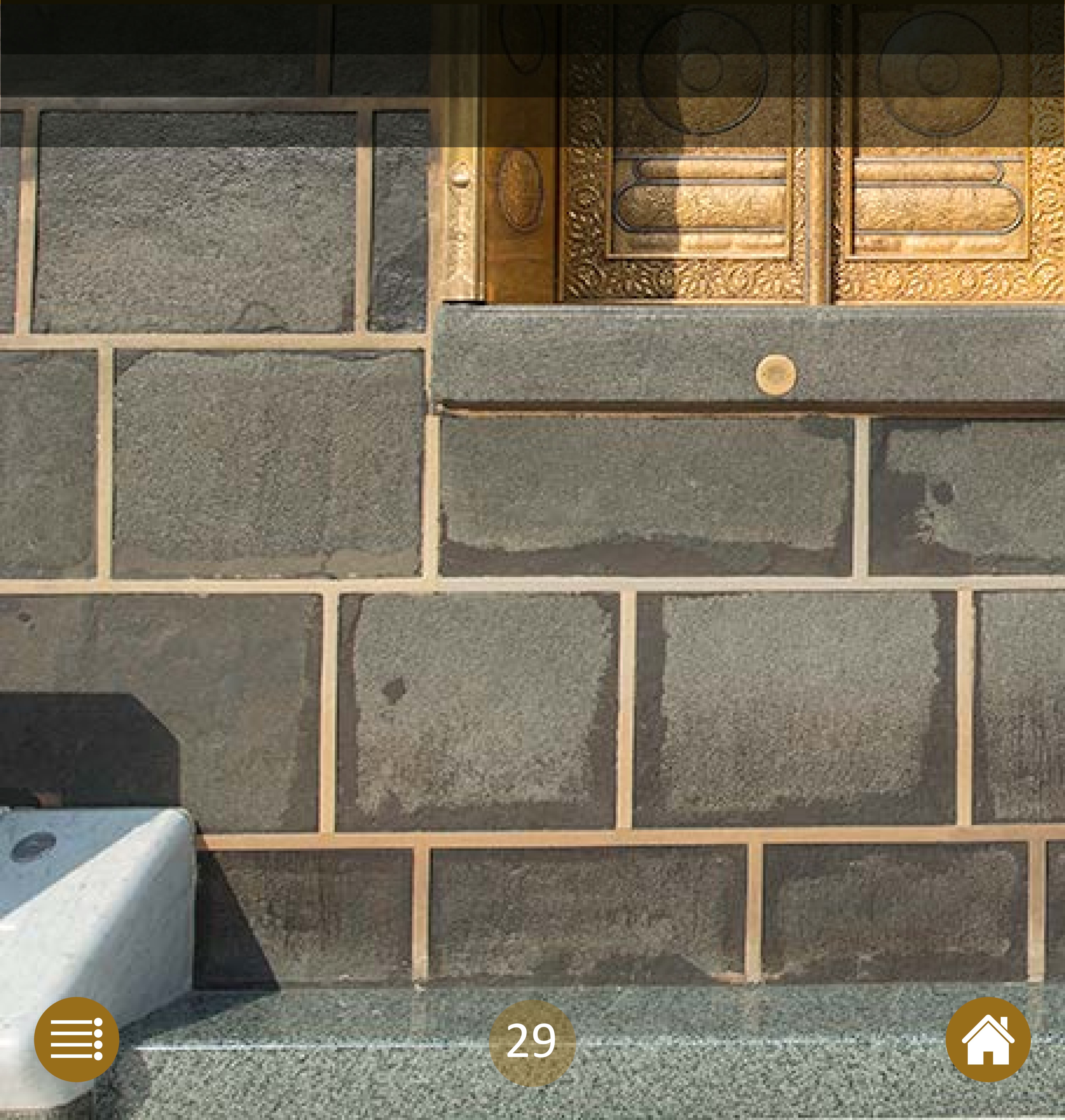




মুলতাযাম

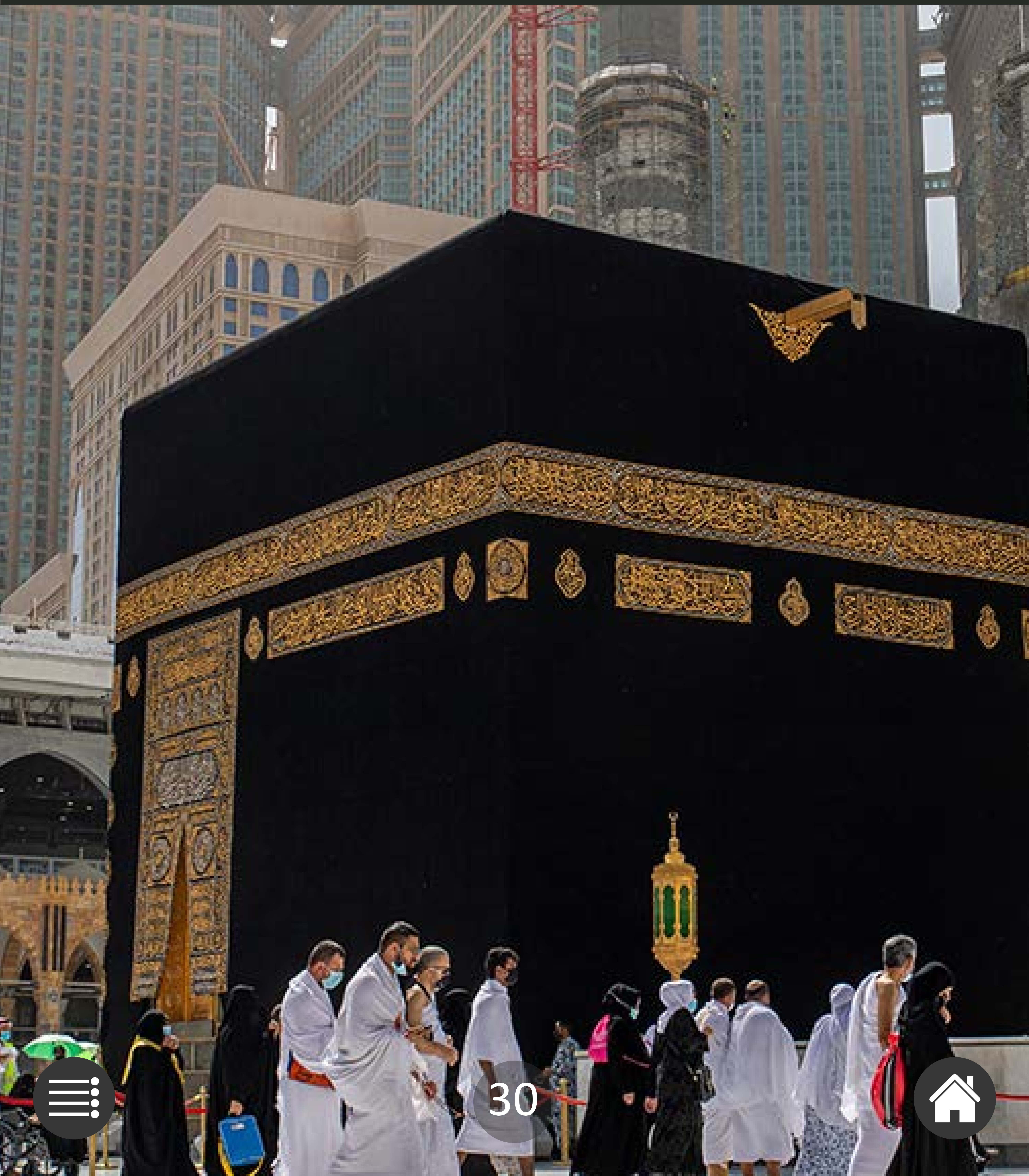
হাজারে আসওয়াদ ও কাবার দরজার মাঝখানে অবস্থিত পূর্ব দিকের দেয়ালের অংশবিশেষ।

‘ইলতিযাম’ অর্থ হলো: দুআ করার সময় এখানে বুক, মুখ ও হাত রেখে দুআ করা। তবে হজ্জের মৌসুমে প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে এমন করা দুরূহ বরং দুঃসাধ্য ব্যাপার।



মীযাব

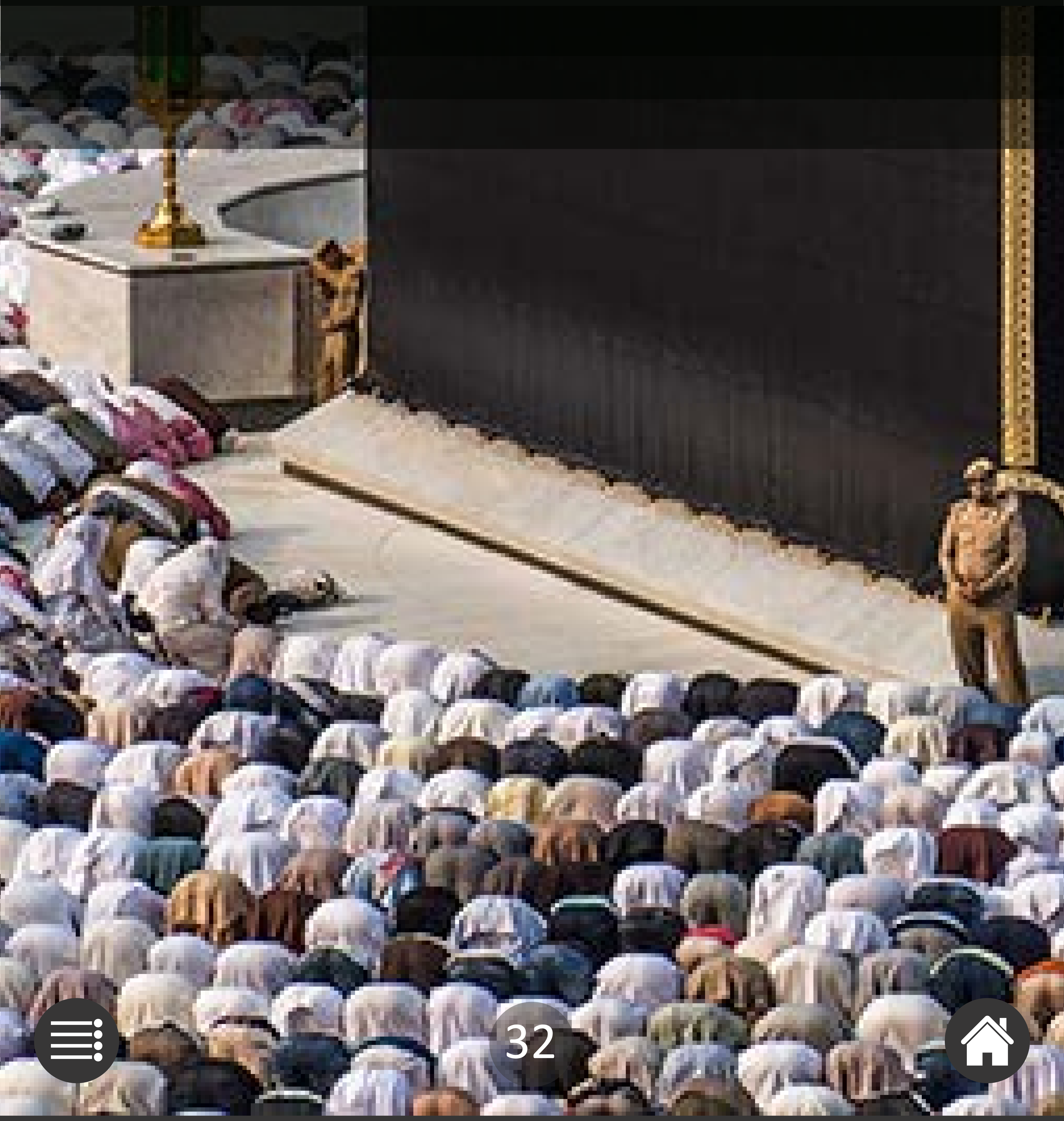
এটা কাবার ছাদের পানি নিষ্কাশনের জন্য নির্মিত নালা বিশেষ। এখান থেকে কাবার পানি হাতীমে পতিত হয়।

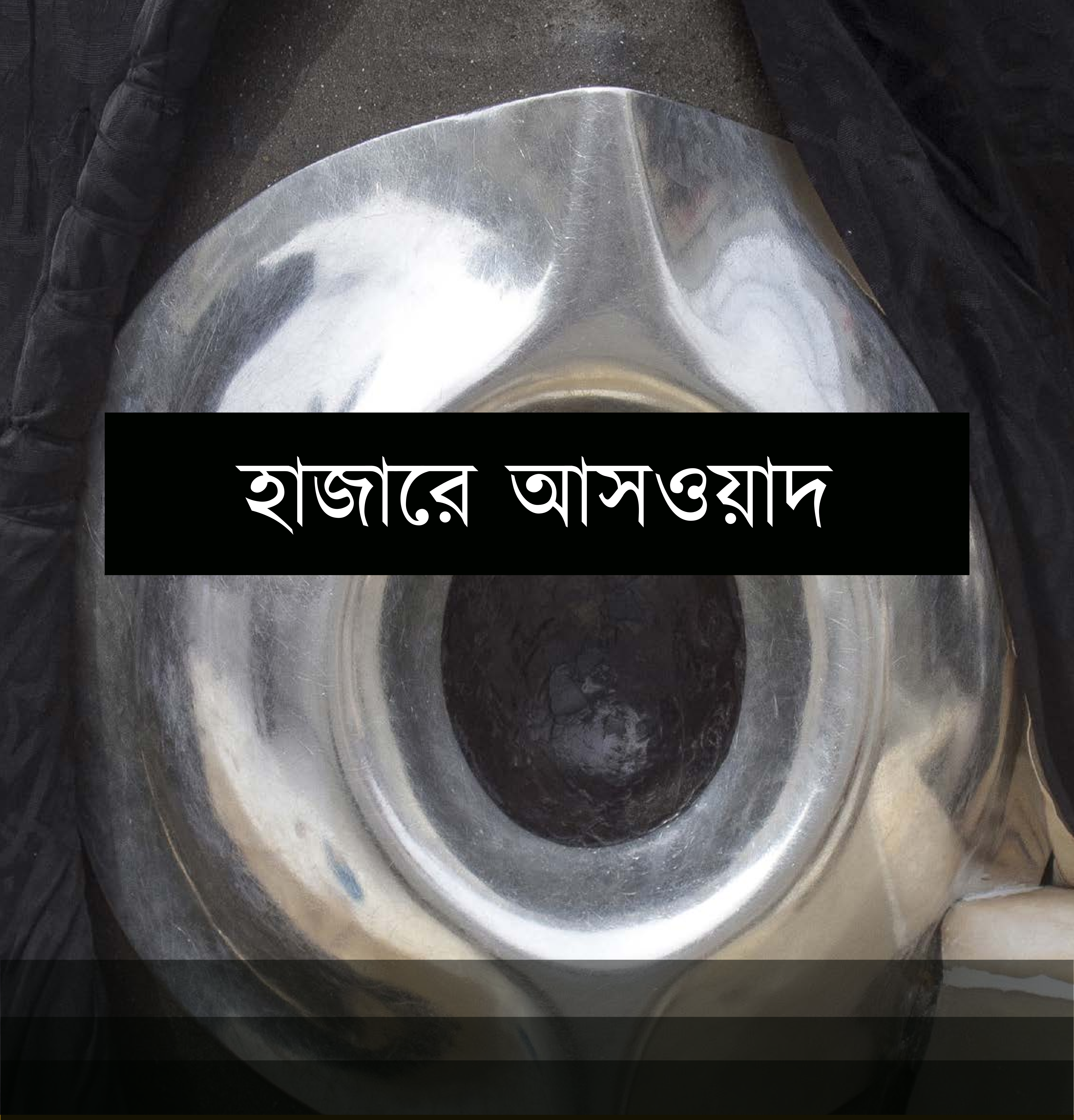




শাযারওয়ান

এটা কাবার ভিত্তিমূলকে ঘিরে থাকা অংশ। এটা মূল কাবা নয়; বরং কাবাকে সুসংহত ও বন্যা থেকে সুরক্ষিত রাখতে তৈরি করা হয়েছে। যুগের পর যুগ এটা থেকে গিয়েছে। বর্তমানে আমরা এই অংশ সাদা মার্বেলে আচ্ছাদিত দেখতে পাই।





হাজারে আসওয়াদ

- হাজারে আসওয়াদ (কালো পাথর) জান্নাত থেকে আগত পাথর যেমনটা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন।
- এটা তওয়াফের সূচনা ও সমাপ্তি বিন্দু।
- বৃষ্টির কারণে কাবাঘর ভেঙে গেলে কুরাইশরা যখন এটা রাখার ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এটা এখানে স্থাপন করেন।

হাজারে আসওয়াদের অবস্থান:

- এটা কাবার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত।
- ভূমি থেকে ১.৫ মিটার উচ্চতায়।



রূপার ফ্রেম:

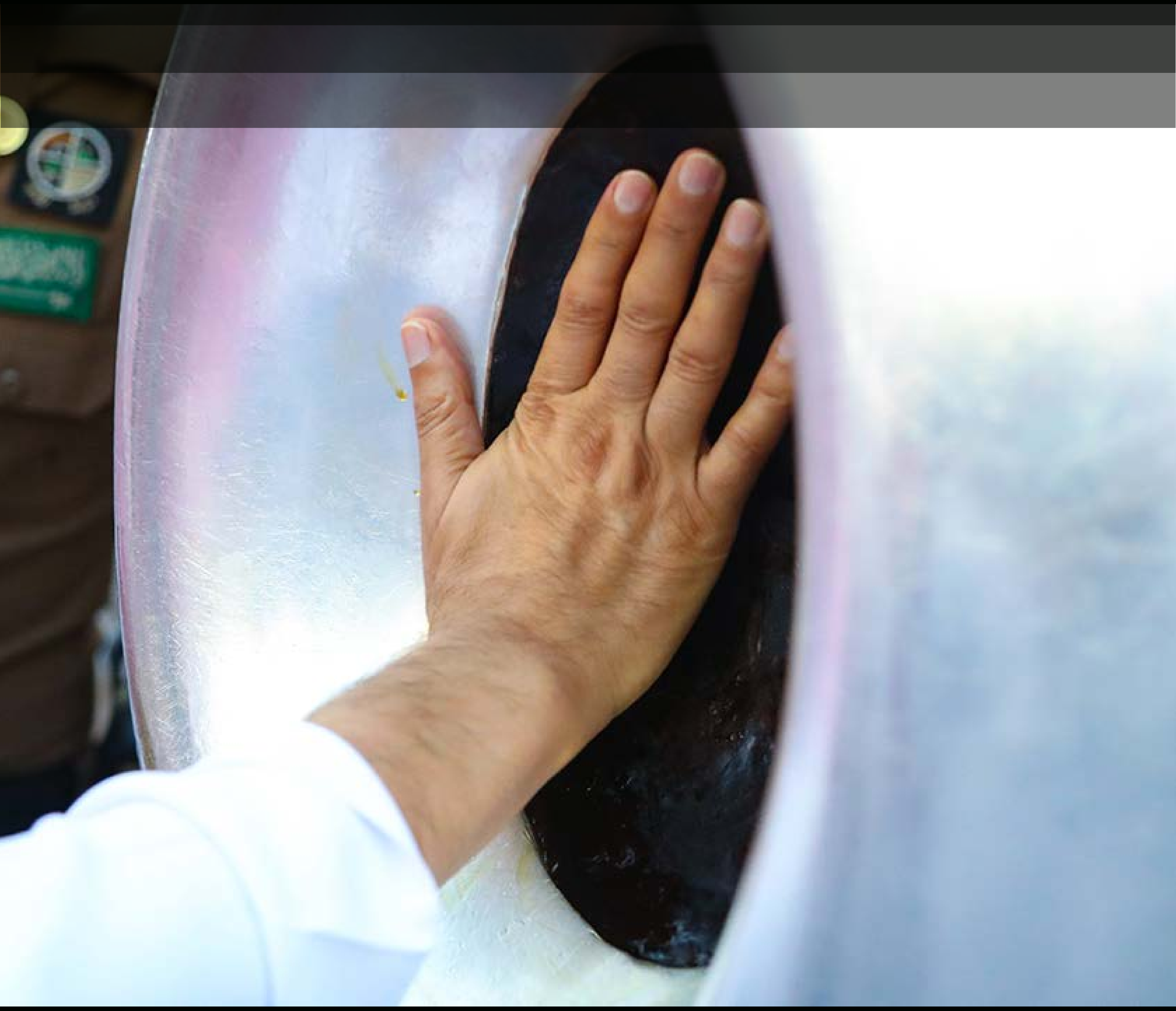
- হাজারে আসওয়াদের সুরক্ষা নিশ্চিতের জন্য এটাকে একটি রূপার ফ্রেমে বাঁধানো হয়েছে।
- হাজারে আসওয়াদকে সর্বপ্রথম রূপার ফ্রেমে বাঁধেন আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু।


হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ ও চুম্বন:

- রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুকরণে হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করা বৈধ। বিশেষত হজ্জ মৌসুমের বাইরে যখন ভিড় না থাকে।

- হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ কিংবা দূর থেকে ইশারা করার সময় তাকবীর দেয়া উচিত।





হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করতে গিয়ে ভিড় ও ধাক্কাধাক্কি বর্জন করা উচিত। কারণ এটা নিজের ও অন্যের জন্য কষ্টের কারণ।



মাকামে ইবরাহীম

মাকামে ইবরাহীম হলো: সেই পাথর পবিত্র কাবাঘর নির্মাণের সময় ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেটার ওপর পা রেখে দাঁড়িয়েছিলেন। এটা হারামে অবস্থিত একটি সুস্পষ্ট বিস্ময়কর নিদর্শন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ

‘তাতে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শন: মাকামে ইবরাহীম’।[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭]





অবস্থান:

কাবার দরজার সামনে

কাবার পূর্বদিকে ১০-১১ মিটার দূরত্বে

আকার-আকৃতি:

এটি বর্গাকার। এর মাঝে ডিম্বাকৃতিতে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দুই পায়ের ছাপ বিদ্যমান।

রঙ:

সাদা, কালো ও হলুদ মিশ্রিত।

আকার:

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা ৫০ সে.মি.

- মাকামে ইবরাহীমের পাথরটি বর্তমানে একটি স্বচ্ছ কাঁচঘেরা কক্ষে রয়েছে।
- সবদিক থেকে এটি রৌপ্য দিয়ে মোড়ানো।



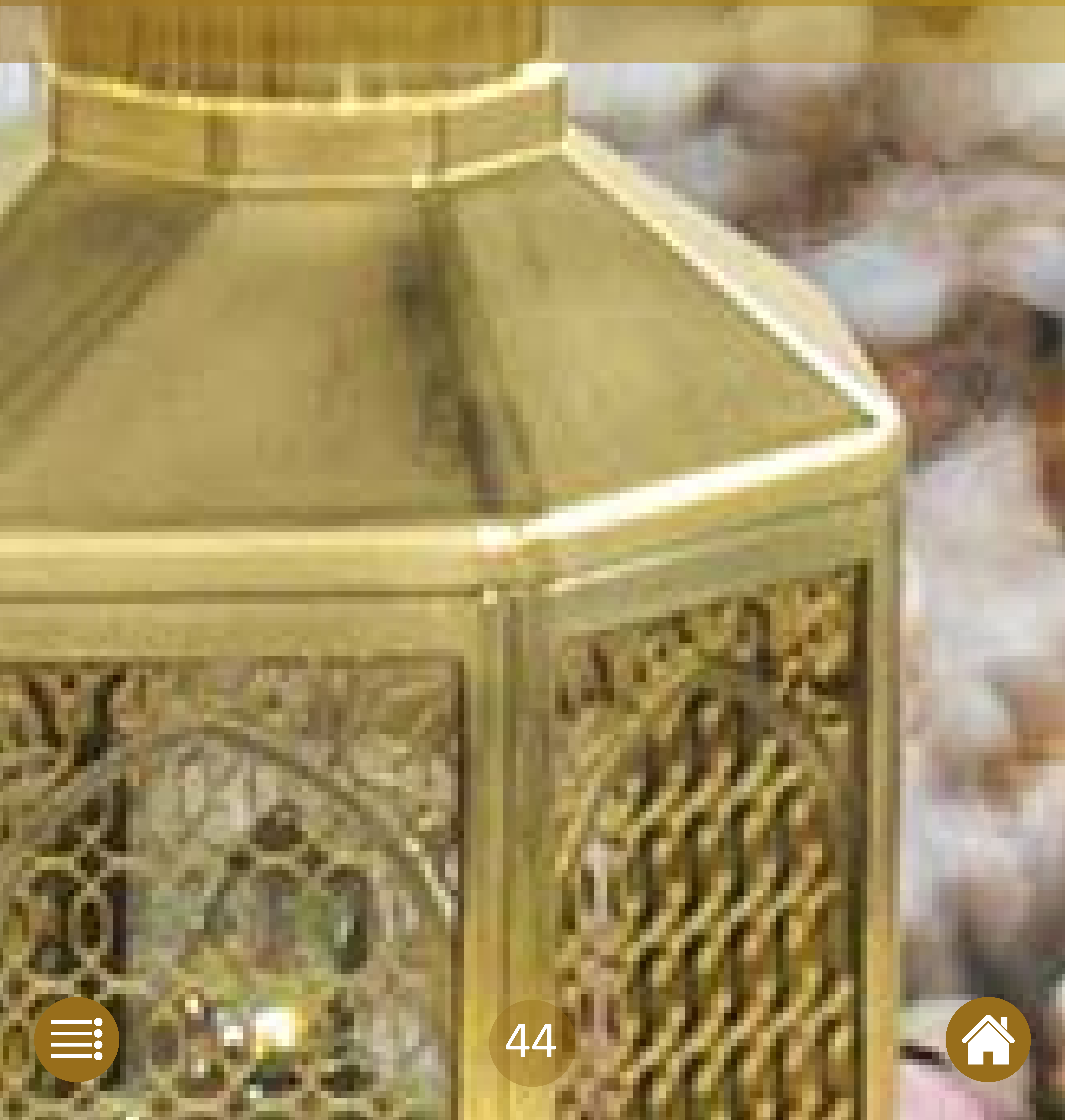
বাইতুল্লাহ তাওয়াফের পরে মাকামে ইবরাহীমে দুই রাকাআত নামাজ পড়া মুস্তাহাব। উত্তম হলো দূর থেকে হলেও মাকামে ইবরাহীম বরাবার এমন স্থানে নামাজ পড়া যাতে সেটা তার ও কাবার মাঝে থাকে। যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَاتخِذُوا مِن مقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلى

‘তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাজের স্থল স্বরূপ গ্রহণ করো’। [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১২৫]



নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে নিরাপত্তাকর্মীদের নির্দেশনা মেনে চলুন। অন্যের কষ্টের কারণ হবেন না। ভিড় এড়ানোর জন্য মাকামে ইবরাহীম থেকে দূরে কিংবা মসজিদে হারামের যে কোনো স্থানে নামাজ পড়া যেতে পারে।





সাফা ও মারওয়া

দু'টো ছোট পাহাড় যেখানে হাজেরা (ইসমাঈল আলাইহিস সালামের মাতা) খাদ্য অথবা পানির খোঁজে আরোহন করেছিলেন।

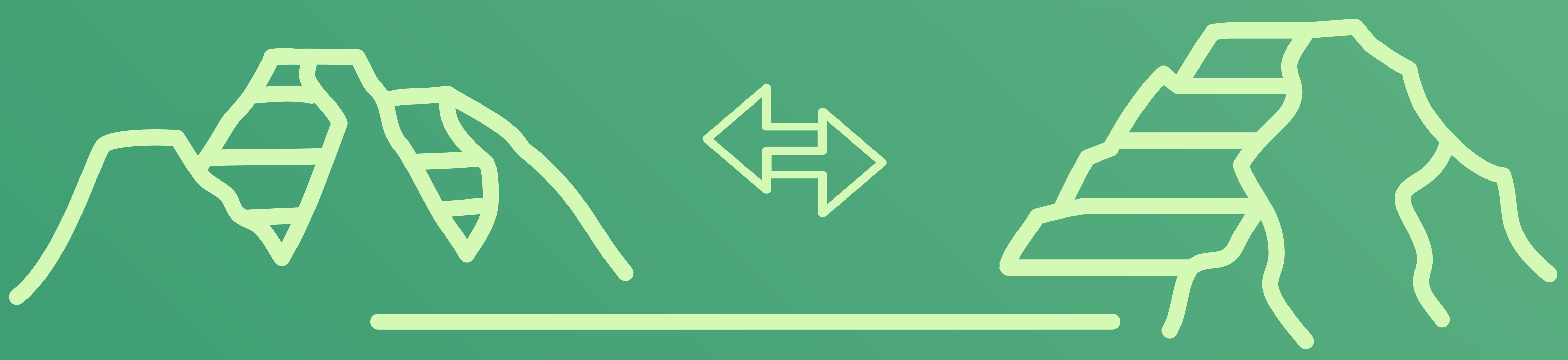
সাফা:

- একটি ছোট্ট পাহাড় যেখান থেকে সাঈর সূচনা হয়।
- নিচের ফ্লোরে এখনও সে পাহাড়ের পাথরগুলো দৃশ্যমান।



মারওয়া:

একটি ছোট্ট পাহাড় যেখানে সাঈ শেষ হয়।






সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ হজ্জ ও উমরার অন্যতম আমল:

আল্লাহ তাআলা বলেন

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ

‘নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত’।

[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৫৮]





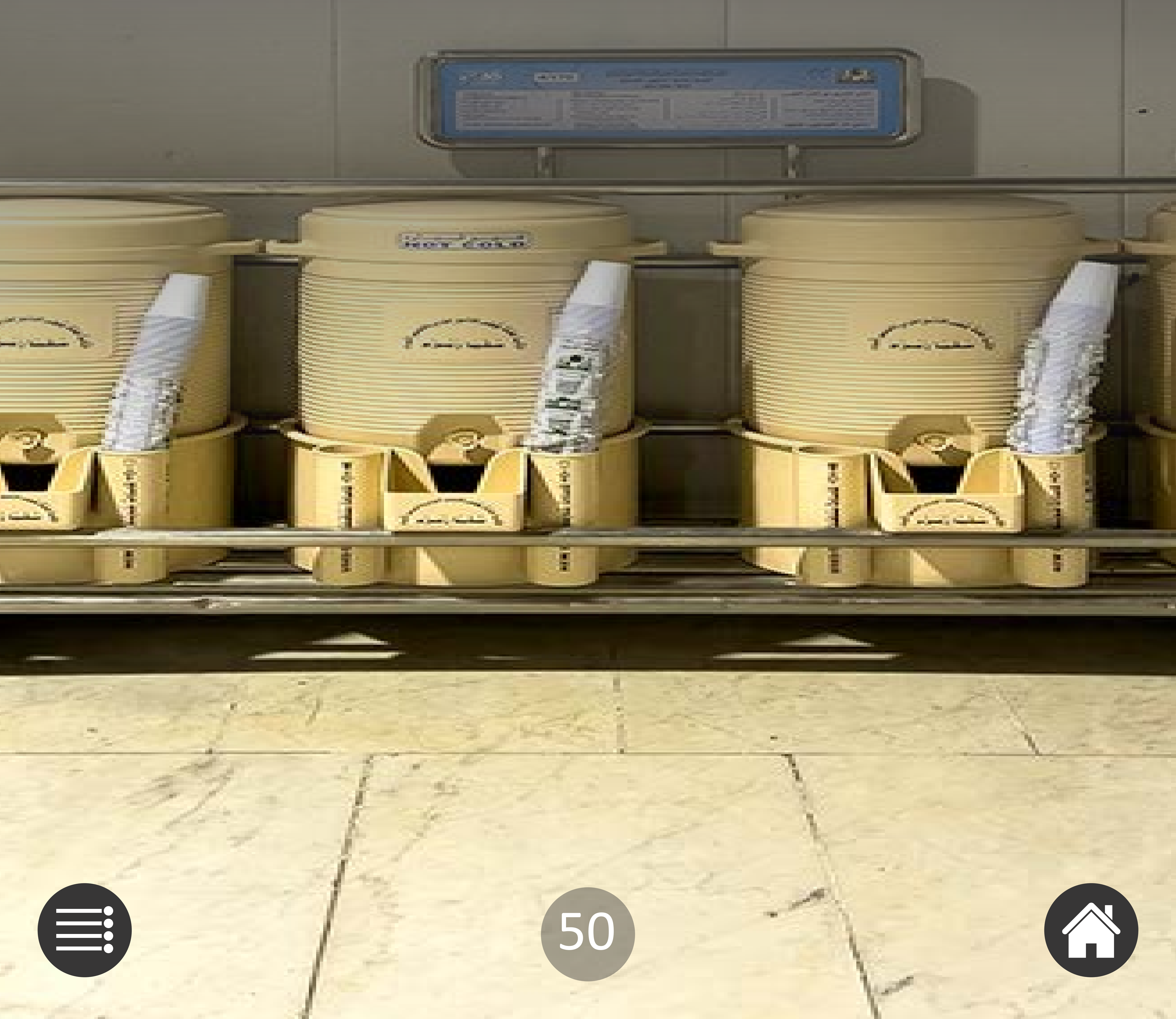
যমযম কূপ

- এটা কাবা শরীফের পূর্ব দিকে ২১ মিটার দূরত্বে অবস্থিত।
- কূপের মুখের আয়তন ৩.৬০ মিটার।

যমযমের অন্যান্য নাম:

- সুকইয়ায়ে ইসমাঈল।
- সাফিয়া। মুবারকা।
- সালিমা।
- তাহিরা।

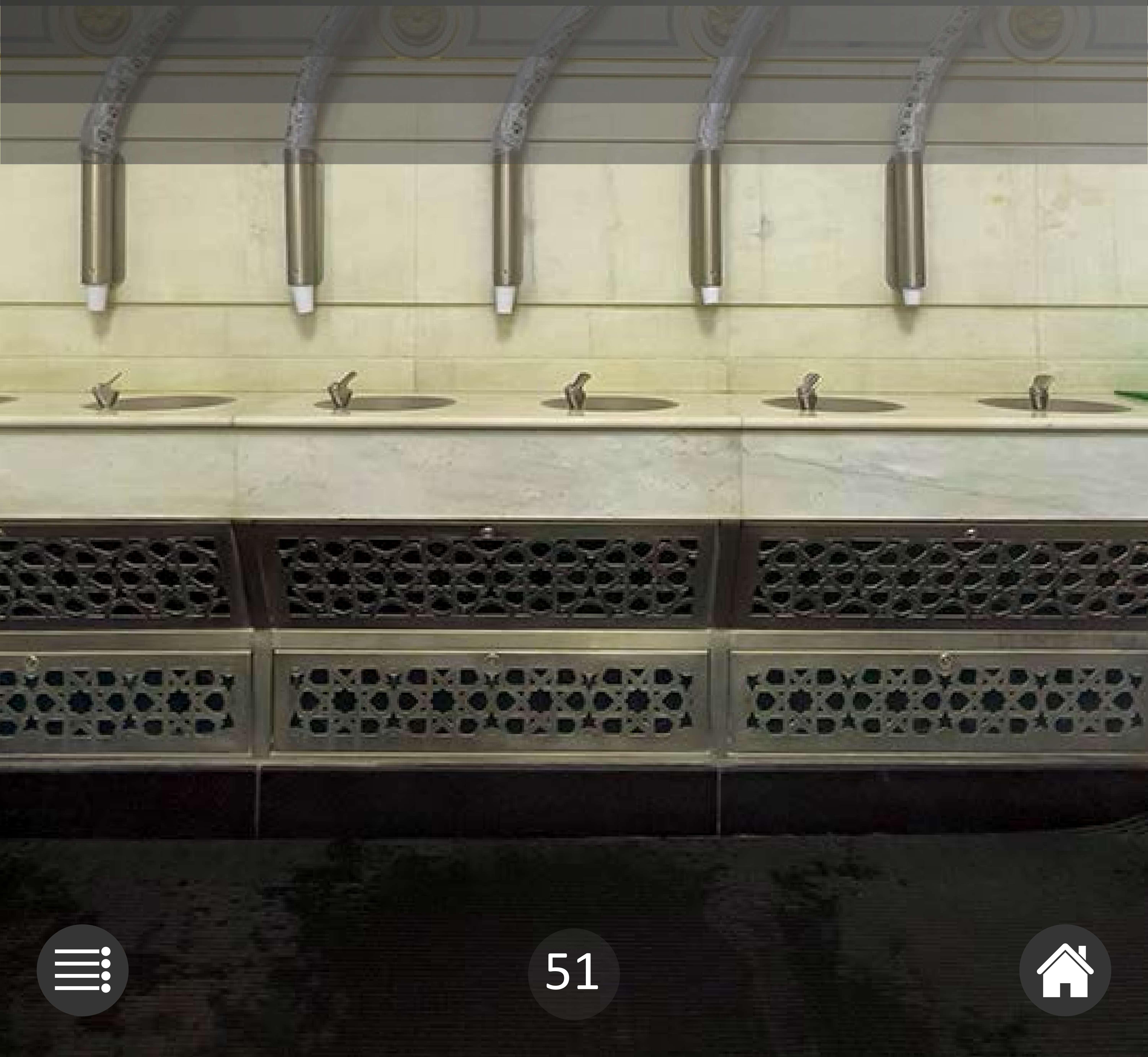




- যুগে যুগে খলীফা ও রাজা-বাদশাহগণ যমযম কূপের যত্নের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন।
- সৌদি যুগেও এই গুরুত্বদান অব্যাহত থেকেছে।

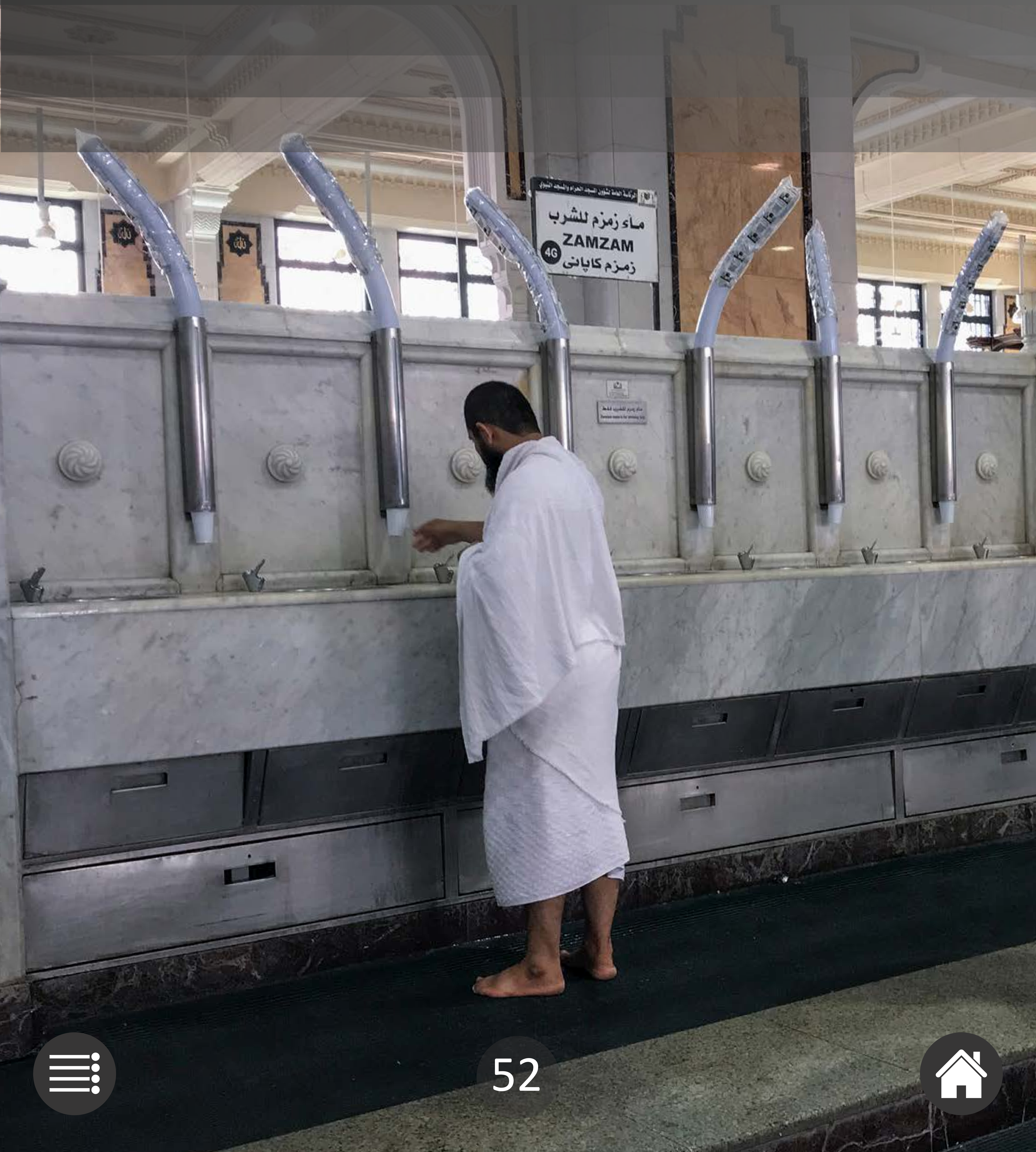
বাদশাহ আব্দুল আযীয রহিমাহুল্লাহর যুগ থেকে শুরু করে:

- তিনি ১৩৪৫ হিজরীতে যমযমের একটি পথ তৈরি করার নির্দেশ দেন।
- পরবর্তী বছর দ্বিতীয় আরেকটি পথ তৈরির নির্দেশ দেন। পাশাপাশি কূপ সংস্কার ও কূপের ওপর ঢাকনা তৈরির আদেশ দেন।



বাদশাহ সালমান হাফিজাহুল্লাহ পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে:

- তিনি ১৪৩৯ হিজরীতে যমযম কূপের প্রয়োজনীয় সংস্কারের নির্দেশ দেন।
- যমযমের বিশেষ সেবা স্বরূপ পাঁচটি চ্যানেল নির্মাণের আদেশ দেন।



যমযমের পানি সরবরাহ বিভাগ:

এই বিভাগ যমযম কূপের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল কাজ তত্ত্বাবধান করে। যাতে সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে যমযমের পানি হাজ্জী ও উমরাকারীদের হাতে তুলে দেয়া যায়।





যমযম পরীক্ষাগার:

- যমযমের পানি জীবাণুমুক্তকরণের ধাপগুলো তত্ত্বাবধান করে।
- মসজিদে নববীতে ট্যাংকি ভরে যমযমের পানি সরবরাহ করে।





মসজিদে হারামে প্রদত্ত অন্যান্য সেবা



জুমুআর খুতবা

অনুবাদ সেবা

‘মানারাতুল হারামাইন’ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে একাধিক ভাষায় জুমুআর খুতবার অনুবাদ শোনা সম্ভব। এ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মসজিদে হারাম থেকে জুমুআর খুতবার মৌখিক অনুবাদ সরাসরি সম্প্রচার করে থাকে।

বিদ্যমান ভাষাসমূহ:

১. উর্দু।

২. ফরাসি।

৩. মালাউই।

৪. ফারসি।

৫. ইংরেজি।

(ওয়েবসাইটে যেতে ক্লিক করুন)



মুসল্লীদের জিজ্ঞাসার

জবাব

মসজিদে হারামের চতুর্দিকে অসংখ্য ফোন রয়েছে যা উমরাকারী ও দর্শনার্থীদের সকল জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানের জবাব দিয়ে থাকে। বিশ্বের সাতটি ভাষায় উক্ত সেবা প্রদান করা হয়।





হুইল চেয়ার সেবা

মসজিদে হারামে অসংখ্য সাধারণ ও বৈদ্যুতিক হুইল চেয়ার রয়েছে। সেসম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ও সেগুলোর সেবা পেতে ‘সচেতনতামূলক উমরা নির্দেশিকা’ ডাউনলোড করুন।

ডাউনলোডের জন্য এখানে ক্লিক করুন।

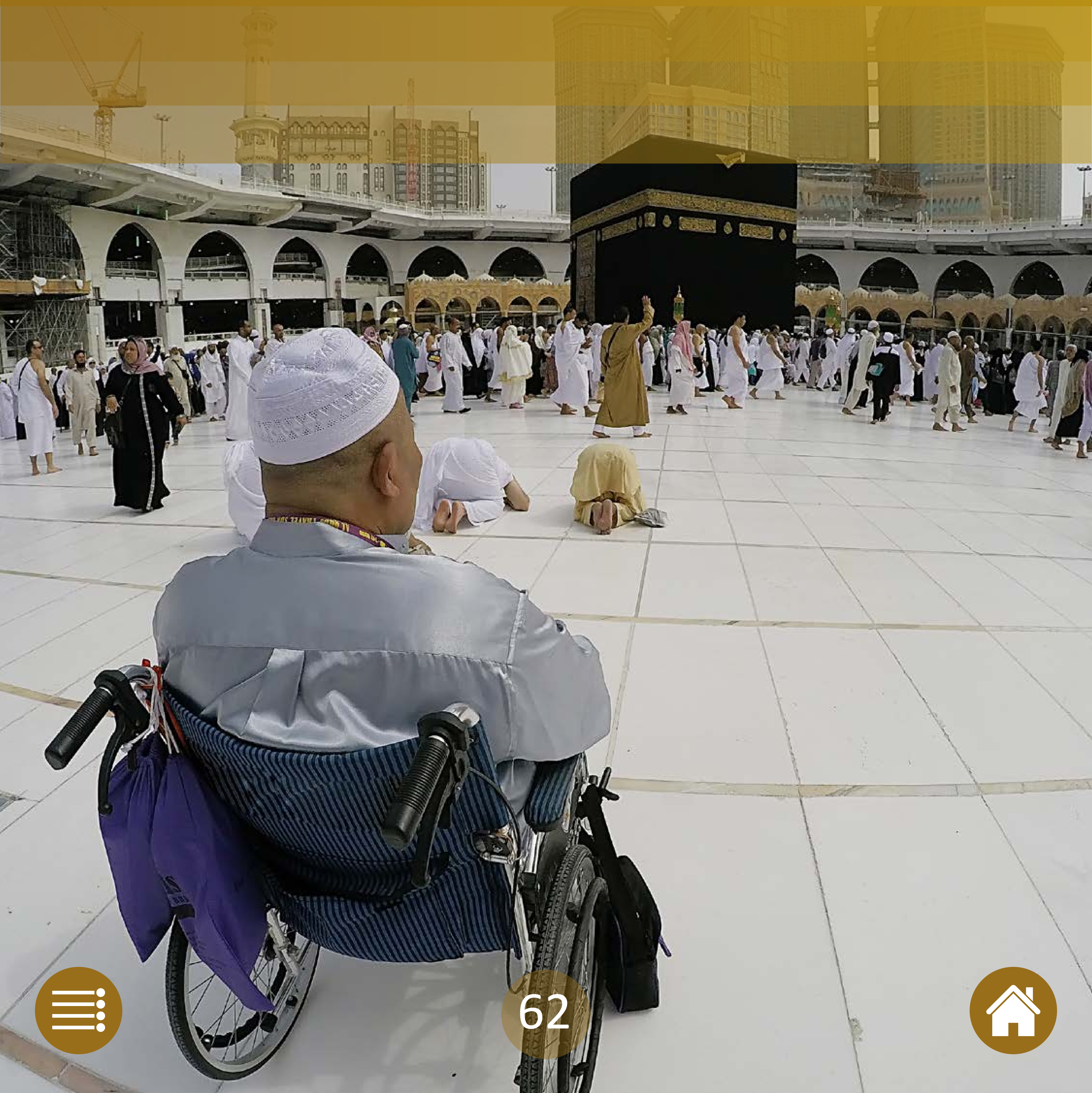




প্রতিবন্ধীদের সেবা

- শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সাংকেতিক ভাষায় জুমুআর খুতবার অনুবাদ পাওয়া যায়। বাদশাহ ফাহাদ সম্প্রসারণের ৬৪ নং গেটের মুসল্লাতে উক্ত সেবা প্রদান করা হয়।
- শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য সাংকেতিক ভাষার সিডি ও জায়নামাজ সরবরাহ করা হয়।

■ হারামের একাধিক জায়গা প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। যথা ২৫ জনের ধারণক্ষমতাসম্পন্ন কিং ফাহাদ সম্প্রসারণ। তওয়াফ চত্বরে দুই রাকাআত নামাজের মুসল্লা। প্রথম ফ্লোরে আজইয়াদ মুসল্লা। নিচ তলায় ৬৭ নং গেটের সামনে ফাহাদ রহিমাহুল্লাহ সম্প্রসারণ মুসল্লা। নিচ তলায় ৮৮ ও ৭৪ নং গেটের পাশে নারীদের মুসল্লা।



- অন্ধদের জন্য ইলেকট্রনিক কুরআন এবং ব্রেইল কুরআন সরবরাহ করা হয়।



- গোটা মসজিদে হারামে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য স্বতন্ত্র পথ (লেন) রয়েছে।



পরিচর্যা কেন্দ্র

যেসব কেন্দ্র একাধিক ভাষায় হাজ্জী ও উমরাকারীদেরকে প্রয়োজনীয় ব্যাপক পরিসেবা এবং বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ:

- সাধারণ হজ্জ ও উমরা সেবা
- অভিযোগ এবং রিপোর্ট সেবা
- দিক-নির্দেশনা সেবা
- অনুসন্ধান সেবা
- স্মার্ট কার্ড সেবা

এসব কেন্দ্রে যেসব ভাষায় সেবা প্রদান করা হয়:

১০ টি ভাষায়। সেগুলো হচ্ছে:

চীনা- উর্দু- ইংরেজি- তুর্কি- উজবেকি- ইন্দোনেশিয়ান-মালাউই-হাউসা-আরবি- ফারসি।

যোগাযোগ নম্বর

৯২০০০০২৮১৪

পরিচর্যা কেন্দ্রগুলোর ঠিকানা ও লোকেশন জানতে

এখানে ক্লিক করুন

গুরুত্বপূর্ণ নম্বরসমূহ

911

জরুরি ও নিরাপত্তা সেবার জন্য

937

চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ ও জিজ্ঞাসার জন্য

920002814

আল্লাহর মেহমানদের জিজ্ঞাসার জবাবের জন্য হজ্জ
ও উমরা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ কেন্দ্র

1966

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী সংক্রান্ত
অনুসন্ধানের জন্য

হজ্জের অন্যান্য সকল নির্দেশিকা হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে বিদ্যমান (ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন)। এসব নির্দেশিকাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান।



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

هيئة الهلال الأحمر السعودي
SAUDI RED CRESCENT AUTHORITY

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

وزارة الصحة
Ministry of Health

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

SFDA
الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority

الهيئة العامة للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY

আল্লাহ আপনাদের আমল ও

প্রচেষ্টাগুলো কবুল করুন

দিক-নির্দেশনামূলক অন্যান্য তথ্যের জন্য

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে

আমাদের একাউন্টগুলো অনুসরণ করুন

Haj.gov.sa | @HajMinistry

وزارة الحج والعمرة

MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

1.2 BEN بنغالي

সচেতনতামূলক

মসজিদে নববী নির্দেশিকা



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

এই নির্দেশিকাটি নিম্নলিখিত ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। পছন্দের ভাষার ওপর ক্লিক করে আপনি সেটা ডাউনলোড করতে পারেন:

English ENG	عربي AR
বাংলা BEN	Bahasa Indonesia IND
Français FRA	Hausa HAU
Türkçe TUR	اُرْدُوْ URD
Español SPN	Русский язык RUS
Bahasa Malaysia MAY	සිංහල භාෂාව SIN
አማርኛ AMH	فارسی PER
o'zbek UZB	हिंदी HIN

সূচিপত্র

পছন্দসই পৃষ্ঠায় যেতে যে কোনো শিরোনামে ক্লিক করুন



▶ মদিনা মুনাওয়ারা



▶ মদিনার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা



▶ মদিনার নামসমূহ



▶ মসজিদে নববী



▶ নামাজের ফজিলত বৃদ্ধি



▶ মসজিদ যিয়ারতের জন্য সফর



▶ মসজিদের নানা



▶ হুজরা শরীফ



▶ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সালাম প্রদান



▶ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর যিয়ারতের বিবরণ



▶ রওজা শরীফ (রিয়াজুল জান্নাহ)



▶ রওজা শরীফে কীভাবে নামাজ পড়বো?



▶ মসজিদে নববীতে প্রবেশের ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা

গুরুত্বপূর্ণ নম্বরসমূহ



মদিনা মুনাওয়ারা

- এটা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের ভূমি ও তাঁর বসবাসের স্থান। এখানেই তাঁর কবর ও তাঁর দেহ মুবারক শায়িত।
- মক্কা মুকাররমার পরে এটাই মুসলমানদের কাছে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পবিত্র ভূমি।
- একইভাবে এটা ইসলামের সর্বপ্রথম রাজধানী। ইসলামী সভ্যতার কেন্দ্রভূমি যেখান থেকে একসময় এ সভ্যতার আলো গোটা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে।



এই নির্দেশিকাতে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদ যিয়ারত সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা জানতে পারবেন।

মদিনার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা



মদিনা মুনাওয়ারা ইসলামের দ্বিতীয় সর্বাপেক্ষা পবিত্র ভূমি। আল্লাহ তাআলা এটাকে নানান শ্রেষ্ঠত্বে মণ্ডিত করেছেন। তন্মধ্যে:



এটা ইসলাম ও হিদায়াতের কেন্দ্রভূমি:

মদিনা মুনাওয়ারা শুরু থেকেই ইসলাম ও হিদায়াতের কেন্দ্রভূমি। কিয়ামত পর্যন্ত এমন থাকবে। এখানেই ইসলাম পল্লবিত হয়েছে, বেড়ে উঠেছে। এখান থেকে ইসলাম সর্বত্র ছড়িয়েছে আবার এখানেই ফিরে আসবে। যেমনটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সাপ যেমন গর্তে আশ্রয় নেয়, ঈমান তেমন মদিনায় আশ্রয় নিবে'। (সহিহুল বুখারী ১৮৭৬)







এটা বরকতময়:

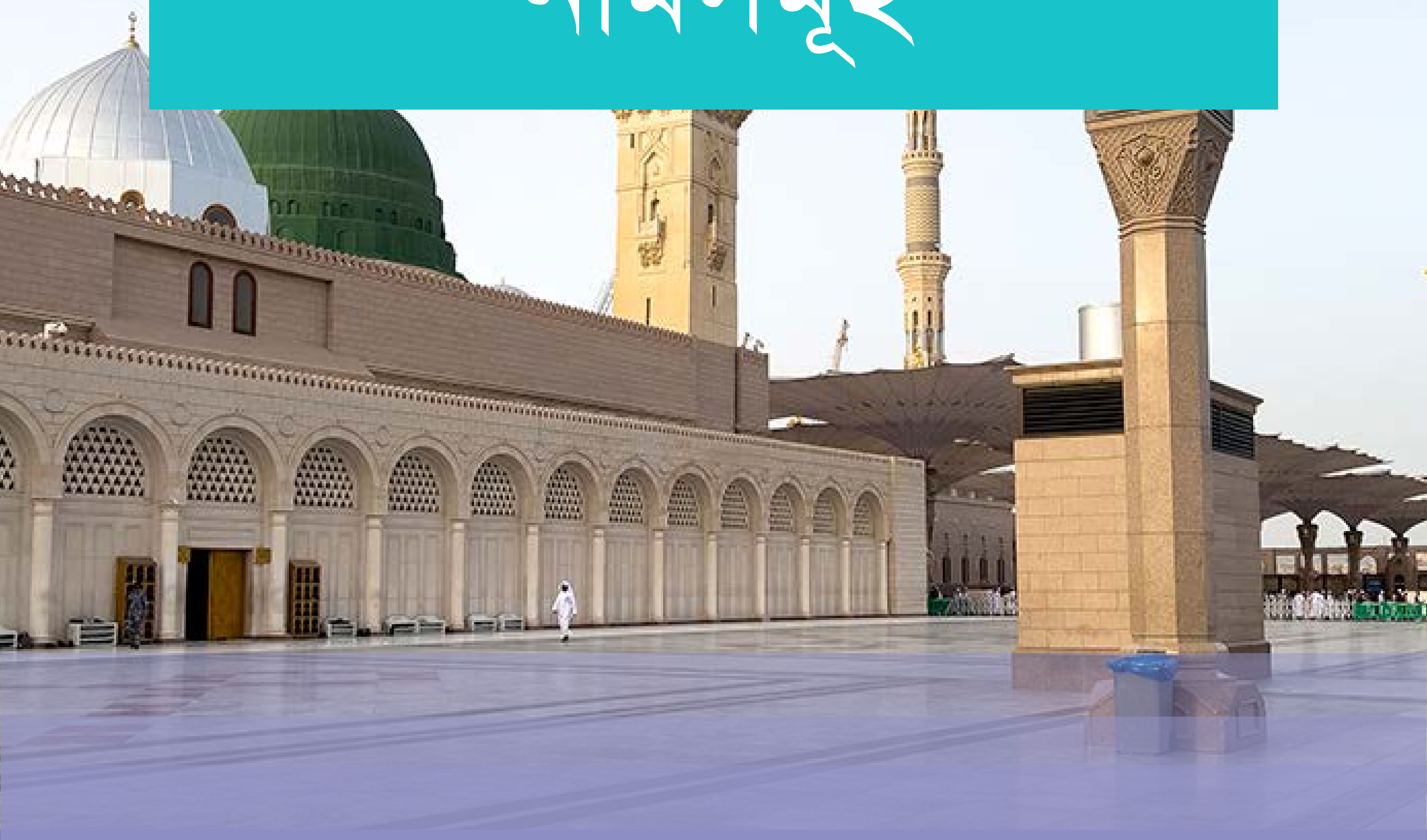
বরকত মানে- বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনার খাদ্য, জীবিকাসহ সব বিষয়ের বরকতের জন্য দুআ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'হে আল্লাহ আমাদের ফলে বরকত দিন। আমাদের মদীনাতে বরকত দিন। আমাদের সা' (ওজনে) বরকত দিন। আমাদের 'মুদ্দ' (পরিমাণে) বরকত দিন। হে আল্লাহ ইবরাহীম আপনার বান্দা, খলীল ও নবী আমিও আপনার বান্দা ও নবী। তিনি আপনার কাছে মক্কার জন্য দুআ করেছেন। তিনি মক্কার জন্য যা দুআ করেছেন আমি আপনার কাছে মদিনার জন্য সেগুলো এবং (অতিরিক্ত) আরও সমপরিমাণ দুআ করছি'। সহিহুল বুখারী (১৮৭৬)

এটা হারাম শহর:

হারাম শহরে পুণ্যের সওয়াব অনেকগুণ বেশি। সেখানে পাপের বোঝাও অনেক বেশি ভারী। হারাম শহরের অধিবাসীদেরকে কোনো প্রকারের কষ্ট দেয়া আল্লাহর কাছে জঘন্যতম কবীরা গুনাহ হিসেবে বিবেচিত।



মদিনার
নামসমূহ



মদিনার বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ নাম রয়েছে

তন্মধ্যে কয়েকটি নাম হলো:

মদিনা: ‘মদিনা’ শব্দের শাব্দিক অর্থ শহর। জগতের প্রত্যেকটি শহরের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। কিন্তু একমাত্র

‘মদীনা’ই অন্য কোনো নাম ছাড়া স্রেফ ‘মদিনা’ নামে পরিচিত।

কখনো কখনো এটাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে যুক্ত করে নবীর মদিনা' বলা হয়। আবার কখনো মদিনা মুনাওয়ারা’ তথা আলোকিত শহর বলা হয় কারণ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের পরে এটাকে হিদায়াত ও ইসলামের আলোতে আলোকিত করেছেন।



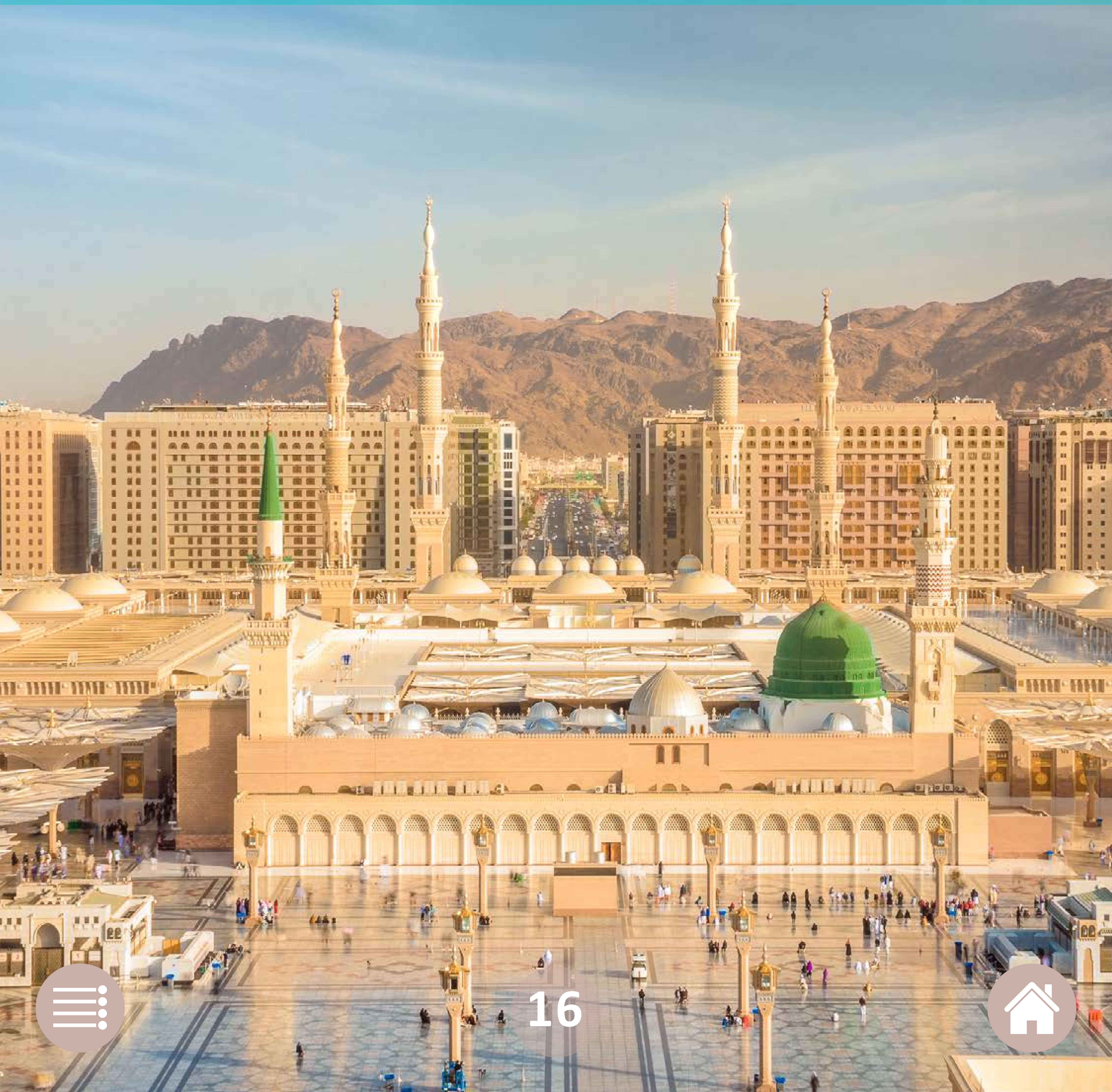
দারুল হিজরা (হিজরতের ভূমি): কারণ এটা সেই ভূমি যা রাসূলুল্লাহ ও তাঁর সাহাবাদের হিজরতের মাধ্যমে ধন্য হয়েছে। তাদেরকে নিজ বুকে স্থান দিয়েছে। তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে।

তাইবা: এর অর্থ পবিত্র, সুন্দর, আলোকিত, উজ্জ্বল। কারণ এর মাটি পবিত্র। এর অধিবাসীরা মহান। এখানের জীবন সুন্দর ও আলোকিত।



মসজিদে নববী

এটা মসজিদে হারামের পরে ইসলামের দ্বিতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ মসজিদ। মদিনার হিজরতের পরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণ এটা নির্মাণ করেন। এটা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানে কুরআন তিলাওয়াত করা হতো। এখানেই সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহর সান্নিধ্যে বসতেন এবং তাঁর বরকত ও হিদায়াতের সুধা গ্রহণ করতেন।





নামাজের
ফজিলত বৃদ্ধি



মসজিদে নববীর নামাজ পুণ্যের দিক থেকে সাধারণ নামাজের তুলনায় অনেক ঊর্ধ্বে। যেমনটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আমার মসজিদে এক ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য যে কোনো মসজিদে হাজার নামাজের সমতুল্য’।

মসজিদ যিয়ারতের জন্য
সফর



সম্ভব হলে রাসূলুল্লাহর মসজিদে নামাজ আদায়ের জন্য সফর করা মুসলমানদের জন্য মুস্তাহাব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘কেবল তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যায়: মসজিদে হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মসজিদে আকসা’।



রাসূলুল্লাহর অনুসরণ করে যুগে যুগে মুসলিমগণ এই মসজিদের নির্মাণ ও যত্নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

সৌদি আরবের বাদশাহদের হাতে এটা একাধিকবার সম্প্রসারিত হয়েছে। মসজিদের মূল অবকাঠামো এবং চত্বর সম্প্রসারণের পরে বর্তমানে এটি ৫০০,০০০ বর্গমিটারের বেশি আয়তনের হয়েছে।

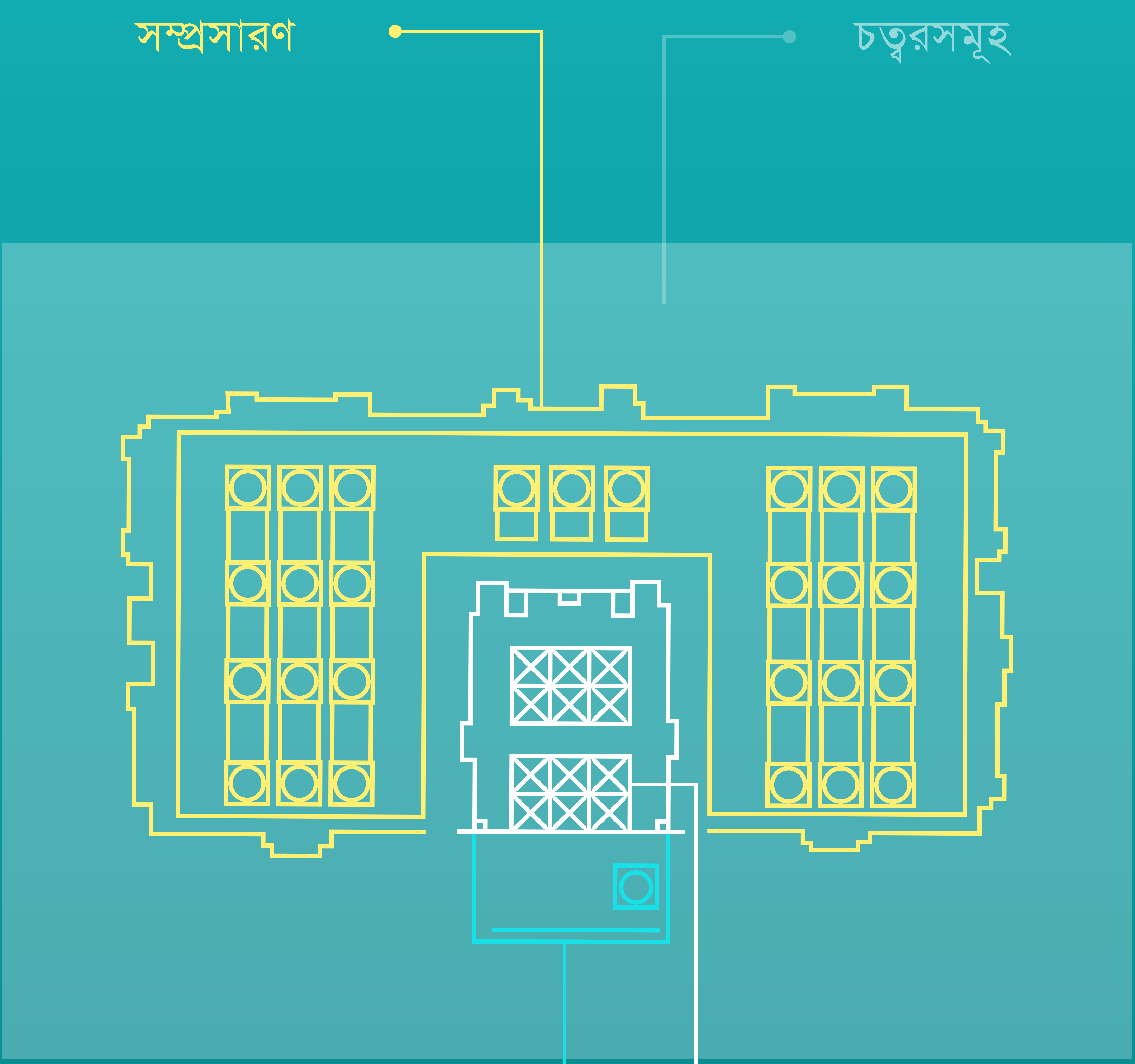
বর্তমানে এই মসজিদ প্রায়

১,০০০০০০

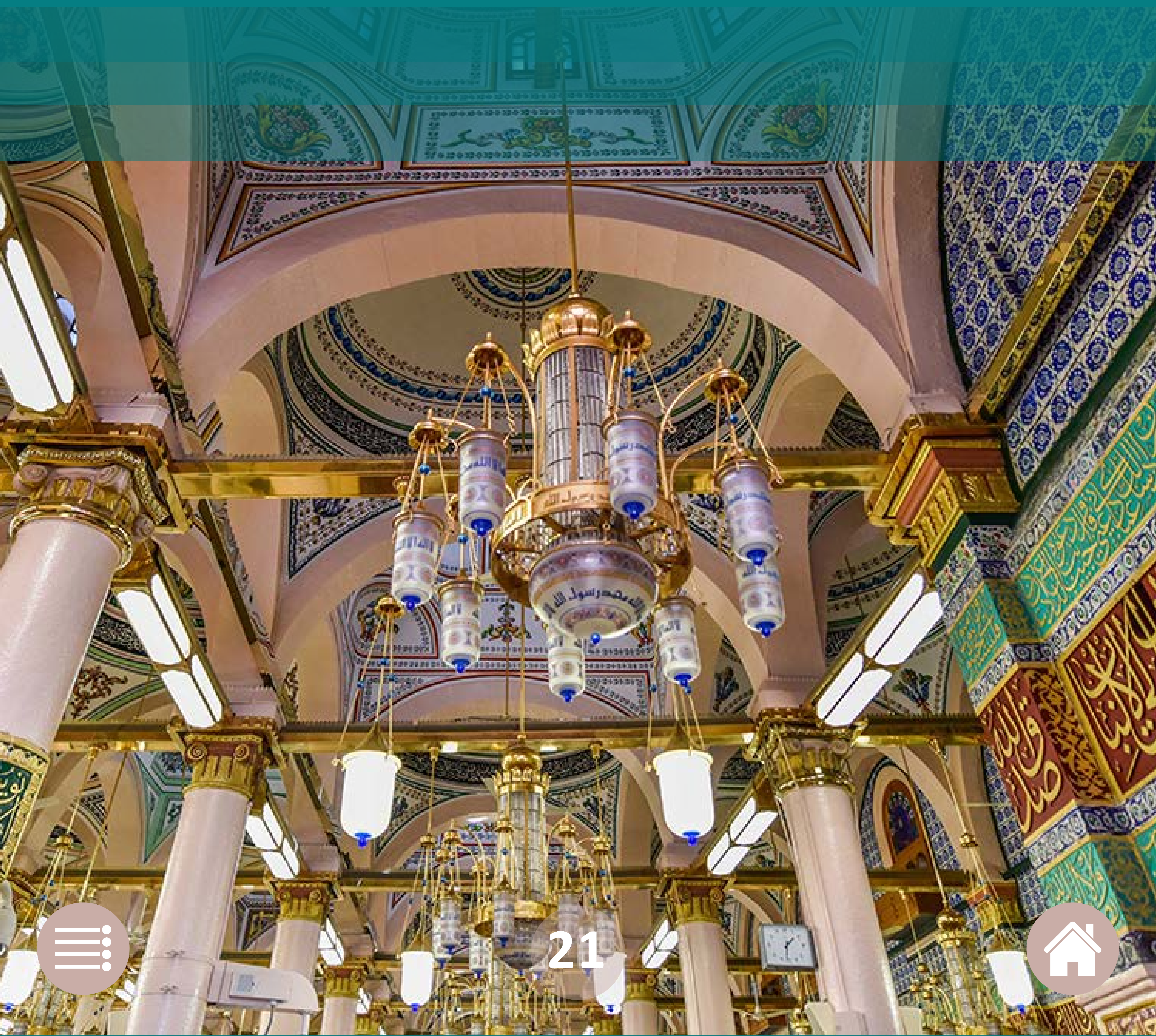
মুসল্লী ধারণ করতে সক্ষম।



মসজিদের নানা অংশ



পুরাতন মসজিদ: এটি সেই মসজিদ যেখানে আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাহাবাগণ নামাজ আদায় করতেন। এটাতে এখনো ঐতিহাসিক অবকাঠামো এবং প্রাচীন নকশাসমূহ বিদ্যমান রয়েছে।



সারাহাত: পুরাতন মসজিদ লাগোয়া দু'টো উন্মুক্ত স্থান। অতীতে এখানে নুড়ি পাথর বিছানো ছিল। এজন্য এটার নাম ছিল 'হাসওয়া' (পাথুরে ভূমি)। বর্তমানে এখানে স্বয়ংক্রিয় ছাতা রয়েছে যা দিনের বেলা মুসল্লীদেরকে রোদ থেকে সুরক্ষা দেয়। রাতে বায়ু চলাচল স্বাভাবিক রাখতে বন্ধ হয়ে যায়।



সম্প্রসারণ: এগুলো মূলত ‘সারাহাত’ কে ঘিরে থাকা মসজিদের অন্যান্য ভবন।



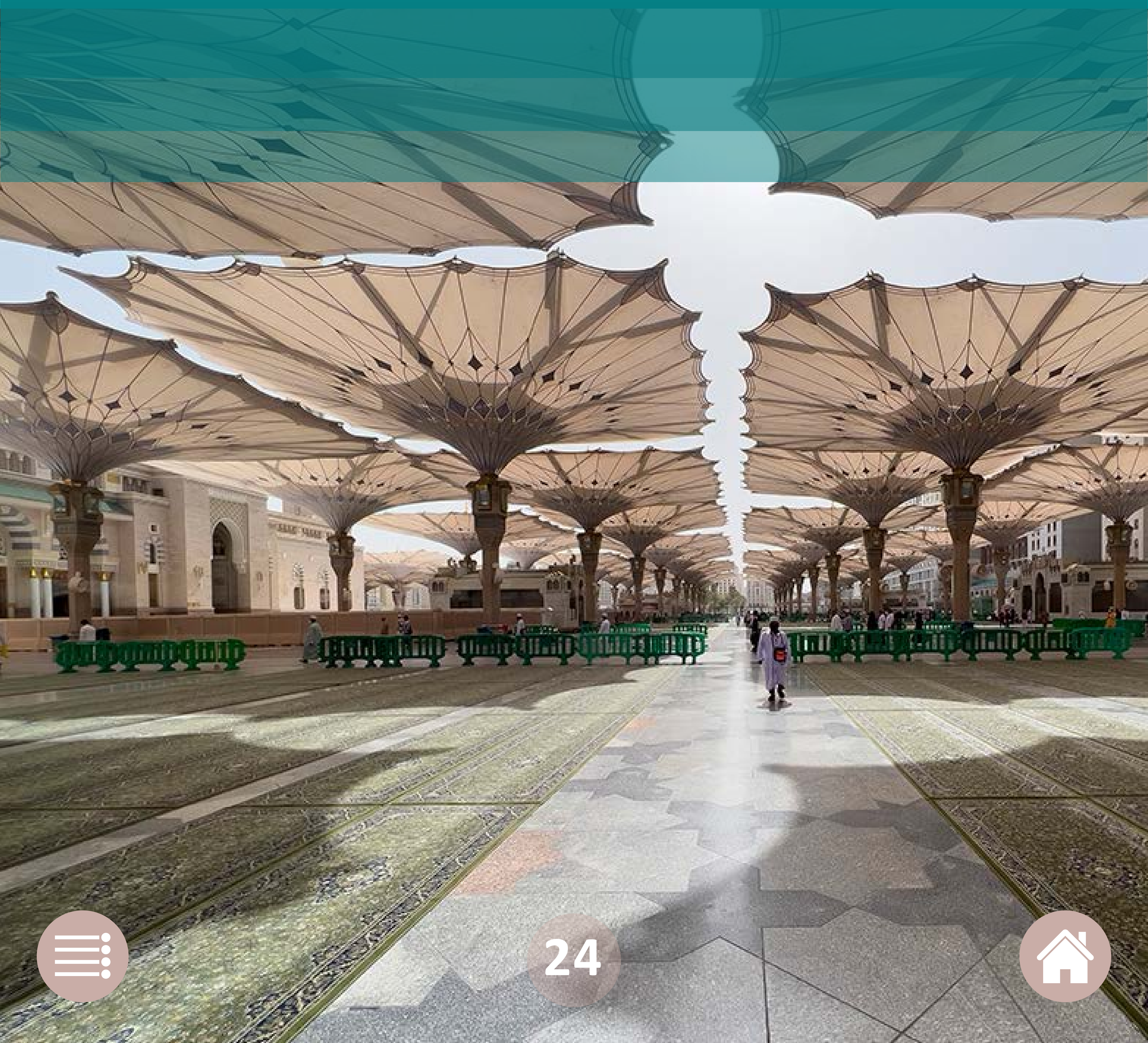
চত্বরসমূহ: এটা মুসল্লীদের জন্য নির্মিত বিস্তৃত অঞ্চল। এখানেও স্বয়ংক্রিয় ছাতা রয়েছে যা মুসল্লীদেরকে রোদ থেকে সুরক্ষিত রাখে। বায়ু চলাচল স্বাভাবিক রাখে। আবহাওয়া শীতল রাখতে পানি স্প্রে করে।

আয়তন ২৩৫০০০

বর্গ মিটার

ধারণ ক্ষমতা

৪৫০,০০০ মুসল্লী



সংখ্যায় মসজিদে নববী

ভেতর ও বাহিরের দরজা

২২৯ টি

স্থির ও চলমান গম্বুজ

১৯৬ টি

মিনার

১০ টি

কোরআন রাখার তাক

১০৪৯৬ টি

মসজিদের অভ্যন্তর ও চত্বরের ছাতা

২৬২ টি

পানি স্প্রে ফ্যান

৪২৪ টি

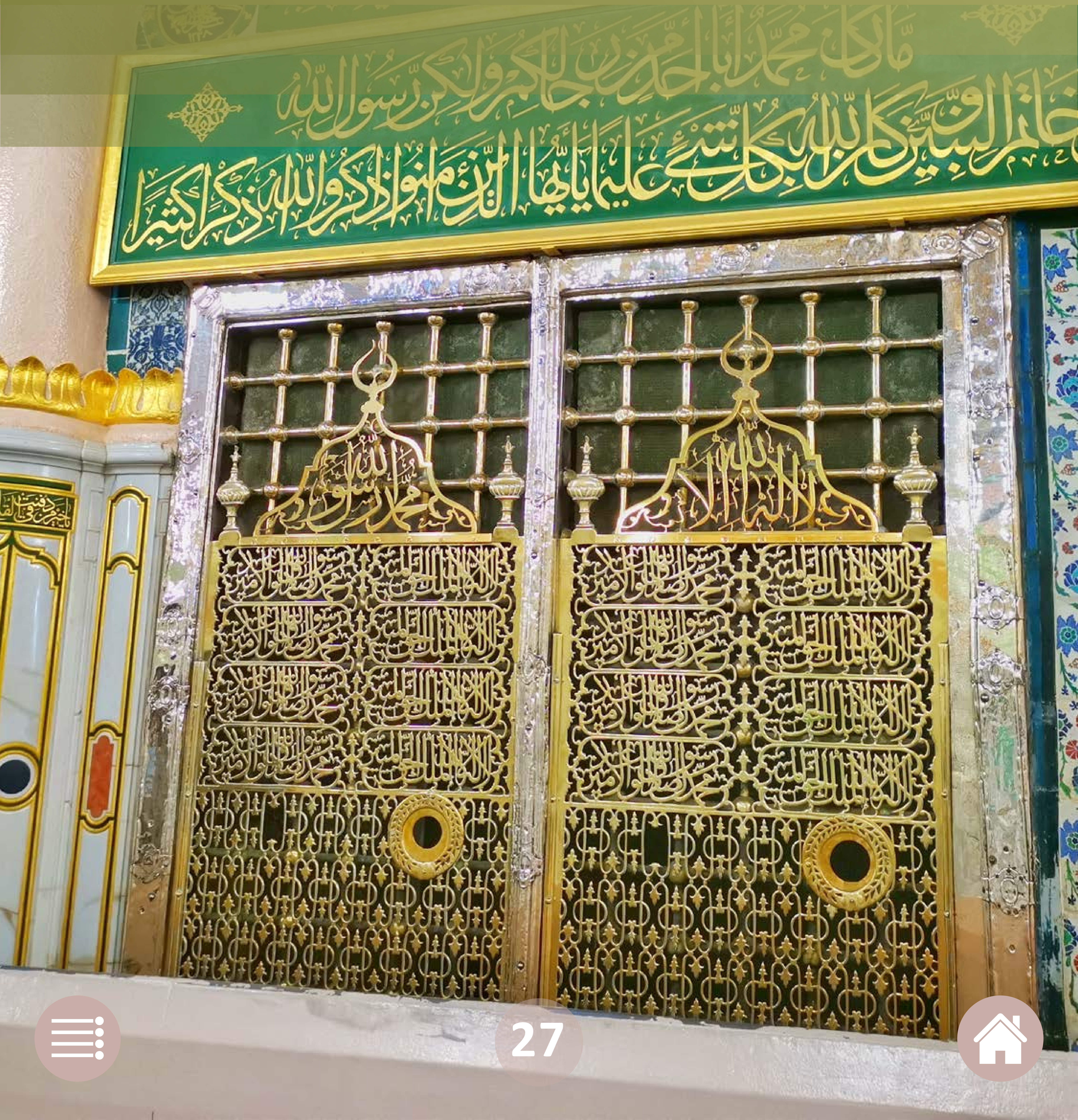


হুজরা শরীফ

‘হুজরা শরীফ’ বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই ঘরকে বোঝানো হয় যেখানে তিনি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা বিনতে আবী বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুমার সঙ্গে থাকতেন। আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে আয়েশার হুজরাকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর দুই সঙ্গী আবু বকর সিদ্দীক ও উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুমার কবরে পরিণত করেন।

এই হুজরা শরীফ পবিত্র মসজিদে নববীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। এটার দরজা ছিল সরাসরি রিয়াজুল জান্নাহ বরাবর।

এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝে মাঝে মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার হুজরাতে তাঁর মাথা বাড়িয়ে দিতেন। আয়েশা তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন, চুল আঁচড়ে দিতেন।





রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জীবন সায়াহ্নে সর্বশেষ অসুস্থ হলেন তখনও আয়েশার হুজরাতে ছিলেন। তিনি অন্যান্য স্ত্রীদের কাছে আয়েশার হুজরাতে থেকে সেবা গ্রহণের অনুমতি চান এবং তারাও সানন্দে অনুমতি প্রদান করেন।





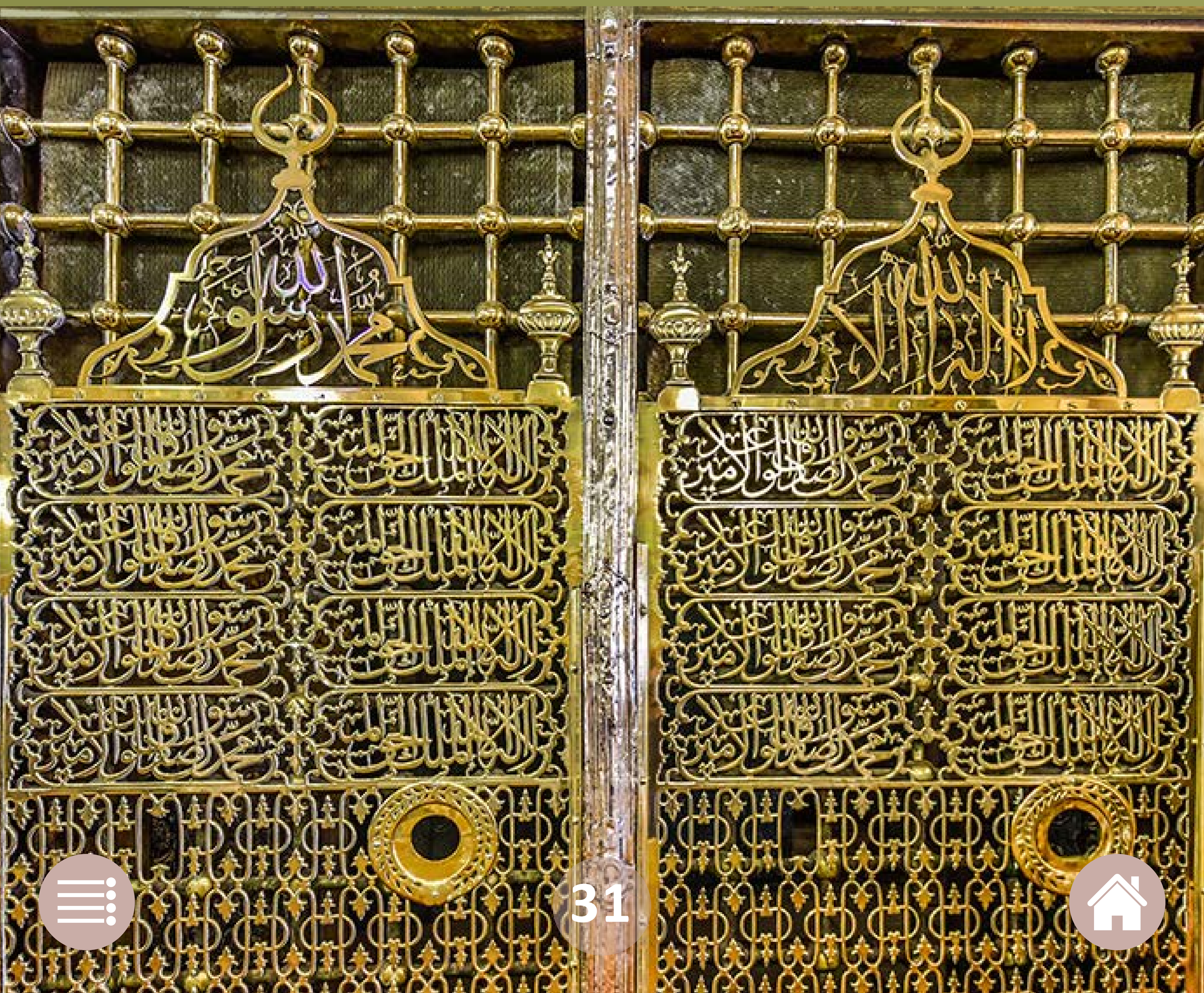
অতঃপর যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাত লাভ করেন, তখন ওফাতের স্থানেই তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়। কারণ তিনি নিজে বলে গিয়েছেন, 'প্রত্যেক নবীকে ওফাতস্থলে দাফন করা হয়'। তাই তাঁকেও এই হুজরাতে চিরতরে শায়িত করা হয়।

অতঃপর এখানে তাঁর দুই সাহাবী আবু বকর সিদ্দীক ও উমর ইবনুল খাত্তাবও শায়িত হন।

দীর্ঘকাল হুজরা শরীফ মসজিদের বাইরে ছিল। পরবর্তী সময়ে যখন মসজিদ সম্প্রসারিত হয়, তখন এটা মসজিদ-সীমার ভেতরে ঢুকে যায়।

বৃষ্টি, বন্যা ও ইসলামের শত্রুদের হাত থেকে হুজরা শরীফ সুরক্ষিত রাখতে মুসলমানগণ যুগে যুগে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন:

হুজরা শরীফের চতুর্পার্শ্বে অবকাঠামো ও প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই অসিয়ত বাস্তবায়িত করা হয় যেখানে তিনি তাঁর কবরকে উৎসব কিংবা শিরকের স্থানে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন।



বর্তমানে হুজরার ওপর একটি সবুজ গম্বুজ রয়েছে। ১২৫৩ হিজরীতে এটা সবুজ রঙে রাঙানো হয়।





নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সালাম প্রদান

মদিনায় অবস্থানরত লোকদের জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর যিয়ারত করা ও তাঁর ওপর সালাম দেয়া মুস্তাহাব।



নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর যিয়ারতের বিবরণ



1 মসজিদে নববীর সামনের অংশের পূর্বদিকে বিদ্যমান ‘বাবুস সালাম’ দিয়ে প্রবেশ করবেন। ধীর-স্থির ও ভাব-গাম্ভীর্য্যের সহিত ধীরে ধীরে অগ্রসর হবেন।

2

যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা শরীফের সামনে পৌঁছে যাবেন তখন: রাসূলে কারীমের ওপর সালাম দিবেন। বলবেন, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ('আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহূ')। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ পাঠ করবেন। এভাবেও বলতে পারেন, 'আসসালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ! আসসালামু আলাইকা ইয়া খিয়ারাতাল্লাহি মিন খালকিহী। আসসালামু আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদাল মুরসালীন ওয়া ইমামাল মুত্তাকীন। আশহাদু আন্নাকা কাদ বাল্লাগতার রিসালাহ, ওয়া আদ্দাইতাল আমানাহ, ওয়া নাসাহতাল উম্মাহ, ওয়া জা-হাদতা ফিল্লাহি হাক্কা জিহাদিহী। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীম ওয়া আলা আলি ইবরাহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইবরাহীম ওয়া আলা আলি ইবরাহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ'।

3 অতঃপর এক কদম অগ্রসর হয়ে আবু বকর সিদ্দীকের ওপর সালাম পেশ করবেন।

4 অতঃপর আরও এক কদম অগ্রসর হয়ে উমর ইবনুল খাত্তাবের ওপর সালাম পেশ করবেন।




ادخلوها بسلام آمنين
KING
SAUD
GATE
DOOR NO. 7



5

অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সঙ্গে সেখানে দাঁড়াবেন। আওয়াজ উঁচু করবেন না।

কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবদ্দশায় ও ওফাতের পরে উভয় অবস্থায় সমানভাবে সম্মানিত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرۡفَعُوٓاْ أَصۡوَٰتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجۡهَرُواْ لَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِبَعۡضٍ أَن تَحۡبَطَ أَعۡمَٰلُكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ﴾ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصۡوَٰتَهُمۡ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمۡتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمۡ لِلتَّقۡوَىٰۚ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَأَجۡرٌ عَظِيمٌ﴾

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তার সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না; এতে তোমাদের সকল কাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না। নিশ্চয় যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার’।

6 সালাম দেয়ার সময় যথাসম্ভব তাঁর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াবেন। কবরকে সামনে রাখবেন।

7 তবে সালামের জন্য খুব সামান্য সময় দাঁড়াবেন। যাতে অন্যান্য যিয়ারতকারীরা সালামের সুযোগ পান। ওখানে ভিড় কিংবা হট্টগোল সৃষ্টি না হয়।



8 কবর কিংবা কবরের আশপাশের কোনো কিছু স্পর্শ করবেন না।

9 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোনো প্রয়োজন পূরণের দুআ করবেন না। বিপদ থেকে উদ্ধার কিংবা রোগ মুক্তির প্রার্থনা করবেন না। কারণ এগুলো একমাত্র চিরঞ্জীব আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে প্রার্থনা করা যায় না। উপরন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদ বাস্তবায়ন ও শিরক নির্মূলের জন্য এসেছেন।

10 অতঃপর ধীর-স্থিরতার সহিত সেখান থেকে বের হয়ে যাবেন। যাতে পেছনে থাকা লোকদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সালাম পেশের জায়গা তৈরি হয়।





রওজা শরীফ

রওজা শরীফ (রিয়াজুল জান্নাহ) মসজিদে নববীর সামনের দিকের একটি অংশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘর (হুজরা শরীফ) থেকে শুরু করে তাঁর মিম্বর পর্যন্ত অংশ জুড়ে বিস্তৃত।

রওজা একটি মহা ফজীলত ও মর্যাদাপূর্ণ স্থান। এখানে রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হয়। এখানেই রাসূলুল্লাহ, তাঁর সাহাবাগণ নামাজ পড়তেন, দুআ করতেন এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকির করতেন।

এটা মসজিদে নববী শরীফের সর্বোত্তম অংশ।

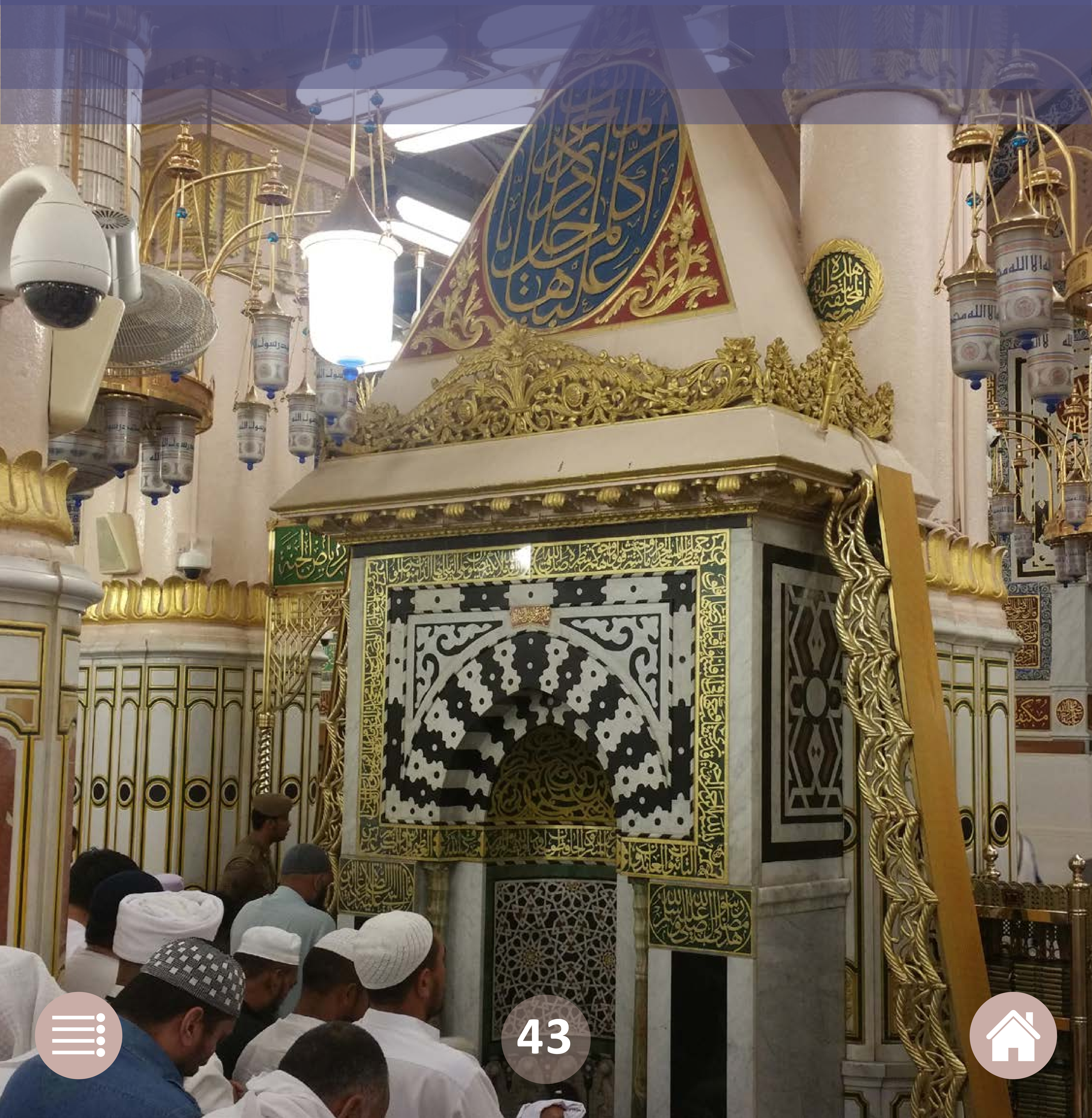
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী অংশটুকু জান্নাতের একটি বাগান'।



রিয়াজুল জান্নাহ তথা জান্নাতের বাগান বলতে কী উদ্দেশ্য?

এখানে অবস্থানকারী ব্যক্তি জান্নাতের বাগানের মতো সৌভাগ্য ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ করে থাকেন।

এখানে ইবাদত ও নামাজ মানুষকে জান্নাতের বাগানের দিকে নিয়ে যায়।





রওজা শরীফে কীভাবে নামাজ পড়বো?

রওজা শরীফে নামাজে আগ্রহীদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ভিড় এড়াতে এটাকে নিয়মানুবর্তী করা হয়েছে। ফলে এখন সেখানে প্রবেশ করতে হলে অফিসিয়াল অ্যাপের মাধ্যমে বুকিং নিতে হয়। প্রবেশের সময় ও স্থান বাছাই করতে হয়।

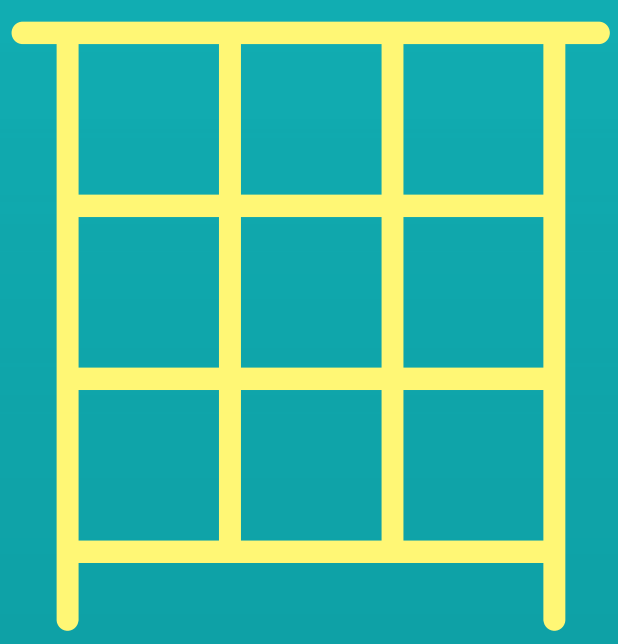


মসজিদে নববীতে প্রবেশের ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা

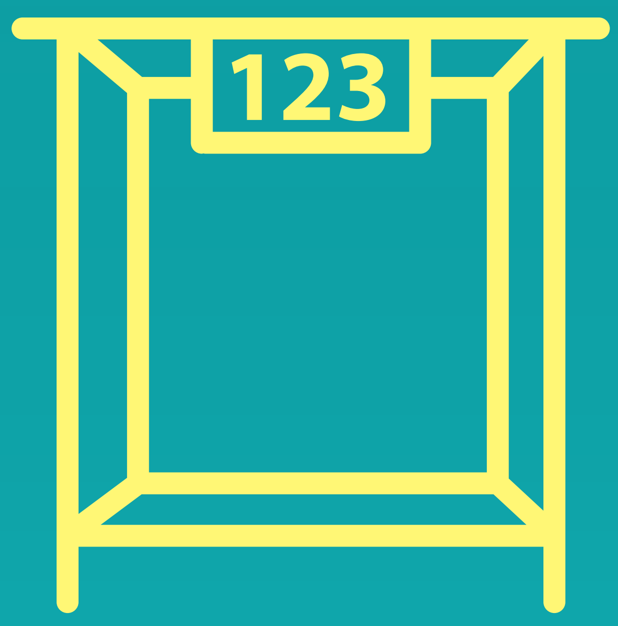


প্রায় সবগুলো দরজা দিয়ে হুইল চেয়ার নিয়ে প্রবেশ করা যায়।

বয়স্ক এবং যাদের প্রয়োজন তাদের জন্য মসজিদের ভেতরে প্রধান ফটকের পাশে বহনযোগ্য চেয়ার বিদ্যমান রয়েছে।



মসজিদে প্রবেশের সময় আপনি দরজার কাছে নির্ধারিত জায়গায় জুতো রাখতে পারেন। কিংবা মসজিদের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাক্সেও জুতো রাখতে পারেন।



যে বাক্সে রাখবেন সেটার নম্বর মনে রাখুন। কারণ সবগুলো দেখতে একই রকম।

অনুগ্রহপূর্বক যত্রতত্র স্থানে জুতো রাখবেন না।



মসজিদে নববীর ভেতরে সাধারণত সোম ও বৃহস্পতিবারে রোজাদারদের জন্য ইফতারীর ব্যবস্থা থাকে।





মসজিদে নববীর ভেতরে বিদ্যমান সকল পানি যমযম কূপের।

বিশুদ্ধতা ও নির্মলতার উচ্চমান রক্ষা করে সেগুলো মসজিদে নববীতে নিয়ে আসা হয়।



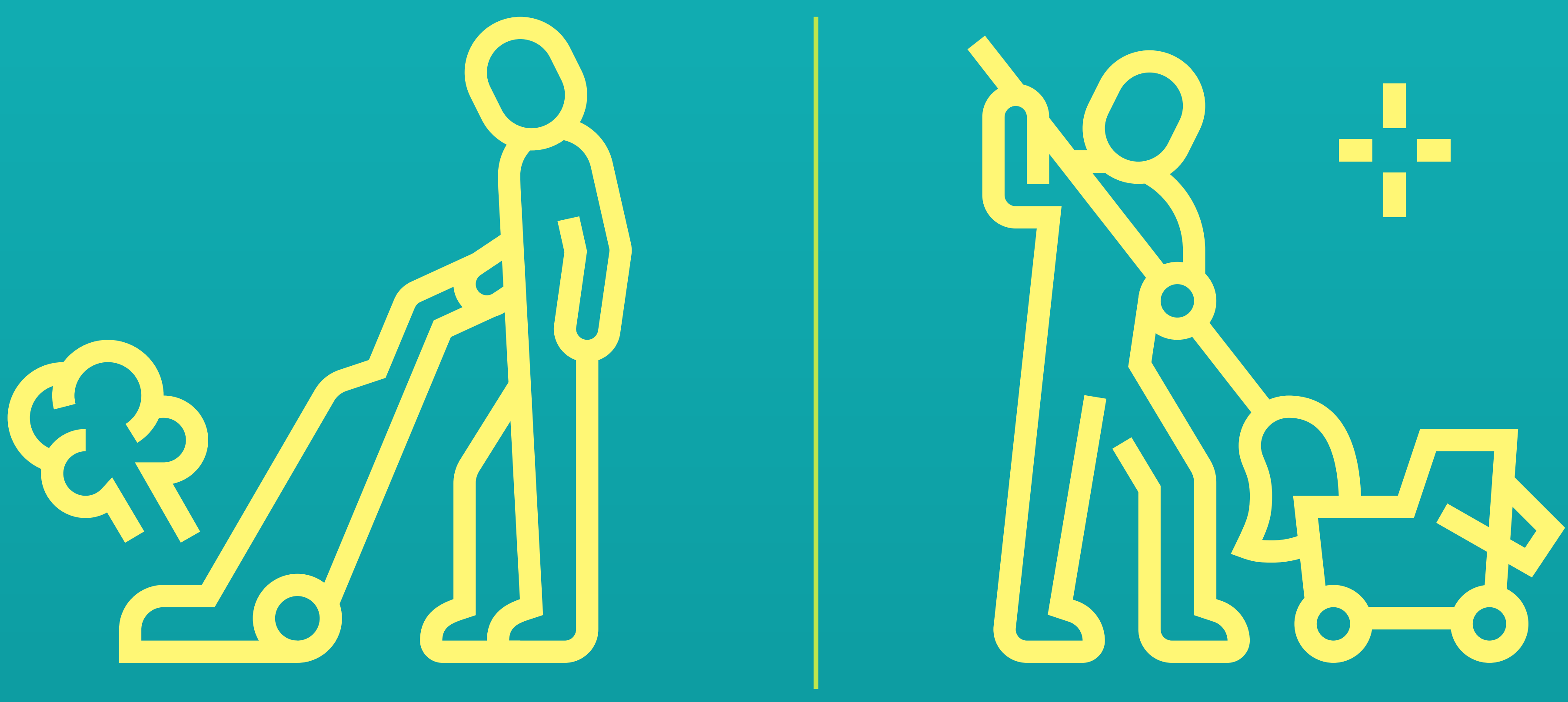
মনে রাখুন এটা সেই স্থান যেখানে রাসূলুল্লাহ, তাঁর সাহাবাগণ সবসময় আল্লাহর যিকির ও ইবাদতের মাঝে কাটিয়েছেন। আপনার পাশেই নবীজীর কবর। সুতরাং আপনার প্রত্যেকটা মুহূর্ত উপকারী কাজে ব্যস্ত থাকুন। শোরগোল, হাসি-ঠাট্টা, অনর্থক মোবাইল ব্যবহার থেকে দূরে থাকুন।



মসজিদে নববীর অভ্যন্তরে কুরআন শিক্ষা ও মুখস্থের জন্য অসংখ্য হালকা (মজলিস) চালু রয়েছে। বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ সেগুলোতে পাঠদান করে থাকেন।







মসজিদের কার্পেট কিংবা টাইলসের ওপর কিছু পড়ে নোংরা হয়ে গেলে দ্রুত পরিচ্ছন্নকর্মীর সহায়তা গ্রহণ করুন।



মসজিদের অভ্যন্তরে বিদ্যমান পথগুলো চলাফেরার জন্য। সেগুলোতে নামাজে দাঁড়ালে চলাচল বিঘ্নিত হবে এবং ভিড় সৃষ্টি হবে।



মসজিদ প্রাঙ্গণে একাধিক উজুখানা রয়েছে। ফলে মুসল্লির কষ্ট করে শৌচাগারে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন।

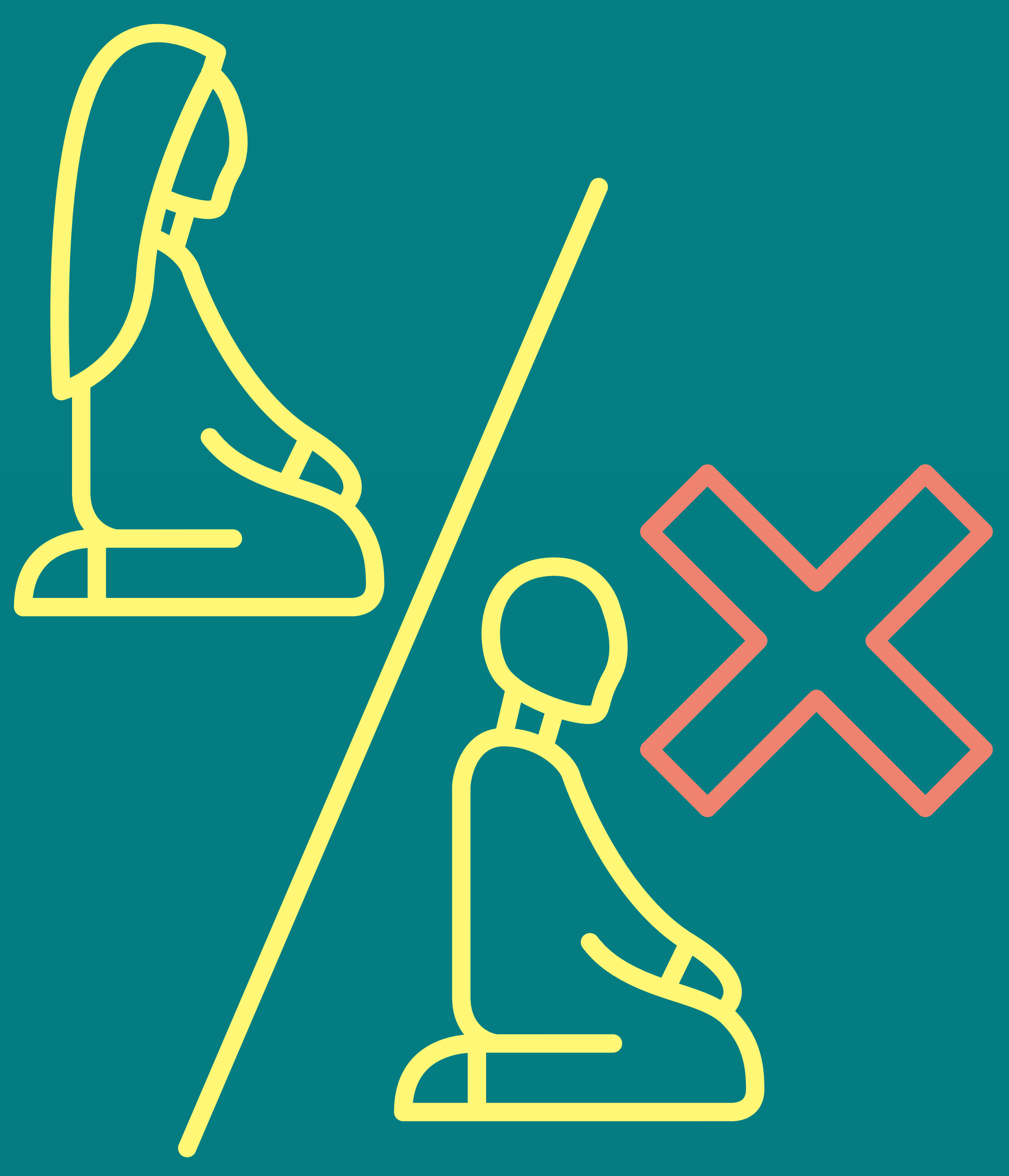


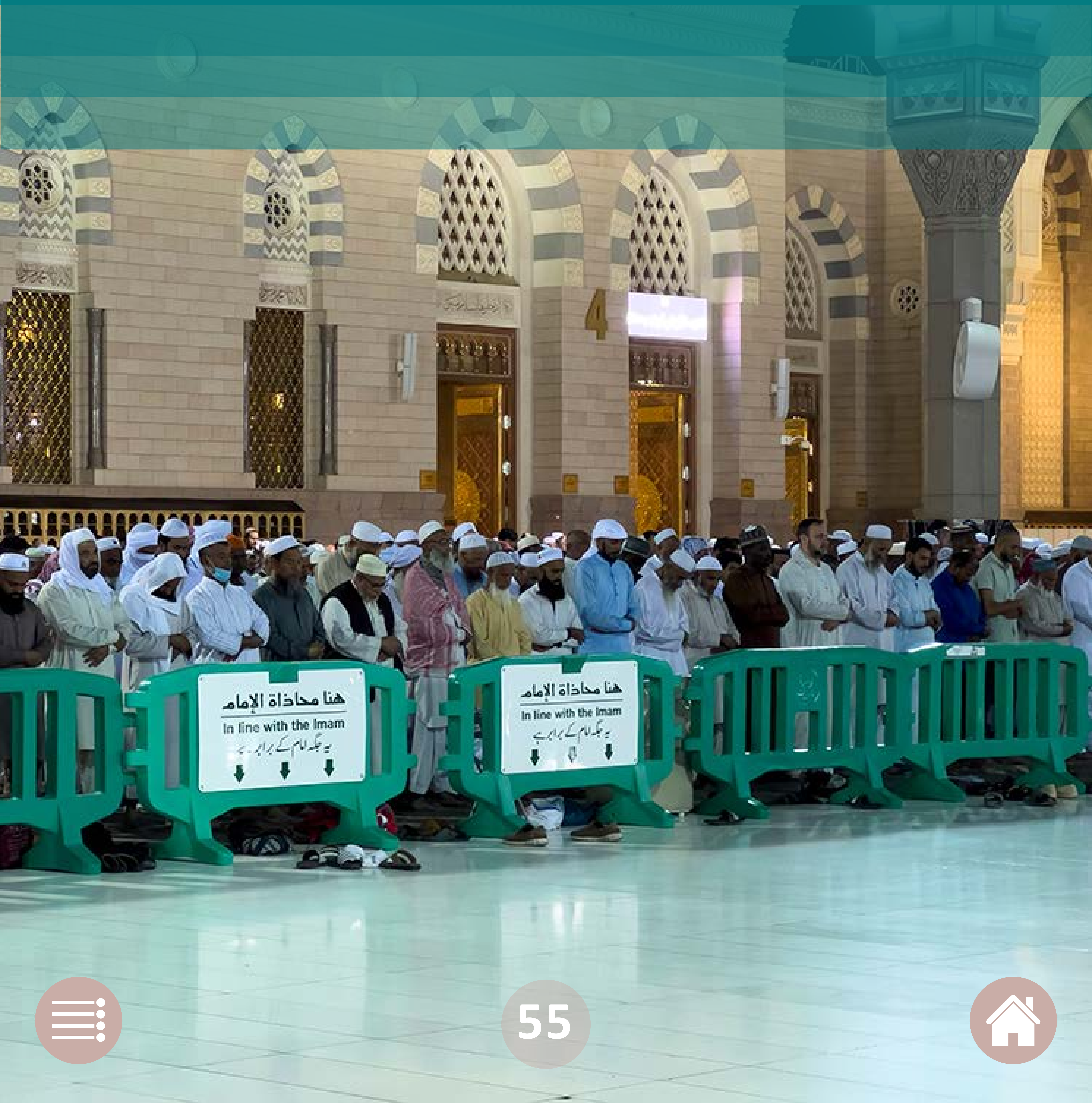
খোলা চত্বরে হোঁচট খাওয়া থেকে সতর্ক থাকুন।
জুতার কারণে হোঁচট খাওয়া থেকে সাবধান হোন।



হারামের আঙিনায় ধুমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

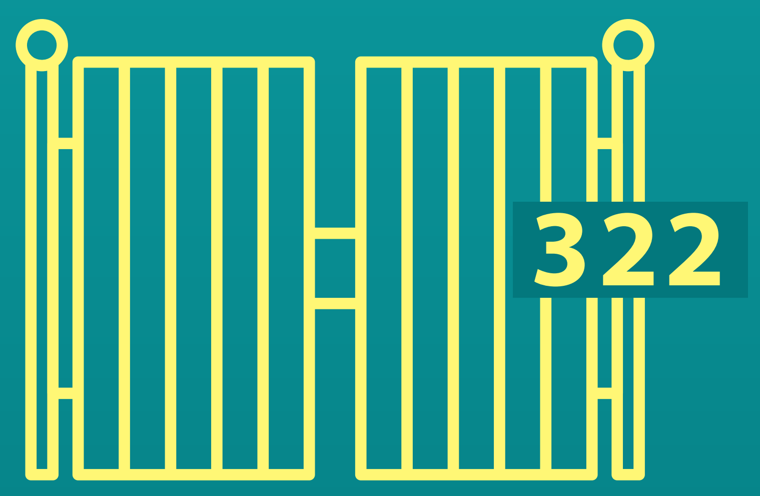
মসজিদের দক্ষিণ প্রাঙ্গনে নামাজ পড়তে গিয়ে ইমামের আগে দাঁড়াবেন না। এক্ষেত্রে ইমামের অবস্থান জানা ও তাঁর বরাবর কিংবা পেছনে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে লিখিত সাইনবোর্ডগুলোর দিকনির্দেশনা মেনে চলুন।



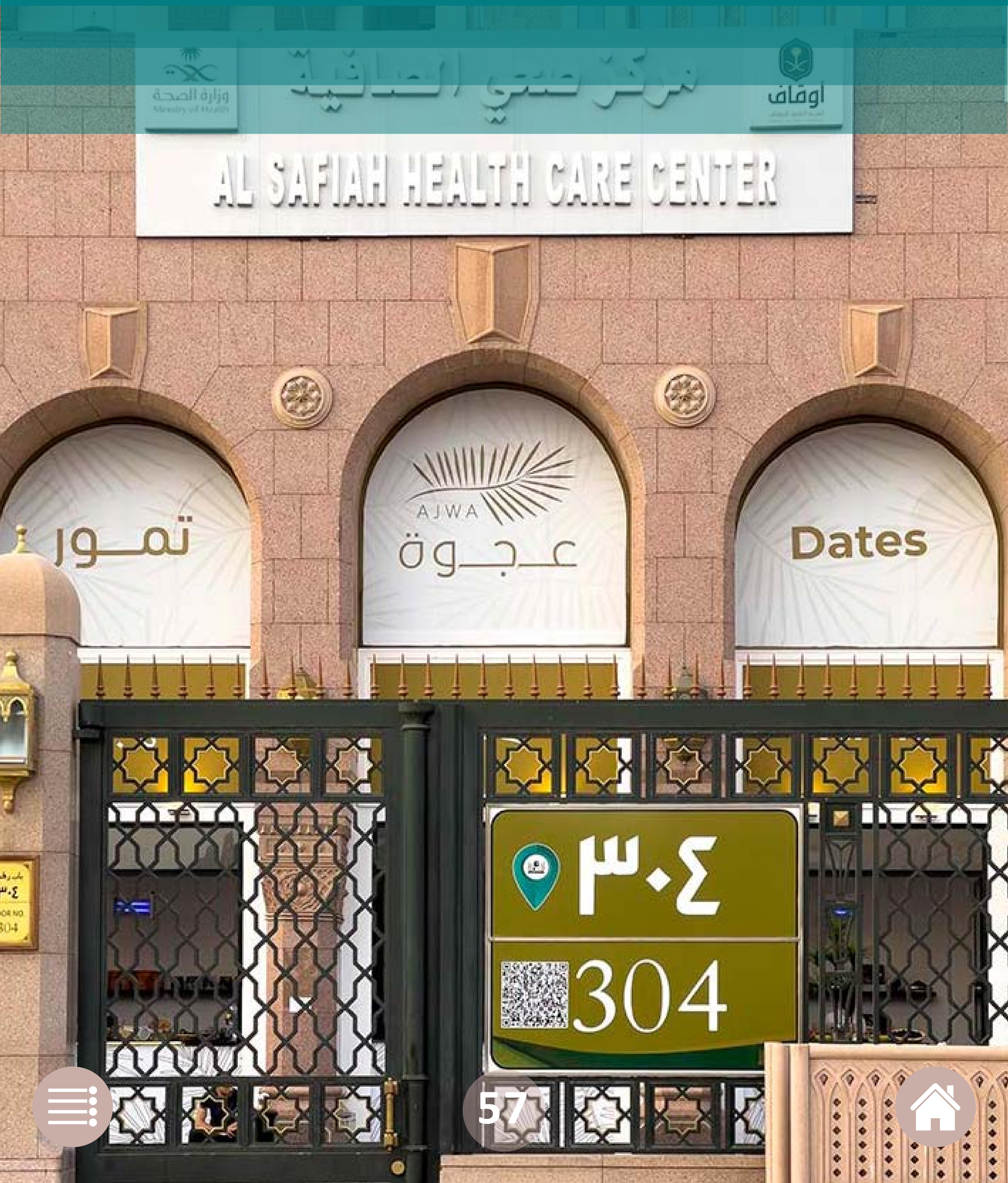


মসজিদের প্রত্যেক দরজার পাশে সুস্পষ্টভাবে সেটার নম্বর লেখা রয়েছে। সুতরাং এসব নম্বর দেখে আপনি আপনার কাঙ্খিত দরজায় পৌঁছতে পারেন।

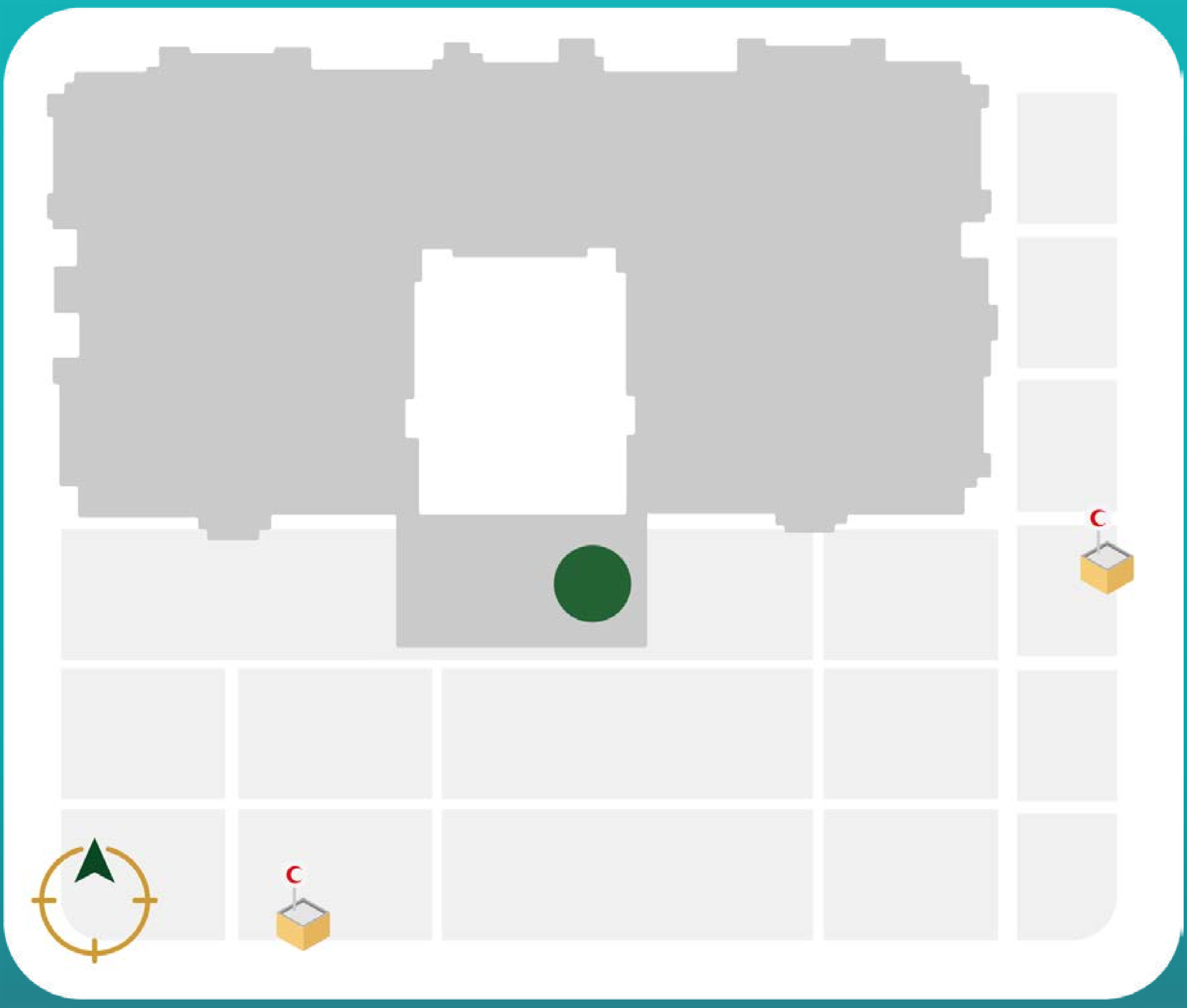




মসজিদে নববী চত্বরের দরজার গায়েও নম্বর রয়েছে। এগুলো মূলত চত্বরের বাইরের দেয়ালের দরজায় লিখিত। মূল মসজিদের দরজার নম্বরগুলো থেকে এসব দরজার নম্বর ভিন্ন।



শারীরীক কোনো জটিলতার প্রয়োজনে হারামের আঙিনার পাশে বিদ্যমান দু’টো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেন।



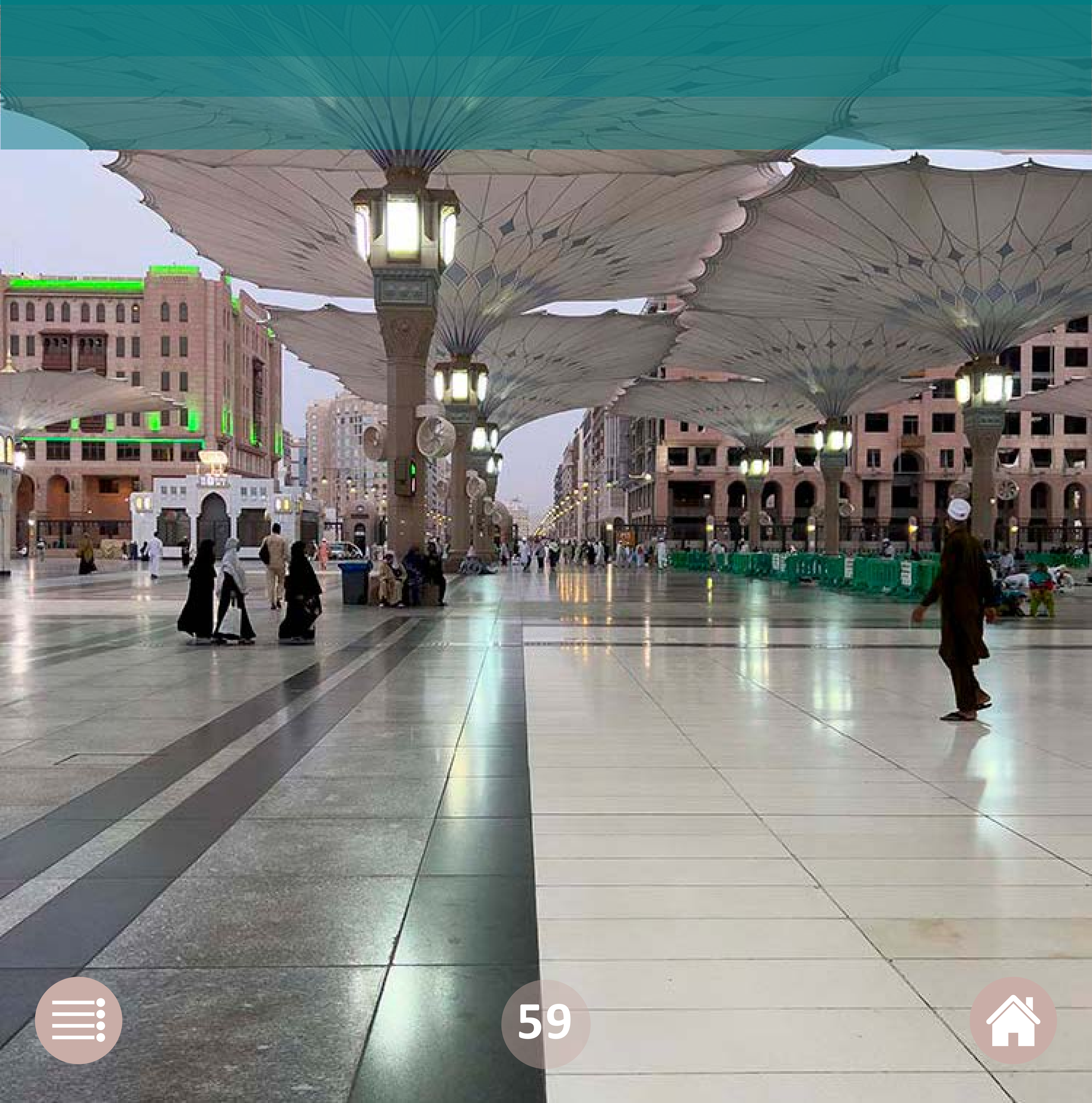


চত্বরে খালি পায়ে হাঁটা

জুতো হারিয়ে ফেললে কিংবা খুঁজতে গেলে প্রচণ্ড গরমের সময় সাদা টাইলসগুলোর ওপর হাঁটুন। কারণ এগুলো তুলনামূলক ঠাণ্ডা থাকে।

কালো কিংবা রঙিন টাইলসগুলোর ওপর খালি পায়ে হাঁটা থেকে বিরত থাকুন। কারণ সেগুলো প্রচণ্ড গরম হয়ে থাকে।





গুরুত্বপূর্ণ নম্বরসমূহ

911

জরুরি ও নিরাপত্তা সেবার জন্য

937

চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ ও জিজ্ঞাসার জন্য

920002814

আল্লাহর মেহমানদের জিজ্ঞাসার জবাবের জন্য হজ ও ওমরা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ কেন্দ্র

1966

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী সংক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য

হজ্জের অন্যান্য সকল নির্দেশিকা হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে বিদ্যমান (ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন)। এসব নির্দেশিকাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান।



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

وزارة الصحة
Ministry of Health

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority

الهيئة العامة للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY

আল্লাহ আপনাদের আমল ও প্রচেষ্টাগুলো কবুল করুন

দিক-নির্দেশনামূলক অন্যান্য তথ্যের জন্য
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে
আমাদের একাউন্টগুলো অনুসরণ করুন

Haj.gov.sa | @HajMinistry

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

1.2 BEN بنغالي



মসজিদে নববীর
সেবা নির্দেশিকা

কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

এই নির্দেশিকাটি নিম্নলিখিত ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। পছন্দের ভাষার ওপর ক্লিক করে আপনি সেটা ডাউনলোড করতে পারেন:

English ENG	عربي AR
বাংলা BEN	Bahasa Indonesia IND
Français FRA	Hausa HAU
Türkçe TUR	اُردُوْ URD
Español SPN	Русский язык RUS
Bahasa Malaysia MAY	සිංහල භාෂාව SIN
አማርኛ AMH	فارسی PER
o'zbek UZB	हिंदी HIN

সূচিপত্র

পছন্দসই পৃষ্ঠায় যেতে যেকোনো শিরোনামে ক্লিক করুন



জুমুআর খুতবার অনুবাদ



দর্শনার্থীদের জন্য কুরআন মুখস্থকরণের হালকা



বিভিন্ন ভাষায় কুরআন



হারানো ব্যক্তিদের প্রত্যাবর্তন কেন্দ্র



বড় বড় ছাতা



হারানো সামগ্রী



নারীদের নামাজের স্থলে হারানো বস্তু:



মসজিদে নববীর গ্রন্থাগার



মসজিদে নববীতে নারীদের নির্দেশিকা



▶ বাকী’ কবরস্থান



▶ গাড়ি পার্কিং

গুরুত্বপূর্ণ নম্বরসমূহ

এই নির্দেশিকাতে আপনি মসজিদে নববীতে বিদ্যমান গুরুত্বপূর্ণ সেবাসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।





জুমুআর খুতবার অনুবাদ

নিম্নলিখিত ভাষাগুলোতে জুমুআর খুতবা সরাসরি অনুবাদ ও প্রচার করা হয়:

ইংরেজি	FM 105.5
তুর্কি	FM 107
ফরাসি	FM 99.5
ফারসি	FM 107
উর্দু	FM 105
হাউসা	FM 107.3
মালাউই	FM 99



দর্শনার্থীদের জন্য কুরআন মুখস্থকরণের হালকা

এটা মসজিদে নববীর দর্শনার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একটি বিশাল সেবা।

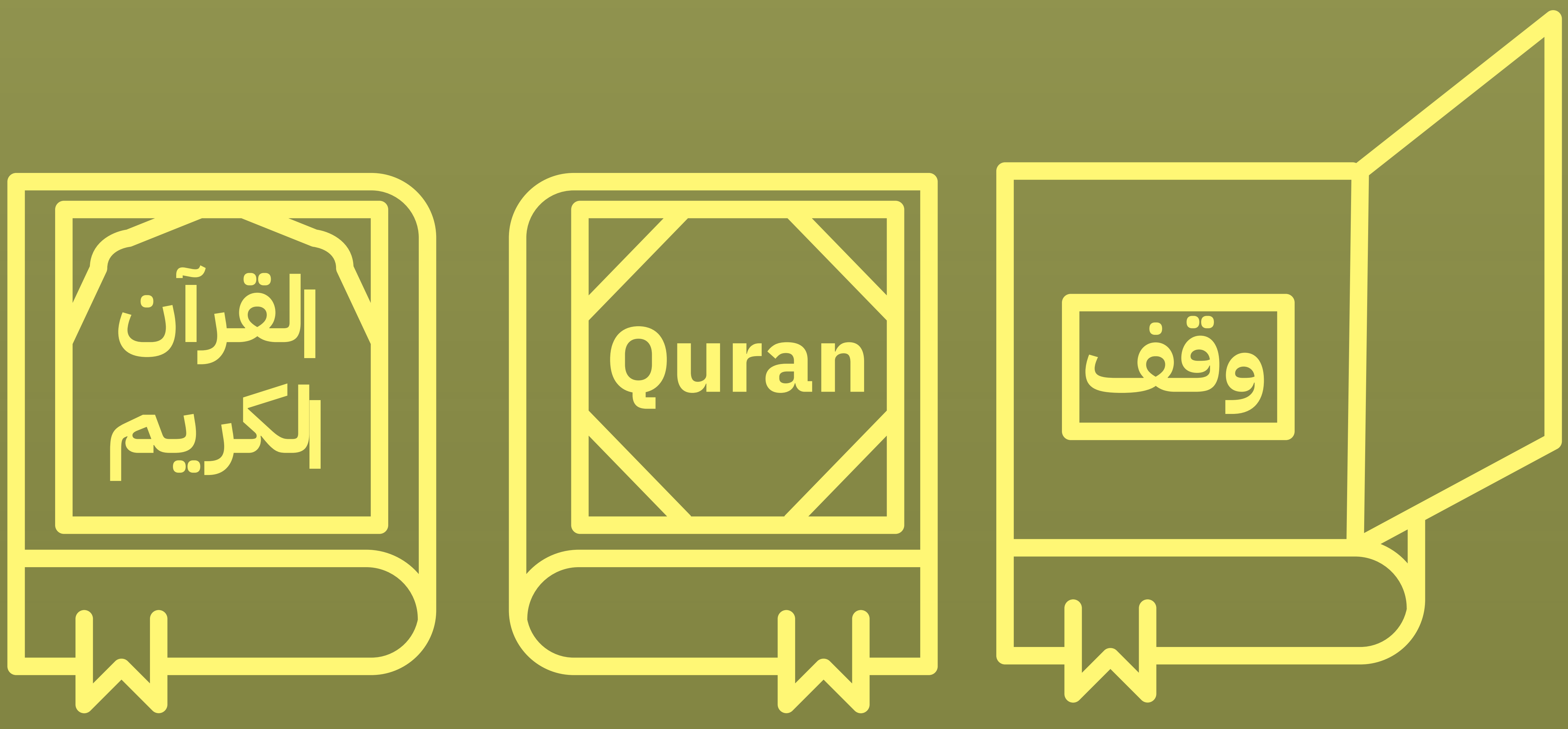
মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলে আপনি বিভিন্ন পার্শ্বে অনেকগুলো হালকা দেখতে পাবেন। এগুলো মূলত যিয়ারতকারীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এখানে তারা তাদের তিলাওয়াত শুদ্ধ ও সুন্দর করতে পারেন।



বিভিন্ন ভাষায় কুরআন

মসজিদে নববীতে আপনি বিভিন্ন প্রকারের কুরআন দেখতে পাবেন। যা ভাষা ও প্রয়োজন নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য উপকারী। সেখানে রয়েছে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত তাফসীর। আরও রয়েছে দৃষ্টিহীনদের জন্য ব্রেইল ভাষার কুরআন।

মসজিদে নববীতে বিদ্যমান সকল কুরআন মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত। ফলে সেগুলো মসজিদ থেকে বের করা বৈধ হবে না।

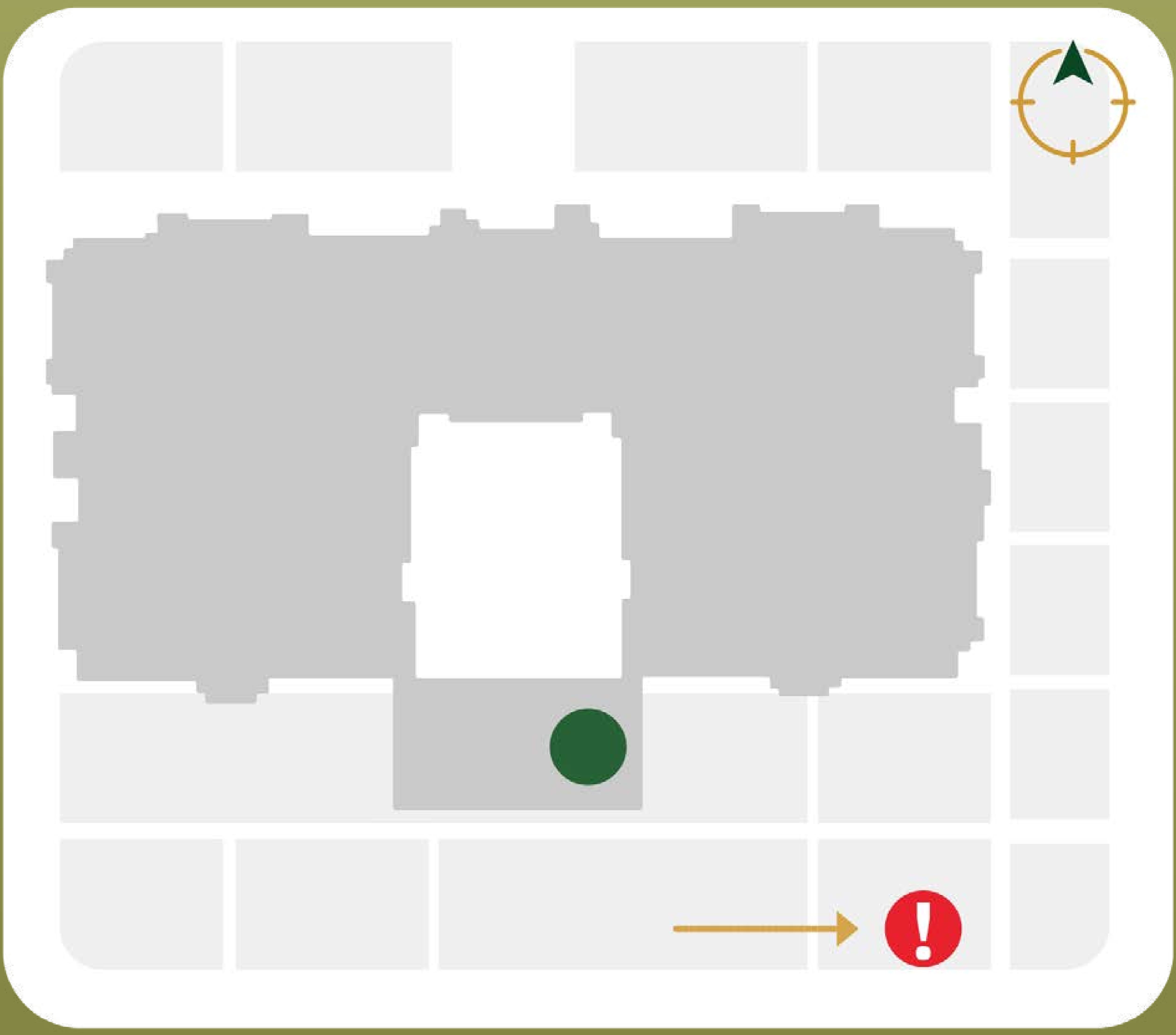


হারানো ব্যক্তিদের প্রত্যাবর্তন কেন্দ্র

কেউ নিজে হারিয়ে গেলে কিংবা হারানো কাউকে খুঁজতে চাইলে অথবা হারিয়ে গেছে এমন কাউকে দেখে সাহায্য করতে না পারলে প্রত্যেকের জন্য কর্তব্য হলো নিম্নলিখিত স্থানগুলোতে বিদ্যমান হারানো ব্যক্তিদের প্রত্যাবর্তন কেন্দ্রে যোগাযোগ করা:

অফিসের লোকেশন:

মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে (১) নং এলাকায় গেইট নং: ২১ আলিফ, বাকী'র প্রাচীরের কাছে।

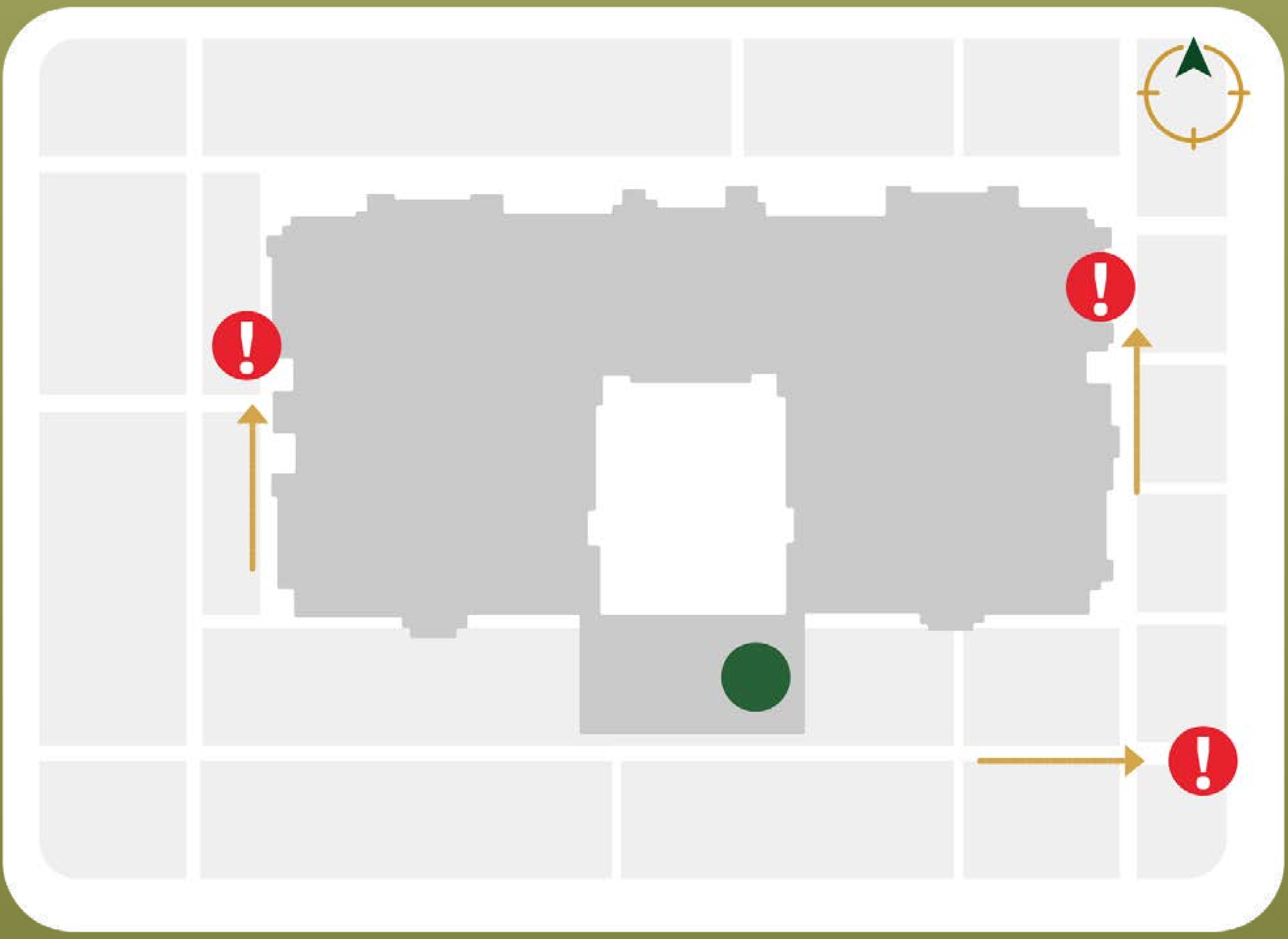


হারানো শিশু

চত্বরের ৩৪ জীম নম্বর দরজার বিপরীতে বাকী' কবরস্থানের প্রাচীরের কাছে হারানো শিশুদের প্রধান কার্যালয় রয়েছে।

আরেকটি কেন্দ্র রয়েছে নারীদের পশ্চিম দিকের ১৩ নং মুসল্লাতে।

আরেকটি কেন্দ্র রয়েছে নারীদের পূর্বদিকের ২৯ নং মুসল্লাতে

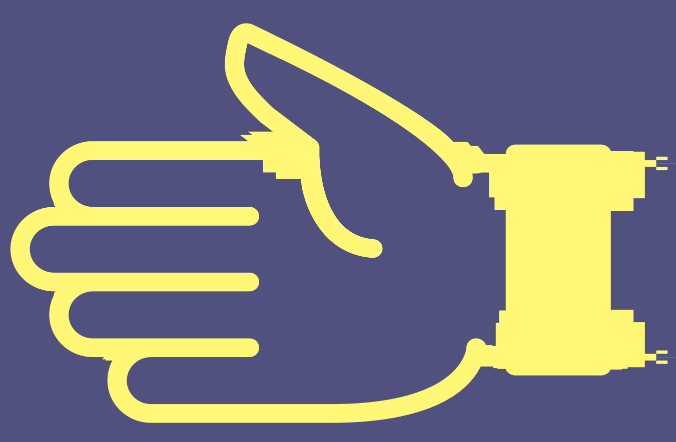






কোনো হারানো শিশু পেলে তাকে মসজিদের নিকটবর্তী দরজার কাছে নিয়ে যান। দরজাতে বিদ্যমান দায়িত্বশীলের কাছে অর্পণ করুন। তিনি শিশুটিকে তার পরিবারের কাছে পৌঁছে দিবেন।

সতর্কতা



বাচ্চার সঙ্গে তার নাম, আপনার নাম ও আপনার ফোন নাম্বার সম্বলিত পরিচয়পত্র কিংবা ব্রেসলেট ইত্যাদি রাখুন। এতে আল্লাহ না করুন সে হারিয়ে গেলে তাকে সহজে আপনার কাছে পৌঁছানো যাবে।

বড় বড় ছাতা



মসজিদের বাইরের আঙিনা ও ভেতরের ‘সারাহাতে’ জাঁকজমকপূর্ণ কারুকাজ ও দৃষ্টিনন্দন ডিজাইনের ২৬২ টি বড় বড় ছাতা ছড়িয়ে আছে। এগুলো প্রয়োজন অনুপাতে খোলা ও বন্ধ করা হয়।









যিয়ারতকারী ও মুসল্লীদেরকে রোদ-বৃষ্টি থেকে সুরক্ষা দিতে দিনের প্রথমভাগে এগুলো খুলে দেয়া হয়। রাতে বায়ু চলাচল ও আকাশের দৃশ্য উপভোগের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়।





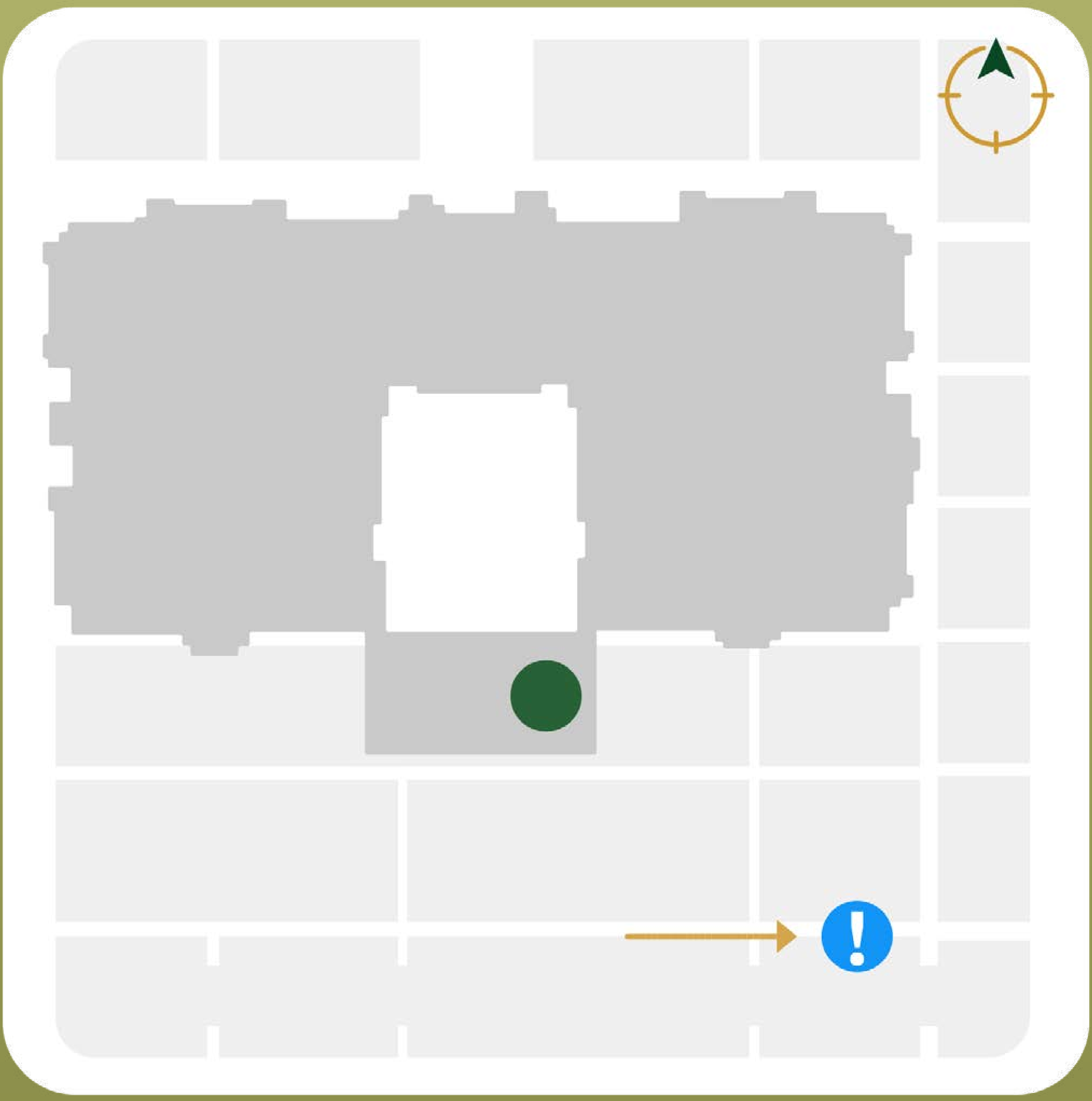


হারানো সামগ্রী

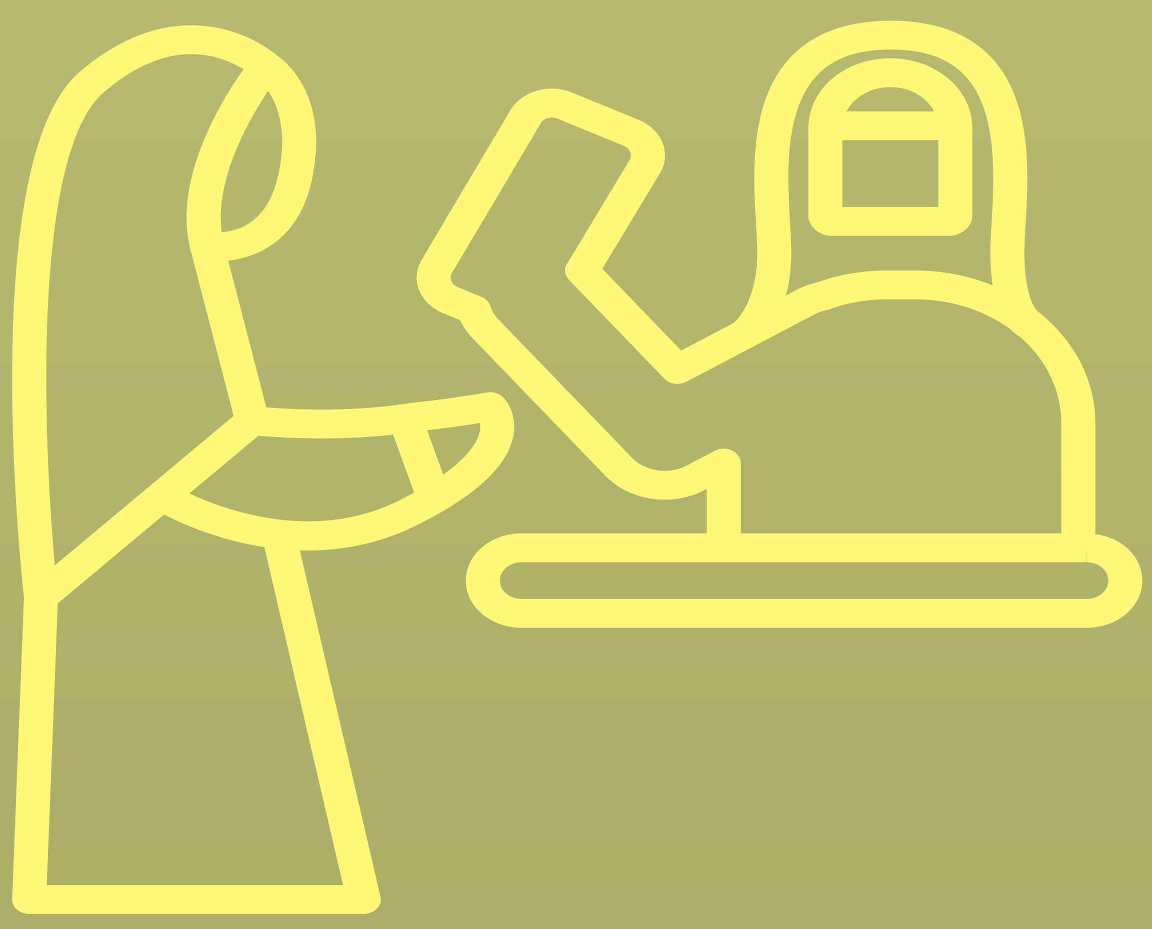


হাজী ও যিয়ারতকারীদের নিজ নিজ মালামালের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যাতে কোনো কিছু হারিয়ে না যায়।

তদুপরি কেউ যদি কোনো কিছু হারিয়ে ফেলে কিংবা কিছু খুঁজতে চায় তবে হারামের নিরাপত্তা কর্মীদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হারানো কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারে। এটা চত্বরের বর্হিগমন পথের কাছে ১৮ নং কেন্দ্র



নারীদের নামাজের স্থলে হারানো বস্তু



নারীদের নামাজের স্থলে হারানো সামগ্রী পূর্বদিকের মুসল্লার অফিসে এক সপ্তাহ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়।

যদি ততোদিনে সেটা গ্রহণ করা না হয় তবে পরবর্তীতে চত্বর গেটের ১৮ নং কেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়।

মসজিদে নববীর
গ্রন্থাগার



আল্লাহর রাসূলের মসজিদে বিদ্যমান এই গ্রন্থাগারটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমৃদ্ধ কেন্দ্র। নানান বয়স ও নানান সংস্কৃতির অসংখ্য ছাত্র, গবেষক ও যিয়ারতকারীগণ এখানে এসে থাকেন।

গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা:

এই গ্রন্থাগারটি সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হিজরী ৮৮৬ সালের আগে।

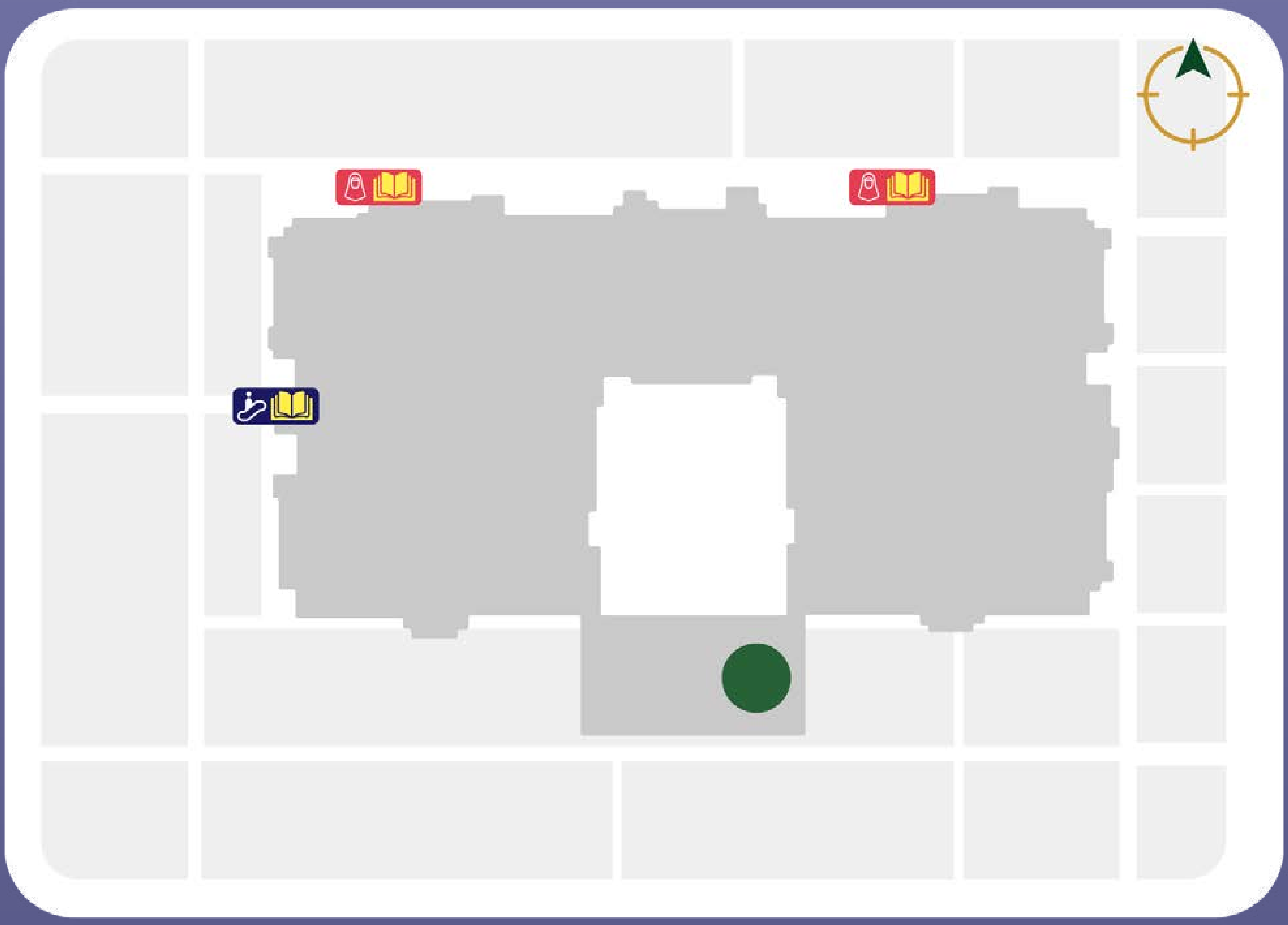
আধুনিক যুগে ১৩৫২ হিজরীতে। ।এটি পুনঃনির্মিত হয়।



গ্রন্থাগারের অবস্থান:

মসজিদে নববীর গ্রন্থাগারটি মসজিদের ছাদে অবস্থিত। 'বাবে আকীক' নামে পরিচিত ১১ নং দরজা দিয়ে সেখানে প্রবেশ করা যায়। এক্ষেত্রে (১০সি) নং বৈদ্যুতিক সিঁড়ি ব্যবহার করতে হবে।

নারীদের জন্য নির্ধারিত গ্রন্থাগারটি রয়েছে (২৪) অথবা (১৬) নং দরজার কাছে।





গ্রন্থাগারের আয়তন ৭৪৪ বর্গমিটার।

গ্রন্থাগারটিতে ৭১ টি বিষয়ে ১৭২৫৪৮ এর অধিক গ্রন্থ রয়েছে।

গ্রন্থাগারটি সকাল ৮ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকে।

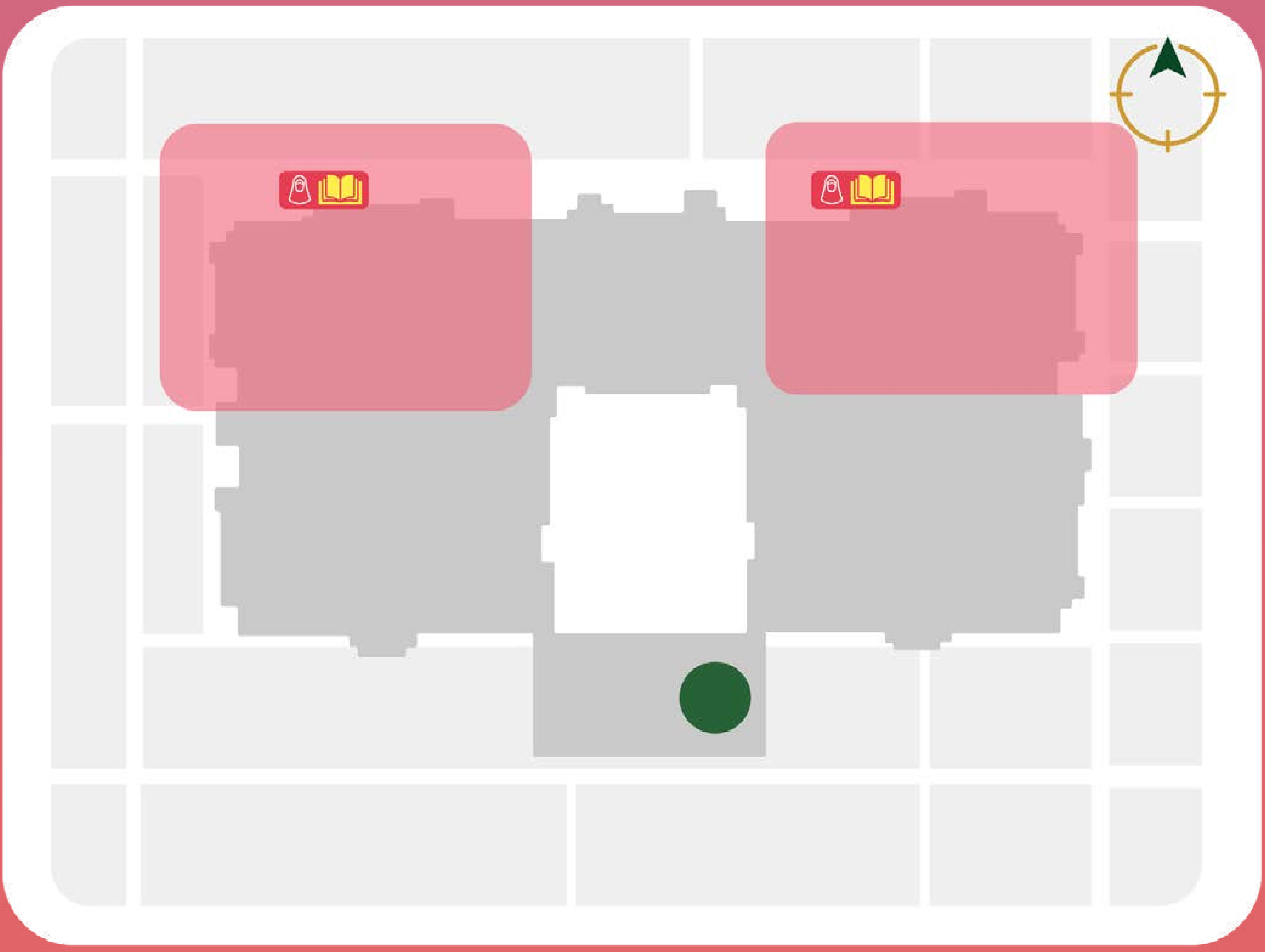
মসজিদে নববীতে নারীদের নির্দেশিকা

মসজিদে নারীদের জন্য নির্ধারিত বড় দু'টো নামাজের স্থান (মুসল্লা) রয়েছে। সেখানে তাদের জন্য নির্ধারিত চত্বরও রয়েছে:

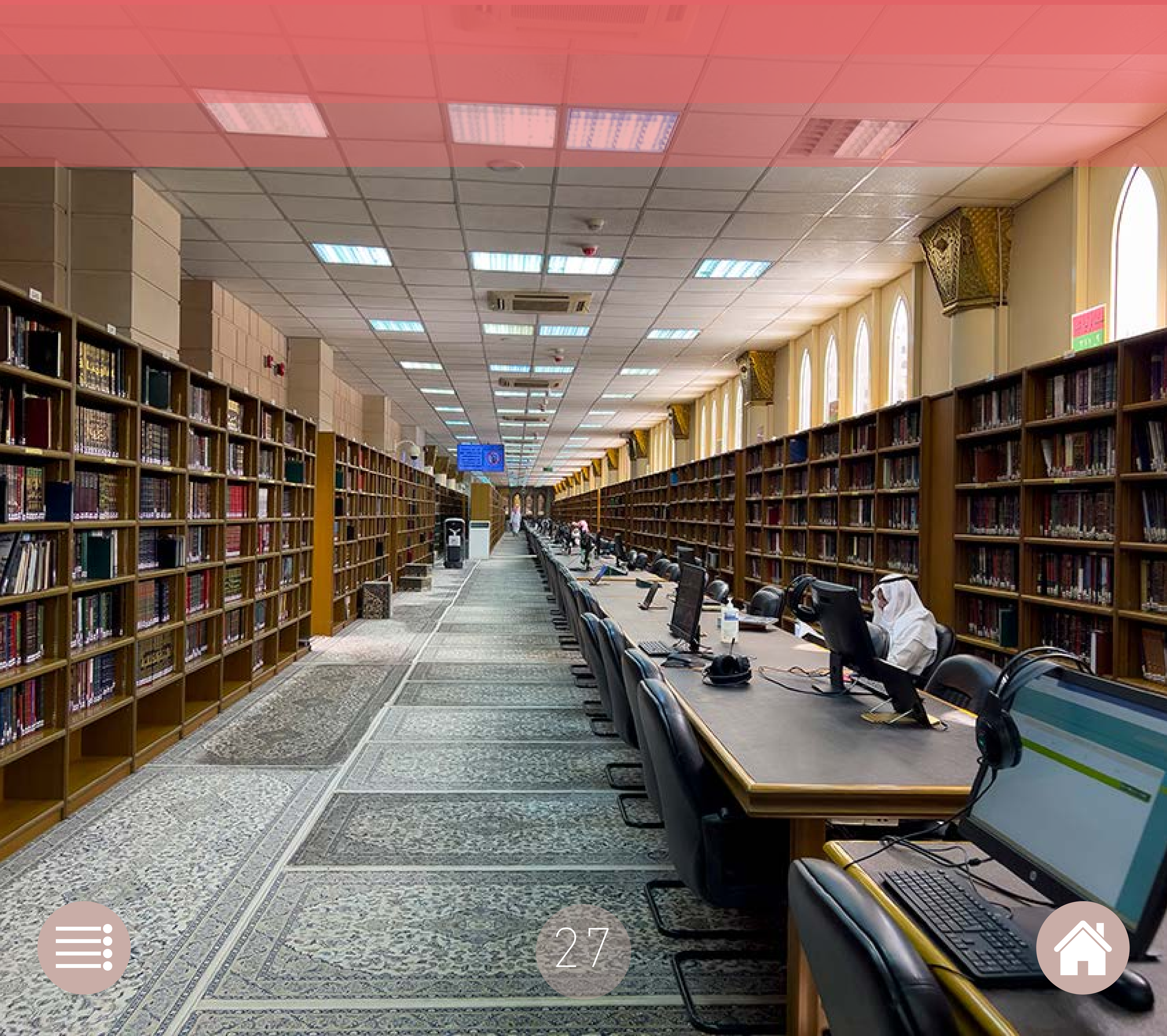
পশ্চিম দিকের মুসল্লা: ১৩ নং থেকে ১৭ দাল নং দরজা পর্যন্ত যে কোনো দরজা দিয়ে সেখানে পৌঁছা সম্ভব।

উত্তর দিকের মুসল্লা: ২৩ নং থেকে ৩১ বা নং দরজা পর্যন্ত যে কোনো দরজা দিয়ে সেখানে পৌঁছা যায়।





নারীদের জন্য নির্ধারিত একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার বিদ্যমান রয়েছে। ১৬ নং কিংবা ২৪ নং দরজা দিয়ে সেখানে পৌঁছা যায়।





নারীদের জন্য রওজা শরীফ (রিয়াযুল জান্নাহ) যিয়ারত ও সেখানে নামাজ পড়ার সুযোগ রয়েছে। এজন্য সরকারি অ্যাপে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে:

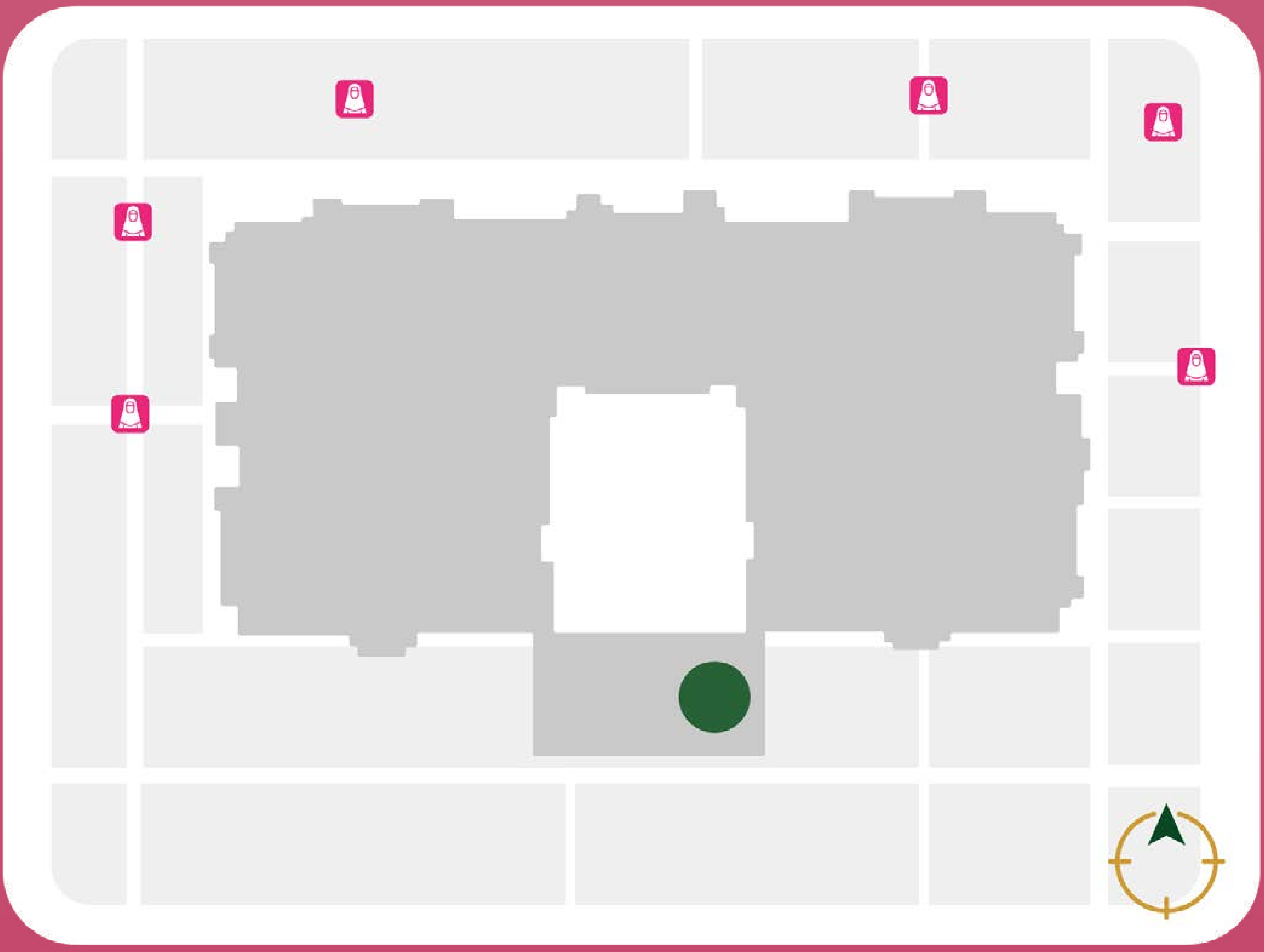
নুসুক অ্যাপ



নারীদের পূর্ব দিকের মুসল্লার ২৫ নং ও ২৯ নং দরজা দিয়ে রওজাতে পৌঁছা যাবে।

হারামের চতুর্দিকে নারীদের নামাজের স্থানের কাছাকাছি তাদের জন্য নির্ধারিত শৌচাগার রয়েছে। সেগুলোতে নারীদের বিশেষ সংকেত বিদ্যমান রয়েছে। নারীদের জন্য নির্ধারিত শৌচাগারগুলো হলো:

উত্তর দিকে	১১ বা-৯-১২ আলিফ
পূর্ব দিকে	১৩ আলিফ
পশ্চিম দিকে	৭আলিফ-৭বা



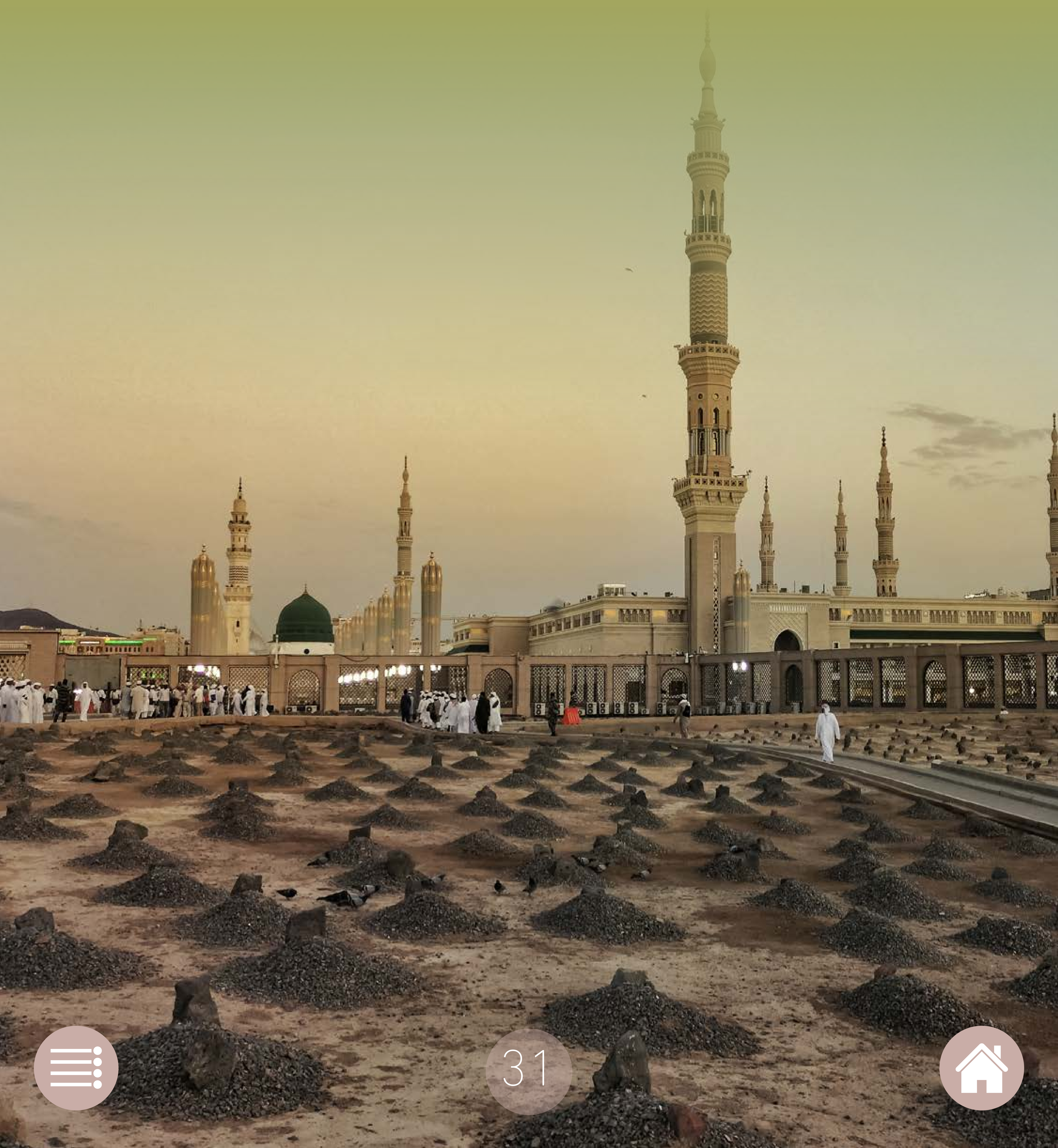
বাকী’ কবরস্থান



এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত মদীনা মুনাওয়ারার কবরস্থান।

যুগে যুগে এখানে অসংখ্য মানুষ শায়িত হয়েছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন: একাধিক উম্মাহাতুল মুমিনীন (রাসূলুল্লাহর স্ত্রী) ও অসংখ্য সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

এটা মসজিদে নববীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। এর আয়তন ১৮০,০০০ বর্গ মিটার।





এটাকে ‘বাকী’ বলা হয়; কারণ অতীতে এখানে অসংখ্য গাছপালা ছিল। আর আরবীতে নানান গাছপালাপূর্ণ বিস্তৃত অঞ্চলকে ‘বাকী’ বলা হয়।



নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়শই বাকীর অধিবাসীদের যিয়ারত করতেন এবং তাদের জন্য দুআ করতেন।



পুরুষদের জন্য ফজরের পর থেকে সকাল ৯ টা পর্যন্ত এবং আসরের পর থেকে দেড় ঘন্টা পর্যন্ত বাকী কবরস্থান যিয়ারতের সুযোগ রয়েছে।



গাড়ি পার্কিং

মসজিদে নববীর নিচে ৪৩০০ টি গাড়ি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পার্কিং ব্যবস্থা রয়েছে। এই পার্কিং সর্বমোট ২৪ টি ইউনিটে বিভক্ত। ১১ টি ইউনিট উপর তলায়; আর ১৩ টি ইউনিট নিচ তলায়। এসব ইউনিটের অর্ধেক তথা ১২ টি ইউনিট মাসিক ও বাৎসরিক সাবস্ক্রিপশন ভিত্তিক। আর বাকি ১২ টি ঘন্টা হিসেবে নগদ পেমেন্ট ভিত্তিক পরিচালিত হয়। মসজিদে নববীর চারপাশে বিস্তৃত প্রধান সড়ক থেকে ছয়টি পথে উক্ত পার্কিংয়ে প্রবেশ করা যায়।

প্রয়োজনীয় নম্বরসমূহ

911

জরুরি ও নিরাপত্তা সেবার জন্য

937

চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ ও জিজ্ঞাসার জন্য

920002814

আল্লাহর মেহমানদের জিজ্ঞাসার জবাবের জন্য হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ কেন্দ্র

1966

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী সংক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য

হজ্জের অন্যান্য সকল নির্দেশিকা হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে বিদ্যমান (এখানে ক্লিক করুন)।

এসব নির্দেশিকাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান।



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

هيئة الهلال الأحمر السعودي — SAUDI RED CRESCENT AUTHORITY

وقاية — هيئة الصحة العامة — PUBLIC HEALTH AUTHORITY

وزارة الصحة — Ministry of Health

الدفاع المدني

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — Zakat, Tax and Customs Authority

SFDA — الهيئة العامة للغذاء والدواء — Saudi Food & Drug Authority

الهيئة العامة للنقل — TRANSPORT GENERAL AUTHORITY

আল্লাহ আপনাদের আমল ও প্রচেষ্টাগুলো কবুল করুন

দিক-নির্দেশনামূলক অন্যান্য তথ্যের জন্য
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে
আমাদের একাউন্টগুলো অনুসরণ করুন

Haj.gov.sa | @HajMinistry

وزارة الحـج والـعمـرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

1.2 BEN بنغالي

সচেতনতামূলক

মক্কার দর্শনীয় স্থানসমূহ

ভ্রমণ নির্দেশিকা



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

এই নির্দেশিকাটি নিম্নলিখিত ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। পছন্দের ভাষার ওপর ক্লিক করে আপনি সেটা ডাউনলোড করতে পারেন:

English ENG	عربي AR
বাংলা BEN	Bahasa Indonesia IND
Français FRA	Hausa HAU
Türkçe TUR	اُردُو URD
Español SPN	Русский язык RUS
Bahasa Malaysia MAY	සිංහල භාෂාව SIN
አማርኛ AMH	فارسی PER
o'zbek UZB	हिंदी HIN



সচেতনতামূলক

মক্কার দর্শনীয় স্থানসমূহ

ভ্রমণ নির্দেশিকা

পছন্দসই পৃষ্ঠায় যেতে যেকোনো শিরোনামে ক্লিক করুন



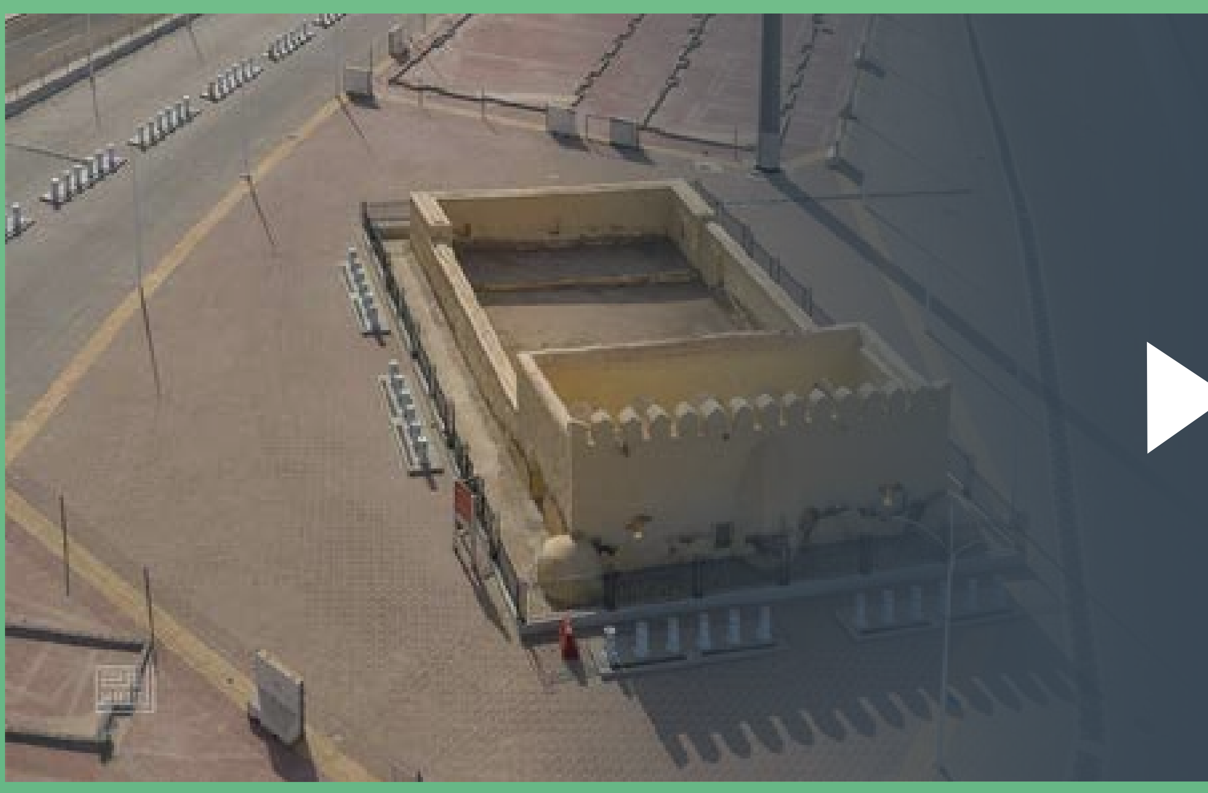
▶ জাবালে নূর ও হেরা গুহা



▶ সওর সাওর পর্বত



▶ তানঈম মীকাতে অবস্থিত উম্মুল মুমিনীন আয়েশা- রাযিয়াল্লাহু আনহা- জামে মসজিদ



মসজিদুল বাইআহ (জামারাত)



আয়েশা রাজেহী জামে মসজিদ



কাবার গিলাফ (কিসওয়া) প্রদর্শনী

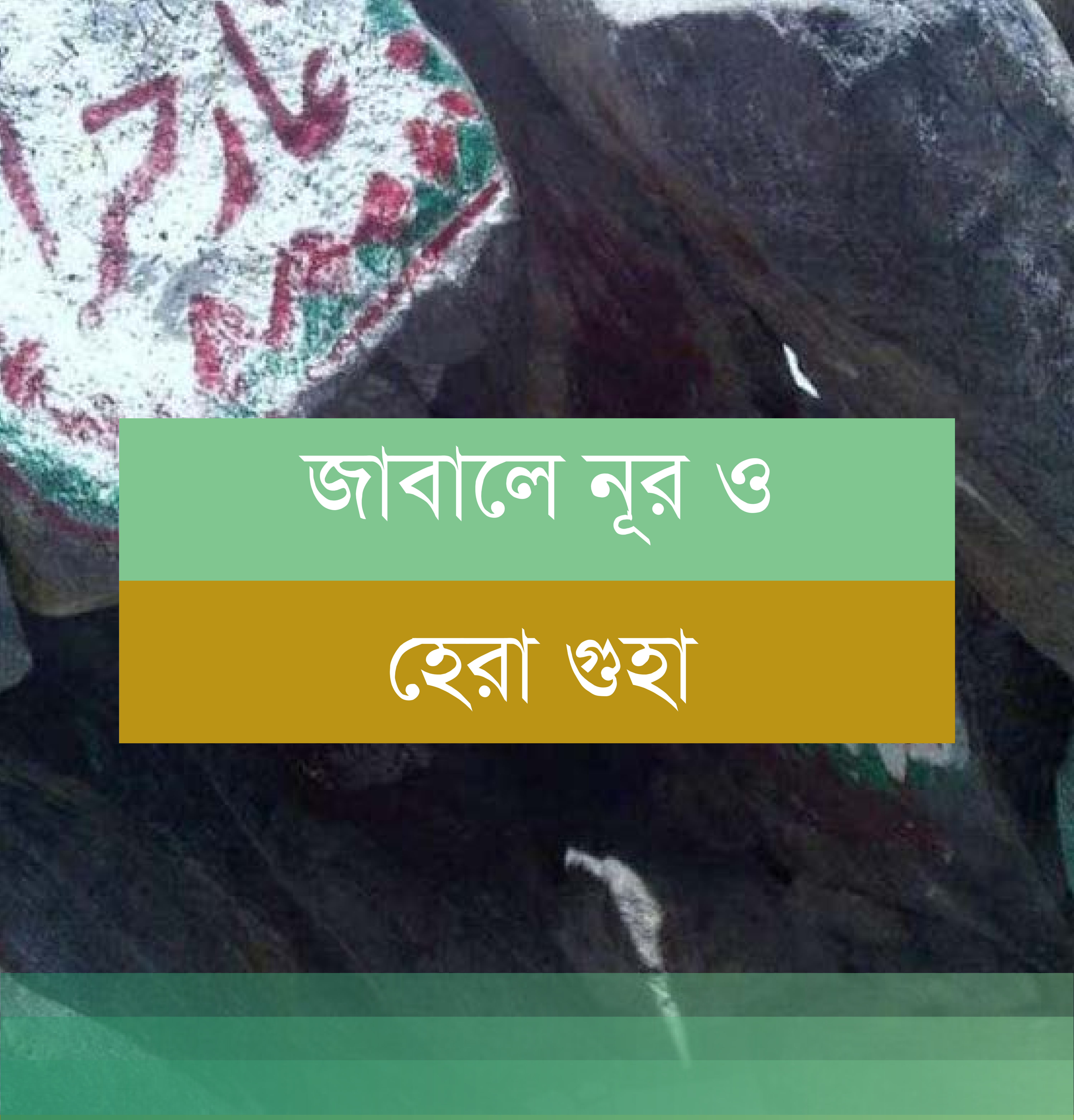


ক্লক টাওয়ার মিউজিয়াম

জরুরী নম্বরসমূহ

এই নির্দেশিকাতে আপনি মক্কা মুকাররমা ভ্রমণের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নির্দেশনা পাবেন।





জাবালে নূর ও

হেরা গুহা

এটা সেই স্থান যেখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) কে নবুয়াতের মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছেন।

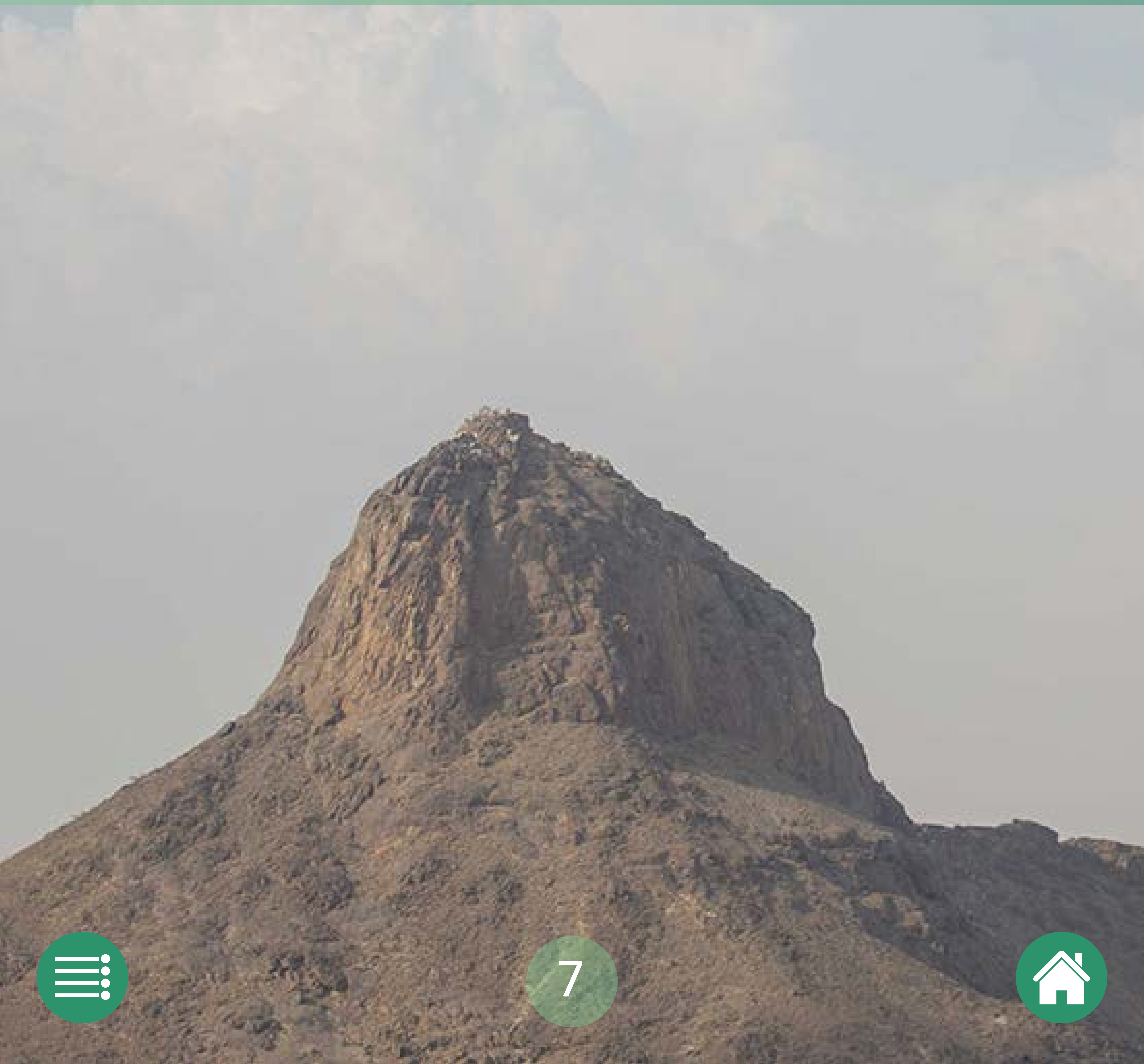
নবুয়াতের আগে যেখানে তিনি আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর সৃষ্টি নিয়ে ধ্যানে ডুবে থাকতেন।

এখানেই আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নিয়ে জিবরীলের আগমন ঘটেছিল। আর এভাবে মানব সভ্যতার ইতিহাস পুরোপুরি বদলে গেলো।

তাঁর ওপর অবতীর্ণ সর্বপ্রথম বাণী ছিল:

﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ
بِٱلۡقَلَمِ ٤ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ٥﴾

‘ পড় তোমার রবের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্তপিণ্ড হতে। পড় তোমার প্রভু বড়ই অনুগ্রহশীল। যিনি কলম দ্বারা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না’।(সূরা আলাকঃ১-৫)



হেরা গুহার অবস্থান:

মসজিদে হারাম থেকে উত্তর দিকে জাবালে নূরের শিখরে।

মক্কা ও এর মাঝের দূরত্ব:

প্রায় ৪.৮ কিলোমিটার

উচ্চতা:

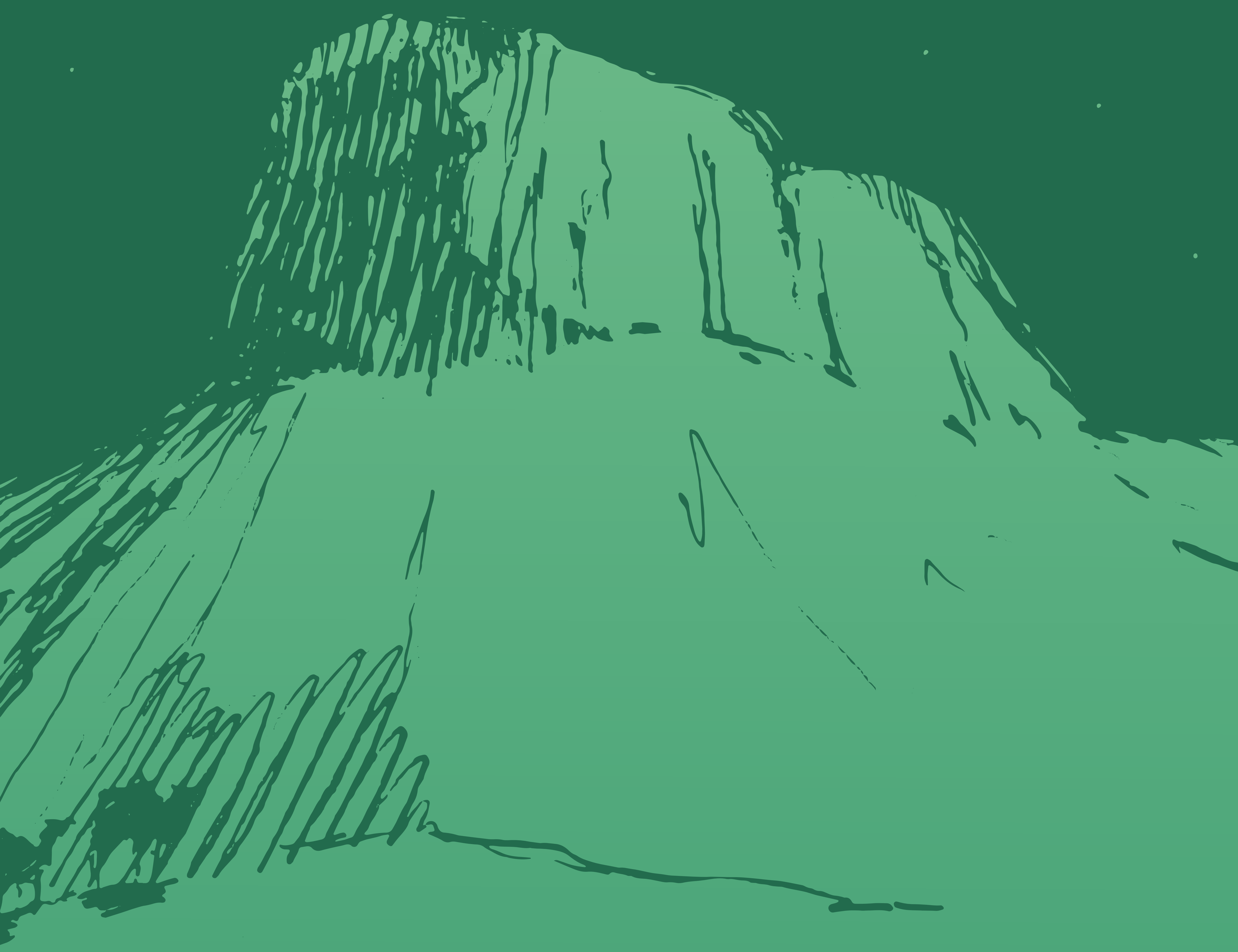
এটা ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৬৩৪ মিটার উঁচুতে অবস্থিত।

হেরা গুহা মূলত:

পাহাড়ের একটি কোটর উত্তর দিকে যেটার দরজা।

♦ ৯ জন মানুষ এখানে একসঙ্গে বসতে পারে।

♦ এর উচ্চতা মাঝারি গড়নের মানুষের উচ্চতা পরিমাণ।



এই গুহা দর্শনের সঙ্গে হজের কোনো বিধি-বিধানের সম্পৃক্ততা নেই। এটা মুস্তাহাবও নয়। বয়োবৃদ্ধ ও অসুস্থদের জন্য এখানে পৌঁছা অত্যন্ত কষ্টকর।



সওর পর্বত

♦ সওর পর্বত মসজিদে হারামের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

♦ মক্কা মুকাররমা থেকে ৪ কি.মি. দূরে।

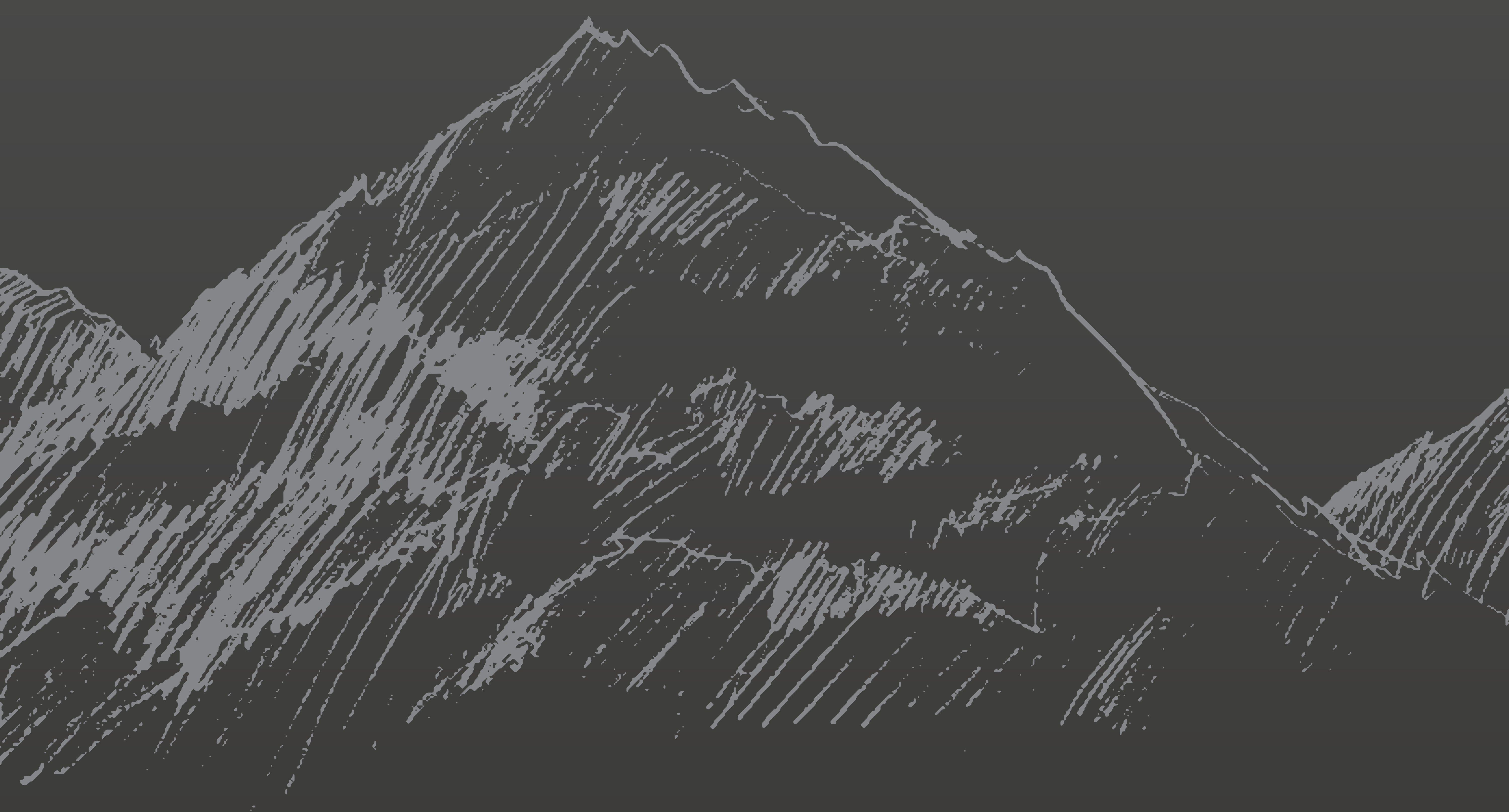
♦ এর উচ্চতা প্রায় ৭৪৮ মিটার।

সওর গুহা এই পর্বতেই অবস্থিত

এটা সেই ঐতিহাসিক গুহা মুশরিকদের চোখ ফাঁকি দিয়ে মদীনায় হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবী আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে যে গুহাতে তিন রাত অবস্থান করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সুরক্ষিত রেখেছিলেন। তিনি বলেন,

﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

‘আল্লাহ তাঁর সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফেররা বহিষ্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু’জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন’। [সূরা তাওবা, আয়াত: ৪০]



সওর গুহা হলো:

- ১.২৫ মিটার উচ্চতার একটি শূন্যগর্ভ পাথর
- এটা পূর্ব ও পশ্চিম দুই দিক থেকে খোলা
- এটা সওর পর্বতচূড়ার উত্তর দিকে অবস্থিত

এই গুহা দর্শনের সঙ্গে হজের কোনো বিধি-বিধানের সম্পৃক্ততা নেই এটা মুস্তাহাবও নয়।

পথের দূরত্বের কারণে বয়স্ক ও অসুস্থদের জন্য সেখানে পৌঁছা নিদারুণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

তানঈম মীকাতে অবস্থিত উম্মুল মুমিনীন আয়েশা- রাযিয়াল্লাহু আনহা- জামে মসজিদ

একটি ঐতিহাসিক মসজিদ। বিদায় হজের পরে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যে স্থান থেকে ইহরাম বেঁধেছিলেন এটা সেখানে অবস্থিত।



♦ এটা মক্কা মুকাররমার পশ্চিম অংশে অবস্থিত।

♦ হারামে মক্কী থেকে ৭ কি.মি. দূরে।

♦ উত্তর দিক থেকে এটা হারামের সীমারেখা হিসেবে বিবেচিত।

♦ মক্কার লোকজন এখান থেকে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধেন। কারণ হারামের সীমারেখার বাইরে এটাই তাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থান।



এই মসজিদের সর্বপ্রথম ভবন নির্মিত হয়: খলীফা মুতাওয়াককিলের যুগে (২৪০ হিজরীতে)

বাদশাহ ফাহাদ রহিমাহুল্লাহর আমলে এটা পুনর্নির্মিত হয়।

যদি কেউ একাধিকবার উমরা পালন করতে চান তবে নিচের অ্যাপের মাধ্যমে পারমিট গ্রহণের পরে তিনি এখান থেকে ইহরাম বাঁধবেন।

নুসুক অ্যাপ



মসজিদুল বাইআহ

(জামারাত)



এটি একটি ক্ষুদ্র প্রত্নতাত্ত্বিক মসজিদ। এখানেই হজের সময় মদীনার আনসারগণ রাসূলুল্লাহর (সাঃ)সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর হাতে বাইয়াত নিয়েছিলেন। তাদের কাছে হিজরত করলে তাকে সহায়তা ও সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

সর্বপ্রথম নির্মাতা: আব্বাসী খলীফা আবু জাফর মানসূর। ১৪৪ হিজরীতে।

অবস্থান: জামরায়ে আকাবা থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে।



এটি মূলত একটি ছাদবিহীন নামাজের স্থান। স্রেফ মিহরাব ও আঙ্গিনা রয়েছে।

আজও মসজিদটিতে কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নকশা বিদ্যমান রয়েছে।





আয়েশা রাজেহী

জামে মসজিদ

- এই মসজিদটি একটি পরিপূর্ণ জামে মসজিদের মডেল।
- এটি মক্কা মুকাররমা অঞ্চলের সবচেয়ে বড় মসজিদগুলোর একটি।
- এখানে নানান সেবা ও বিভিন্ন কার্যক্রম চালু রয়েছে।

অবস্থান:

মক্কা মুকাররমার নাসীম এলাকায়

উদ্বোধন কাল:

১৪৩৪ হিজরী

মসজিদের আয়তন:

৬০,৮৬৪ বর্গমিটার

বহির্গত আয়তন:

১০,০০০ বর্গমিটার

মুসল্লি সংখ্যা:

৪৭০০০

তলা সংখ্যা:

৬ তলা

এই জামে মসজিদের কিছু বৈশিষ্ট্য হলো:

- সামাজিক কর্মসূচি আয়োজন
- শিক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ
- বিভিন্ন মৌসুমে স্বেচ্ছাসেবা প্রদান
- অভ্যন্তরীন ও বিদেশী প্রতিনিধিদলসমূহের অভ্যর্থনা ও দাওয়াত



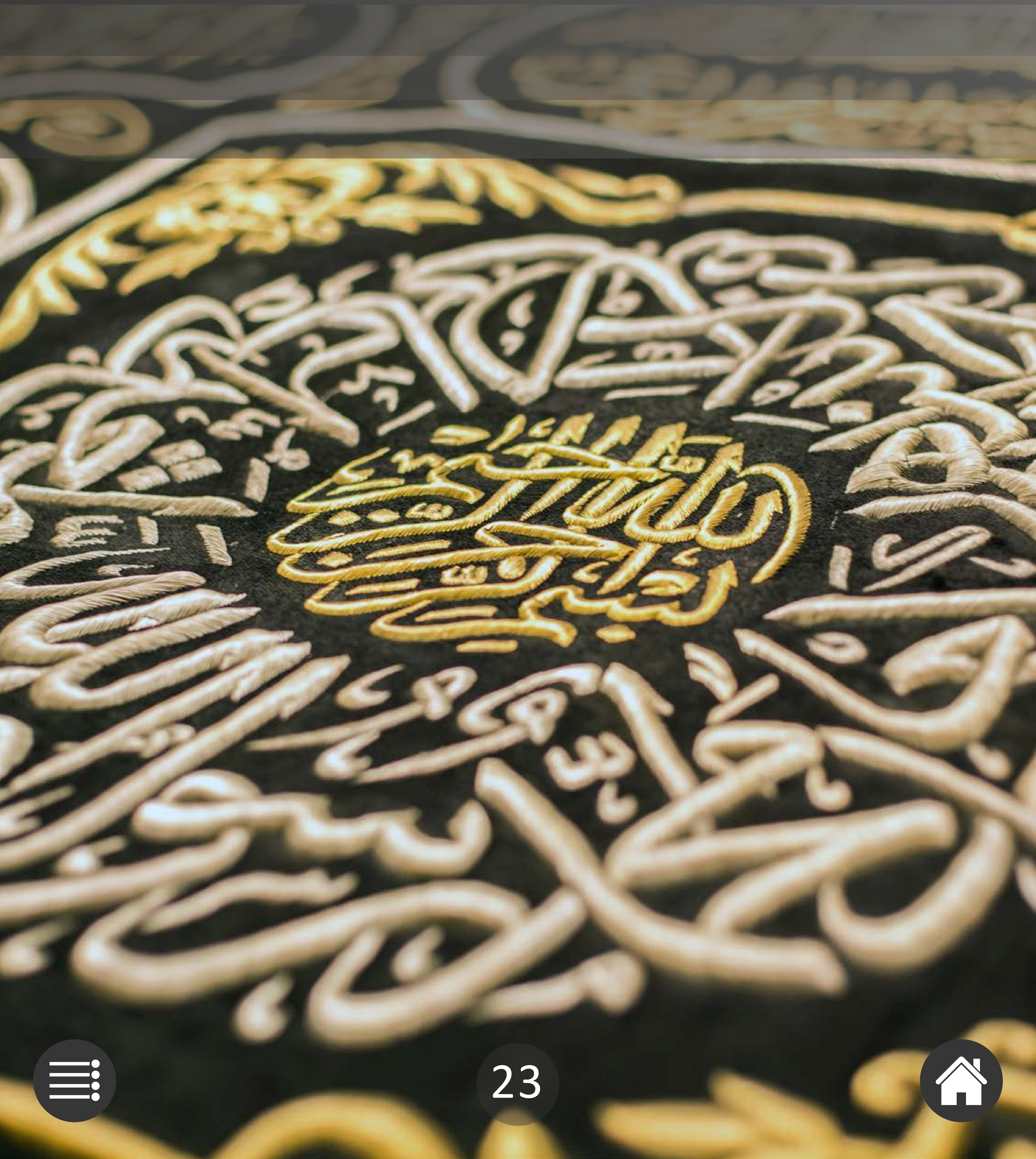


কাবার গিলাফ (কিসওয়া) প্রদর্শনী

এটা কাবা শরীফের গিলাফ বুননের নানান ধাপ, কলাকৌশল, সেগুলোর ইতিহাস ও তাতে লেখা নানান আয়াত ও কারুকাজ ইত্যাদি প্রদর্শনের স্থান।

এখানে দর্শনার্থীদের জন্য যা রয়েছে:

- ♦ গিলাফে লিখিত আয়াতগুলোকে কাছ থেকে দেখা।
- ♦ কাবার চারপাশের গিলাফগুলোকে বিস্তারিতভাবে দেখা।
- ♦ গিলাফের ইতিহাস পর্যালোচনা ও নানান প্রাচীন অংশ দেখা।



♦ কাবা ও কাবা শরীফের গিলাফের খেদমতে সৌদি আরবের ভূমিকা অবলোকন করা।

♦ সৌদি আরবে গিলাফ তৈরি ও সেগুলো পরিবর্তনের ওপর ভিডিওচিত্র দেখা।



মাঝেমধ্যে দর্শনার্থীগণ গিলাফ বুননের কাজে অংশগ্রহণের সৌভাগ্যও লাভ করেন।



অবস্থান:

কাবার গিলাফ তৈরির কারখানা ও প্রদর্শনী কেন্দ্র মক্কা শহরের জেদ্দা রোডে অবস্থিত।

লোকেশনের জন্য এখানে ক্লিক করুন





ক্লক টাওয়ার

মিউজিয়াম

এটা মক্কা মুকাররমার সবচেয়ে উঁচু স্থান ক্লক টাওয়ারের ব্যালকনিতে অবস্থিত একটি জ্যোর্তিবিজ্ঞানের যাদুঘর।

উদ্বোধন:

রমজান মাস ১৪৪০ হিজরী

যাদুঘরের তলা:

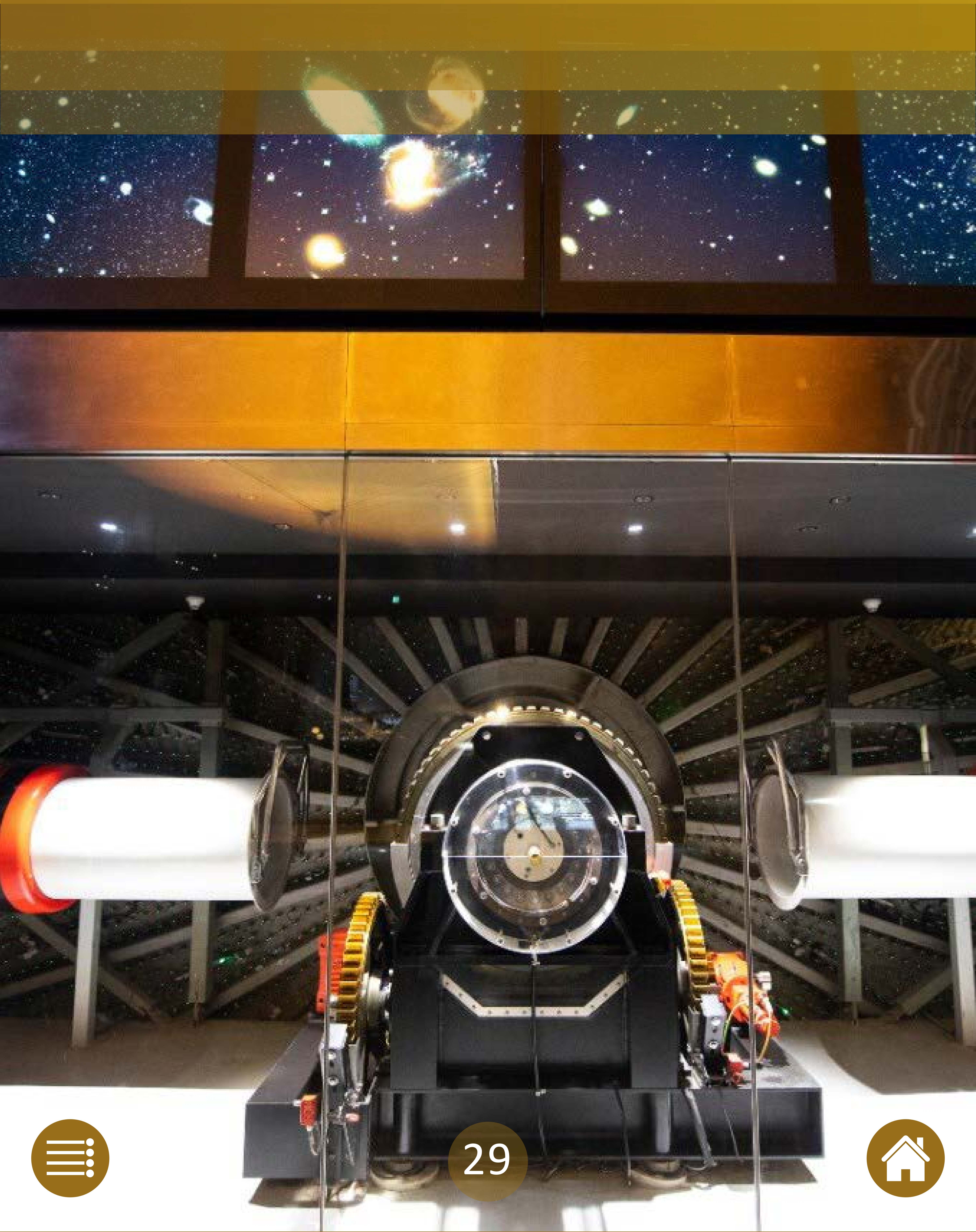
প্রথম তলা:

মক্কা টাওয়ার সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ (নির্মাণ, বৈশিষ্ট্য, প্রযুক্তি) প্রদর্শনীর জন্য।



দ্বিতীয় তলা:

সময়ের হিসাব ও সময় জানার জন্য মানুষের নানান আবিষ্কারের প্রদর্শনী।



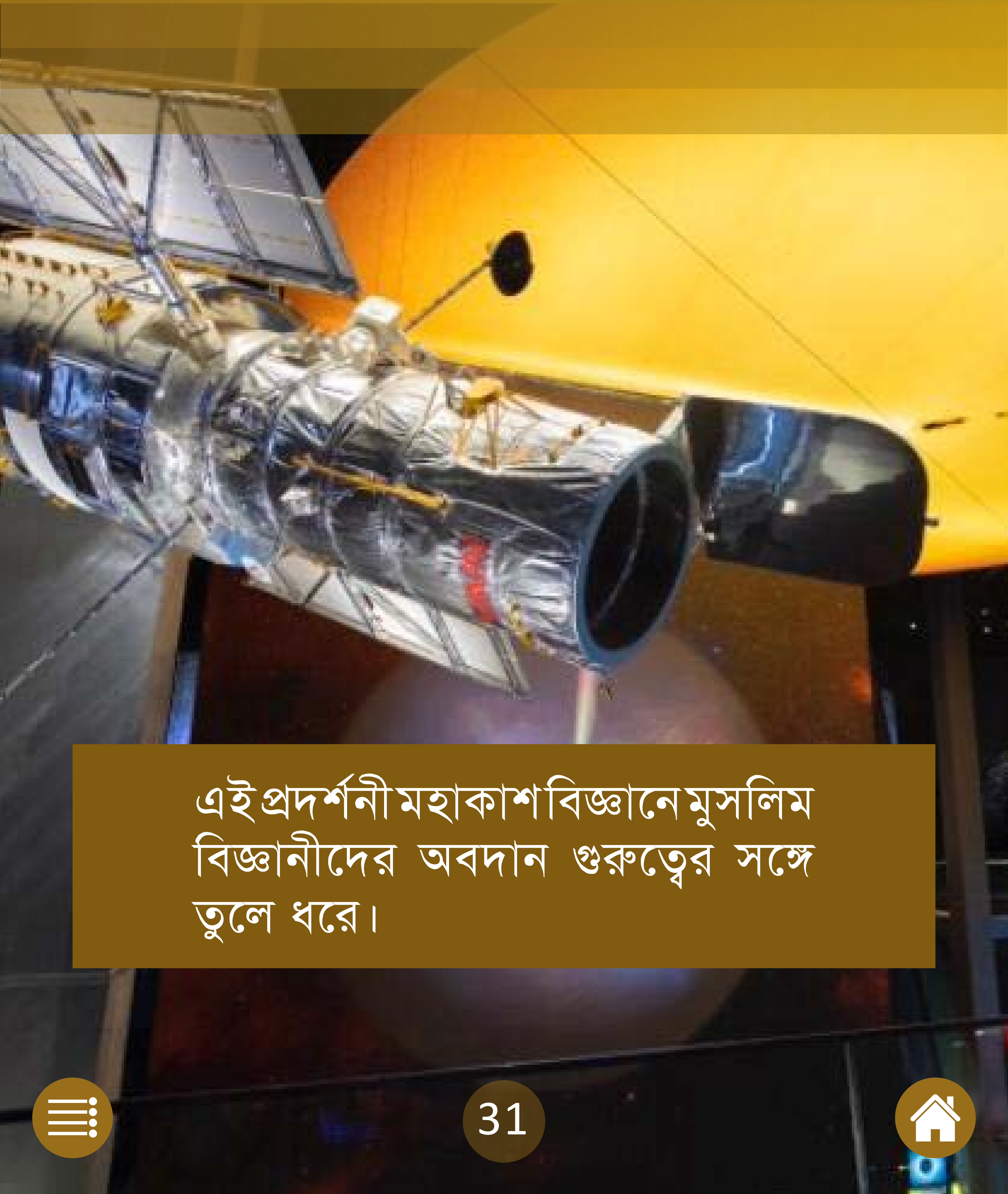
তৃতীয় তলা:

সূর্য,পৃথিবী ও চন্দ্র সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ের প্রদর্শনী।



চতুর্থ তলা:

গোটা বিশ্ব জগত (তারা-নক্ষত্র, কক্ষপথ, গ্রহ-উপগ্রহ, মহাকাশ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য) প্রদর্শনীর জ ন্য।



এই প্রদর্শনী মহাকাশ বিজ্ঞানে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরে।

প্রয়োজনীয় নম্বরসমূহ

911

জরুরি ও নিরাপত্তা সেবার জন্য

937

চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ ও জিজ্ঞাসার জন্য

920002814

আল্লাহর মেহমানদের জিজ্ঞাসার জবাবের জন্য
হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ কেন্দ্র

1966

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী সংক্রান্ত
অনুসন্ধানের জন্য

হজ্জের অন্যান্য সকল নির্দেশিকা হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে বিদ্যমান (এখানে ক্লিক করুন)। এসব নির্দেশিকাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান।



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

هيئة الهلال الأحمر السعودي
SAUDI RED CRESCENT AUTHORITY

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

وزارة الصحة
Ministry of Health

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

SFDA
الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority

الهيئة العامة للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY

আল্লাহ আপনাদের আমল ও প্রচেষ্টাগুলো কবুল করুন

দিক-নির্দেশনামূলক অন্যান্য তথ্যের জন্য
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে
আমাদের একাউন্টগুলো অনুসরণ করুন

Haj.gov.sa | @HajMinistry

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

1.2 | BEN بنغالي

সচেতনতামূলক

মদিনার দর্শনীয় স্থানসমূহ

ভ্রমণ নির্দেশিকা



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

এই নির্দেশিকাটি নিম্নলিখিত ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। পছন্দের ভাষার ওপর ক্লিক করে আপনি সেটা ডাউনলোড করতে পারেন:

English ENG	عربي AR
বাংলা BEN	Bahasa Indonesia IND
Français FRA	Hausa HAU
Türkçe TUR	اُرْدُوْ URD
Español SPN	Русский язык RUS
Bahasa Malaysia MAY	සිංහල භාෂාව SIN
አማርኛ AMH	فارسی PER
o'zbek UZB	हिंदी HIN

সূচিপত্র

কাঙ্ক্ষিত পৃষ্ঠায় যেতে শিরোনামের ওপর ক্লিক করুন

▶ মদিনা মুনাওয়ারা


▶ মদিনার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা


▶ মদিনার নামসমূহ


মসজিদে নববী



মসজিদে কুবা



কুবা রোড



মসজিদে কিবলাতাইন



মসজিদে ইজাবা (মসজিদে বনী মুআবিয়া- মসজিদে মুবাহালা)



মসজিদে গামামা



মসজিদে আবু বকর
সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু



মসজিদে উমর ইবনুল খাত্তাব
রাযিয়াল্লাহু আনহু



মসজিদে আলী ইবনে আবী তালিব
রাযিয়াল্লাহু আনহু



বাকী’ গোরস্থান



উহুদ পাহাড়



জাবালে রুমাত



উহুদের শহীদদের কবরস্থান



বনু সায়েদার বৈঠকখানা
(সাকীফায়ে বনী সায়েদা)



কিং ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং
কমপ্লেক্স



মদীনা মুনাওয়ারা যাদুঘর (হেজায
রেলওয়ে মিউজিয়াম)



দারে মদীনা ঐতিহ্য ও
সাংস্কৃতিক যাদুঘর



মসজিদে নববী স্থাপত্য প্রদর্শনী
কেন্দ্র

সীরাতে নববী ও ইসলামী সভ্যতা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী কেন্দ্র ও যাদুঘর



মদিনা বাস



পর্যটন বাস



গুরুত্বপূর্ণ ফোন

নাম্বারসমূহ

মদিনা মুনাওয়ারা



এটা প্রিয় নবীর (সাঃ) হিজরতের ভূমি ও তাঁর বসবাসের স্থান। এখানেই তাঁর কবর ও তাঁর দেহ মুবারক শায়িত।

মক্কা মুকাররমার পরে এটাই মুসলমানদের কাছে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পবিত্র ভূমি।

একইভাবে এটা ইসলামের সর্বপ্রথম রাজধানী। ইসলামী সভ্যতার কেন্দ্রভূমি যেখান থেকে একসময় এ সভ্যতার আলো গোটা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে।



এই নির্দেশিকাতে আপনি রাসূলুল্লাহর (সাঃ)শহরের যিয়ারত সংশ্লিষ্ট সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও দিক-নির্দেশনা জানতে পারবেন।



মদীনার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা

মদিনা মুনাওয়ারা ইসলামের দ্বিতীয় সর্বাপেক্ষা পবিত্র ভূমি। আল্লাহ তাআলা এটাকে নানান শ্রেষ্ঠত্বে মণ্ডিত করেছেন। তন্মধ্যে:



এটা ইসলাম ও হিদায়াতের কেন্দ্রভূমি:

মদীনা মুনাওয়ারা শুরু থেকেই ইসলাম ও হিদায়াতের কেন্দ্রভূমি। কিয়ামত পর্যন্ত এমন থাকবে। এখানেই ইসলাম পল্লবিত হয়েছে, বেড়ে উঠেছে। এখান থেকে ইসলাম সর্বত্র ছড়িয়েছে আবার এখানেই ফিরে আসবে। যেমনটা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: 'সাপ যেমন গর্তে আশ্রয় নেয়, ঈমান তেমন মদীনাতে আশ্রয় নিবে'।





মদীনার অধিবাসীদের জন্য রাসূলুল্লাহর (সাঃ) শাফায়াত:

যারা মদীনাতে বসবাস করবে এবং মদীনার প্রতিকূল আবহাওয়ার মাঝেও সবর করে মদীনাকে আবাদ রাখবে; তারা বিশাল মর্যাদার অধিকারী। রাসূলুল্লাহ তাদের জন্য সুপারিশ করবেন। তিনি বলেন: ‘যে ব্যক্তি এখানের প্রতিকূলতার ওপর সবর করে মৃত্যুবরণ করবে আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশকারী অথবা সাক্ষী হবো’।





এটা বরকতময়:

বরকত মানে- বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার খাদ্য, জীবিকাসহ সব বিষয়ের বরকতের জন্য দুআ করেছেন। তিনি বলেছেন:‘হে আল্লাহ! আমাদের ফলে বরকত দিন। আমাদের মদীনাতে বরকত দিন। আমাদের সা’ (ওজনে) বরকত দিন। আমাদের ‘মুদ্দ’ (পরিমাণে) বরকত দিন। হে আল্লাহ! ইবরাহীম আপনার বান্দা, খলীল ও নবী আমিও আপনার বান্দা ও নবী। তিনি আপনার কাছে মক্কার জন্য দুআ করেছেন। তিনি মক্কার জন্য যা দুআ করেছেন আমি আপনার কাছে মদীনার জন্য সেগুলো এবং (অতিরিক্ত) আরও সমপরিমাণ দুআ করছি’।

এটা হারাম শহর:

হারাম শহরে পুণ্যের সওয়াব অনেকগুণ বেশি। সেখানে পাপের বোঝাও অনেক বেশি ভারী। হারাম শহরের অধিবাসীদেরকে কোনো প্রকারের কষ্ট দেয়া আল্লাহর কাছে জঘন্যতম কবীরা গুনাহ হিসেবে বিবেচিত।



মদিনার নামসমূহ



মদিনার বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ নাম রয়েছে তন্মধ্যে কয়েকটি নাম হলো:

মদিনা: ‘মদিনা’ শব্দের শাব্দিক অর্থ শহর। জগতের প্রত্যেকটি শহরের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। কিন্তু একমাত্র ‘মদিনা’ই অন্য কোনো সংযুক্তি ছাড়া স্রেফ ‘মদিনা’ নামে পরিচিত।

কখনো কখনো এটাকে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে যুক্ত করে ‘মদীনায়ে নববী’ বলা হয়। আবার কখনো ‘মদীনা মুনাওয়ারা’ তথা আলোকিত শহর বলা হয়। কারণ মুস্তফা (ﷺ) হিজরতের পরে এটাকে হিদায়াত ও ইসলামের আলোতে আলোকিত করেছেন।



দারুল হিজরা (হিজরতের ভূমি): কারণ এটা সেই ভূমি যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাদের হিজরতের মাধ্যমে ধন্য হয়েছে। তাদেরকে নিজ বুকে স্থান দিয়েছে। তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে।

তাইবা: এর অর্থ পবিত্র, সুন্দর, আলোকিত, উজ্জ্বল। কারণ এ শহরের মাটি পবিত্র। এর অধিবাসীরা মহান। এখানের জীবন সুন্দর ও আলোকিত।



মসজিদে নববী

মসজিদে নববীর যিয়ারত সুন্নাত আমল।

এটা যিয়ারতের নির্ধারিত কোনো সময়সীমা নেই। ফলে বছরের যে কোনো দিন যিয়ারত করা যেতে পারে।



রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: ‘কেবল তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যায়। মসজিদে হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মসজিদে আকসা’।



মসজিদে নববী যিয়ারতের আদব:

- ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা।
- মসজিদে প্রবেশের দুআ পড়া।
- বাম পা দিয়ে বের হওয়া।
- বের হওয়ার দুআ পড়া।




ادخلوها بسلام آمنين

- রওজা শরীফে (রিয়াজুল জান্নাহতে) নফল নামাজ আদায় করা। তবে এক্ষেত্রে নামাজের অনুমতি গ্রহণ ও ভিড় এড়ানোর চেষ্টা করা উচিত।
- অধিক পরিমাণে দুআ ও জিকির করা।
- শরঈ আদব মেনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের ওপর সালাম পেশ করা।



হারামে নববীতে ফরজ নামাজগুলো পড়তে পারার সুযোগকে কাজে লাগানো। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: ‘আমার এই মসজিদে এক ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য যে কোনো মসজিদে হাজার নামাজের সমতুল্য’।

মসজিদে নববী সংক্রান্ত বিস্তারিত জানতে ‘মসজিদে নববী নির্দেশিকা’ ডাউনলোড করুন



মসজিদে কুবা



- এটা ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ।
- মদীনায় প্রবেশ করার পরপরই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এটা নির্মাণ করেছেন।
- তিনি কুবাতে ৪ দিন অবস্থান করেন। পঞ্চম দিন আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে মদীনার দিকে যান।

ﷺ আল্লাহ তাআলা বলেন: ‘প্রথম দিন থেকেই যে মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত, তোমার দাঁড়ানোর জন্য সেটাই অধিক উপযুক্ত; সেখানে এমন সব লোক আছে যারা পবিত্রতা লাভ করতে ভালবাসে, আর আল্লাহ পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে ভালবাসেন’।

কুবার মর্যাদা:

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে কুবা যিয়ারত করতেন এবং সেখানে নামাজ আদায় করতেন। তিনি বলতেন: ‘কোনো ব্যক্তি নিজের ঘরে পবিত্রতা অর্জন করে কুবাতে এসে নামাজ আদায় করলে একটি উমরার পুণ্য লাভ করবে’।



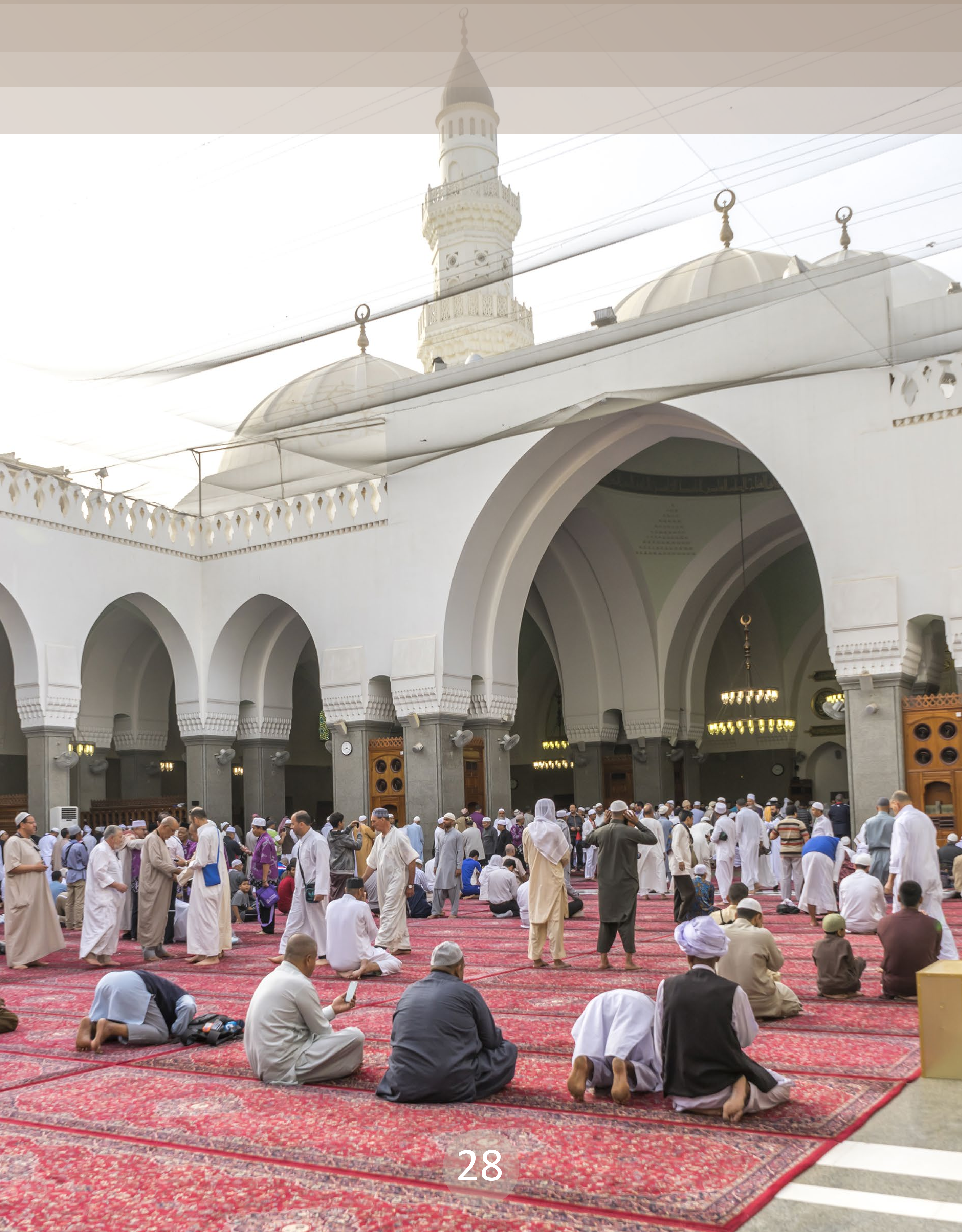
অবস্থান:

মদীনা মুনাওয়ারার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে খর্জুর বাগানসমৃদ্ধ এলাকায়।



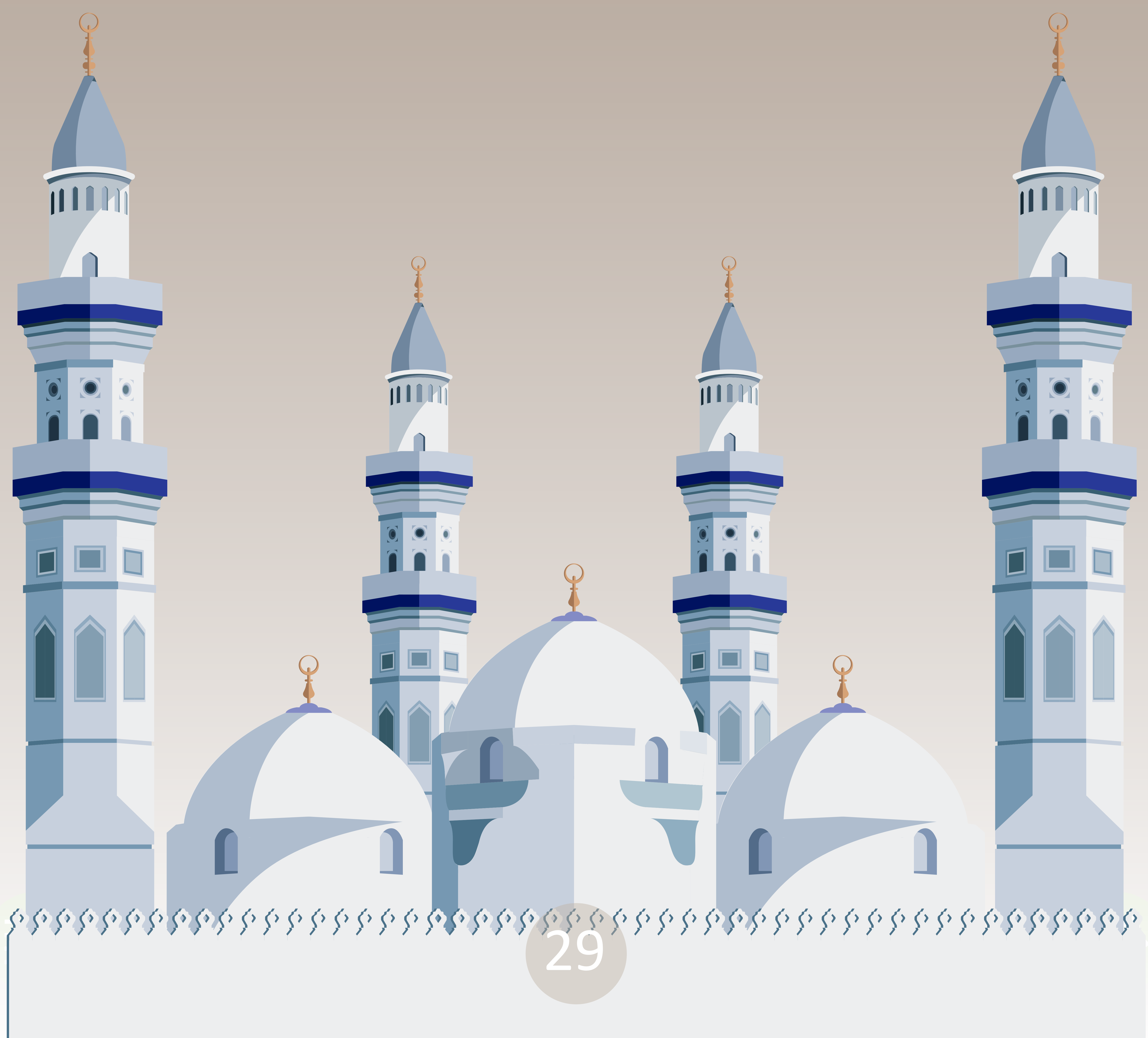
মসজিদের আয়তন:

- মসজিদের সাকুল্য আয়তন: ১৩,৫০০ বর্গমিটার।
- ২৫,০০০ মুসল্লি ধারণ করতে সক্ষম।



মসজিদে কুবা সম্প্রসারণের জন্য কিং সালমান প্রজেক্ট ১৪৪৩ হিঃ

- এটা মসজিদে কুবার ইতিহাসে সর্ববৃহৎ সম্প্রসারণ প্রকল্প।
- উদ্দেশ্য হলো: মূল মসজিদ সম্প্রসারণের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমৃদ্ধ করা।
- মসজিদের আয়তন ৫০,০০০ বর্গমিটারে উন্নীত করা।
- ৬৬,০০০ মুসল্লি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন করা।



কুবা এভিনিউ

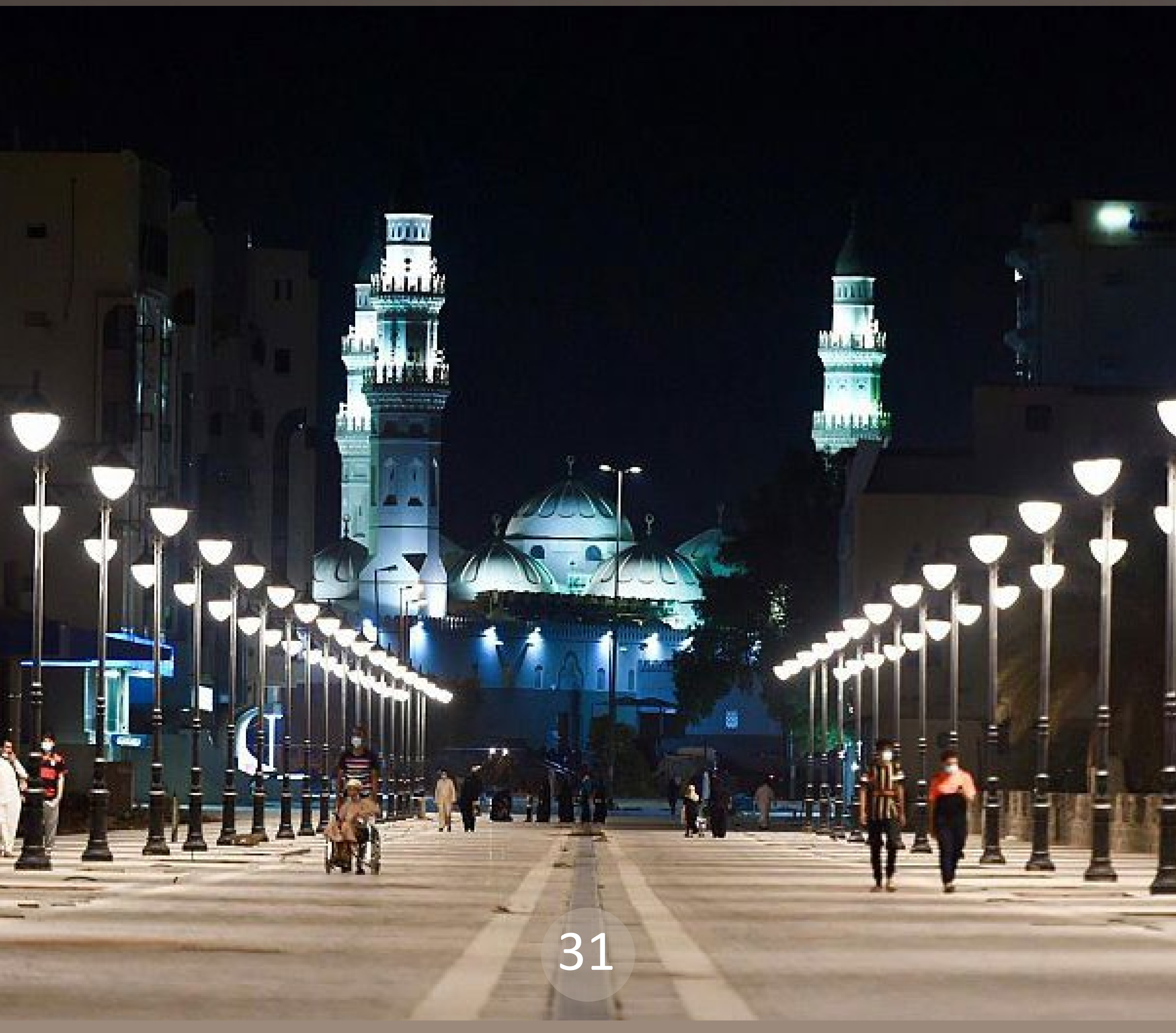


এটা পায়ে হাঁটার একটি প্রশস্ত রাস্তা যা মসজিদে নববীকে মসজিদে কুবার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। অত্যাধুনিক এই পথে দুই মসজিদের মুসল্লীরা পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতে পারেন।

পথচারীদের এই পথ বিভিন্ন দোকান, ক্যাফে ও স্থানীয় খাবারের দোকানে ভরপুর।

এর দৈর্ঘ্য ৩.৬ কিলোমিটার।

পার্কের মতো এর একটি অংশে ছোট-বড় যে কেউ হাঁটাহাঁটি করে মদীনার আবহাওয়া উপভোগ করতে পারেন। রাতের তপ্ত আবহাওয়ার মাঝেও এখানে হাঁটার পরিবেশ রয়েছে।





মসজিদে কিবলাতাইন

এটা সেই মসজিদ যেখানে ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কায় থাকাকালীন বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতেন। কাবাকে রাখতেন সামনে তথা তাঁর ও বাইতুল মাকদিসের মাঝখানে।

মদীনায় হিজরতের পরে এক বছরের অধিক সময় তিনি বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামাজ আদায় অব্যাহত রাখেন। কিন্তু তিনি মনে মনে কাবার দিকে ফিরে নামাজ পড়তে চাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে তাঁর ওপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়: 'আমি আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সে কিবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করুন' [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৪৪]

তখন তিনি কাবা শরীফ অভিমুখী হয়ে নামাজ আদায় শুরু করেন।



বর্ণিত আছে, এটা যখন সংঘটিত হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বনু সালামার মহল্লায় ছিলেন। তিনি সাহাবাদের নিয়ে যোহরের নামাজ পড়ছিলেন। দুই রাকাআত শেষ হওয়ার পরে তাঁর কাছে কিবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত নির্দেশ আসে। তিনি নামাজের মাঝেই সাহাবাদের নিয়ে কিবলা পরিবর্তন করেন। ঘুরে বিপরীত দিকে সবার সামনে চলে যান। এ কারণে সেই মসজিদটি ‘মসজিদুল কিবলাতাইন’ (দুই কিবলার মসজিদ) নামে প্রসিদ্ধ হয়।



এটা মসজিদে নববী থেকে ৪ কি.মি. দূরে বনু সালামা এলাকায় অবস্থিত।

মসজিদে কিবলাতাইনে পৌঁছতে:

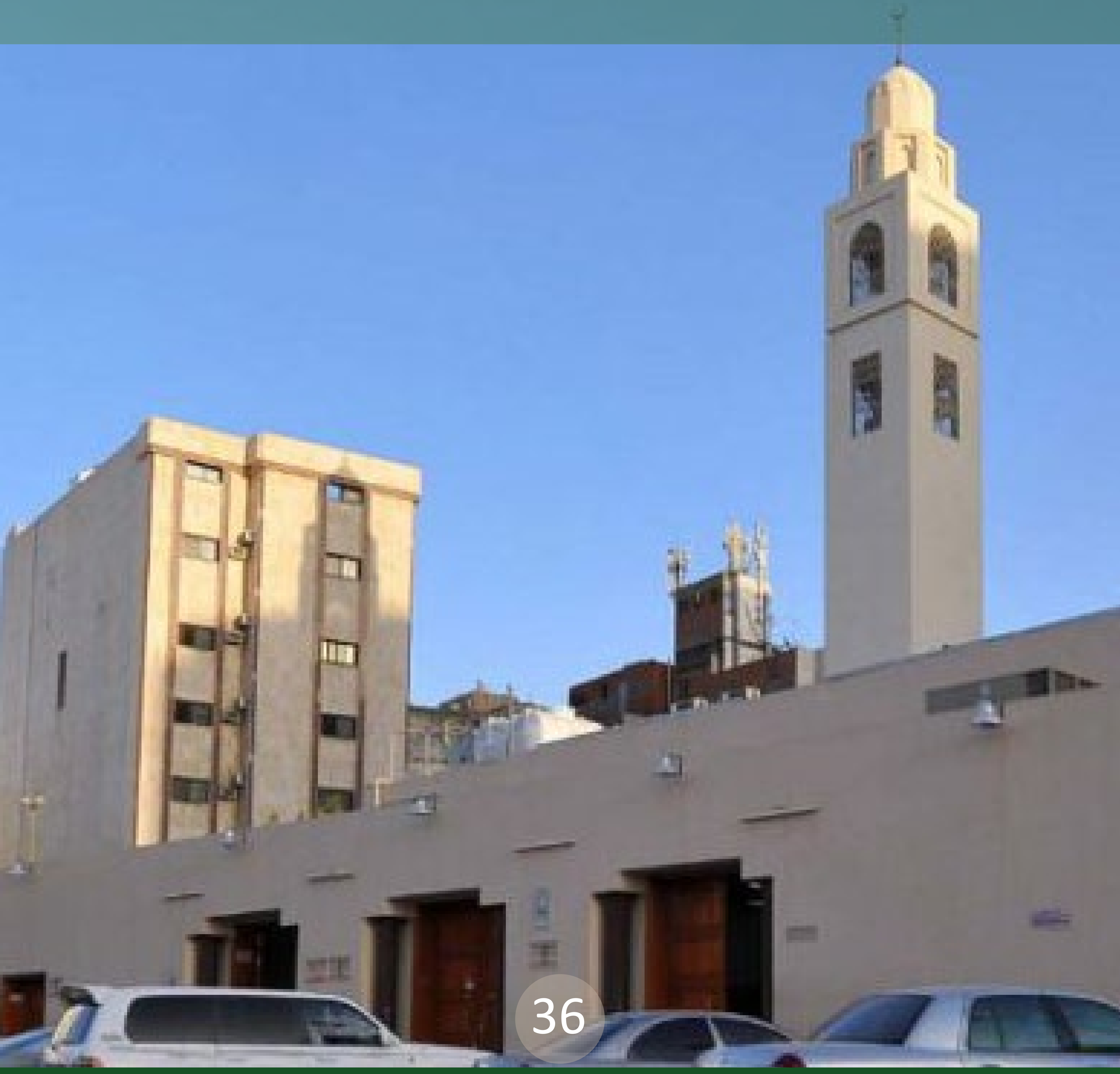
এখানে ক্লিক করুন



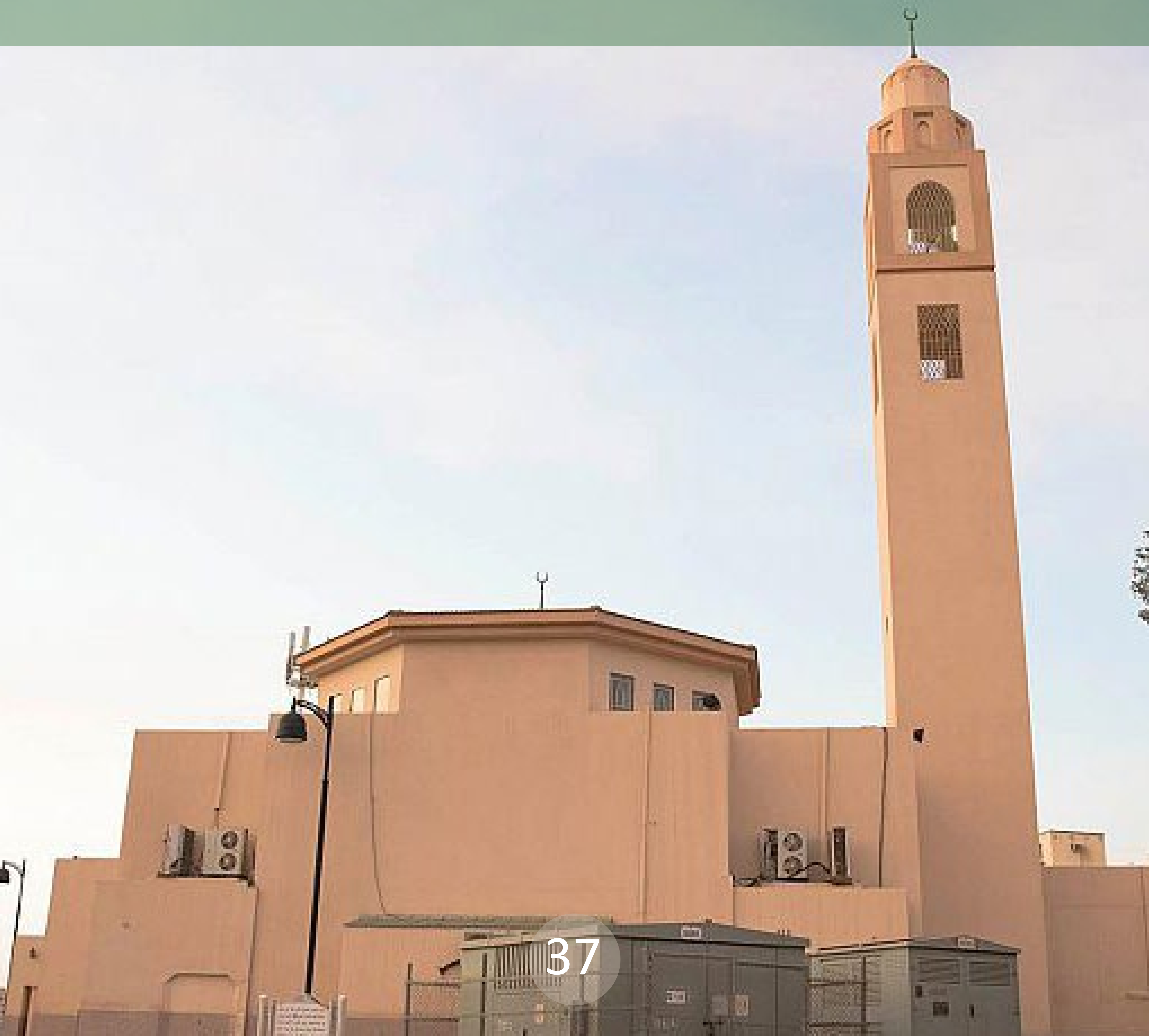
মসজিদে ইজাবা

(মসজিদে বনী মুআবিয়া- মসজিদে মুবাহালা)

রাসূলুল্লাহর (সাঃ) যুগে নির্মিত একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক মসজিদ।



▪ এখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক দুআ এবং তা কবুল (ইজাবা) হওয়ার কারণে এটাকে 'মসজিদে ইজাবা' বলে নামকরণ করা হয়েছে। তিনি এ পথে যাওয়ার সময় এখানে সাহাবাদের নিয়ে দুই রাকাআত নামাজ আদায় করেছেন। আল্লাহ তাআলার কাছে তিনটি দুআ করেছেন। দু'টো কবুল হয়েছে। একটি কবুল করা হয়নি।



- মসজিদে ইজাবা মসজিদে নববীর উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত।

- সম্প্রসারণের পরে এর দূরত্ব হয়েছে: ৫৮০ মিটার।

- মসজিদের বর্তমান অবকাঠামো সৌদি আমলে নির্মিত হয়েছে। তবে এখানেই প্রাচীন মসজিদটি ছিল।

- মসজিদের আয়তন প্রায় ৫০০ বর্গমিটার।

মসজিদে ইজাবাতে পৌঁছতে:

মসজিদটি নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে সকলের জন্য উন্মুক্ত।

এখানে ক্লিক করুন



মসজিদে গামামা

- এখানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদ ও ইস্তিসকা (বৃষ্টি প্রার্থনার) নামাজ আদায় করেছেন।
- এটা মসজিদে নববীর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে প্রায় ৫০০ মিটার দূরত্বে অবস্থিত।

নামকরণের কারণ:

- এখানে যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইস্তিসকার নামাজ আদায় করেছেন, মেঘ ও বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন, এ জন্য এটাকে ‘মসজিদে গামামা’ (তথা মেঘের মসজিদ) হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। কথিত আছে, যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এখানে নামাজ আদায় করেছেন, তখন একখণ্ড মেঘ তাকে রোদ থেকে ছায়াদান করেছে।

- উমর ইবনে আব্দুল আজীজ যখন মদীনার গর্ভনর ছিলেন তখন এই মসজিদ নির্মিত হয়।

- যুগে যুগে এটাকে সংস্কার করা হয়।



- বর্তমানেও এর প্রাচীন স্থাপত্যশৈলি সুরক্ষিত রাখার প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রয়েছে।
- এখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া হয়। তবে জুমুআর নামাজ পড়া হয় না।

মসজিদে গামামাতে পৌঁছতে:

এখানে ক্লিক করুন



মসজিদে আবু বকর
সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খিলাফতকালে মদীনাবাসীদের নিয়ে যেখানে ঈদের নামাজ আদায় করতেন এটা সেই স্থানে নির্মিত মসজিদ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পাশেই ঈদের নামাজ আদায় করতেন।



- এটা মসজিদে গামামার খুব কাছে অবস্থিত।
- এটা সেসব ঐতিহাসিক মসজিদের একটি যা আজও তার প্রাচীন শৈলি ধরে রেখেছে এবং দর্শনার্থীদেরকে আকৃষ্ট করে।





- উমর ইবনে আব্দুল আজীজ যখন মদীনার গভর্নর ছিলেন তখন এই মসজিদ নির্মিত হয়।
- এখনও এটাতে প্রাচীন পাথুরে দেয়াল ও প্রাচীন স্থাপত্যরীতি দৃশ্যমান।
- ১২৫৪ হিজরীতে যেভাবে নির্মিত হয়েছিল এখনও সেই অবকাঠামো বিদ্যমান।

মসজিদের স্থানের বিবরণ:

এই মসজিদটি দর্শনার্থীগণ খুব কাছ থেকে দেখতে পারেন। বাইরের চত্বরে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে পারেন।

মসজিদটিতে পৌঁছতে:

এখানে ক্লিক করুন

মসজিদে উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগের ঈদগাহের স্থানে নির্মিত এই মসজিদ।



- এটা মসজিদে নববীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত।
- সম্প্রসারিত ভবন থেকে ৪৫৫ মিটার দূরে।
- এর সর্বপ্রথম অবকাঠামো নির্মিত হয়েছিল ৮৫০ হিজরী সন পরবর্তী সময়ে।

মসজিদের অবস্থান

এখানে ক্লিক করুন

মসজিদে আলী ইবনে আবী তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু

এটা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত আমলের ঈদগাহের জায়গাতে নির্মিত মসজিদ।



- মসজিদে নববীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত এই মসজিদ।
- মসজিদে নববী থেকে প্রায় ৪০০ মিটার দূরে অবস্থিত।
- উমর ইবনে আব্দুল আজীজের মদীনার গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালনের যুগে সর্বপ্রথম এই মসজিদ নির্মিত হয়।
- সৌদি আমলে হিজরী ১৪১১ সালে এটাকে সংস্কার করা হয়।

মসজিদের লোকেশন:

এখানে ক্লিক করুন



বাকী' গোরস্থান

এটা রাসূলুল্লাহর (সাঃ) যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত মদীনা মুনাওয়ারার কবরস্থান।

যুগে যুগে এখানে অসংখ্য মানুষ শায়িত হয়েছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন: রাসূলুল্লাহর কয়েকজন স্ত্রী ও অসংখ্য সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

এটা মসজিদে নববীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত।

এর আয়তন ১৮০,০০০ বর্গ মিটার।





এটাকে ‘বাকী’ বলা হয়: কারণ অতীতে এখানে অসংখ্য গাছপালা ছিল। আর আরবীতে নানান গাছপালাপূর্ণ বিস্তৃত অঞ্চলকে ‘বাকী’ বলা হয়।



নবীজী (সাঃ) প্রায়শই বাকীর অধিবাসীদের যিয়ারত করতেন এবং তাদের জন্য দুআ করতেন।



পুরুষদের জন্য বাকী’ গোরস্থান যিয়ারতের সুযোগ রয়েছে:

- ফজরের পর থেকে সকাল ৮ টা পর্যন্ত।
- আসরের পর থেকে এক ঘন্টা।
- জানাযা থাকলে যে কোনো ফরজ নামাজের পরপরই।

বাকী কবরস্থানে পৌঁছতে:

এখানে ক্লিক করুন



উহুদ পাহাড়

উহুদ একটি গুরুত্বপূর্ণ পাহাড়। রাসূলুল্লাহর কাছে এর বিশেষ মর্যাদা ছিল। তিনি (সাঃ) বলেছেন:‘উহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে, আমরাও তাকে ভালোবাসি’।



উহুদ পাহাড়ের পাশে ইসলামের একটি মহাগুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এই যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। তন্মধ্যে অন্যতম ছিলেন সাইয়্যেদুশ শুহাদা হামযা ইবনে আব্দিল মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু।

- রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রায় সময়ই কোনো কিছুর বিশালত্ব বোঝাতে উহুদের উদাহরণ দিতেন। যেমন তিনি সাহাবাদের প্রশংসায় বলেছেন, ‘ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! যদি তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ ব্যয় করে, তাদের এক মুঠি কিংবা অর্ধ মুঠি সমপরিমাণ হবে না’।

- এটা মসজিদে নববীর উত্তর দিকে প্রায় ৪ কি.মি. দূরে অবস্থিত।





‘উহুদ’কে উহুদ (তথা এক) নামে নামকরণের কারণ: এটা আশপাশের অন্যান্য পাহাড় থেকে বিচ্ছিন্ন। ফলে বিভিন্ন পাহাড়ের মাঝে এটা স্বতন্ত্র একক পাহাড় হিসেবে প্রকাশিত।

উহুদ পাহাড় পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে একটি লম্বা শেকলের মতো বিস্তৃত। কোথাও কোথাও খানিকটা উত্তরে ঘেঁষা। উহুদের আনুমানিক মাপ:

- দৈর্ঘ্য: ৭ কি.মি.।
- প্রস্থ: ২-৩ কি.মি.।
- উচ্চতা: প্রায় ১০৭৭ মিটার।

- লাল গ্রানাইটে গড়া পাহাড়ের পাথরগুলো নানান রঙে বিভক্ত। কিছু গাঢ় সবুজ ও কালো।

- পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য গর্ত, ফাটল ও গহ্বর ইত্যাদি। এগুলো বৃষ্টির পানি ধরে রাখে।



উহুদ পাহাড় দর্শনকালে দর্শনার্থী যা যা দেখবেন:

- উহুদ পাহাড়।
- রুমাত পাহাড়।
- শহীদদের কবরস্থান।

উহুদ পাহাড়ে নানান পরিবহনের মাধ্যমে পৌঁছা যায়। যথা:

১। মদীনা বাস সার্ভিস:

- হারামের স্টপিজ।
- মদীনা বাস স্ট্যান্ড (হারাম-উহুদ)।

২। পর্যটন বাস সার্ভিস:

জাবালে রুমাত

উহুদ পাহাড়ের পাশে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র পাহাড়।

নামকরণের কারণ:

উহুদ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদল তীরন্দায (রুমাত) সাহাবাদেরকে এই পাহাড়ের ওপর অবস্থানের নির্দেশ দেন। যাতে পেছন দিয়ে শত্রুদের অতর্কিত আক্রমণ ও অবরোধ থেকে মুসলিম বাহিনী সুরক্ষিত থাকে।



- পাহাড়ে নিয়োজিত তীরন্দায (রুমাত) সাহাবীদের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ জন।

- তারা আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ছিলেন।

- আল্লাহর পূর্ব ফয়সালা অনুযায়ী একদল তীরন্দায সাহাবা রাসূলের নির্দেশ অমান্য করেন। তারা মুশরিকদেরকে পরাজিত ও পলায়নরত দেখে গনীমত সংগ্রহের জন্য পাহাড় থেকে নেমে যান। তাদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে নিষেধের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ- যিনি তখনও মুশরিক ছিলেন- সুযোগটির সদ্ব্যবহার করেন। তিনি একদল সেনা নিয়ে পেছন দিক থেকে মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলেন। মুহূর্তেই যুদ্ধের ফলাফল বদলে যায়। মুসলমানদের বিজয় পরাজয়ে পর্যবসিত হয়। অসংখ্য সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

- ‘যখন তোমাদের ওপর মুসীবত এলো তখন তোমরা বললে, ‘এটা কোথা হতে এলো?’ অথচ তোমরা তো (কাফিরদের) দ্বিগুণ বিপদ ঘটিয়েছিলে। বল: ‘এটা তোমাদের নিজেদেরই নিকট হতে’। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৫]

উহুদের শহীদদের কবরস্থান



- মসজিদে নববীর উত্তর দিকে অবস্থিত।
- ৫ কি.মি. দূরে।
- উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে।

- এই কবরস্থানকে ‘শুহাদা চত্বর’ বলা হয়।
- এটাকে ‘শহীদদের কবরস্থান’ বলে নামকরণের কারণ হলো- এখানেই উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী ৭০ জন সাহাবীর পবিত্র দেহ শায়িত করা হয়েছে।

এখানে শায়িত সাহাবাদের মাঝে অন্যতম প্রসিদ্ধ হলেন:

- রাসূলুল্লাহর (সাঃ) চাচা শহীদদের সর্দার হামযা ইবনে আব্দিল মুত্তালিব।



বর্তমানে কবরস্থানটি চতুর্দিক থেকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। তবে যিয়ারতকারীগণ প্রাচীরের বাইরে থেকে ভেতরের সবকিছু দেখতে পান।

এই কবরস্থানের যিয়ারতকারীদের জন্য এখানে সালাম পেশ ও শহীদদের জন্য দুআ করা সুন্নাত। যেমনটা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন,

السَّلامُ عَلَيكُم دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ، وإنَّا إنْ شاءَ اللّٰهُ بِكُمْ
لاحِقُونَ، يَرْحَمُ اللّٰهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَالمُسْتأخِرِين .

‘আস-সালামু আলাইকুম দারা কওমিন মুমিনীন। ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকূন। ইয়ারহামুল্লাহুল মুস্তাকদিমীন মিনকুম ওয়াল মুসতাখিরীন’।





বনু সায়েদার বৈঠকখানা

(সাকীফায়ে বনী সায়েদা)

- এটা সেই স্থান রাসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাতের পরে যেখানে সাহাবায়ে কিরাম বৈঠক করেন এবং আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মুসলমানদের খলীফা হিসেবে তাঁর হাতে বাইয়াত নেন।

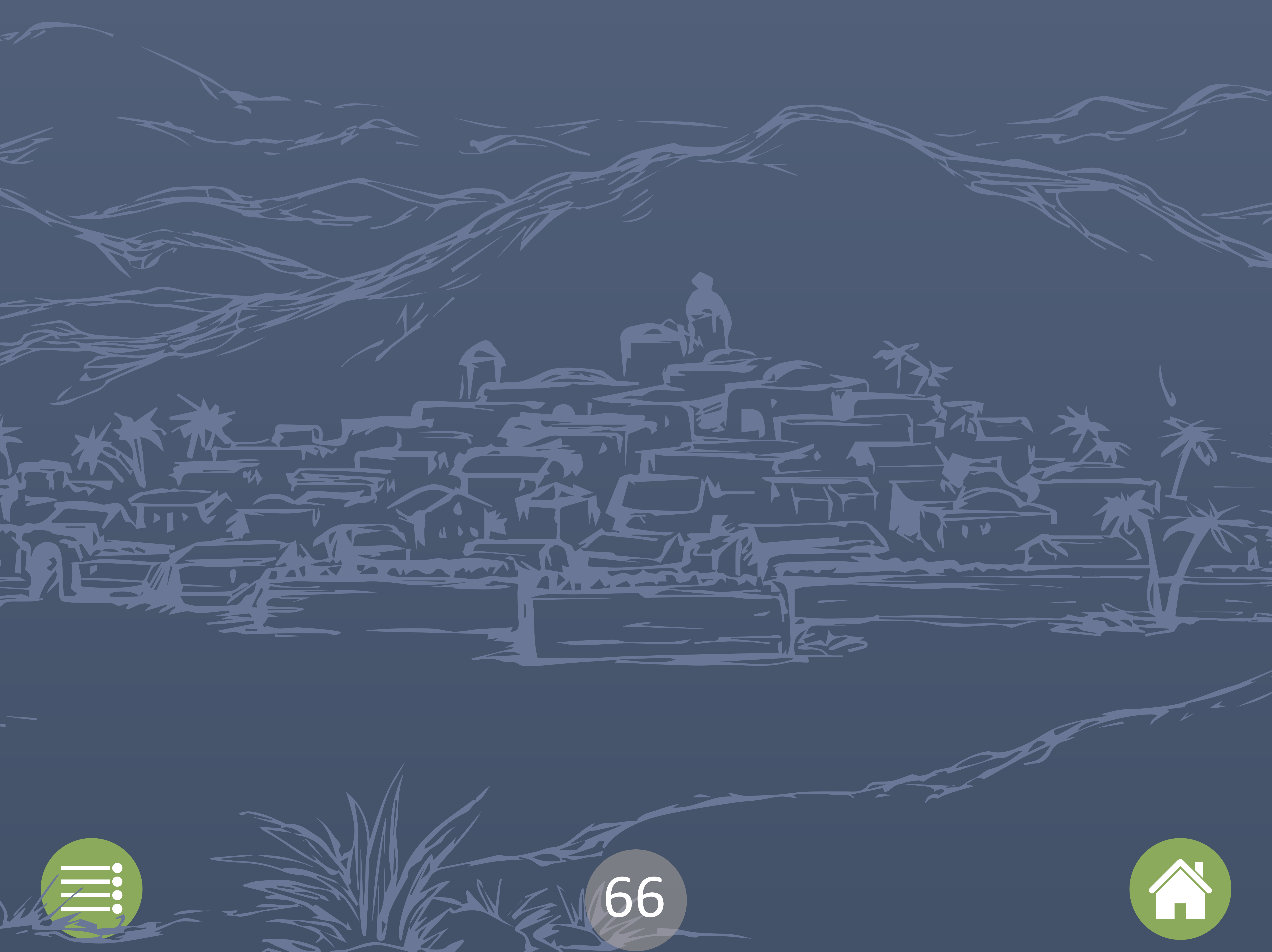
- এই বৈঠকখানাকে ‘বনু সায়েদা’র সঙ্গে সম্পৃক্ত করার কারণ হচ্ছে এটা উক্ত কবীলার খামারে অবস্থিত ছিল।

- এটা মদীনা মুনাওয়ারার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান।

- মুসলমানদের অন্তরে এটার বিশেষ ঐতিহাসিক মর্যাদা রয়েছে। কারণ এখানেই তাদের সূচনার মহাগুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদিত হয়েছিল।

- এটা মসজিদে নববীর উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

- মসজিদে নববী থেকে ৫০০ মিটার দূরত্বে অবস্থিত।



- অতীতে এটি একটি ছাদযুক্ত ভবন ছিল। এর তিন দিকে দেয়াল ও এক দিক উন্মুক্ত ছিল।

- বর্তমানে এটি প্রাচীর ঘেরা একটি বাগানরূপে বিদ্যমান।

সাকীফার অবস্থান:

- এটা বর্তমানে ঘন গাছগাছালিপূর্ণ একটি বাগান হয়ে আছে। দর্শনার্থীগণ গাছের ফাঁকে ঘুরে ঘুরে এই ঐতিহাসিক স্থানটি দেখে থাকেন।

কিং ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স



এটি কুরআনের জ্ঞানতত্ত্ব, কুরআনের অর্থের অনুবাদসহ কুরআন কারীমের নানামুখী সেবায় নিবেদিত একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। প্রিন্টিং, সাউন্ড রেকর্ডিং, ইলেকট্রনিক প্রকাশনা, ডিজিটাল অ্যাপসহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কুরআন কারীমকে সবধরনের বিকৃতি থেকে সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানের প্রয়াস প্রশংসনীয়।

এখানেই রয়েছে কুরআন শরীফ মুদ্রণের জন্য বিশ্বের সর্ববৃহৎ ছাপাখানা।

ইসলাম ও মুসলমানদের সেবায় সৌদি আরবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগুলোর এক অনন্য উদাহরণ এই প্রতিষ্ঠান।

উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে এ যাবৎ কুরআনের ৩৫০ মিলিয়নের অধিক কপি ছাপা হয়েছে। প্রতি বছর প্রায় ২০ মিলিয়ন কপি ছাপানো হয়ে থাকে। সাইজ, ভাষা ইত্যাদি বিবেচনায় এখানে প্রায় ২৫০ এর অধিক কুরআনের ভিন্ন ভিন্ন ভার্সন প্রকাশিত হয়েছে। এখান থেকে বিশ্বের প্রায় ৭০ এর অধিক ভাষায় কুরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৩৯ টি এশীয় ভাষা রয়েছে।



অবস্থান:

মদীনা মুনাওয়ারা- তাবুক রোড

কমপ্লেক্সে পৌঁছতে

এখানে ক্লিক করুন



উদ্বোধন: ১৪০৫ হিজরীতে এটার উদ্বোধন হয়েছে।

মদীনা মুনাওয়ারা যাদুঘর
(হেজায রেলওয়ে মিউজিয়াম)



মদীনা মুনাওয়ারা যাদুঘর

(হেজায রেলওয়ে মিউজিয়াম)

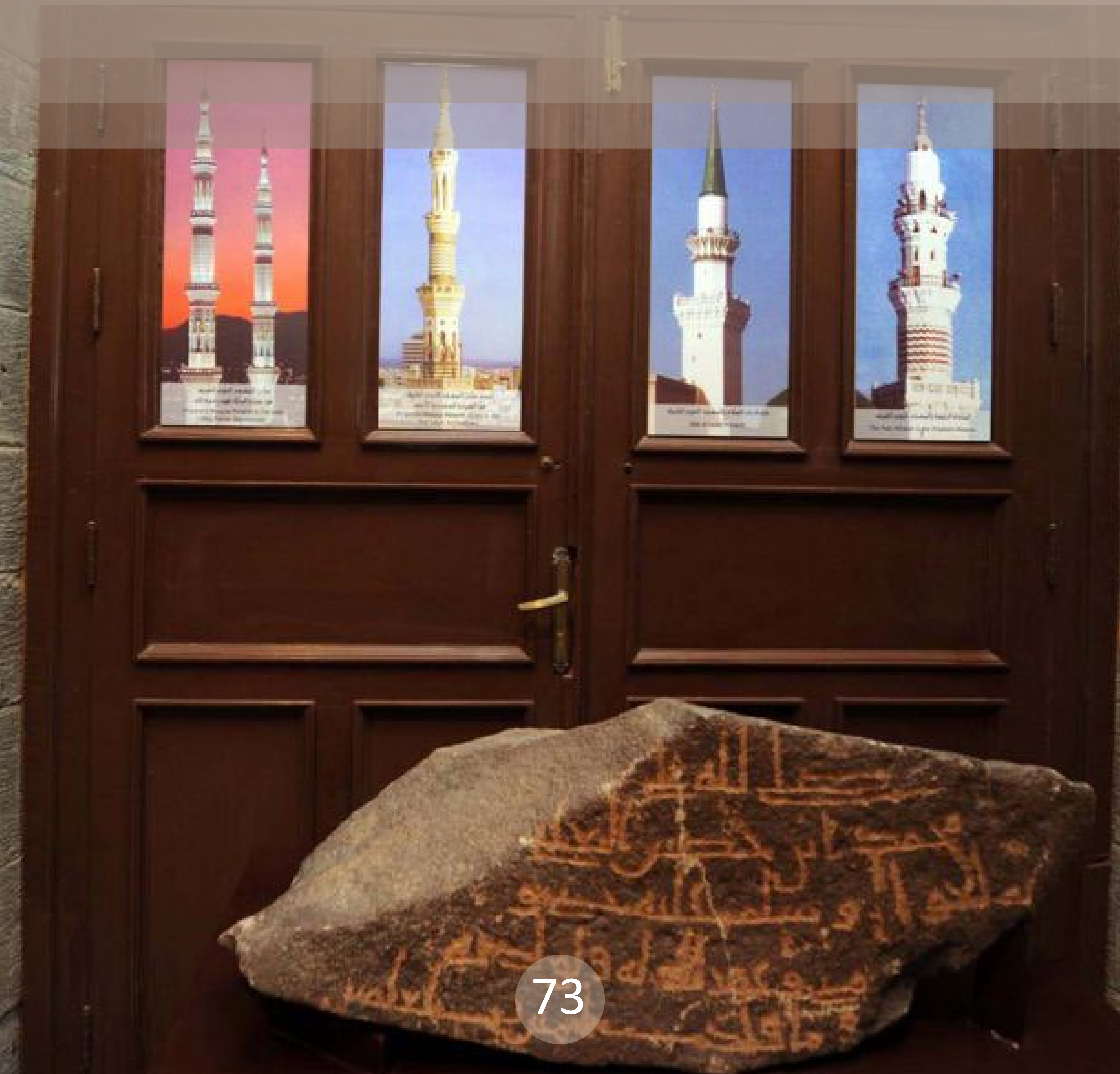
১৯০৮ সালে নির্মিত হেজাল রেলওয়ে স্টেশনকে ১৯৮৩ সালে যাদুঘরে পরিবর্তন করার প্রজেক্ট হাতে নেয়া হয়। এটার নাম দেয়া হয়: মদীনা যাদুঘর



সংগ্রহশালা:

- বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহ, ভিজ্যুয়াল গ্যালারী এবং মদীনার বিভিন্ন সময়ের বিরল ঐতিহাসিক ছবিসমূহ।

- প্রায় ২০০০ শিল্পকর্ম যা মদীনার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে মূর্ত করে তোলে। মদীনার প্রাকৃতিক ও সামাজিক দৃশ্যপট এবং যুগে যুগে মদীনা শহরটি গড়ে ওঠার জীবন্ত ইতিহাস তুলে ধরে।



যাদুঘরের অবস্থান:

মদীনার আম্বারিয়া মসজিদের কাছাকাছি হেজায রেলওয়ের সর্বশেষ স্টেশন ভবন।

লোকেশন:

এখানে ক্লিক করুন





দারে মদীনা ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক যাদুঘর

এটামদিনামুনাওয়ারারবিশেষায়িতযাদুঘর। হিজরতে নববী থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত মদিনার সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইসলামের ইতিহাস তুলে ধরে।

যাদুঘরটি আপনাকে মদীনা মুনাওয়ারা, মসজিদে নববী ও সীরাতে মুস্তফার (সাঃ) ঐতিহাসিক অলিগলিতে এক অনন্য ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। যাদুঘরের দায়িত্বশীলগণ বিভিন্ন ভাষায় আপনাকে নিচের তথ্যগুলো প্রদান করবেন:

- ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহ সংখ্যা।
- ঐতিহাসিক ডামিসমূহ।
- ছবি, অঙ্কন চিত্র, শিলালিপি, নানান বই-পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি।



মসজিদে নববী
স্থাপত্য প্রদর্শনী কেন্দ্র

মসজিদে নববীর স্থাপত্য ইসলামী স্থাপত্যের সৌন্দর্য ও নিপুণতার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পাশাপাশি এটি প্রাচীন ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের সুবিশাল সম্ভার।

উক্ত প্রদর্শনী কেন্দ্র যিয়ারতকারীর অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে। মসজিদে নববীর স্থাপত্যের নানান দিক ও তাতে বিদ্যমান সেবাসমূহ সবিস্তারে তুলে ধরে।

প্রদর্শনী কেন্দ্রের অবস্থান:

মসজিদে নববীর দক্ষিণ (তথা কিবলার) দিকে।



- উক্ত প্রদর্শনী কেন্দ্র মসজিদে নববীর মিম্বর, মিহরাব, গম্বুজ, ছাতা, গেট, মিনার ইত্যাদি বিষয়ে যিয়ারতকারীর জ্ঞান সমৃদ্ধ করে।

- একাধিক আন্তর্জাতিক ভাষায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এসব তথ্য উপস্থাপন করে।



১২ টি চিত্রের মাধ্যমে:

- শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত মসজিদে নববীর স্থাপত্য ইতিহাস উপস্থাপন করে।
- যুগে যুগে মসজিদ সম্প্রসারণের চিত্র তুলে ধরে।

মসজিদে নববী ও প্রদর্শনী কেন্দ্রের সংগ্রহশালা সুরক্ষিত রাখা দর্শনার্থীদের সচেতনতার প্রমাণ।



সীরাতে নববী ও ইসলামী সভ্যতা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী কেন্দ্র ও যাদুঘর

এটা স্বতন্ত্র ইলমী মানহাজে, সুসংহত গবেষণা পদ্ধতিতে, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সামগ্রিক পরিচয়, তাঁর শিক্ষা ও শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ অনন্য সৃজনশীল উপায়ে তুলে ধরে।

অবস্থান:

মসজিদে নববীর কিবলার মুখোমুখি দক্ষিণ দিকে।

এই প্রদর্শনী কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হলো:

- আল্লাহ তাআলার পরিচয়, তাঁর নাম ও গুণাবলী এবং তাঁর কুদরতের নানান নিদর্শন তুলে ধরা।
- ইসলামের পরিচয়, ইসলামী মূল্যবোধ ও মূলনীতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া।



- ইসলামের নবী মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (সাঃ) এর সঙ্গে পরিচিত করা।
- অন্যান্য নবী ও রাসূল আলাইহিমুস সালামদের পরিচয় তুলে ধরা।
- ইসলামী পুরাকীর্তি ও ইসলামী সভ্যতার নিদর্শনগুলো তুলে ধরা।

উপস্থাপনের ভাষাসমূহ:

যেসব ভাষায় এগুলো উপস্থাপন করা হয়ে থাকে তন্মধ্যে: ইংরেজি, ফরাসি, স্পেনীয়, উর্দু, তুর্কি, ইন্দোনেশীয়।

মদিনা বাস সার্ভিস





এগুলো সর্বাধুনিক বাস সার্ভিস যা আপনাকে নির্ধারিত রুটিন ভিত্তিক ও স্বল্প খরচে মদীনার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পৌঁছে দিবে।

নগদ, ইলেকট্রনিক কিংবা তাদের নির্ধারিত অ্যাপের মাধ্যমে ভাড়া পরিশোধ করা যাবে।

স্টেশনগুলোর অবস্থান ও ভ্রমণপথ জানতে আপনার মোবাইলে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করুন:



পর্যটন বাস



এগুলো দ্বিতল ট্যুরিস্ট বাস যার ওপরের তলা খোলা। এটা মদীনার গুরুত্বপূর্ণ ১২ টি দর্শনীয় স্থানে গিয়ে থাকে। দর্শনার্থী যখন যেখানে চান নামতে পারেন। আবার যেখানে ইচ্ছা সেখান থেকে উঠতে পারেন।

২৪ ঘন্টার জন্য ব্যবহারযোগ্য টিকেটের মাধ্যমে যে কেউ এই সুবিধা উপভোগ করতে পারেন।

তাতে ৮ টি ভাষায় অডিও নির্দেশিকা রয়েছে।

এসব পর্যটন বাস ১২ টি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় থামে:

মসজিদে নববী

আল নূর মল শপিং কমপ্লেক্স

খন্দক যুদ্ধের স্থান

মসজিদে কুবা

উহুদ যুদ্ধের স্থান

হেজায রেলওয়ে স্টেশন

কুবা এভিনিউ (জাদ্দাতু কুবা)

বাসের সময়সূচি ও বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন:



প্রয়োজনীয় নম্বরসমূহ

911

জরুরি ও নিরাপত্তা সেবার জন্য

937

চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ ও জিজ্ঞাসার জন্য

920002814

আল্লাহর মেহমানদের জিজ্ঞাসার জবাবের জন্য হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ কেন্দ্র

1966

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী সংক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য

হজ্জের অন্যান্য সকল নির্দেশিকা হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে বিদ্যমান (এখানে ক্লিক করুন)।

এসব নির্দেশিকাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান।



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

هيئة الهلال الأحمر السعودي
SAUDI RED CRESCENT AUTHORITY

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

وزارة الصحة
Ministry of Health

الدفاع المدني

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat,Tax and Customs Authority

SFDA
الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority

الهيئة العامة للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY

আল্লাহ আপনাদের আমল ও প্রচেষ্টাগুলো কবুল করুন

দিক-নির্দেশনামূলক অন্যান্য তথ্যের জন্য

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে

আমাদের একাউন্টগুলো অনুসরণ করুন

Haj.gov.sa | @HajMinistry

وزارة الحـج والعمـرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

1.2 BEN بنغالي

সচেতনমূলক

মিনা নির্দেশিকা



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

এই নির্দেশিকাটি নিম্নলিখিত ভাষাগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে। আপনার কাঙ্খিত ভাষার ওপর ক্লিক করে সেটা ডাউনলোড করতে পারেন

English ENG	عربي AR
বাংলা BEN	Bahasa Indonesia IND
Français FRA	Hausa HAU
Türkçe TUR	اُرْدُوْ URD
Español SPN	Русский язык RUS
Bahasa Malaysia MAY	සිංහල භාෂාව SIN
አማርኛ AMH	فارسی PER
o'zbek UZB	हिंदी HIN

সূচিপত্র

কাঙ্খিত পৃষ্ঠায় যেতে শিরোনামের ওপর ক্লিক করুন

▶ মিনার অবস্থান

▶ মিনার সীমারেখা ও সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ



▶ মিনা নামকরণের কারণ



অষ্টম তারিখের (তারবিয়াহ) মিনা



মিনায় অবতরণ



অষ্টম তারিখ মিনায় কীভাবে কাটাবেন?



তাশরীকের দিনগুলো



তাশরীকের দিনগুলোর তাকবীর



জামারাতে পাথর নিক্ষেপ



আমি জামারাতে কীভাবে পৌঁছবো?

দ্রুত সম্পন্ন ও বিলম্বিতকরণ



মিনা ত্যাগ করা



বিদায়ী তওয়াফ



মসজিদুল খাইফ



মিনায় তাঁবু না হারানোর পরামর্শ



মিনায় অবস্থানকালীন স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ



রোদে বের হওয়া



খাদ্যে বিষক্রিয়া থেকে সুরক্ষার পদ্ধতি



সর্দি এবং শ্বাসজনিত রোগ



গুরুত্বপূর্ণ ফোন নাম্বারসমূহ

মিনার অবস্থান

হাজ্জীদের সকল অনুভূতি ও স্মৃতির ভাণ্ডার ছোট্ট এ উপত্যকাটি। কেবল আজ নয়; মানব জাতির শুরু থেকেই এটা গুরুত্বপূর্ণ। যুগে যুগে নবীগণ আলাইহিমুস সালাম এটাকে চিনেছেন, এখানে নামাজ পড়েছেন, অবস্থান করেছেন।

আজও এটা হাজ্জীদের অবস্থানগাহ। হজ্জ যাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা তথা যুলহজ্জ মাসের অষ্টম তারিখ থেকে শুরু করে কুরবানীর দিন ও তাশরীকের দিনগুলোসহ হজ্জের সমাপ্তি পর্যন্ত হাজ্জীগণ এখানে অবস্থান করেন।

এই মহাগুরুত্বপূর্ণ স্থানটি সম্পর্কে জানতেই বক্ষ্যমাণ নির্দেশিকাটির সৃষ্টি।





মিনার সীমারেখা ও সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ

এটা হারাম সীমার অভ্যন্তরে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত একটি উপত্যকা। উত্তর ও দক্ষিণে পাহাড় বেষ্টিত। এর পূর্বদিকের এক প্রান্তে রয়েছে ওয়াদি-মুহাসসির অন্য প্রান্তে রয়েছে জামরায়ে কুবরা।

3.2.

মিনা অঞ্চলের ব্যবহৃত অংশের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩.২ কি.মি.।

7.82.

মিনার শরীয়ত-নির্ধারিত আয়তন প্রায় ৭.৮২ বর্গ কি.মি.।

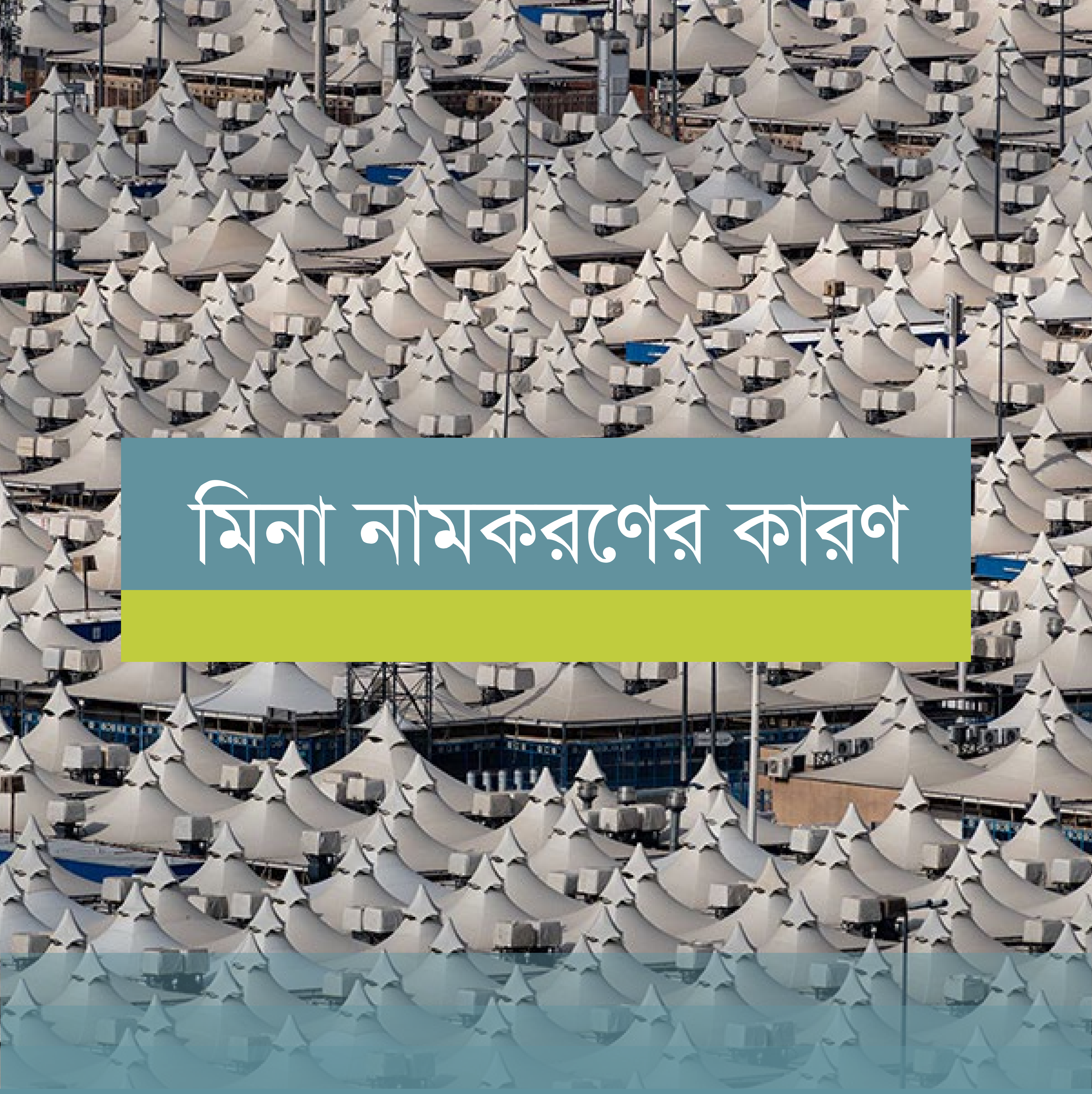




মিনার ব্যবহৃত অংশের পরিধি ৪.৮ বর্গ কি.মি.। অর্থাৎ মূল মিনার প্রায় ৬১% ব্যবহৃত হয়। বাকি ৩৯% প্রায় দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে পরিপূর্ণ সমতল ভূমি থেকে যা ৫০০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত। ফলে সেসব অঞ্চলে অবস্থান করা সম্ভব নয়।

তাই হাজ্জীদের সংখ্যা বেশি হলে এবং মিনাতে সংকুলিত না হলে তাদের জন্য হারামের অভ্যন্তরে মিনার পার্শ্ববর্তী স্থানগুলোতেও অবস্থান করা বৈধ।





মিনা নামকরণের কারণ

মিনার এই নামকরণ দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়:

‘মিনা’ শব্দের অর্থ জবাই। হাজ্জীরা যেহেতু এখানে পশু জবাই করে থাকেন এজন্য এটাকে মিনা বলা হয়।

বলা হয়ে থাকে, আমাদের পিতা আদম আলাইহিস সালাম এখানে ছিলেন। তিনি যখন এটা ছেড়ে যাচ্ছিলেন তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম তাকে বলেন, ‘আপনি তামান্না করুন’। তিনি বললেন, ‘আমি জান্নাতের তামান্না করি’। তাই ‘তামান্নী’ (প্রত্যাশা) থেকে এটাকে মিনা বলা হয়।



অষ্টম তারিখের (তারবিয়াহ)

মিনা

অধিকাংশ হাজ্জী যুলহজ্জের অষ্টম তারিখে মিনার ময়দানে অবস্থান করেন। এখানে ইহরাম অবস্থায় যুহরের নামাজ আদায় করেন। নবম তারিখের ফজর পর্যন্ত মিনাতে অবস্থান করেন।

এটাকে ‘ইয়াউমুত তারবিয়াহ’ তথা ‘পরিতৃপ্তি দিবস’ বলা হয় কারণ অতীতে হাজ্জীরা এই দিনে আরাফা দিবসের প্রস্তুতি স্বরূপ পানি বহন করতেন। কিন্তু বর্তমানে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে সেটার প্রয়োজন হয় না।





মিনায়

অবতরণ



মিনায় বাস পৌঁছানোর পরে আপনার ব্যক্তিগত সকল আসবাবপত্র নামিয়েছেন কি না নিশ্চিত হয়ে নিন।



তাঁবুতে কী কী সেবা বিদ্যমান রয়েছে তা জেনে নিন।

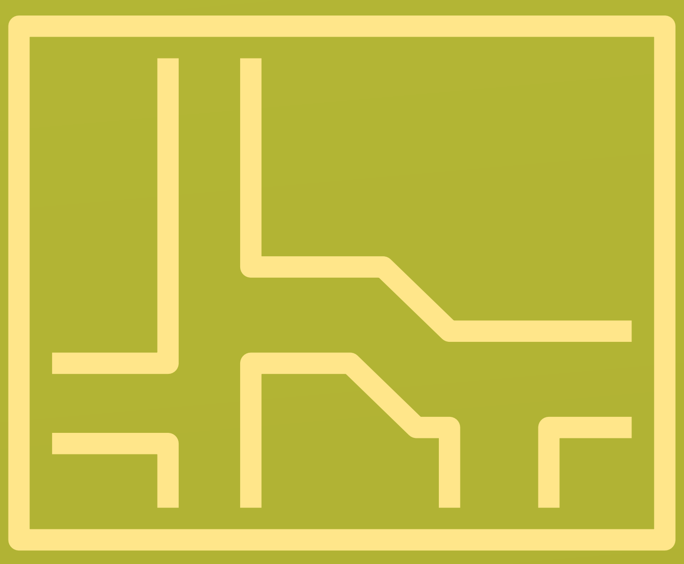




আপনার তাঁবুর অবস্থান, সেটার নম্বর, পার্শ্ববর্তী কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, ট্রেন স্টেশন নম্বর (যদি আপনার কাফেলা ট্রেন ব্যবহার করে থাকে) জেনে নিন।



• আপনার মোবাইলে বিদ্যমান জিপিএস (**GPS**) সেবা ব্যবহার করে তাঁবুর অবস্থান সেভ করে রাখুন।



সতর্কতা: মিনার সকল তাঁবু ও রাস্তাঘাট দেখতে প্রায় একই রকম।



আপনার কাফেলার দায়িত্বশীলের সঙ্গে পরিচিত হোন। প্রয়োজনে তাকে যে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করুন।



বিনা প্রয়োজনে তাঁবু থেকে বের হবেন না। বের হতে হলে দায়িত্বশীলের অনুমতি নিয়ে বের হোন।

অষ্টম তারিখ মিনায় কীভাবে কাটাবেন?



আরাফার দিনে যা যা প্রয়োজন হবে সেগুলো গুছিয়ে নিন।

আরাফার দিনে প্রয়োজনীয় বস্তুগুলোর তালিকা রয়েছে। আরাফার নির্দেশিকা ডাউনলোড করতে এখানে ক্লিক করুন

হজ্জের বিধি-বিধান ও আদবসমূহ পড়ুন ও জানুন
অন্যান্য নির্দেশিকা পেতে এখানে ক্লিক করুন



বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করুন। কুরআন তিলাওয়াত ও যিকির করুন। আল্লাহর কাছে হজ্জ সহজ ও মাকবূল হওয়ার দুআ করুন।



হাজ্জীগণ নিজ নিজ তাঁবুতে জামায়াতের সঙ্গে ‘কসর’ নামাজ আদায় করবেন।



আরাফার প্রস্তুতি স্বরূপ পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও নিদ্রা গ্রহণ করুন।



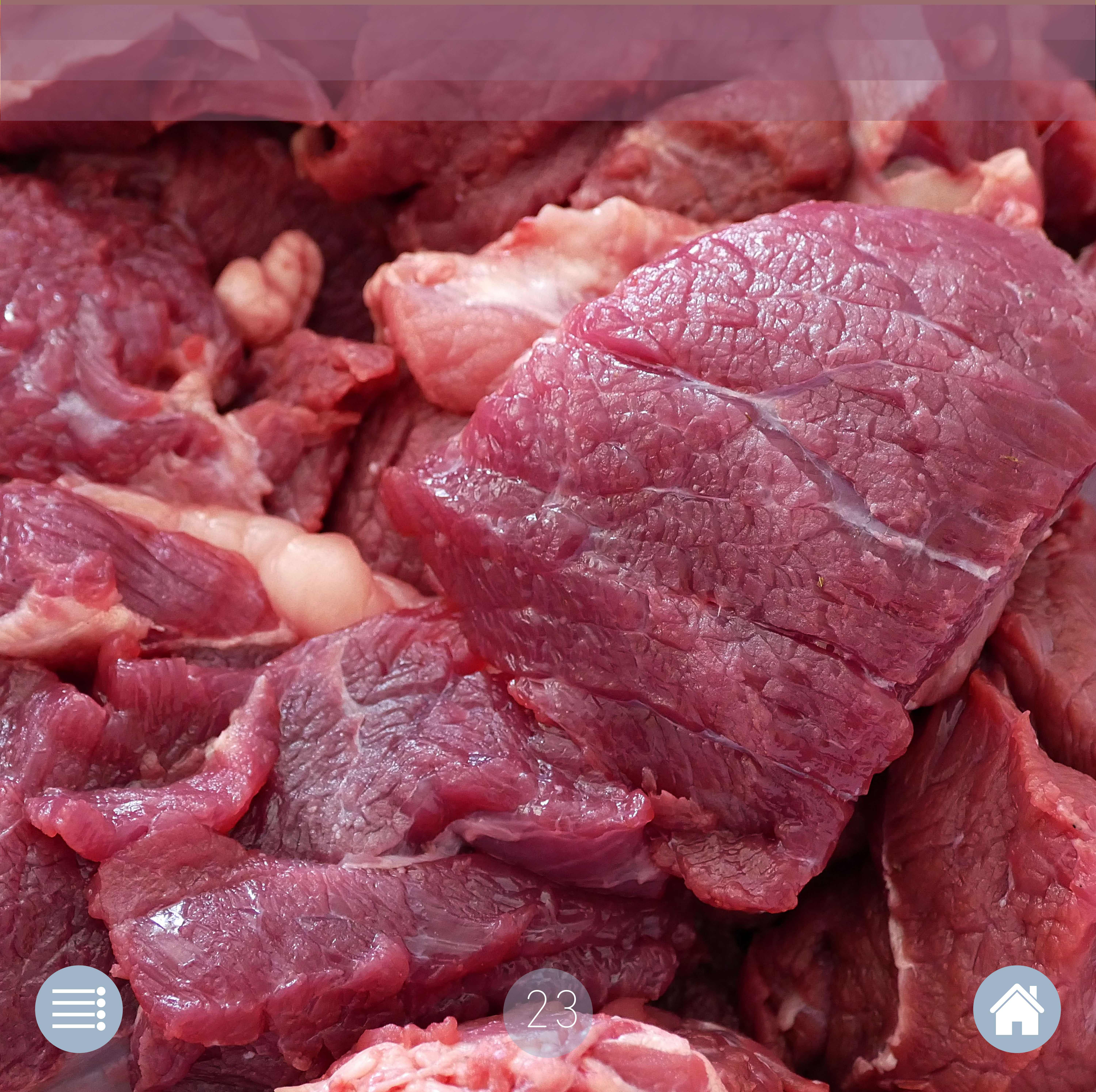


তাশরীকের দিনগুলো

‘তাশরীকের দিন’ হচ্ছে যুল হজ্জের দশ তারিখে কুরবানীর দিনের পরে ১১-১২-১৩ তারিখের দিনগুলো। এগুলো মূলত হজ্জ সম্পন্ন করতে পারার খুশি প্রকাশের দিন।

এসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘তাশরীকের দিনগুলো খাবার, পানাহার ও আল্লাহর যিকিরের দিন’।

এই দিনগুলোকে ‘তাশরীক’ নামে নামকরণের কারণ হলো: পূর্বেকার দিনে হাজ্জীগণ ঈদের দিন কুরবানীর পশু জবাইয়ের পরে গোশতগুলো টুকরো টুকরো করে রোদে শুকোতেন যাতে নষ্ট না হয়। আরবীতে এটাকে বলা হয় ‘তাশরীক’। এই প্রথা অতীতে পৃথিবীর নানান দেশে বিদ্যমান ছিল।





তাশরীকের দিনগুলোর তাকবীর

তাশরীকের দিনগুলোতে হাজ্জীর জন্য সর্বাবস্থায় এবং বিশেষত ফরজ নামাজের পরে তাকবীর ও জিকির করা সুন্নাত।

তাকবীরে বলবে:

‘আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। ওয়া লিল্লাহিল হামদ’।

‘আল্লাহু আকবার কাবীরা। ওয়াল হামদু-লিল্লাহি কাসীরা। ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরতান ওয়া আসীলা’।


مكة المكرمة
MAKKAH



জামারাতে পাথর নিক্ষেপ

তাশরীকের দিনগুলোতে হাজ্জীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো জামারাতে পাথর নিক্ষেপ।

হাজ্জীর কর্তব্য হলো:

প্রত্যেক দিন ২১ টি করে ছোট পাথর সংগ্রহ করবেন এবং তিন জামরাতে নিক্ষেপ করবেন। প্রত্যেক জামরাতে সাতটি করে পাথর মারবেন।

কাফেলার নির্ধারিত সময় অনুযায়ী হাজ্জী জামারাতে গমন করবেন।

হাজ্জী কাফেলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত ট্রেন, বাস কিংবা পায়ে হেঁটে জামরাতে যাবেন।





জামরায়ে সুগরা (প্রথম জামরাতে) পৌঁছে হাজ্জী সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবেন। প্রত্যেকটি পাথর নিক্ষেপের সময় তাকবীর দিবেন।



পাথর নিক্ষেপ সম্পন্ন হলে জামরা থেকে একটু দূরে কম জনসমাগম স্থলে গিয়ে দাঁড়াবেন যাতে ভিড় সৃষ্টি না হয়। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে রহমত, মাগফিরাত, তাওফীক ও হজ্জ কবুলসহ যা ইচ্ছা দুআ ও মুনাজাত করবেন।



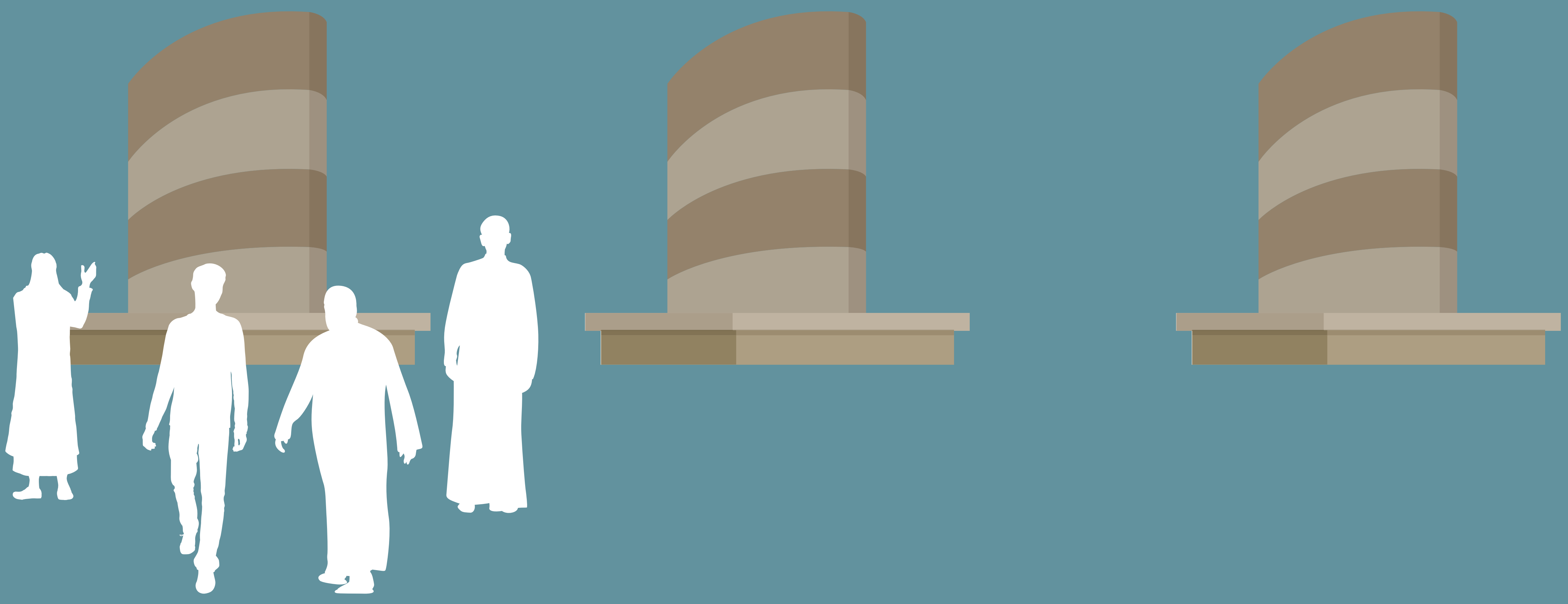


মধ্যবর্তী জামরা



অতঃপর মধ্যবর্তী (দ্বিতীয় জামরাতে) যাবেন এবং প্রথম জামরাতে যা করেছেন তাই করবেন।

জামরায়ে আকাবা



- অতঃপর জামরায়ে আকাবা (বড় জামরা) তে যাবেন। এখানেও আগের দুই জামরার মতো সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবেন। কিন্তু এবার আগের মতো দুআ করবেন না।

পাথর নিক্ষেপের পরে হাজীরা দাঁড়াবেন না। যাতে ভিড় সৃষ্টি কিংবা অন্যদের বের হওয়া বিঘ্নিত না হয়।

জামারাত নির্দেশিকা দেখতে

এখানে ক্লিক করুন



আমি জামারাতে কীভাবে পৌঁছবো?



হজ্জের কাফেলা, সেটার সময় ও স্থান বিবেচনায় জামরাতে যাওয়ার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। ফলে প্রত্যেক হাজীর নিজস্ব কাফেলার দিক-নির্দেশনা মেনে চলা ও কাফেলার সঙ্গে জামরাতে যাওয়া উচিত।

১) 'মাশায়ের ট্রেন': একদল হাজ্জী ট্রেনে করে জামারাতে পৌঁছে থাকেন। তবে ট্রেন যাত্রার পরেও জামরা পর্যন্ত পৌঁছতে বেশ কিছু জায়গা পায়ে হাঁটতে হবে।



২) পদব্রজ যাত্রা: তারা পায়ে হেঁটে জামরাতে পৌঁছান। যারা দিনে জামরাতে হেঁটে যাবেন তাদের জন্য সঙ্গে ছাতা ও পায়ে মোজা পরে বের হওয়া উচিত। এতে সরাসরি সূর্যের তাপ থেকে সুরক্ষিত থাকা যাবে। দীর্ঘ পথ হাঁটা সহজ হবে।



৩. বাস : এটা কিছু কাফেলার জন্য নির্ধারিত যাতায়াত ব্যবস্থা। সেসব কাফেলার হাজীদেরকে বাসের মাধ্যমে জামারাতে নিয়ে আসা হয়।





উপরন্তু বয়স্ক ও হাঁটা-চলায় দুর্বল হাজীদেরকে জামরা ব্রিজ পর্যন্ত পরিবহনের জন্য রয়েছে গল্ফ গাড়ি।



আপনার হাঁপানি কিংবা এলার্জি থাকলে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও ইনহেলার ইত্যাদি সঙ্গে নিতে ভুলবেন না। কারণ ক্লান্তি, দীর্ঘ হাঁটা ও ধুলোবালির কারণে যে কোনো সময় এগুলো প্রয়োজন হতে পারে।



নিরাপত্তাকর্মীদের দিক-নির্দেশনা, ট্রাফিক আইন ও কাফেলা-পদ্ধতি কঠোরভাবে মেনে চলুন। কারণ এগুলো মূলত হাজীদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের স্বার্থেই তৈরি করা হয়েছে। এগুলোর লঙ্ঘন ভিড়, জ্যাম ও আল্লাহর ঘরের মেহমানদের জন্য ক্ষতির কারণ।



জামরার সর্বত্র অসংখ্য ইমার্জেন্সি টিম ছড়িয়ে থাকে। সুতরাং আল্লাহ না করুন কোনো স্বাস্থ্যগত জটিলতার লক্ষণ দেখা দিলেই তাদেরকে অবহিত করুন।



জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপের পরে শৌচাগার, ক্ষৌরাগার (সেলুন), রেস্টুরেন্টসহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা বিদ্যমান।



দ্রুত সম্পন্ন ও বিলম্বিতকরণ


হাজ্জীর জন্য দ্রুত হজ্জ সম্পন্ন করা বৈধ। ফলে তিনি যুলহজ্জের ১২ তারিখেই মিনা হতে বের হয়ে যেতে পারবেন। আর সেটা না করলে ১৩ তারিখে বের হবেন। যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘আর যে ব্যক্তি তাড়াহুড়া করে দু’দিনে চলে আসবে তার কোন পাপ নেই। আর যে বিলম্ব করবে তারও কোন অপরাধ নেই’।



হাজ্জী তার নির্ধারিত কাফেলার সঙ্গে সমন্বয় করে দ্রুত কিংবা বিলম্ব করবেন।

সুতরাং যদি দ্রুত সম্পন্ন করেন তাহলে কেবল ১১ ও ১২ তারিখে জামারাতে পাথর নিক্ষেপ করবেন। যদি ১৩ তারিখে মিনাতে না থাকেন সেদিনেরটা একদিন আগে ১২ তারিখে নিক্ষেপ করা বৈধ হবে না।





হাজ্জীর জন্য নিজস্ব কাফেলার রুটিন, আসা যাওয়ার নির্ধারিত সময় ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চলা কর্তব্য।



মিনা ত্যাগ করা

মিনা থেকে কখন এবং কিভাবে বের হবেন, কখন বিদায়ী তওয়াফ করবেন এজাতীয় সব কিছু কাফেলার তত্ত্বাবধায়কের কাছ থেকে জেনে নিন। যাতে করে কষ্ট ও পেরেশানীর শিকার না হন।



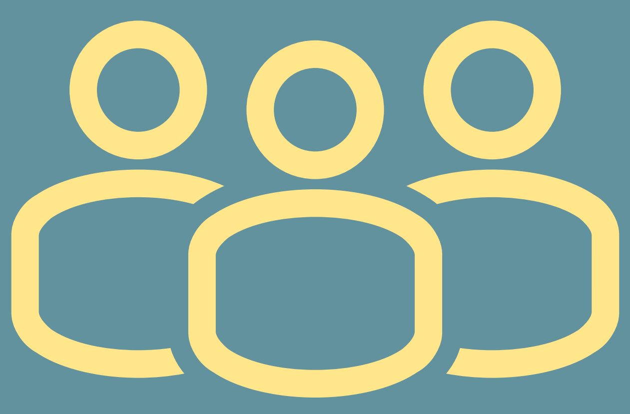
• মিনা ত্যাগের পর্যাপ্ত পরিমাণ সময় পূর্বে নিজের আসবাবপত্র গুছিয়ে নিন।



কাফেলার পক্ষ থেকে হারামে যাওয়া-আসার নির্ধারিত সময় ও স্থান ইত্যাদি কোনো কাগজে কিংবা মোবাইলে নোট করে নিন।



মিনা ত্যাগের পূর্বে আপনার মোবাইল ফোন সম্পূর্ণ চার্জ করেছেন কিনা নিশ্চিত হয়ে নিন।



যাওয়া-আসার সময় নিজ কাফেলার কিছু সঙ্গীর সাথে থাকুন। একা থাকা পরিহার করুন।

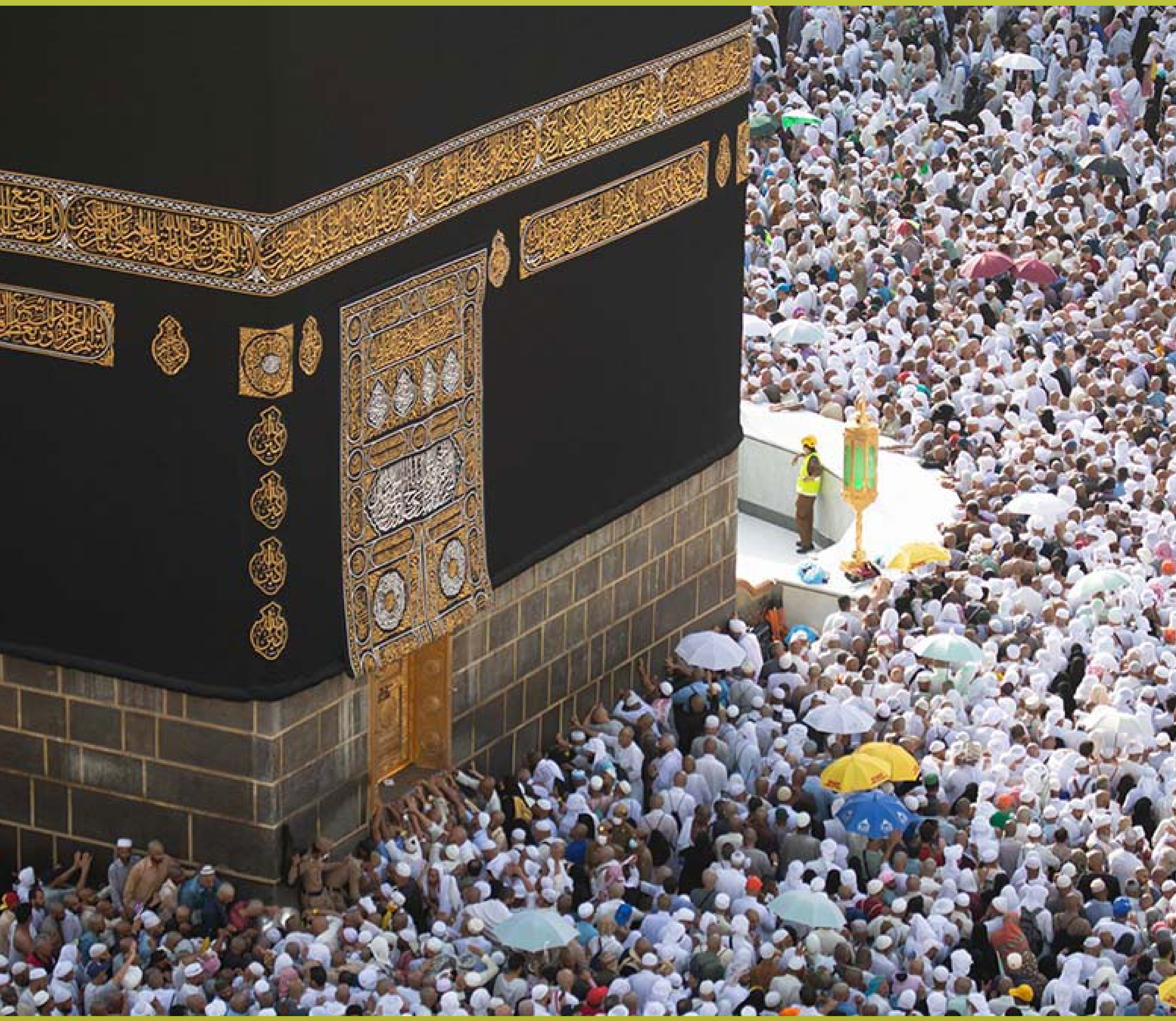


বিদায়ী তওয়াফ

এটা মিনা ত্যাগের পরে ও মক্কা ত্যাগের আগে সম্পন্নকৃত একটি তওয়াফ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাজ্জীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেনো তাদের সর্বশেষ কাজ হয় বাইতুল্লাহর তওয়াফ। একারণে এ সময় তওয়াফ করা হয়।

তবে হায়েজ-নিফাস কিংবা অন্য কোনো শরঈ উজর থাকলে ভিন্ন কথা। এমন ব্যক্তির জন্য বিদায়ী তওয়াফ বৈধ নয়।

হাজ্জী সাহেব যদি হজ্জের মূল তওয়াফ (তওয়াফে ইফাজাহ) সম্পন্ন না করে থাকেন এবং সেটা মক্কা ত্যাগের পূর্বে করতে চান তবে তিনি শুধু একটা তওয়াফই করবেন। আলাদাভাবে বিদায়ী তওয়াফ করার প্রয়োজন নেই।



মসজিদে হারামের নির্দেশিকা দেখতে ছবির উপর ক্লিক করে ডাউনলোড করুন।





এখানে ক্লিক করুন

মসজিদুল খাইফ

এটা মিনার সর্ববৃহৎ মসজিদ। বিদায় হজ্জের সময় এখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অবস্থান গ্রহণ ও নামাজ আদায় করেন।

তাঁর পূর্বে অসংখ্য নবী আলাইহিমুস সালাম এখানে এসেছেন এবং নামাজ পড়েছেন। বর্ণিত আছে, ‘মসজিদুল খাইফে সত্তর জন নবী নামাজ আদায় করেছেন।

আজও পর্যন্ত হাজ্জীগণ এখানে নামাজ আদায় করে থাকেন।



২৫০০০

২৫০০০ বর্গ মিটার
মসজিদের আয়তন

৪৫০০০

৪৫০০০
মুসল্লী ধারণ করতে সক্ষম এই মসজিদ

চার কোণে রয়েছে বড় বড় চারটি মিনার



মসজিদুল খাইফের অবস্থান: মিনায় কিং ফয়সাল রোডে অবস্থিত।

• মসজিদে পৌঁছতে এখানে ক্লিক করুন





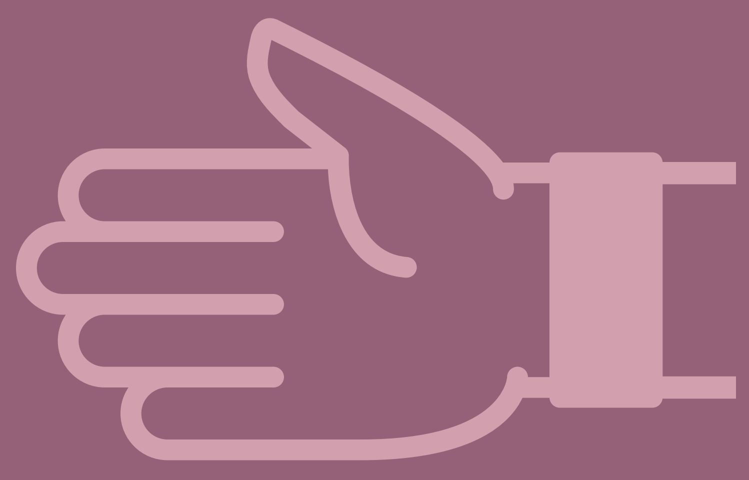
মিনায় তাঁবু না হারানোর পরামর্শ

আপনার মোবাইলে লোকেশন, রোড ও তাঁবুর নম্বর সংরক্ষণ করে রাখুন।

আপনার তাঁবুর কাছাকাছি কোনো বৃহৎ প্রতিষ্ঠান (যথা হাসপাতাল-রেলস্টেশন-এমার্জেন্সি সেন্টার ইত্যাদি) মনে রাখুন।



তাঁবুতে থাকুন। একান্ত প্রয়োজন কিংবা হজ্জের কাজ ছাড়া বের হবেন না।



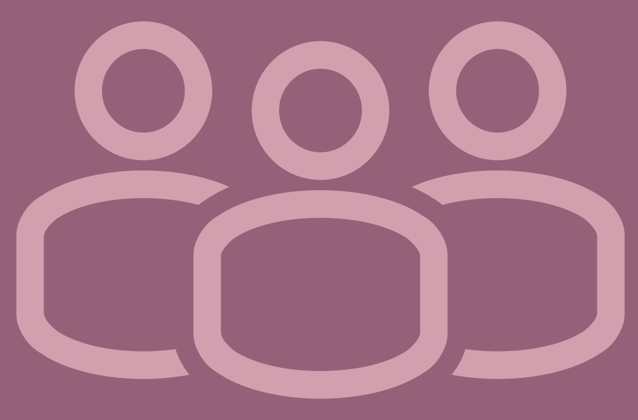
আপনার তাঁবুর নাম, লোকেশন, গেট ইত্যাদির নম্বর মনে রাখুন। এগুলোর প্রমাণ যেমন ব্রেসলেট কিংবা কার্ড সঙ্গে রাখুন।



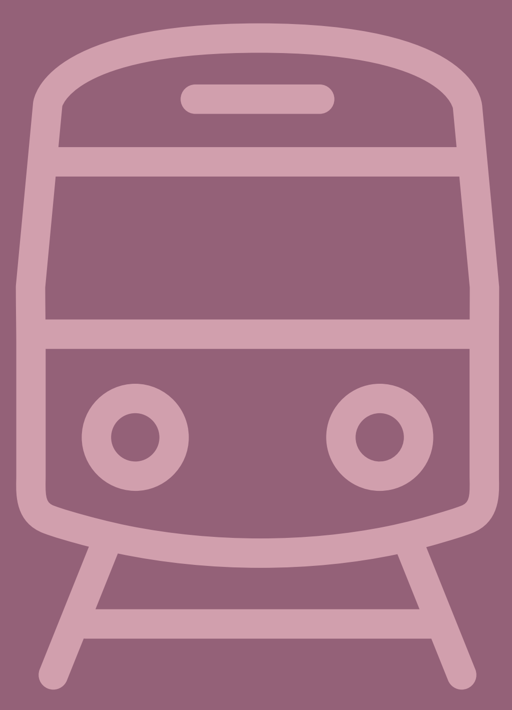
মোবাইলের জিপিএস সেবাতে সেগুলো সংরক্ষণ করে রাখুন।



তাঁবু থেকে বের হবার সময় মোবাইল নিতে ভুলবেন না।



তাঁবু থেকে দল বেঁধে বের হোন। একা বের হওয়া থেকে বিরত থাকুন।



জামারাতে যাওয়ার জন্য আপনার কাফেলাতে যদি ট্রেন সার্ভিসের ব্যবস্থা থাকে তবে তাঁবুর কাছাকাছি ট্রেন স্টেশনের নম্বর জেনে নিন।



মিনায় অবস্থানকালীন স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ



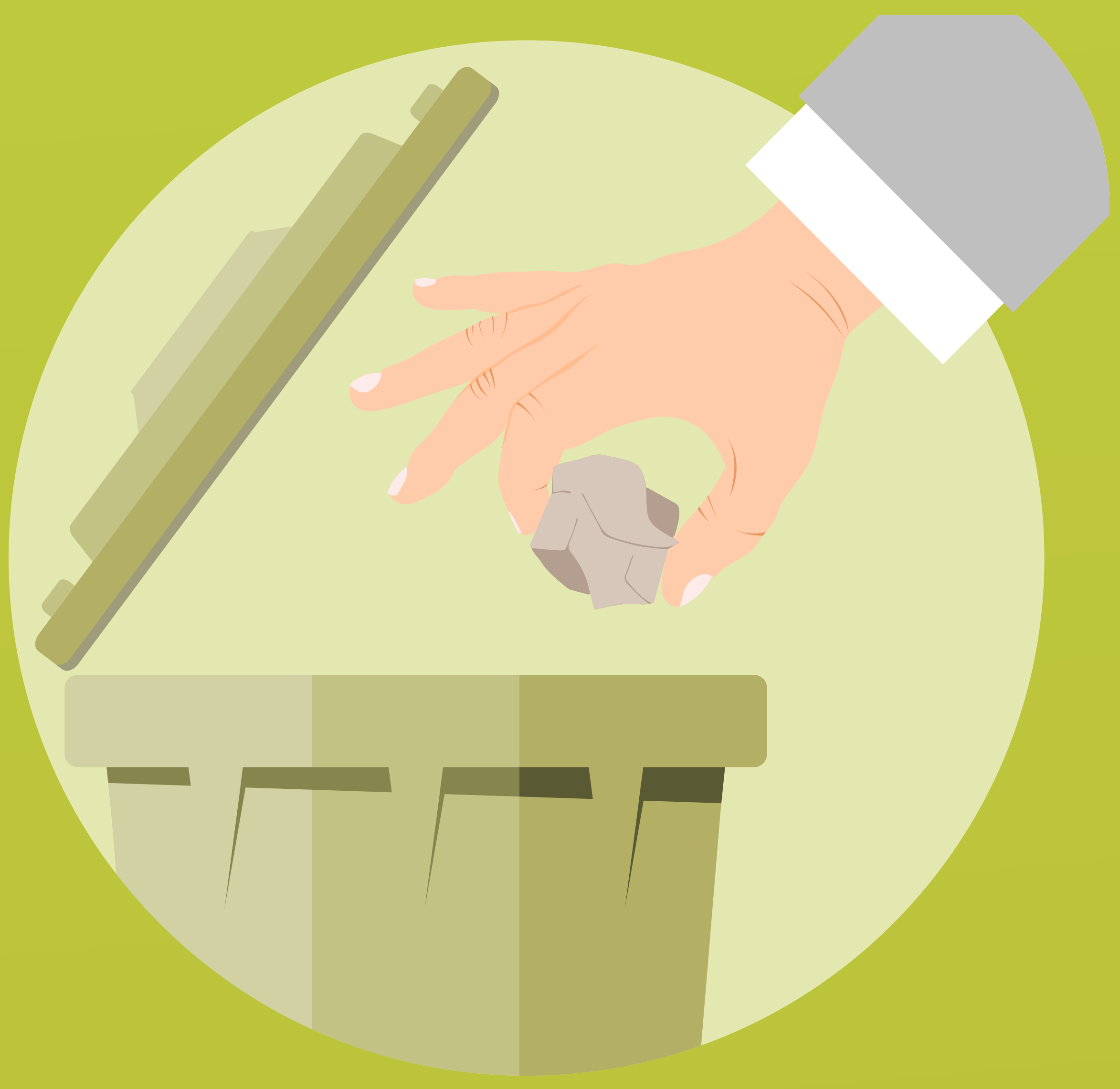
সর্বদা আপনার হাত ধুয়ে নিন বা জীবাণুমুক্ত (স্যানিটাইজ করুন)। বিশেষত খাওয়ার আগে এবং পরে, বাথরুম ব্যবহার করার পরে, হাঁচি বা কাশি দেওয়ার পরে এবং আপনার তাঁবুতে ফিরে এসে।



সরাসরি ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগানো থেকে দূরে থাকুন। বিশেষত শারীরিক পরিশ্রমের পরে বা বাইরে থেকে তাঁবুতে ফেরার পরে।



মাস্ক পরার প্রতি যত্নবান থাকুন। বিশেষ করে জনাকীর্ণ স্থানে মাস্ক পরার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।



নির্ধারিত স্থানে ময়লা-আবর্জনা ও বর্জ্য ফেলুন। এটা আল্লাহর ঘর ও তাঁর হারাম পবিত্র রাখার ক্ষেত্রে আপনার বিশেষ দায়িত্ব।



ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, পোশাক-আশাক, মুখ, দাঁত ইত্যাদি সর্বদা পরিস্কার রাখার প্রতি যত্নবান থাকুন। এটা আল্লাহর অনুগ্রহে আপনাকে নানান রোগ ও জীবাণু থেকে নিরাপদে রাখবে।



রোদে বের হওয়া



ঘামের কারণে হাজ্জীর দেহ বেশ পরিমাণে তারল্য হারায়। এই ক্ষতিপূরণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি ও জুস পান করা উচিত।



প্রয়োজন ছাড়া রোদের মাঝে বের হওয়া থেকে বিরত থাকুন।



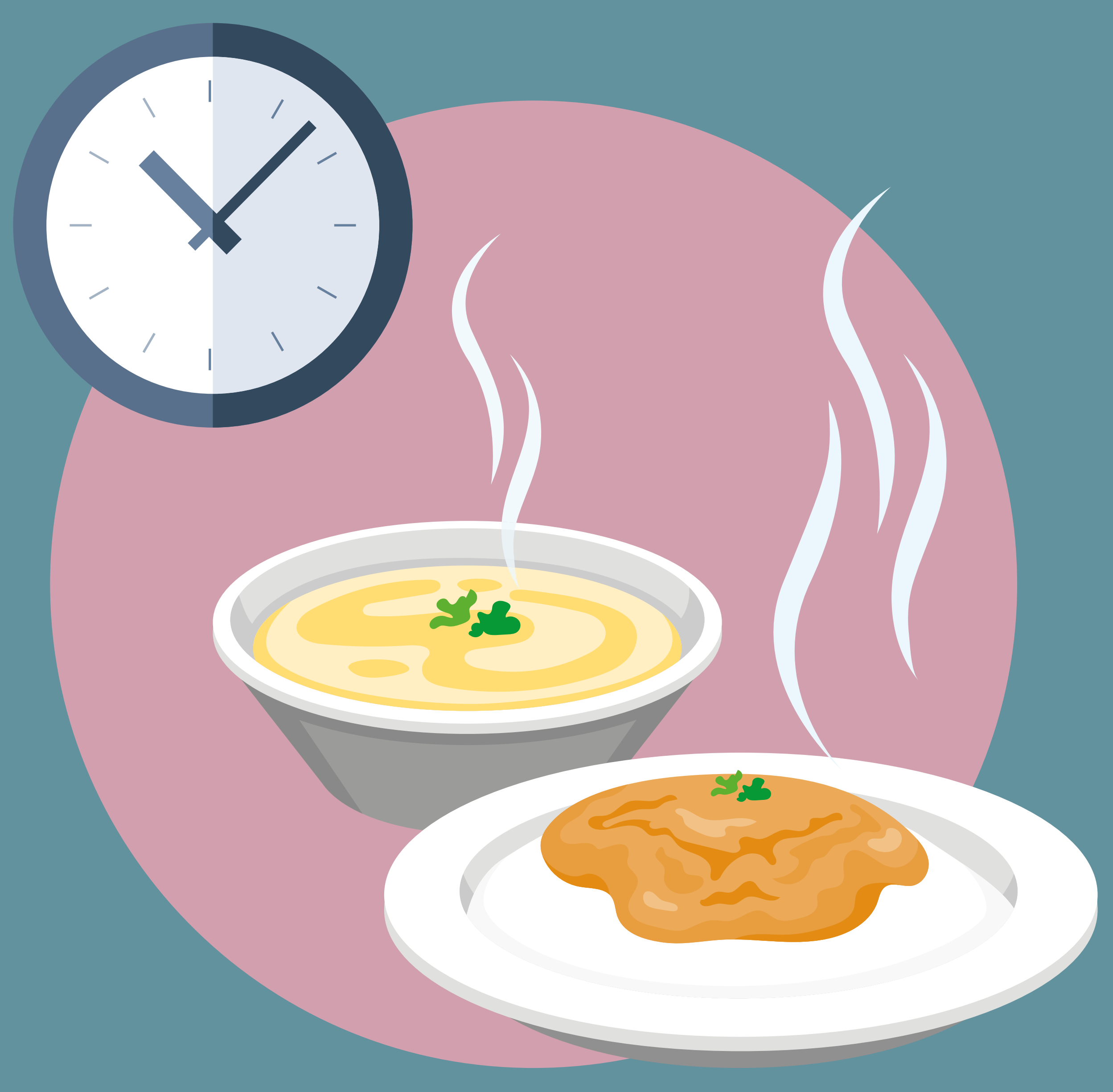
দিনের বেলা একান্তই বের হতে হলে সরাসরি সূর্যের তাপ এড়িয়ে চলুন। হালকা রঙের ছাতা ব্যবহার করতে পারেন।



রাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ নিদ্রা গ্রহণের চেষ্টা করুন। রাত্রি জাগরণ থেকে বিরত থাকুন। কারণ ঘুম পর্যাপ্ত না হলে সেটা ক্লান্তির কারণ হবে এবং শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল করে দেবে।



খাদ্যে বিষক্রিয়া থেকে সুরক্ষার পদ্ধতি



রান্না করা খাবার জমিয়ে রাখা কিংবা বণ্টনের দীর্ঘক্ষণ পরে খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। বিশেষত এই সময়ে দীর্ঘক্ষণ পথে থাকার কারণে এমন পরিস্থিতি হতে পারে। ফলে এ ধরনের খাবার এড়িয়ে চলুন।



ফলমূল ও শাকসবজি খাওয়ার আগে অবশ্যই সেগুলো ধুয়ে নিন।



ফুটপাতের খাবার ক্রয় ও সেগুলো খাওয়া থেকে বিরত থাকুন।



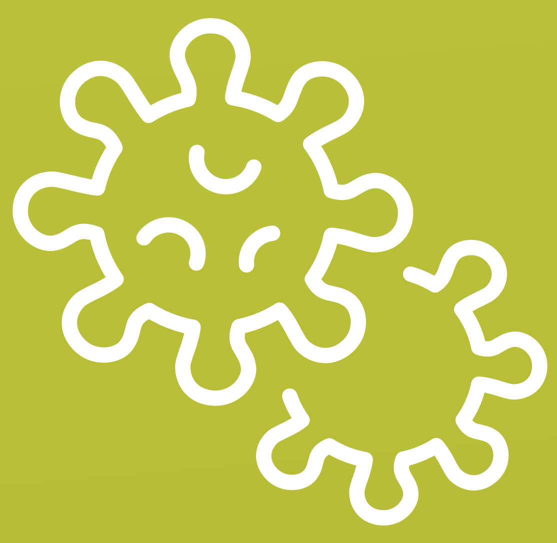
সর্দি এবং শ্বাসজনিত রোগ

হজ্জে সবচেয়ে বেশি বিস্তার ঘটে শ্বাসজনিত রোগগুলোর। কাশি বা হাঁচির মাধ্যমে জীবাণু বা ভাইরাস সংক্রমণের কারণে এগুলো ঘটে।

ঠাণ্ডাজনিত রোগ থেকে সুরক্ষার উপায়



আক্রান্তদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা



অন্যের ব্যবহৃত বস্তু ব্যবহার না করা।



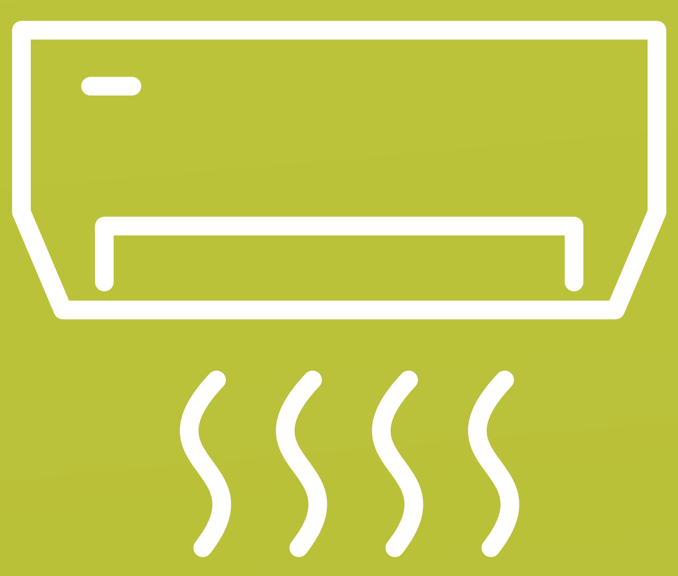
হাত ধোয়া।



ভিড় এড়িয়ে চলা



প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পানি এড়িয়ে চলা



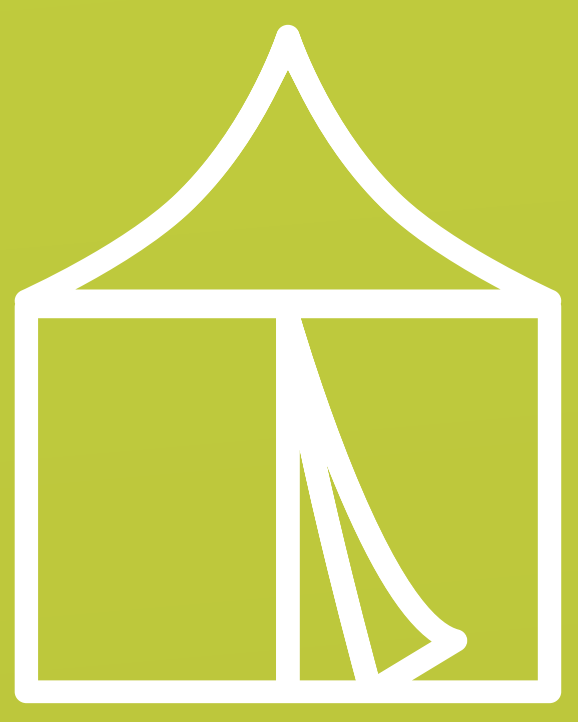
এসির বাতাস সরাসরি গায়ে না লাগানো



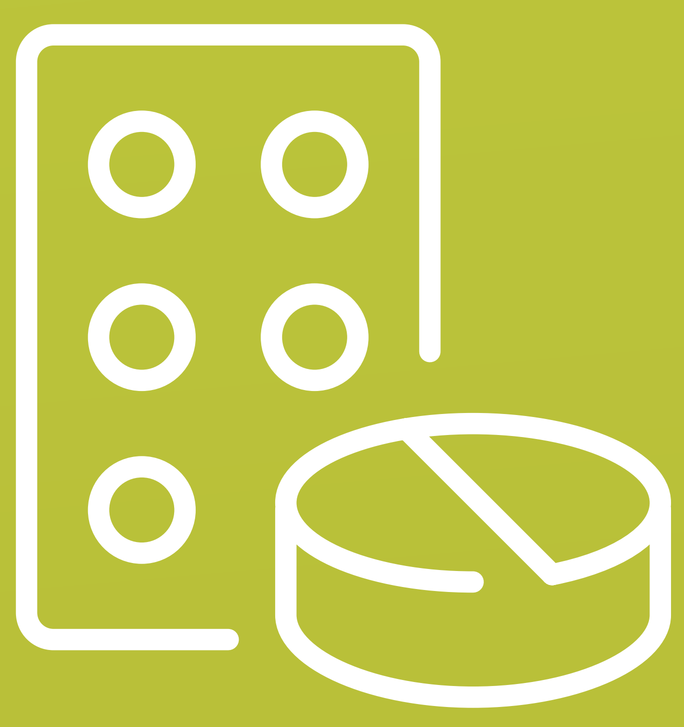
সর্বদা মাস্ক পরিধান করা যাতে অন্যের ক্ষতি না হয়।



উষ্ণ তরল পানীয় পান করা।



যতটা সম্ভব বিশ্রাম নেয়া ।



ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়া।



কাশি এবং শ্বাসকষ্ট দূর করে এমন ওষুধ খাওয়ার আগে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা।



- ডাক্তারের নির্দেশনা ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ না করা।

চেকলিস্ট

মিনায় যাওয়ার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত হয়ে নিন:

- কাফেলারদায়িত্বশীলদেরব্যবস্থাপনাঅনুযায়ী আপনার আসবাবপত্র তাদের কাছে অর্পণ করেছেন।
- তাঁবুর পরিচয়পত্র ও হজ্জের ব্রেসলেট সঙ্গে নিয়েছেন।
- ব্যক্তিগত কোনো কিছু হোটেলে ফেলে রেখে যাননি।

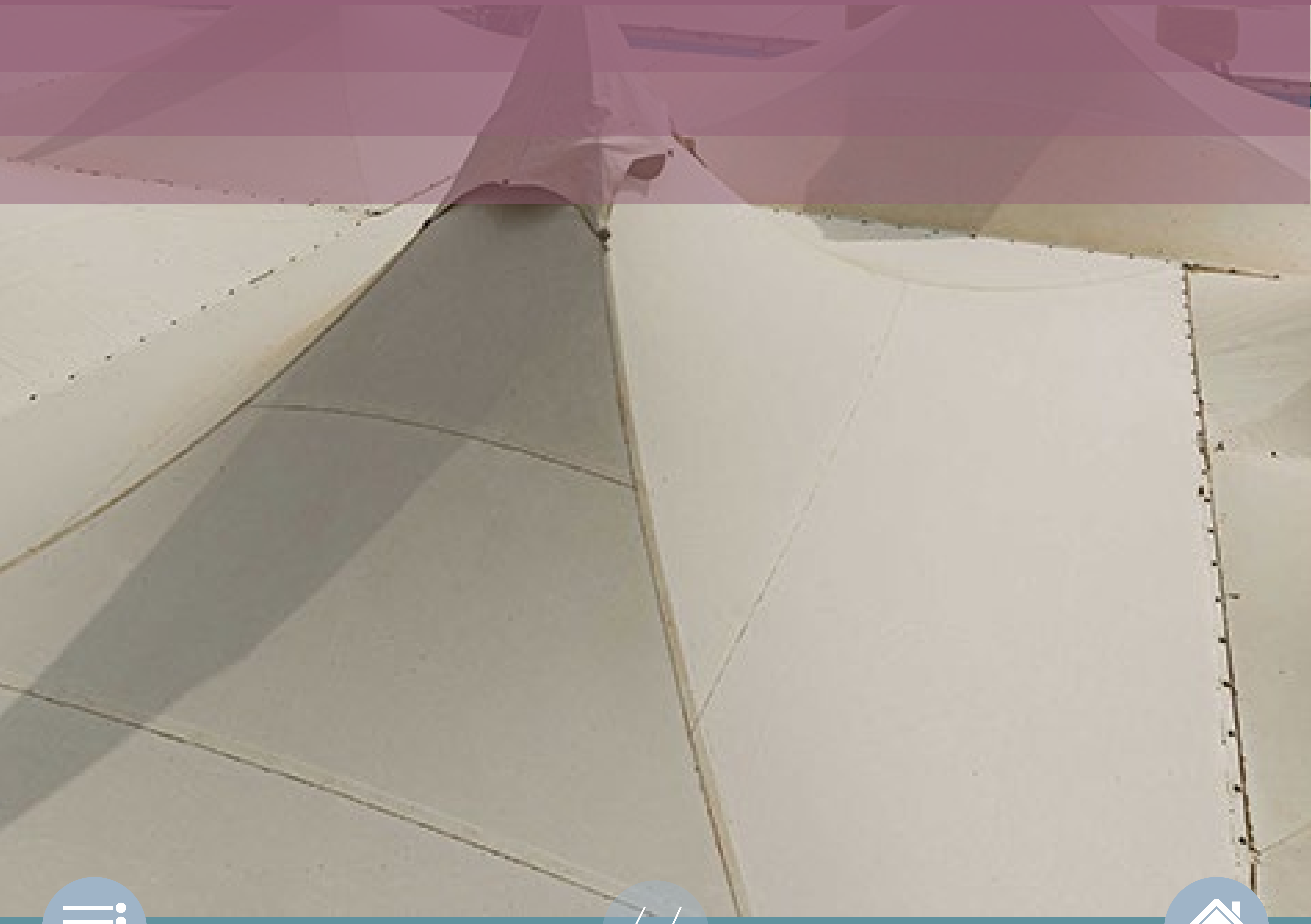


তাঁবুতে করণীয় হলো:

- আপনার আসবাবপত্র নির্ধারিত জায়গায় রেখেছেন কিনা এবং আপনি তা পরিষ্কারভাবে শনাক্ত করতে পারেন কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া।

- ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং সেগুলো মাটিতে ফেলে না রাখা।

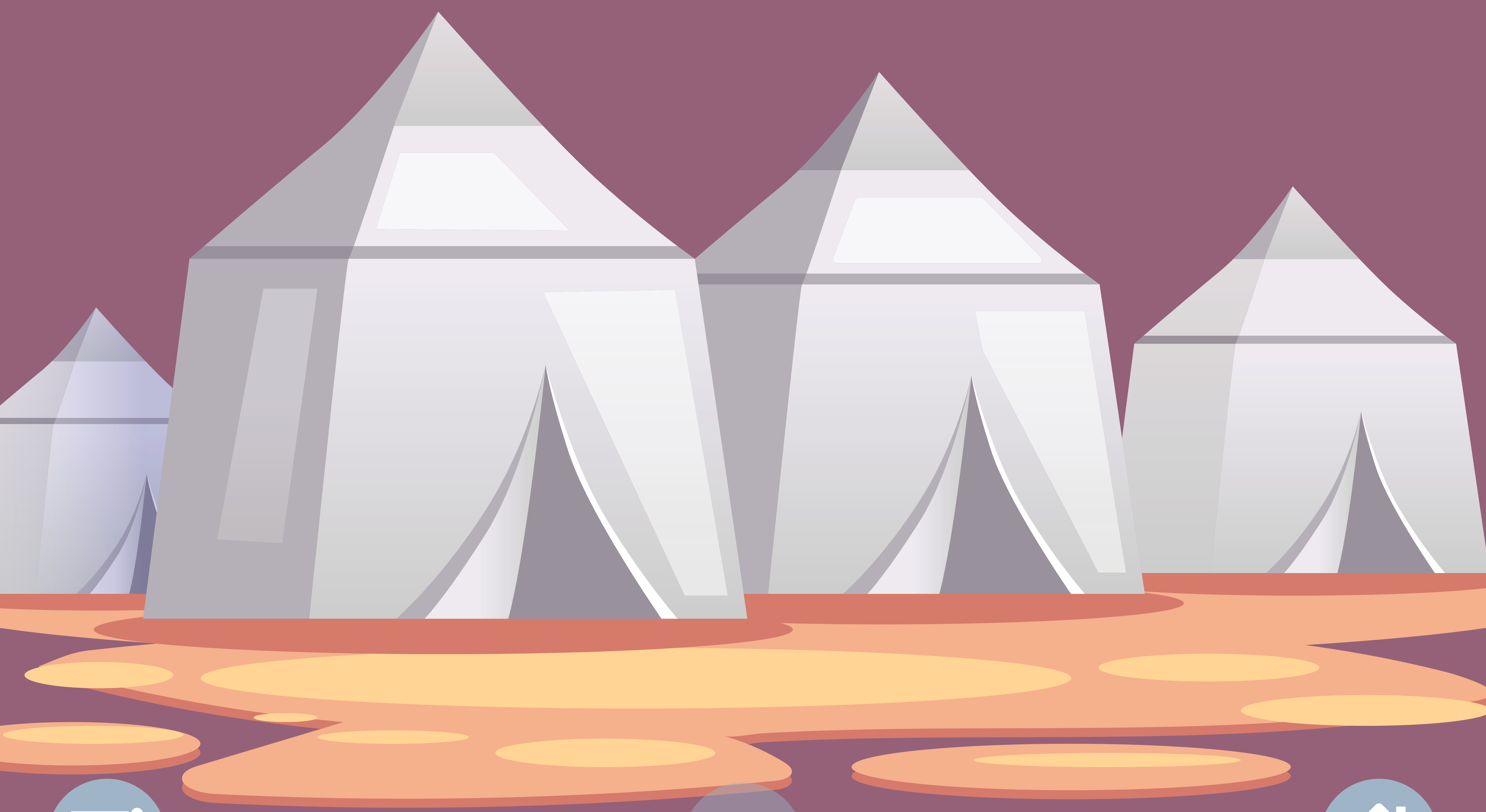
- কাফেলার দায়িত্বশীলদের সাথে সমন্বয় করে ওষুধের জন্য নির্ধারিত রেফ্রিজারেটরে প্রয়োজনীয় ওষুধগুলি রাখা।



নিয়মিত বসার ও ঘুমানোর জায়গা পরিষ্কার করা।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলো বাস্তবায়িত করা। তন্মধ্যে একটি হলো অন্যের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ব্যবহার না করা।

- জরুরী বহির্গমনপথগুলো জেনে নেয়া।
- ক্লিনিকের অবস্থান জানা।
- কাফেলা বের হবার নির্ধারিত সময়সূচি জেনে নেয়া।
- কাছাকাছি অবস্থিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের লোকেশন জানা।



তাঁবু থেকে বের হবার সময়:

- বের হবার সময় কাফেলার দায়িত্বশীলকে জানান আপনি কখন এবং কোথায় যাচ্ছেন। দিনের বেলা বের হলে ছাতা নিয়ে বের হোন।

- আপনার পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখুন।

- তাঁবু থেকে বের হবার পূর্বে তাঁবুর লোকেশন নির্ধারণ করুন এবং সেটা আপনার ফোনে সংরক্ষণ করে রাখুন।

- আপনার ফোনে কাফেলার দায়িত্বশীলগণ এবং জরুরি নম্বরগুলো সংরক্ষণ করুন।



প্রয়োজনীয় নম্বরসমূহ

911

জরুরি ও নিরাপত্তা সেবার জন্য

937

চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ ও জিজ্ঞাসার জন্য

920002814

আল্লাহর মেহমানদের জিজ্ঞাসার জবাবের জন্য
হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ কেন্দ্র

1966

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী সংক্রান্ত
অনুসন্ধানের জন্য

হজ্জের অন্যান্য সকল নির্দেশিকা হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে বিদ্যমান (ডাউনলোড করতে এখানে ক্লিক করুন)। এসব নির্দেশিকাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান।



কৌশলগত অংশীদার

আল্লাহ আপনার আমল ও ইবাদতগুলো কবুল করুন

দিক-নির্দেশনামূলক অন্যান্য তথ্যের জন্য
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে
আমাদের একাউন্টগুলো অনুসরণ করুন

Haj.gov.sa | @HajMinistry

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

1.2 BEN بنغالي

সচেতনতামূলক আরাফা দিবস নির্দেশিকা



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH



এই নির্দেশিকাতে আপনি আপনার হজ্জ যাত্রায় আরাফা দিবসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সকল তথ্য, দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ জানতে পারবেন।

এই নির্দেশিকাটি নিম্নলিখিত ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। পছন্দের ভাষার ওপর ক্লিক করে আপনি সেটা ডাউনলোড করতে পারেন:

English ENG	عربي AR
বাংলা BEN	Bahasa Indonesia IND
Français FRA	Hausa HAU
Türkçe TUR	اُرْدُوْ URD
Español SPN	Русский язык RUS
Bahasa Malaysia MAY	සිංහල භාෂාව SIN
አማርኛ AMH	فارسی PER
o'zbek UZB	हिंदी HIN

সূচিপত্র

পছন্দসই পৃষ্ঠায় যেতে যেকোনো শিরোনামে ক্লিক করুন

▶ আরাফা দিবস

▶ আরাফা দিবসের ফজিলত



▶ রহমত ও উপহারের মৌসুম



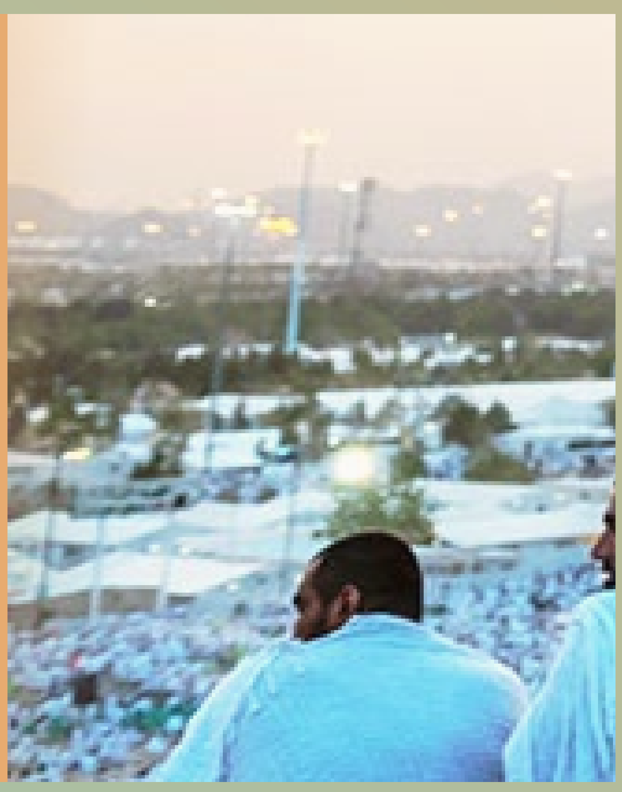
আরাফা দিবসের রোজা



আরাফার অবস্থান



আরাফায় অবস্থানের সময়



কীভাবে আমার সময়গুলো কাটাবো?



আরাফা দিবসের দোয়া



কুরআন-সুন্নাহর কিছু শ্রেষ্ঠতম দুআ



নামিরা মসজিদ



জাবালে আরাফাত



প্রচণ্ড রোদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন



খাদ্যে বিষক্রিয়া থেকে বাঁচতে



আরাফাতে বিদ্যমান সেবাসমূহ



আরাফা থেকে মুযদালিফায় গমন



ট্রেন ব্যবহারের নির্দেশনা



চেকলিস্ট



গুরুত্বপূর্ণ ফোন নাম্বারসমূহ

আরাফা দিবস

আরাফায় অবস্থান হজের সর্বশ্রেষ্ঠ রোকন। এর পূর্ববর্তী হজ্জের কাজগুলো যেন এর প্রস্তুতিস্বরূপ আর পরের কাজগুলো যেন এর উপসংহারস্বরূপ। রাসূলুল্লাহ(সা.) বলেছেন, 'হজ্জ (মানেই) আরাফা'।

এটি একটি মহা গাম্ভীর্যপূর্ণ দিবস। এ দিনে জাতি, বর্ণ, ভূখণ্ড ও জরুরত নির্বিশেষে সকল হাজি এক ময়দানে দাঁড়িয়ে আল্লাহকে ডাকতে থাকেন। তাঁর রহমত ও ক্ষমার প্রত্যাশায় তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতি করেন।





অত্র নির্দেশিকাটিতে আপনি এই দিবসের প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও দিক-নির্দেশনা পাবেন। যাতে আপনার মহামূল্যবান সময়গুলো সর্বোচ্চ কাজে লাগাতে পারেন।

আরাফা দিবস এমন একটি দিন যা সময় ও স্থান সবদিক থেকে শ্রেষ্ঠ। এ দিনের ঈমানী মুহূর্তগুলোতে আল্লাহর দয়া ও করুণা বৃষ্টির মতো ঝরতে থাকে।

এটা জিলহজ মাসের নবম দিবস। যিলহজের প্রথম দশ দিনের একটি দিন যে দশদিন গোটা বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ‘এই দশ দিনের চেয়ে পুণ্যময় দিন আর নেই’।





আরাফা দিবসের ফজিলত

1 এ দিনে জাহান্নাম থেকে অসংখ্য মানুষকে মুক্তি দেয়া হয়:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘আরাফা দিবসে আল্লাহ তাআলা যতো মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন অন্য কোনো দিনে দেন না’।

2 আল্লাহ তাআলা আরাফাতের ময়দানে সমবেত হাজ্জীদের নিয়ে ফিরিশতাদের সঙ্গে গর্ব করেন। তাদের কাজকে ভালোবেসে:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা আরাফার বিকেলে আরাফার অধিবাসীদের নিয়ে ফিরিশতাদের সঙ্গে গর্ব করে বলেন, ‘দেখো আমার বান্দারা ধুলো-মলিন, এলোমেলো চুলে আমার কাছে এসেছে’।

3 আরাফার দুআ সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ হচ্ছে আরাফার দুআ'।

4 এটা ইবলীসের সবচেয়ে কষ্টকর দিন:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আরাফার দিনের মতো আর কোনো দিনে ইবলীসকে এত বেশি ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, ক্রুদ্ধ ও পর্যুদস্ত দেখা যায় না। কারণ এদিন সে আল্লাহর রহমতের বারিধারা বর্ষিত হতে দেখে। মানুষের বড় বড় গুনাহগুলো ক্ষমা হতে দেখে'।







রহমত ও উপহারের মৌসুম

আরাফার ময়দানে অবস্থান মহাগুরুত্বপূর্ণ কিছু মুহূর্ত। এসময় আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের কাছাকাছি আসেন। তাদের প্রার্থনা, প্রয়োজন, দুঃখ-কষ্ট সবকিছু শোনেন। ভাষার বৈচিত্র্য, প্রয়োজনের ভিন্নতা কোনো কিছু বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

এ দিনে সাহাবা ও সালাফের দু’টো অবস্থা তৈরি হতো:

- একদল এ সময় আল্লাহর ভয় ও অনুশোচনায় ডুবে থাকতেন।
- আরেক দল আল্লাহর রহমত ও সাড়াদানেরআশায়মগ্নথাকতেন।

এই সবগুলোই শ্রেষ্ঠতম আমল ও উত্তম অবস্থা

আরাফা দিবসের রোজা

এ দিন এতটাই মর্যাদাময় যে, এর শ্রেষ্ঠত্ব ও ফজীলত কেবল হাজ্জীদের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং সকল মুসলিম এ দিনের ফজিলত লাভ করে থাকেন। এজন্য আল্লাহ তাআলা হাজ্জীদের বাইরে সকল মুসলিমের জন্য এ দিনে রোজা রাখার বিধান দিয়েছেন যার মাধ্যমে এদিনের বরকতের অংশ লাভ করা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘আল্লাহর কাছে আমার আশা, আরাফার দিনের রোজা পূর্বের এক বছর ও পরের এক বছরের গুনাহের কাফফারা হবে’।

তবে হাজ্জীরা এদিনে রোজা রাখবেন না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় এ দিনে রোজা রাখেননি। পাশাপাশি সুষ্ঠুভাবে হজ্জ পালনের জন্য হাজ্জীদের রোজা না রাখার বিধান দেয়া হয়েছে।



আরাফার অবস্থান

আরাফা মক্কা মুকাররমার পূর্ব দিকে মক্কা ও তায়েফের পথে অবস্থিত, পাহাড়ঘেরা এক সমতল বিস্তৃত ভূমি। এটা হারামের সীমারেখার বাইরে।





এটার গড় আয়তন ১০.৪ বর্গ কিলোমিটার

- মুযদালিফা থেকে ৬ কি.মি. দূরে
- মিনা থেকে ১০ কি.মি. দূরে
- মসজিদে হারাম থেকে প্রায় ২০ কি.মি. দূরে

আরাফায় অবস্থানের সময়

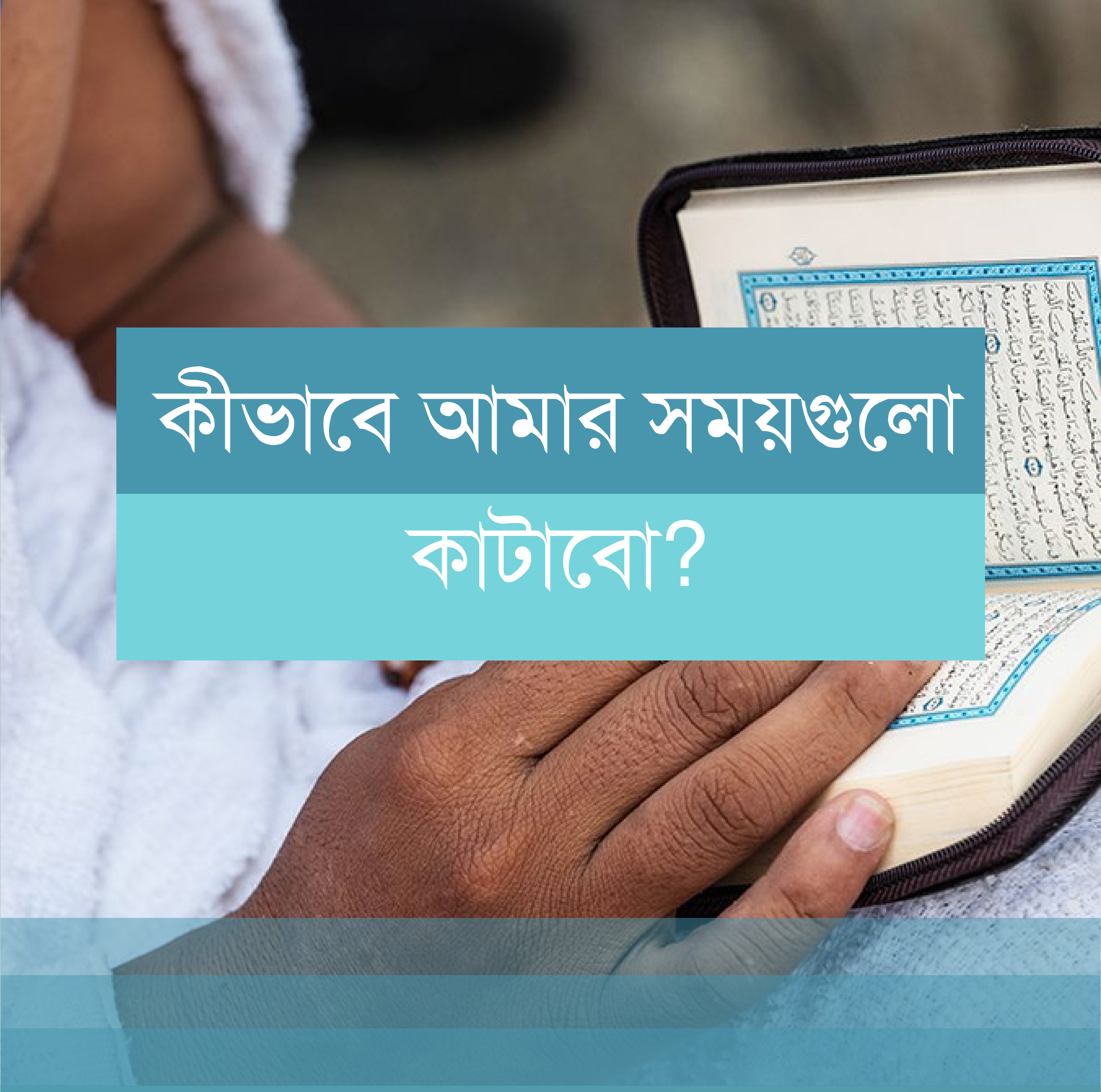
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্যাস্ত ও মাগরিবের আজান পর্যন্ত আরাফার ময়দানে দুআয় মগ্ন থেকেছেন।

হাজীরা নিজেদের সুবিধা অনুসারে এই সময়ের আগে আরাফাতে উপস্থিত হতে পারবেন। আবার এই সময়ের আগেই সেখান থেকে চলে যেতে পারবেন। তবে দুআর সময় হলো সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে।



এক্ষেত্রে হাজীদের কর্তব্য হবে নিজ নিজ কাফেলার সঙ্গে থাকা এবং নির্ধারিত সময়-সূচি মেনে চলা।





কীভাবে আমার সময়গুলো কাটাবো?

আরাফার ময়দানে অবস্থান এমন কিছু ঈমানী মুহূর্ত যা জীবনে বারবার আসে না। তাই হাজীর জন্য এই মুহূর্তগুলোর সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারে সচেষ্ট থাকা উচিত। এজন্য:



সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে প্রত্যেক হাজী নিজ নিজ কাফেলার সঙ্গে যোহর ও আসর দুই দুই রাকাআত একত্রে আদায় করবেন।



প্রত্যেক হাজী নিজ নিজ তাঁবুতে অবস্থান করবেন। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া বের হবেন না। কারণ আরাফার পথগুলো প্রায় একরকম। ফলে বাইরে গেলে হারিয়ে যাওয়ার আশংকা প্রবল।



আরাফার পুরো দিবসটি হাজী ইবাদতের মধ্য দিয়ে কাটাবেন। যাতে বিরক্তি না আসে এজন্য বিভিন্ন প্রকারের ইবাদত করবেন এবং মনে রাখবেন, সময়গুলো দ্রুতই চলে যাবে, রয়ে যাবে পুণ্য।



দুআ



কুরআন পাঠ



তালবিয়া পাঠ



আল্লাহর যিকির, তাসবীহ ও তাহলীল



আরাফা দিবসের দোয়া



সম্মানিত ভাই! আরাফা দিবসের দোয়া আপনার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ। সুতরাং এই পুরো সময়টা দোয়া ও আল্লাহর কাছে মুনাজাতের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করুন।

এক্ষেত্রে কিছু সহায়ক বিষয় হলো:

1

আরাফাতে যাওয়ার আগেই নিজের প্রয়োজন ও দুআর বিষয়গুলো নোট করে নিন।

2

নিজ ভাষায়, নিজের মতো করে আল্লাহর কাছে সকল প্রয়োজন তুলে ধরুন। কারণ আল্লাহ গোপন-প্রকাশ্য সব জানেন। দুআতে যখন বুক ও মুখ দু□টোর সম্মিলন ঘটে তখন সেটা শ্রেষ্ঠ দুআয় পরিণত হয়।

3

নিজের মাতা-পিতা, পরিবার-পরিজন, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব সবার জন্য দুআ করুন। তাদের নাম উল্লেখ করে করে দুআ করুন। হাদীসে এসেছে, □যে ব্যক্তি কারও অনুপস্থিতিতে তার জন্য দুআ করে, ফিরিশতা বলতে থাকেন, তোমার জন্যও তাই□!

4

পার্থিব ও অপার্থিব সবধরনের প্রয়োজনে দুআ করুন। নিজের দুনিয়াবী প্রয়োজন আল্লাহর কাছে তুলে ধরাতে লজ্জার কিছু নেই।

5

আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নামের মাধ্যমে দুআ করুন। যেমন: হে ‘রহীম’ (দয়াময়) আমাকে দয়া করুন! হে ‘গাফূর’ (ক্ষমাশীল) আমাকে ক্ষমা করুন। হে ‘কারীম’ (দাতা) আমাকে দান করুন।

6

একই দুআ বারবার করতে থাকুন। কারণ আল্লাহ তাআলা দুআর ক্ষেত্রে কাকুতি-মিনতি পছন্দ করেন।

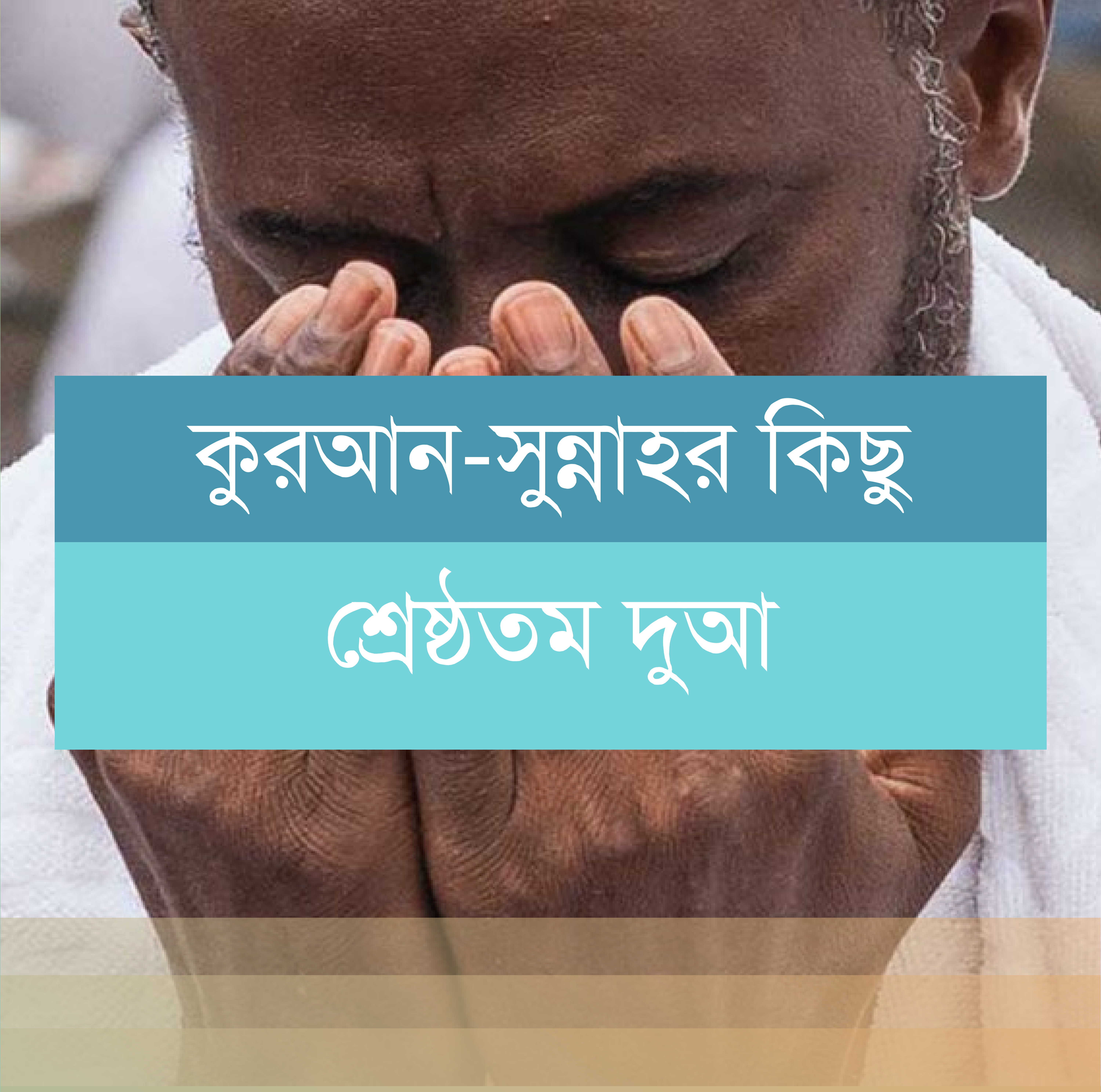
7

কায়মনোবাক্যে দুআ করুন। হৃদয় ও মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন- আল্লাহ তাআলা এই সময়ে বান্দাদের কাছাকাছি আসেন এবং তাদের দুআ কবুল করেন।

8

কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত দুআগুলো করুন। প্রয়োজনে সেগুলো কাগজে লিখে নিতে পারেন।





কুরআন-সুন্নাহর কিছু শ্রেষ্ঠতম দুআ

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾ ﴿وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ﴾

রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস' সামীউল আলীম। ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহীম'।

﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾

'রব্বানা আতিনা ফিদ-দুনইয়া হাসানাহ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ। ওয়া কিনা আযাবান নার'।

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

রব্বানা লা তুয়াখিযনা ইন নাসীনা আও আখতানা।

﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ﴾

‘রব্বানা ওয়া লা তুহাম্মিলনা মা-লা তাকাতা লানা বিহী। ওয়া’ফু আন্না ওয়াগফির লানা ওয়ার হামনা’।

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ﴾

‘রব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা’দা ইয হাদাইতানা ওয়াহাব লানা মিন লাদুনকা রহমাহ। ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব’।

﴿رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَـٰنِ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ فَـَٔامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ﴾

‘রব্বানা ইন্নানা সামি’না মুনাদিয়ান ইউনাদী লিল-ঈমান আন আমিনূ বিরাব্বিকুম ফাআ-মান্না। রব্বানা ফাগফির লানা যুনূবানা ওয়া কাফফির আন্না সাইয়্যিআতিনা ওয়া তাওয়াফফানা মাআল আবরার। রব্বানা ওয়াতিনা মা ওয়াদতানা আলা রুসুলিকা ওয়া তুখযিনা ইয়াওমাল কিয়ামাহ, ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীআদ’।



﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ﴾

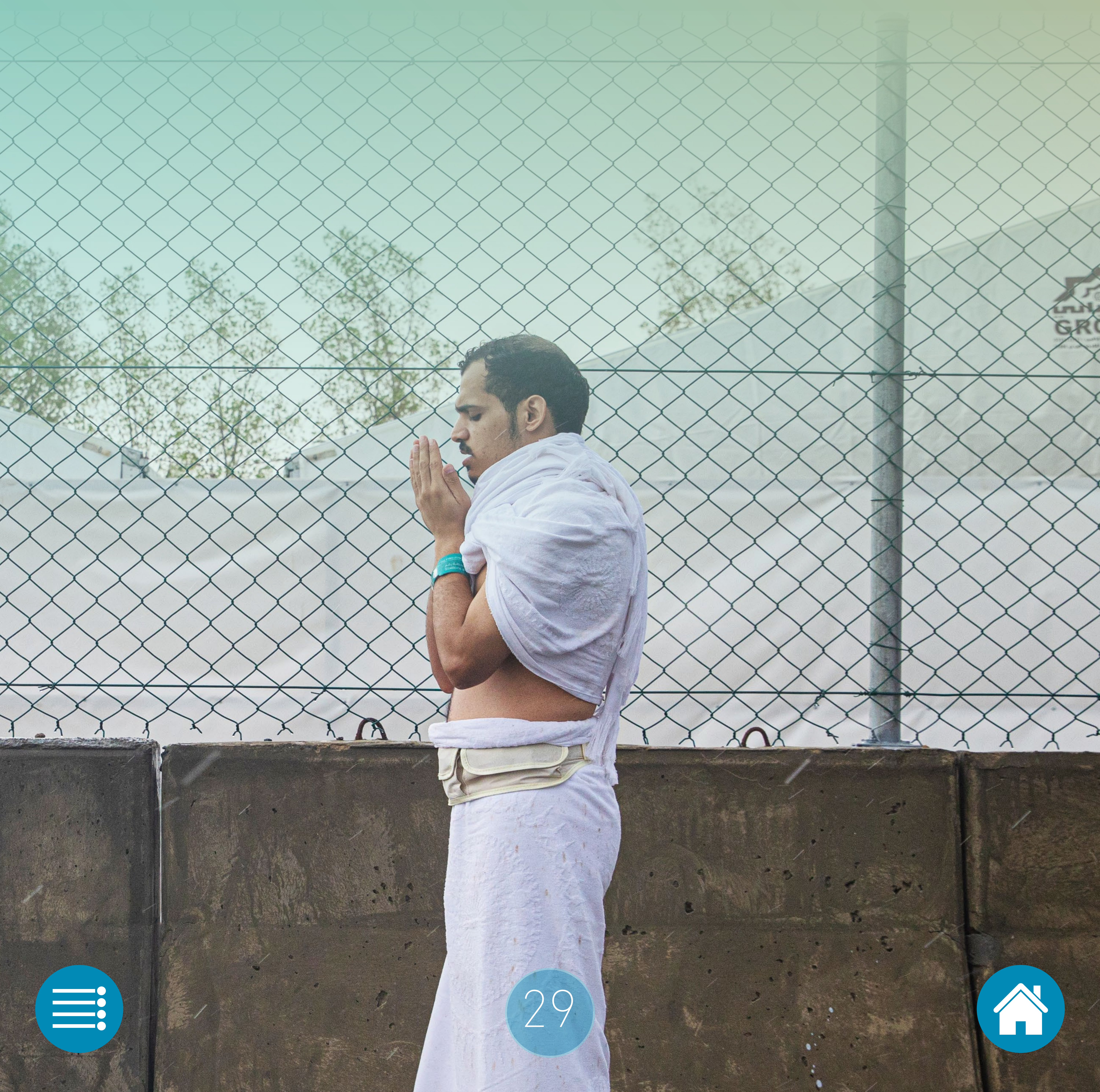
‘রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইন-লাম তাগফিরলানা ওয়া তারহামনা লানাকূনান্না মিনাল খাসিরীন’।

﴿رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ﴾

‘রব্বিজ-আলনী মুকীমাস সালাতি ওয়া মিন যুররিয়্যাতী। রব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দুআ। রব্বানাগ ফিরলী ওয়া-লি-ওয়ালিদাইয়্যা ওয়া লিল-মু’মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকূমুল হিসাব’।

﴿لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾

‘লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যালিমীন’।



﴿رَبِّ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنۡ أَعۡمَلَ صَٰلِحٗا تَرۡضَىٰهُ وَأَصۡلِحۡ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٓۖ إِنِّي تُبۡتُ إِلَيۡكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ﴾

'রব্বী আওযি'নী আন আশকুরা নি'মাতাকাল্লাতী আনআমতা আলাইয়্যা ওয়া আলা ওয়ালিদাইয়্যা ওয়া আন-আ'মালা সালিহান তারযাহু ওয়া আসলিহ-লী ফী যুররিয়্যাতী। ইন্নী তুবতু ইলাইকা ওয়া ইন্নী মিনাল মুসলিমীন'।

﴿رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ﴾

'রব্বানাগ ফিরলানা ওয়া লি-ইখওয়ানিনা আল্লাযীনা সাবাকূনা বিল-ঈমান। ওয়া-লা তাজআল ফী কুলূবিনা গিল্লান লিল্লাযীনা আমানূ। রব্বানা ইন্নাকা রাঊফুর রহীম'।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ، وَالْغِنَى.

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াত তুকা, ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা'।

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّت قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

'ইয়া মুকাল্লিবাল কুলূব! সাব্বিত কালবী আলা দীনিক'।

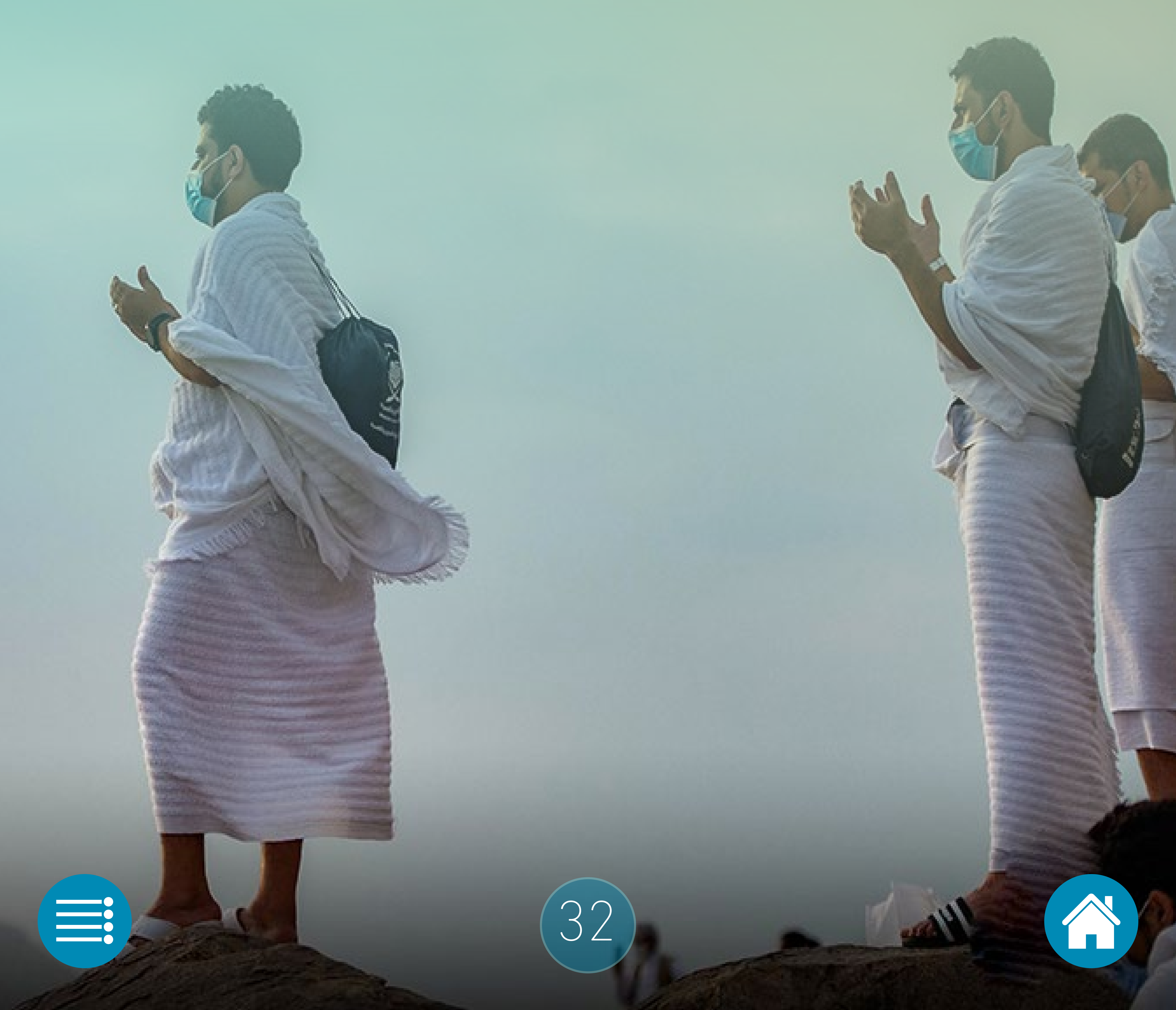
اَللَّهُمَّ آتِ نُفُوسَنَا تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا

আল্লাহুম্মা আতি নুফূসানা তাকওয়াহা, ওয়া যাক্কিহা আনতা খাইরু মান যাক্কাহা। আনতা ওয়ালিউয়্যুহা ওয়া মাওলাহা'।



(اللَّهُمَّ اهْدِنِى فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِى فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِى فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِى فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِى شَرَّمَا قُضَيْتَ، إِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَاوَتَعَالَيْتَ).

আল্লাহুম্মাহদিনী ফী-মান হাদাইত। ওয়া-আফিনী ফী-মান আফাইত। ওয়া-তাওয়াল্লানী ফী-মান তাওয়াল্লাইত। ওয়া বারিকলী ফী-মা আতাইত। ওয়া-কিনী শাররা মা-কাযাইত। ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লু মান-ওয়ালাইত। তাবারাকতা রব্বানা ওয়া-তাআলাইত।

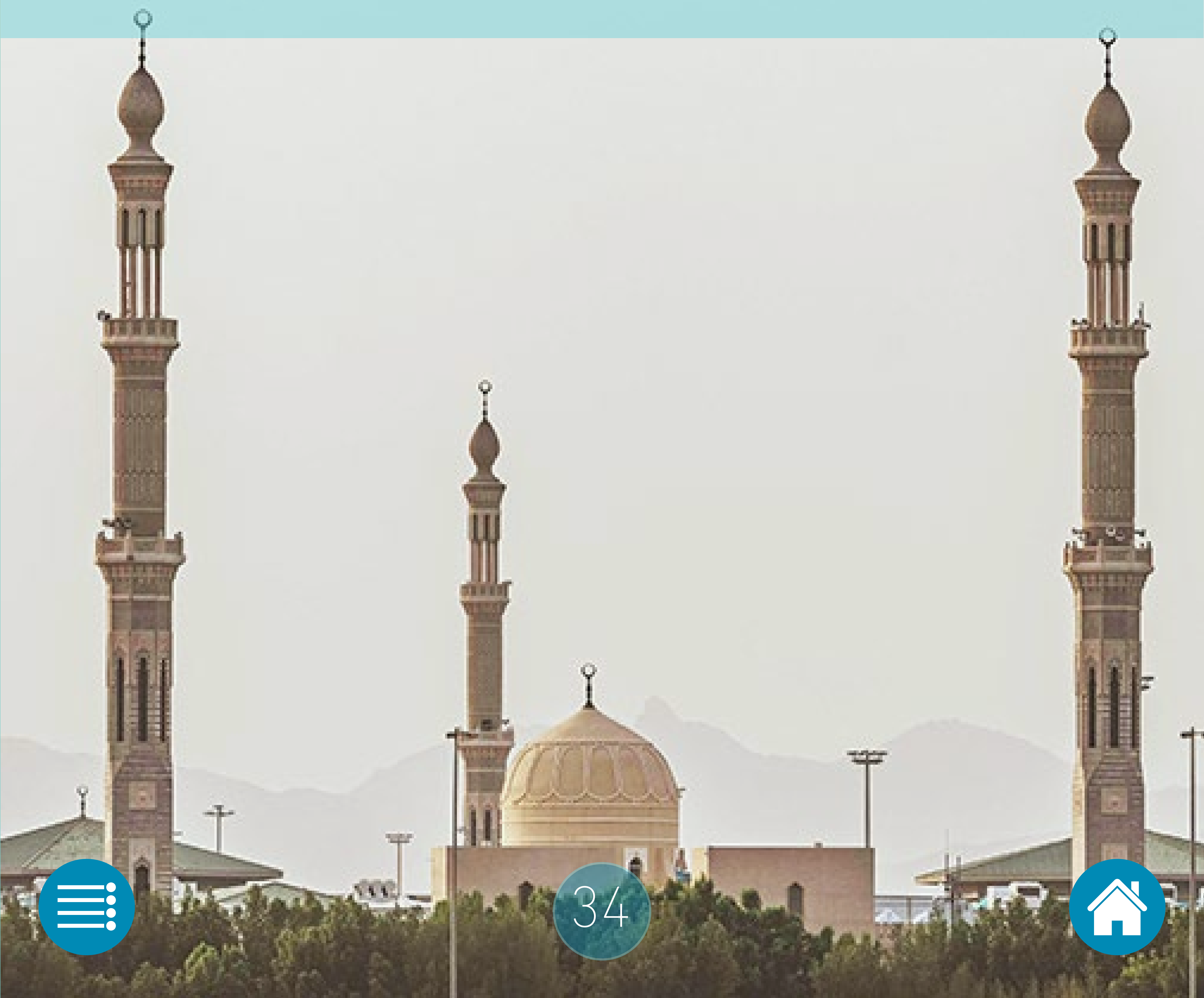




নামিরা মসজিদ

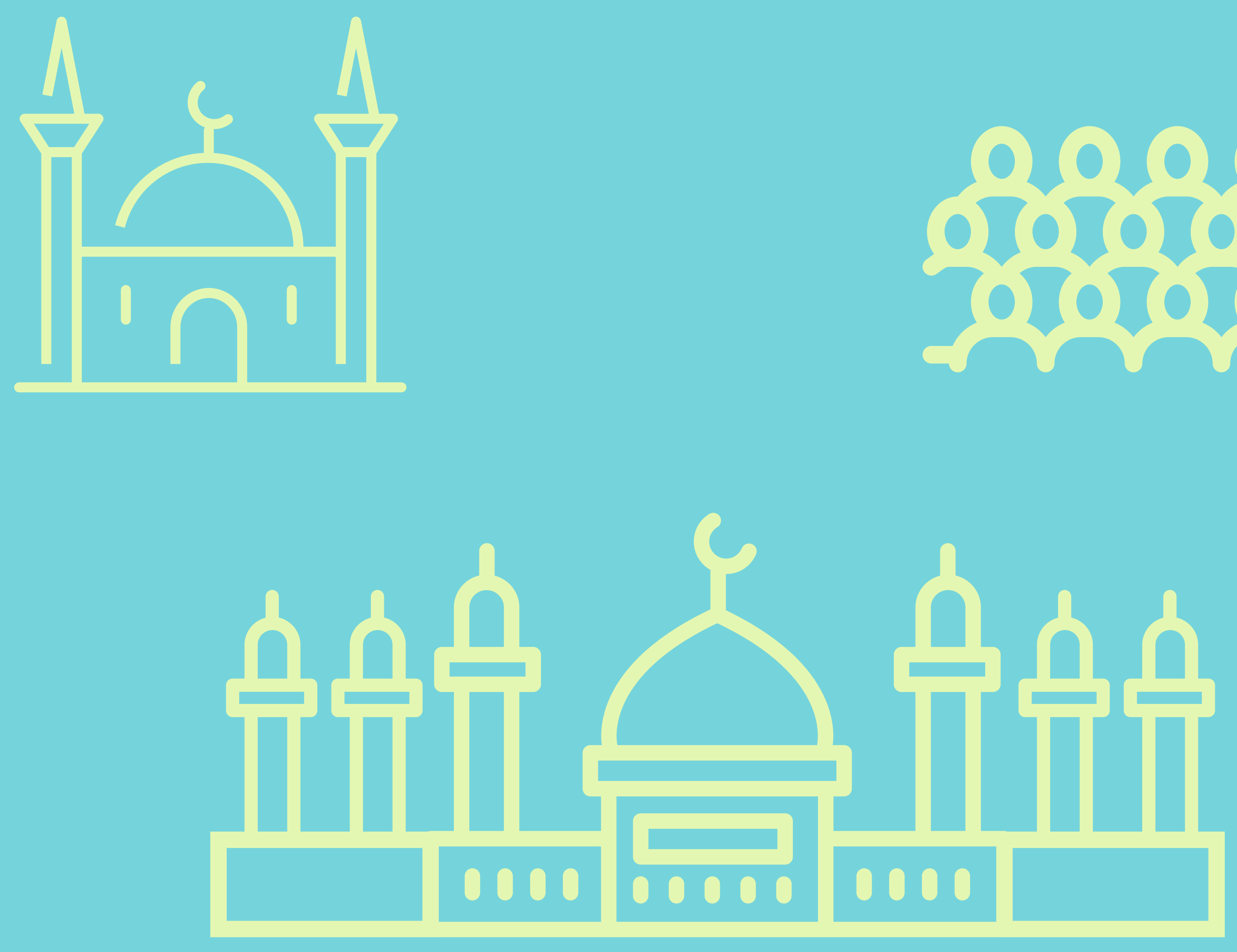
এটা আরাফার ময়দানের একটি মসজিদ। যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ পড়েছেন এবং খুতবা দিয়েছেন।

আরাফার দিনে এখানে যোহর ও আসর নামাজ পড়া হয়। আরাফার খুতবা প্রদান করা হয়। ইসলামিক রেডিও, টেলিভিশনগুলো যা প্রচার করে থাকে।



এজন্য সৌদি আরব উক্ত মসজিদটির সম্প্রসারণ ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমানে সম্প্রসারিত মসজিদের আয়তন হয়েছে ১১০,০০০ বর্গ মিটার এবং এটা ৩৫০,০০০ মুসল্লী ধারণ করতে পারে।

মসজিদটির চারপাশে রয়েছে ৬০ মিটার উচ্চতার ৬ টি মিনার। আরাফার চতুর্দিক থেকে মিনারগুলো দেখা যায়।



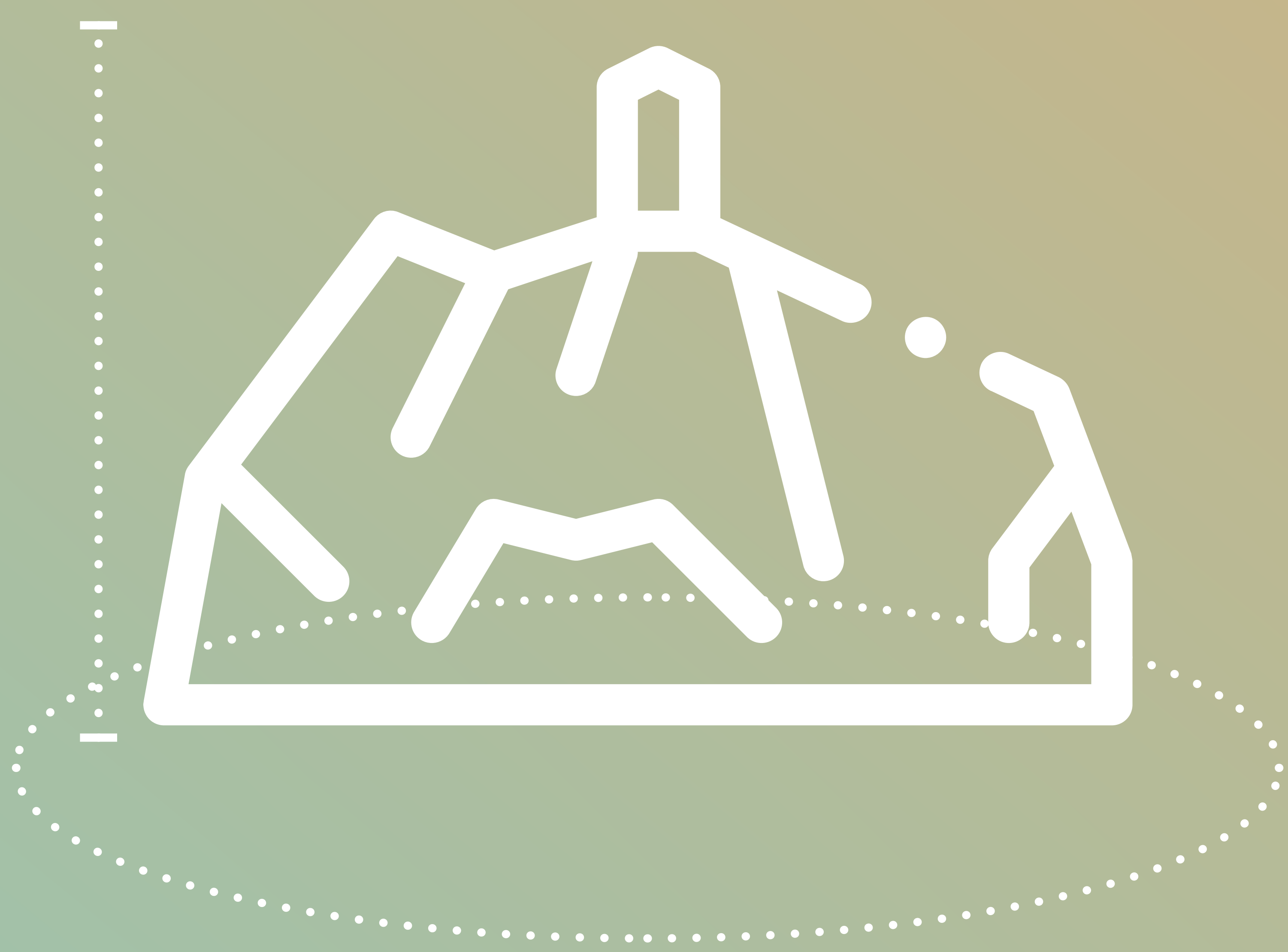
তবে মসজিদে নামিরাতে অত্যধিক ভিড় ও প্রচণ্ড রোদের কারণে হাজ্জীর কর্তব্য হবে এখানে না এসে নিজ তাঁবুতে নামাজ আদায় করা। প্রয়োজন ছাড়া তাঁবুর বাইরে না যাওয়া।





জাবালে আরাফাত

এটি বড় বড় কালো ও শক্ত পাথরে তৈরি একটি উঁচু, সমতল ও বিস্তৃত টিলা।



পাহাড়ের মূলঅংশ আশপাশের ভূমি থেকে ৬৫ মিটার উঁচু।

এটার পরিধি প্রায় ৬৪০ মিটার।

পাহাড়ের চূড়ায় ৭ মিটার লম্বা একটি স্তম্ভ রয়েছে। সেখানে কিছু দিক-নির্দেশনা লেখা হয়েছে।

পাহাড়টি নানা নামে প্রসিদ্ধ। উল্লেখযোগ্য কিছু নাম হলো:

জাবালে আরাফাত	জাবালে তাওবা	জাবালে রহমত

রাসূলুল্লাহ এই পাহাড়ের নিচে অবস্থান করেছেন। পাহাড়ে উঠেননি। সেখানে থেকে বলেছেন, 'আমি এখানে অবস্থান করেছি। কিন্তু আরাফার সর্বত্র অবস্থান করা যায়'।



কোনো মুসলিমের জন্য স্বতন্ত্রভাবে পাহাড়ের উদ্দেশ্য যাত্রা করা কিংবা সেটাতে আরোহণ করা বৈধ নয়। কারণ আমাদের আদর্শ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরে সাহাবা, তাবেয়ীগণ কেউ এমন করেননি।

হাজীর কর্তব্য হলো আরাফার ময়দানে নিজ কাফেলার সঙ্গে থাকা। যাতে করে হারিয়ে না যায়। রোদের মুখে না পড়ে। কারণ রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আমি এখানে অবস্থান করেছি কিন্তু আরাফার সর্বত্র অবস্থান করা যায়'।




DHL



প্রচণ্ড রোদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন



প্রখর তাপের কারণে আরাফার ময়দানে হাজ্জীরা ঘর্মাক্ত হন এবং তাদের দেহ বেশ পরিমাণে তারল্য হারায়। এই ক্ষতিপূরণের জন্য হাজ্জীদের কর্তব্য হলো আরাফার ময়দানে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি ও জুস ইত্যাদি পান করা।



প্রয়োজন ছাড়া রোদের মাঝে বের হওয়া থেকে বিরত থাকুন



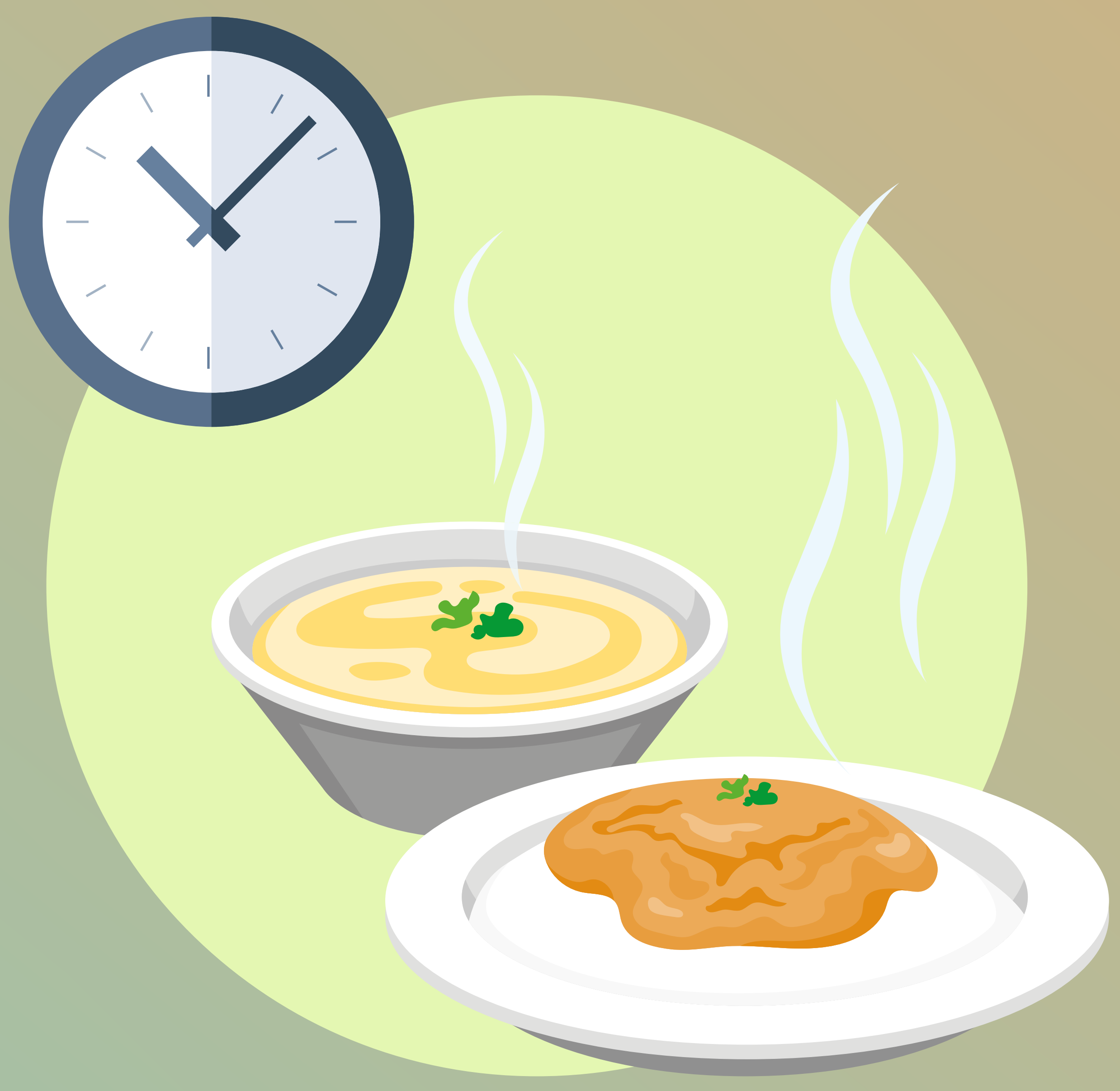
দিনের বেলা একান্তই বের হতে হলে সরাসরি সূর্যের তাপ এড়িয়ে চলুন। হালকা রঙের ছাতা ব্যবহার করতে পারেন।



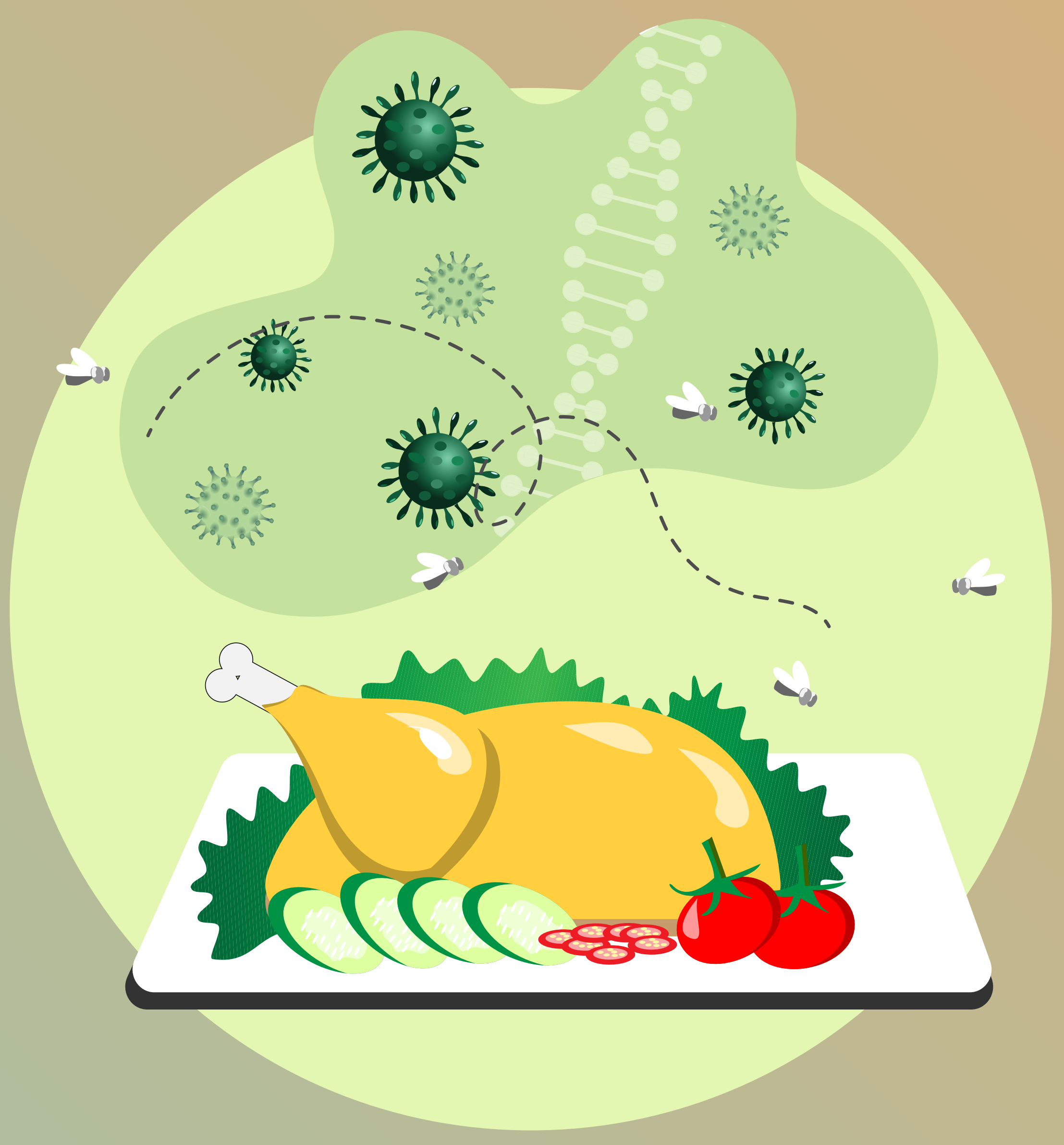
(আরাফার আগের) রাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ নিদ্রা গ্রহণের চেষ্টা করুন। রাত্রি জাগরণ থেকে বিরত থাকুন। কারণ ঘুম পর্যাপ্ত না হলে সেটা ক্লান্তির কারণ হবে এবং শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল করে দেবে।



খাদ্যে বিষক্রিয়া থেকে বাঁচতে



রান্না করা খাবার জমিয়ে রাখা কিংবা বণ্টনের দীর্ঘক্ষণ পরে খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। বিশেষত এই সময়ে দীর্ঘক্ষণ পথে থাকার কারণে এমন পরিস্থিতি হতে পারে। ফলে এ ধরনের খাবার এড়িয়ে চলুন।



খেয়াল রাখুন!

খেয়াল রাখুন! রান্না করা খাবার আপনার কক্ষে বিদ্যমান তাপ-মাত্রায় দুই ঘন্টার বেশি রাখলে তাতে জীবাণুর বিস্তার ঘটে এবং খাবারে বিষক্রিয়া তৈরি হওয়ার আশংকা থাকে।



ফলে ফলমূল ও শাকসবজি খাওয়ার আগে অবশ্যই সেগুলো ধুয়ে নিন।



ফুটপাতের খাবার ক্রয় ও সেগুলো খাওয়া থেকে বিরত থাকুন।

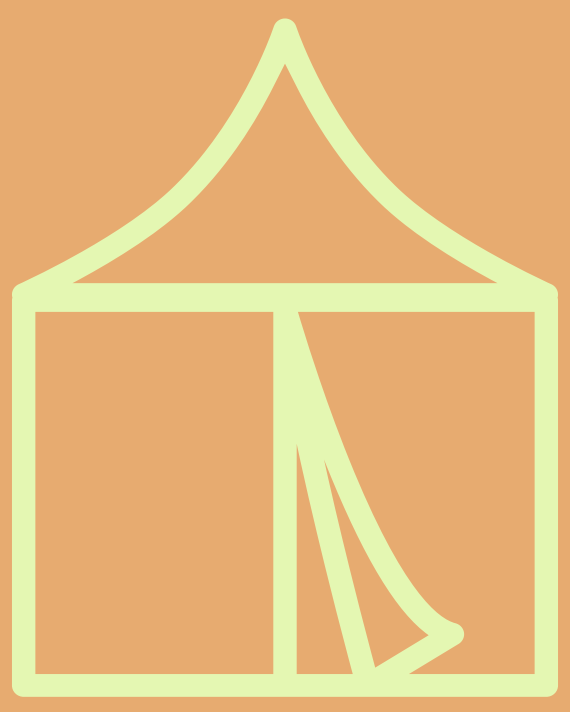


পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ এবং অধিক পরিমাণে পানি ও জুস পানে সচেষ্ট থাকুন।

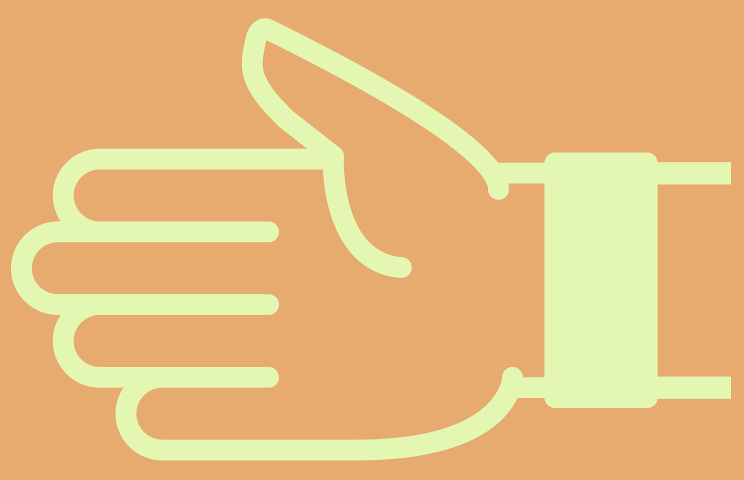




আরাফাতে বিদ্যমান সেবাসমূহ



সাধারণত প্রত্যেক কাফেলা নিজেদের হাজ্জীদের জন্য নির্ধারিত স্থানে বিশ্রামের জন্য তাঁবু, শৌচাগার ইত্যাদি নির্মাণ করে থাকে।



তাই কাফেলার ব্রেসলেট সঙ্গে রাখুন। যাতে প্রয়োজনীয় সেবাগুলো গ্রহণে কোনো সমস্যা না হয়।

আরাফা থেকে মুযদালিফায় গমন



আরাফা থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে কাফেলা থেকে প্রদত্ত দিক-নির্দেশনা কঠোরভাবে মেনে চলুন। এতে ভিড়ের মুখে পড়বেন না। হারানোর ভয় থাকবে না।



মুযদালিফায় গমনের সময় কাছাকাছি চলে এলে বের হবার প্রস্তুতি নেন।



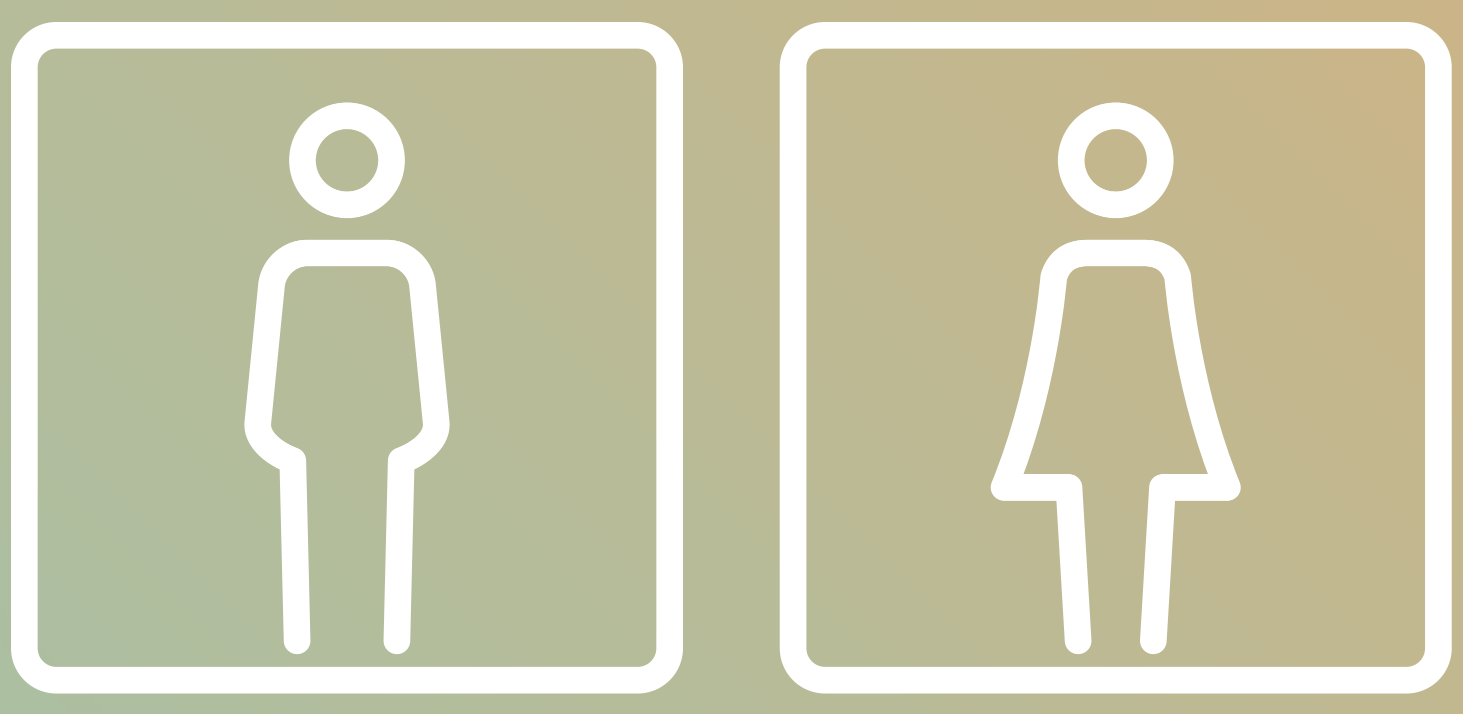


আপনার কাফেলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত বাহনে আরোহণ করুন। হোক সেটা বাস কিংবা ট্রেন।



তাড়াহুড়ো কিংবা হুড়োহুড়ি থেকে বিরত থাকুন। ধীরস্থীরভাবে অগ্রসর হোন। আল্লাহর রাসূল নিজ উটের লাগাম ধরে বলতেন, ‘ধীরে ধীরে! ধীরে ধীরে! তাড়াহুড়োর মাঝে কল্যাণ নেই’।





তাঁবু পরিত্যাগের পূর্বে শৌচাগারে গিয়ে প্রয়োজনীয় কাজ সারুন। কারণ নানা কারণে মুযদালিফায় পৌঁছতে বিলম্ব হতে পারে।



উদারতা, ভদ্রতা ও সংযম প্রদর্শন করুন। সাধ্যমতো সবধরনের ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করুন। আল্লাহর বাণীর অনুসরণ করুন: ‘সুতরাং যে ব্যক্তি হজ্জের ইচ্ছা করবে তার জন্য হজ্জের মধ্যে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়’।





ট্রেন ব্যবহারের নির্দেশনা



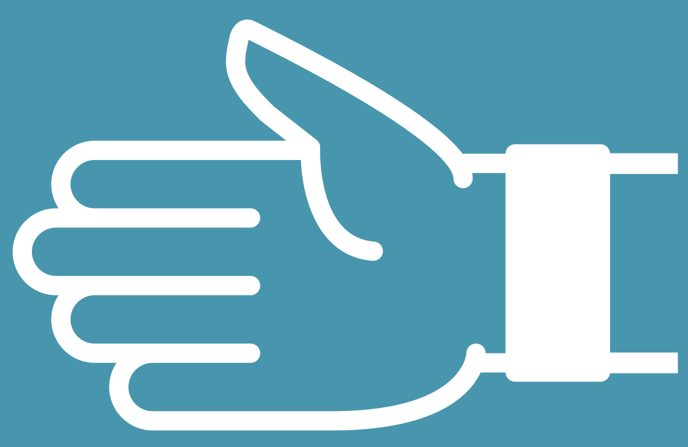
গাইড, পর্যবেক্ষক ও নিরাপত্তা কর্মীর নির্দেশনা মেনে চলুন



নিজস্ব কাফেলার ট্রেনস্টেশনে যাওয়ার নির্ধারিত সময়-সূচি মেনে চলুন



মনে রাখুন, ট্রেনের ভেতরে
মালামাল বহন নিষিদ্ধ



হজ্জের পুরো সময়টাতে নিজের
হাতে ব্রেসলেট সংরক্ষণ করুন



স্টেশনগুলোর ফ্লোরে বসা কিংবা শুয়ে থাকা নিষিদ্ধ। কারণ তাতে আল্লাহর ঘরের অন্যান্য মেহমানদের কষ্ট হবে এবং তাদের চলাচল বিঘ্নিত হবে।

চেকলিস্ট

আরাফার ময়দানে যাওয়ার সময় নিচের জিনিসগুলো সঙ্গে নিতে ভুলবেন না:

- ☐ চার্জার কিংবা পাওয়ার ব্যাংক
- ☐ ব্যক্তিগত ঔষধপত্র
- ☐ হাঁপানির ইনহেলার
- ☐ সামান্য কিছু সৌদি রিয়াল
- ☐ চামড়া ছিলে যাওয়ার প্রতিষেধক ক্রিম
- ☐ কুরআন শরীফ
- ☐ দীর্ঘ হাঁটার উপযোগী আরামদায়ক জুতো
- ☐ ছাতা
- ☐ ব্যক্তিগত ব্রিফকেস বা ছোট ব্যাগ
- ☐ ট্রেনে চড়ার ব্রেসলেট
- ☐ পরিচয়পত্র

প্রয়োজনীয় নম্বরসমূহ

911

জরুরি ও নিরাপত্তা সেবার জন্য

937

চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ ও
জিজ্ঞাসার জন্য

920002814

আল্লাহর মেহমানদের জিজ্ঞাসার জবাবের জন্য হজ্জ ও
উমরা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ কেন্দ্র

1966

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী সংক্রান্ত
অনুসন্ধানের জন্য

হজ্জের অন্যান্য সকল নির্দেশিকা হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে বিদ্যমান (এখানে ক্লিক করুন)।

এসব নির্দেশিকাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান।



কৌশলগত অংশীদার

الهيئة العامة للأوقاف

GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

আল্লাহ আপনাদের আমল ও প্রচেষ্টাগুলো কবুল করুন

দিক-নির্দেশনামূলক অন্যান্য তথ্যের জন্য
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে
আমাদের একাউন্টগুলো অনুসরণ করুন

Haj.gov.sa | @HajMinistry

وزارة الحـج والعمـرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

1.2 BEN بنغالي

সচেতনতামূলক মুযদালিফা নির্দেশিকা



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

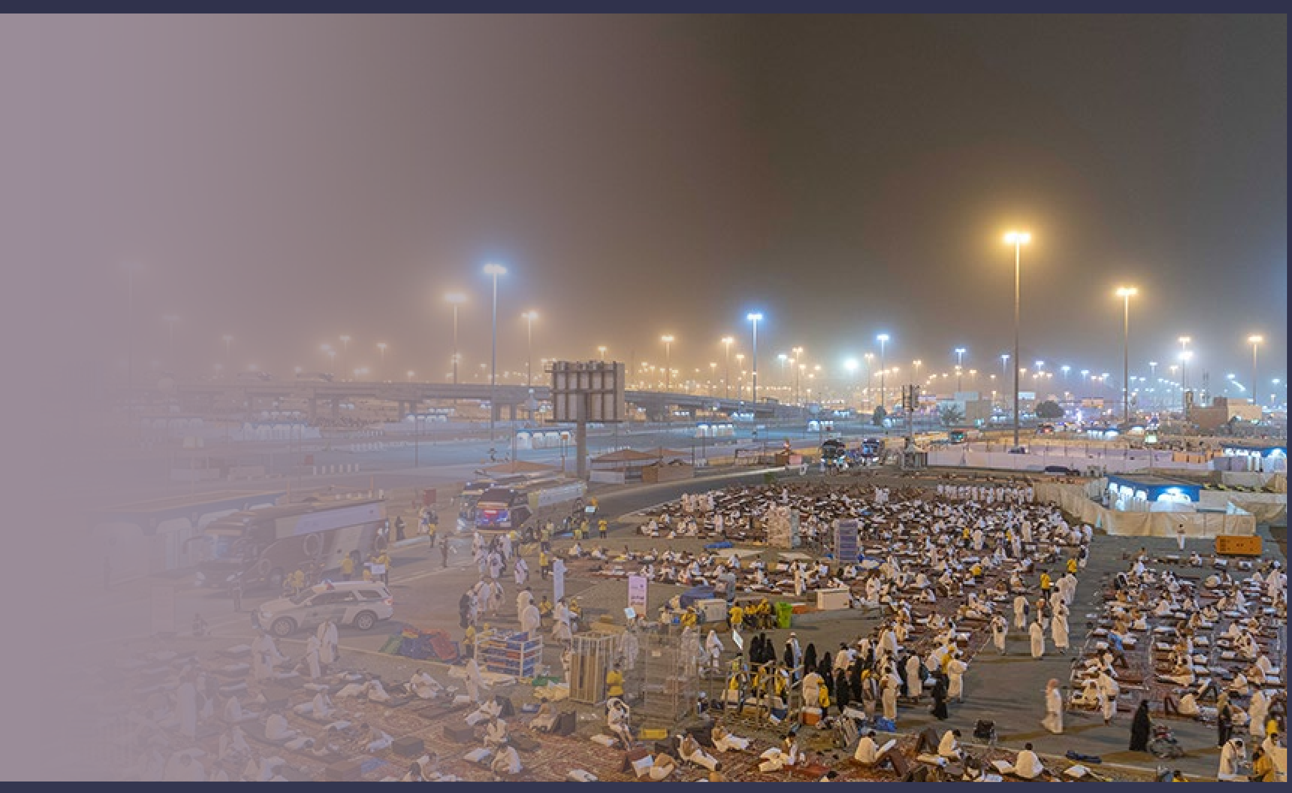
এই নির্দেশিকাটি নিম্নলিখিত ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। পছন্দের ভাষার ওপর ক্লিক করে আপনি সেটা ডাউনলোড করতে পারেন:

English ENG	عربي AR
বাংলা BEN	Bahasa Indonesia IND
Français FRA	Hausa HAU
Türkçe TUR	اُردُو URD
Español SPN	Русский язык RUS
Bahasa Malaysia MAY	සිංහල භාෂාව SIN
አማርኛ AMH	فارسی PER
o'zbek UZB	हिंदी HIN

সূচিপত্র

কাঙ্খিত পৃষ্ঠায় যেতে শিরোনামের ওপর ক্লিক করুন

▶ মুযদালিফা



▶ মুযদালিফার অবস্থান



▶ মুযদালিফাতে আমি কী করবো?



▶ মাশআরে হারামের মসজিদ



▶ খাবার ও ফুটপাতের হকার



▶ সর্দি ও ফ্লু থেকে সুরক্ষা



▶ মুযদালিফায় অবস্থানের সময়সীমা



▶ জামারাতের জন্য পাথর সংগ্রহ



▶ নিক্ষেপযোগ্য পাথরের বিবরণ



আমি মুযদালিফাতে আমার অবস্থান কীভাবে জানবো?



শৌচাগারসমূহ



গুরুত্বপূর্ণ নম্বরসমূহ

এই নির্দেশিকাতে আপনি আপনার হজ যাত্রায় মুযদালিফা দিবসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সকল তথ্য, দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ জানতে পারবেন।



মুযদালিফা

হাজীভাই! আরাফার ময়দানে শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলো কাটানোর পরে এবার আপনি আপনার ঈমানী অভিযাত্রার তৃতীয় স্টেশনের দিকে অগ্রসর হবেন। আর সেটা হলো: মুযদালিফা

আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

(সুতরাং যখন তোমরা আরাফা থেকে বের হয়ে আসবে, তখন মাশআরে হারামের নিকট আল্লাহকে স্মরণ কর'।)

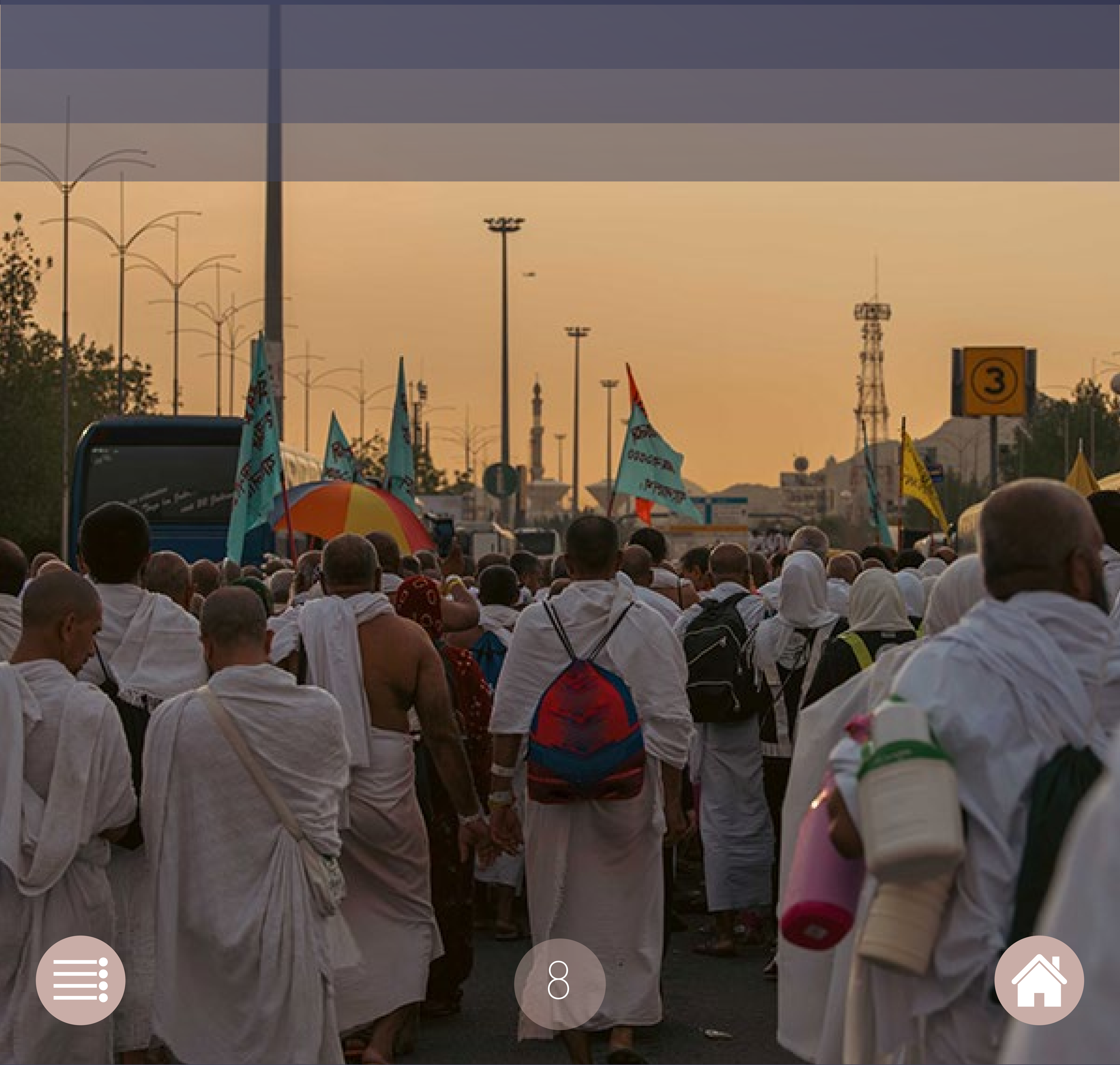
[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৯৮]



মুযদালিফাকে এই নামে দু'টোর যে কোনো একটা কারণে নামকরণ করা হয়েছে:

কারণ মানুষ এখান থেকে হারামের 'ইযদিলাফ' তথা কাছাকাছি আসে।

অথবা একারণে যে এখানে মানুষ রাতের একটি 'যুলাফ' তথা অংশ কাটিয়ে থাকে।



অন্যান্য নামসমূহ:

মুযদালিফা ‘জাম’ নামেও পরিচিত। কারণ এখানে মানুষ একত্র হয়ে থাকে।

এটাকে ‘মাশআরে হারাম’ও বলা হয়। কেননা এটা হারামের অংশ যা কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত।

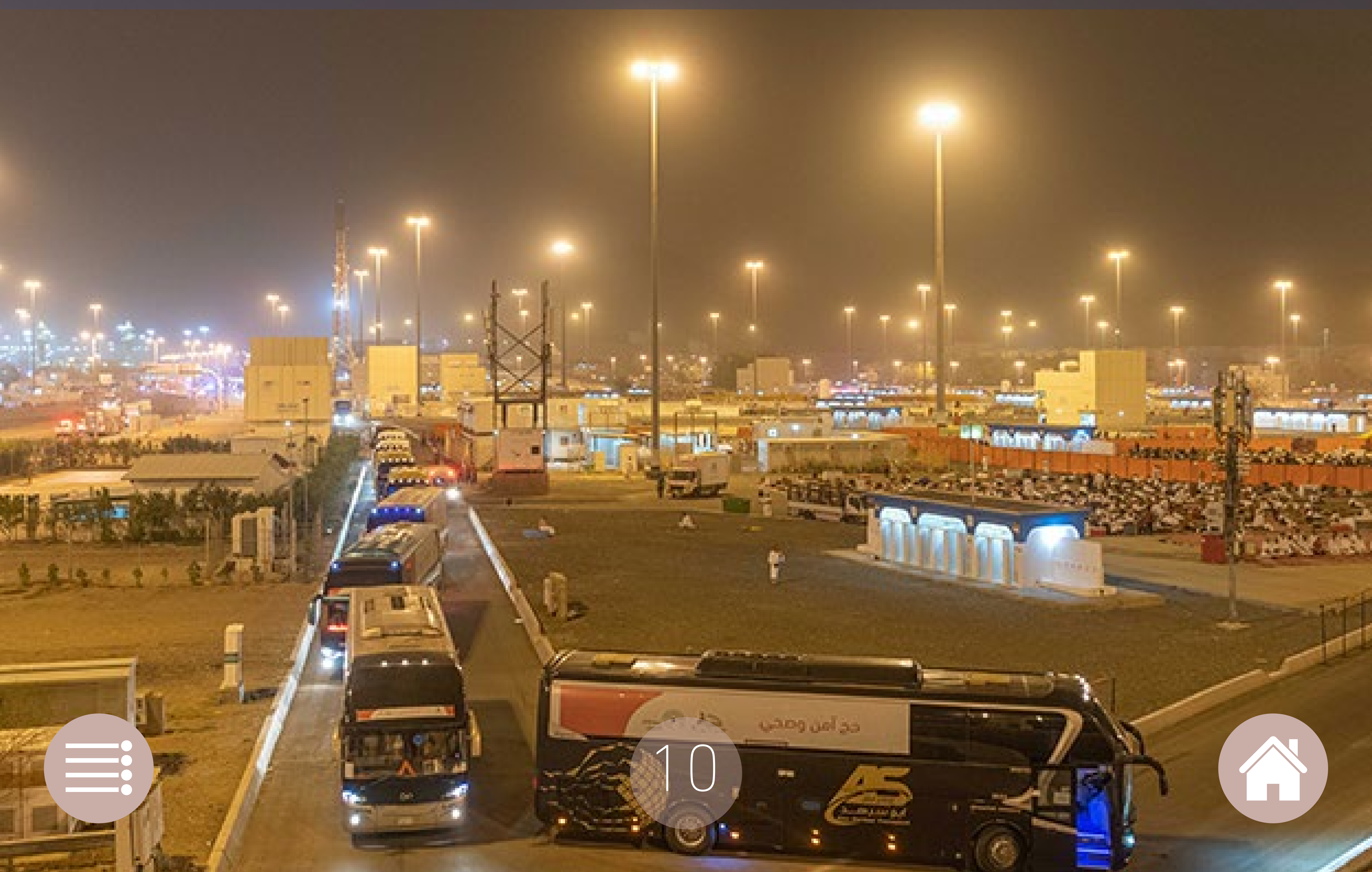


মুযদালিফার অবস্থান:

মুযদালিফা মিনা ও আরাফাতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত

এটার আয়তন ৯৬৩০ বর্গমিটার

মুযদালিফার যে কোনো স্থানে অবস্থান করা যায়। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি এখানে অবস্থান করেছি। 'জাম' (তথা মুযদালিফার) সর্বত্রই অবস্থান করা যায়'।





মুযদালিফাতে আমি কী করবো?

হজ কাফেলাগুলো মুযদালিফাকে ঘিরে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করে থাকে। অধিকাংশ কাফেলা হাজীদেরকে কার্পেট, বিছানা ও হালকা খাবার সরবরাহ করে। গণশৌচাগারগুলোই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সেখানে গিয়ে প্রথমেই নিজস্ব কাফেলার সঙ্গে মাগরিব ও ইশার নামাজ একত্রে ও 'কসর' হিসেবে পড়বেন।





মুযদালিফায় অবস্থানকালীন সময়ে যথাসম্ভব নিদ্রা গ্রহণ করুন। কারণ সেটা ঈদের দিনের প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করবে।



সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুযদালিফার আবহাওয়া বেশ গরম হয়ে থাকে। তাই এমন পোশাক পরা উচিত যা গরম থেকে সুরক্ষিত রাখে।



আপনার ব্যক্তিগত ঔষধগুলো আনতে ও সেগুলো গ্রহণ করতে ভুলবেন না।

যতক্ষণ জাগ্রত থাকেন আল্লাহর জিকির করুন, তার প্রশংসা করুন। তালবিয়া পাঠ করুন।

আপনার ওপর আল্লাহর মহা অনুগ্রহের কথা উপলব্ধির চেষ্টা করুন। আল্লাহ আপনাকে হিদায়াত দান করেছেন, হজের তাওফীক দিয়েছেন, আরাফাতে এনেছেন, এখানে দুআর সুযোগ দিয়েছেন এই সবকিছু মনে করুন। যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘তখন মাশআরে হারামের নিকট আল্লাহকে স্মরণ কর এবং তাকে স্মরণ কর যেভাবে তিনি তোমাদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। যদিও তোমরা এর পূর্বে অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে’।



মাশআরে হারাম

মসজিদ



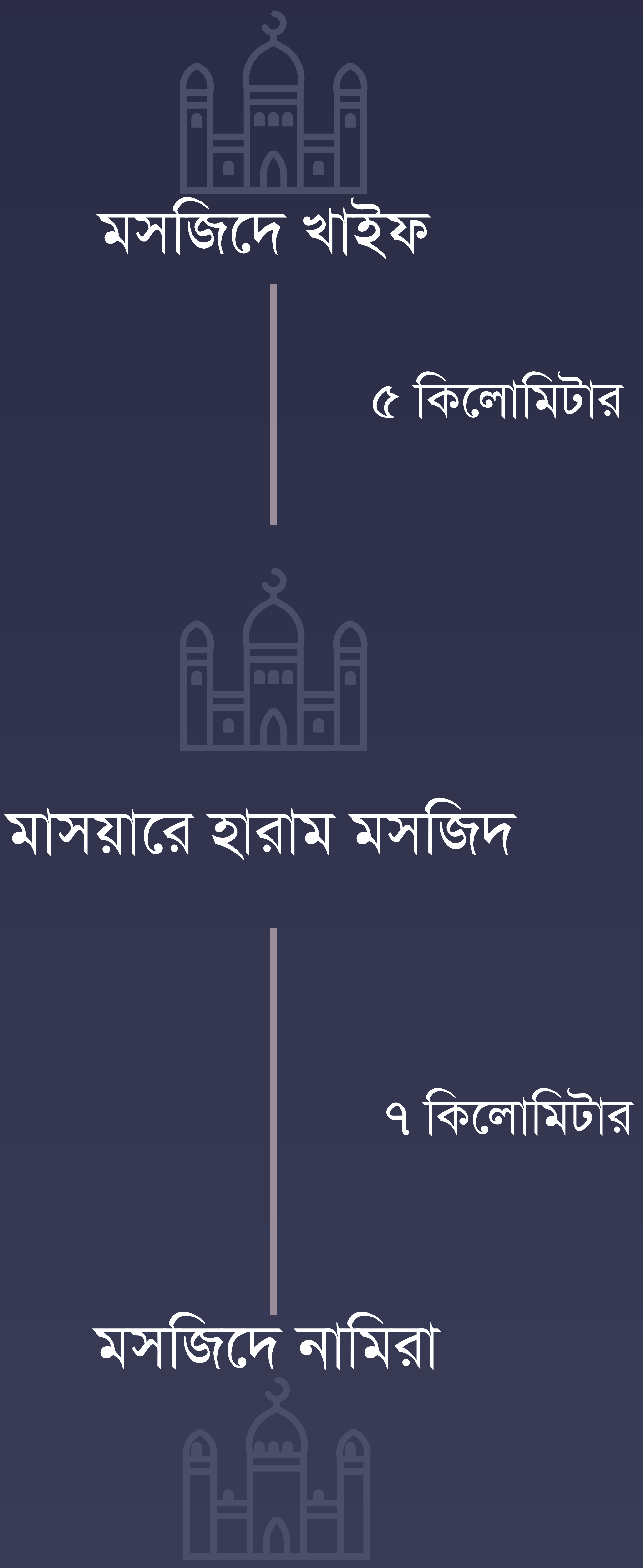
বিদায়হজেরসময়রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম মুযদালিফার যেখানে অবস্থান করেছেন সেখানে নির্মিত একটি মসজিদ।

এই মসজিদটি মুযদালিফার চতুর্থ পথচারী সড়ক ও কিং ফয়সাল রোডের মাঝামাঝি অবস্থিত।

এবং মসজিদে নামিরা ও মসজিদে খাইফের প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

মসজিদে খাইফ থেকে ৫ কি.মি. দূরে।

মসজিদে নামিরা থেকে ৭ কি.মি. দূরে

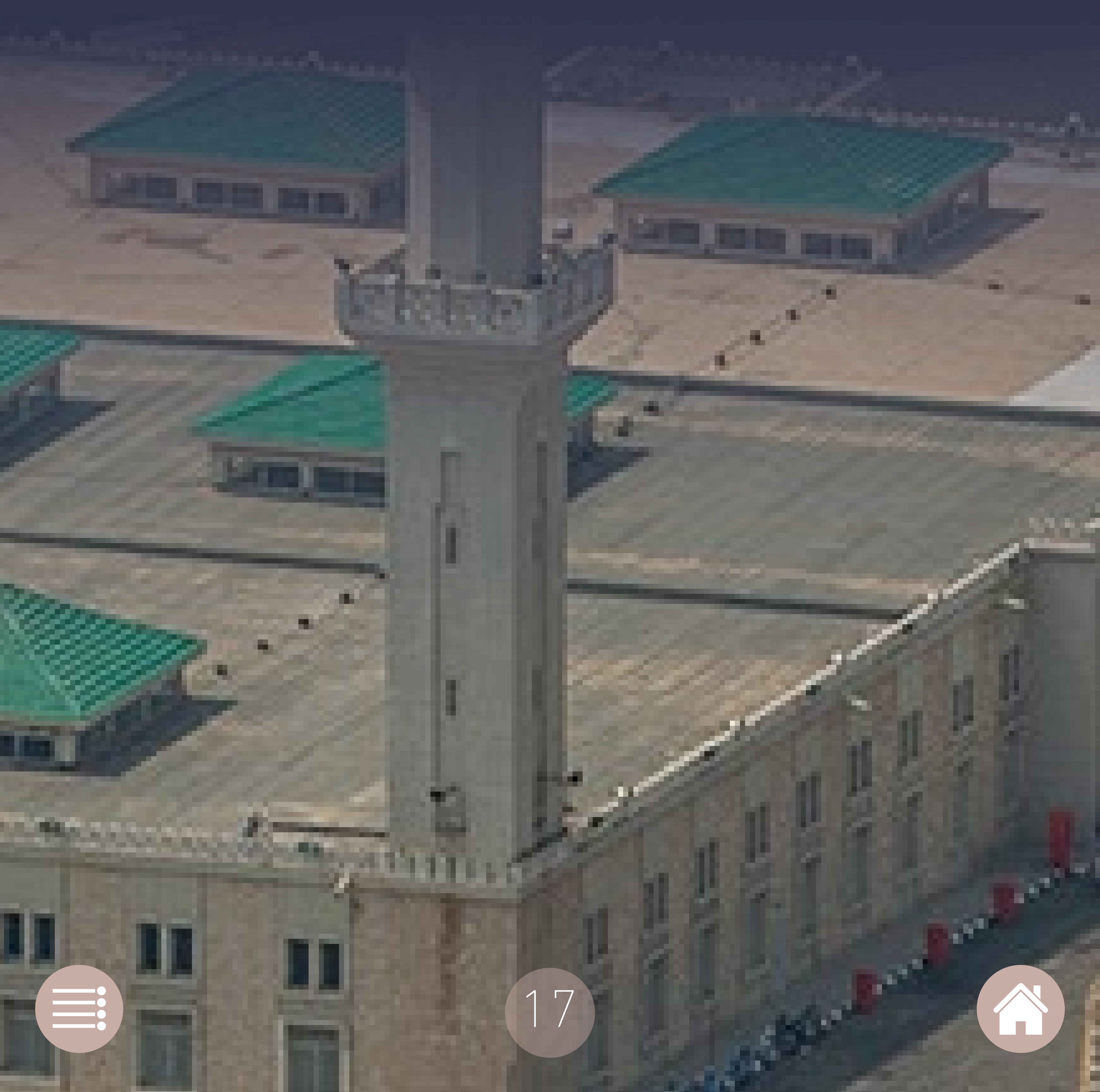


সৌদি আরব এটা সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করেছে

এটার দৈর্ঘ্য ৯০ মিটার
প্রস্থ ৫৬ মিটার

একসঙ্গে প্রায় ১২০০০ মুসল্লী ধারণ করতে পারে

মসজিদটিতে ৩২ মিটার উঁচু দু'টো মিনার রয়েছে





খাবার ও

ফুটপাতের হকার





মুযদালিফার রাস্তাঘাটে বিভিন্ন লোকদেরকে খাদ্য ও পানীয় বিক্রি করতে দেখা যায়। আমরা আপনাকে সেগুলো থেকে দূরে থাকাও নিজ কাফেলার পক্ষ থেকে সরবরাহকৃত খাবার-পানীয়ের মাঝে সীমিত থাকার পরামর্শ দিবো। পাশাপাশি আরও কয়েকটা বিষয়ে সতর্ক থাকুন:



ফুটপাতে তৈরি করা যে কোনো খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন। মনে রাখুন ঘরের তাপমাত্রায় রান্না করা খাবার দুই ঘন্টার বেশি রেখে দিলে তাতে জীবাণুর বিস্তার ঘটে এবং খাদ্যে বিষক্রিয়া ছড়ানোর আশংকা দেখা দেয়।

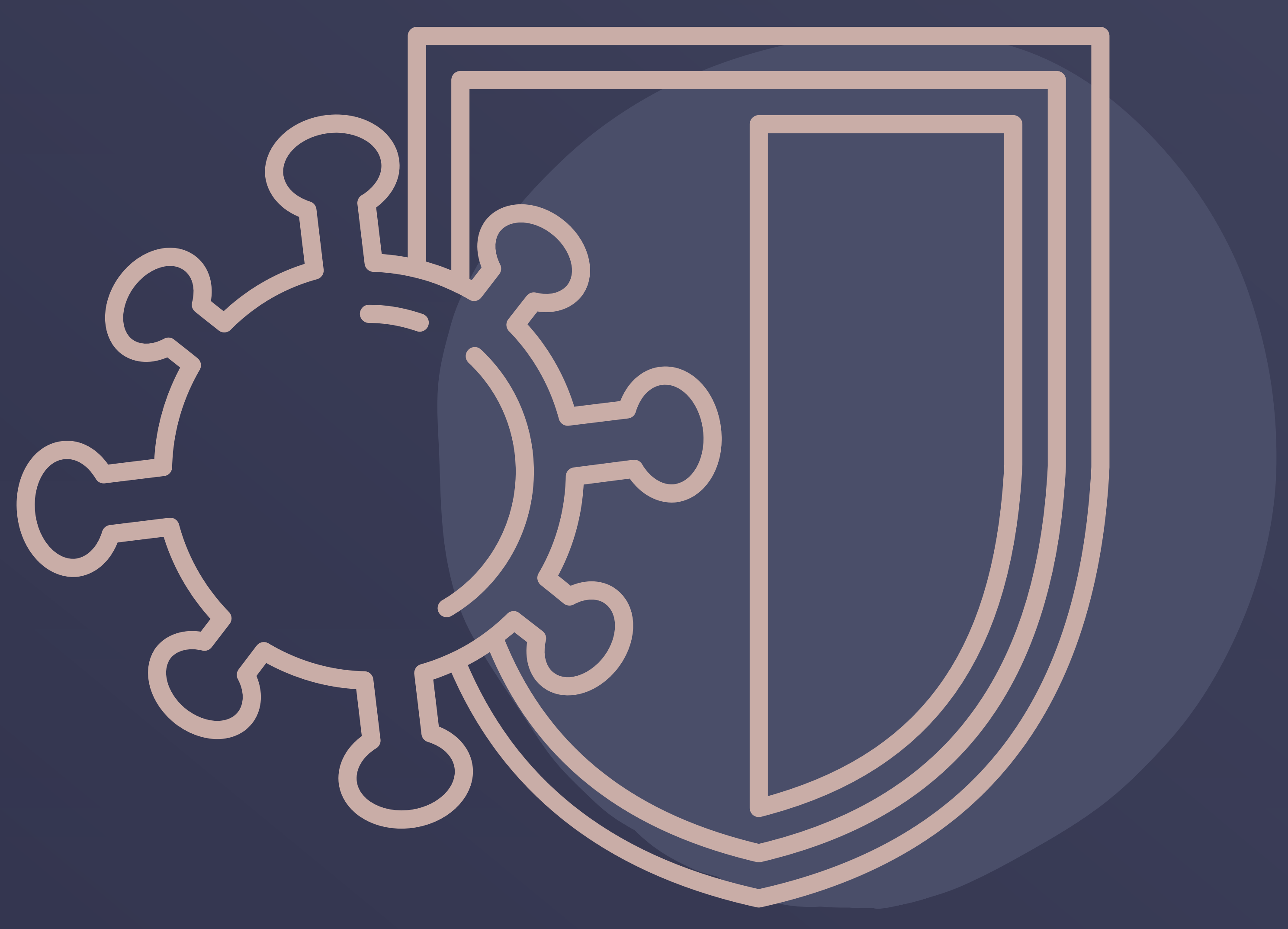


ফল-মূল ও শাক-সবজি খাওয়ার পূর্বে ভালোমতো ধুয়ে নিন।

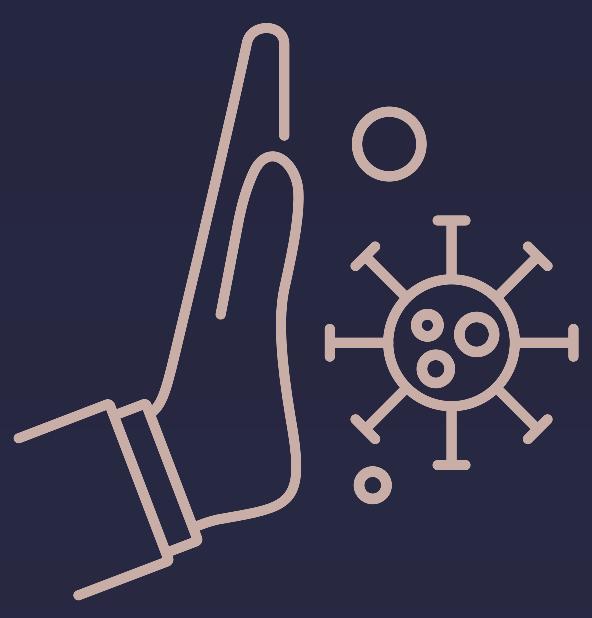


অত্যধিক ঠাণ্ডা পানীয় পান থেকে বিরত থাকুন।

সর্দি ও ফ্লু
থেকে সুরক্ষা



হজের শেষ দিনগুলোতে কিছু শ্বাসজনিত রোগের বিস্তার ঘটে। সেগুলো থেকে সুরক্ষিত থাকতে আমরা আপনাকে কিছু পরামর্শ দিবো। তন্মধ্যে:



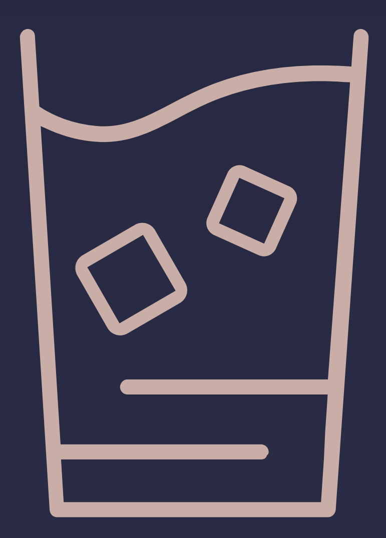
যারা এগুলোতে ভুগছে তাদের সংস্পর্শে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন। রোগীর ব্যবহৃত ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ব্যবহার বর্জন করুন।



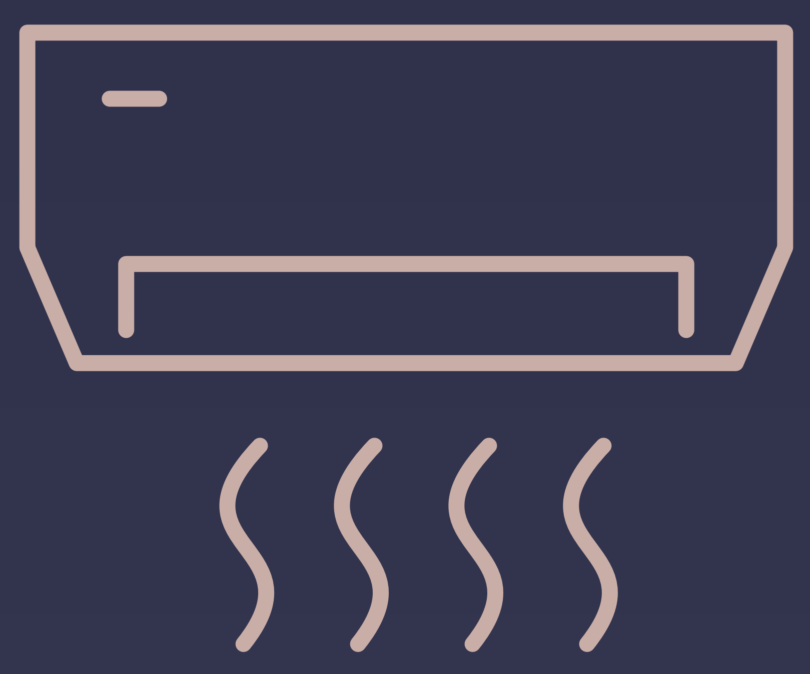
দুই হাতের পরিচ্ছন্নতার প্রতি যত্নবান থাকুন। হাত দ্বারা চোখ ও নাক স্পর্শ করবেন না। যথাসম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন। সর্বাবস্থায় মাস্ক পরিধান করুন।



যথাসাধ্য ভিড় এড়িয়ে চলা ও সর্বদা মাস্ক পরার চেষ্টা করুন।



অত্যধিক ঠাণ্ডা পানি পান থেকে বিরত থাকুন।



যখন তাঁবুতে পৌঁছবেন তখন এসির সরাসরি বাতাস থেকে দূরে থাকুন। বিশেষত শরীর যদি ঘর্মাক্ত থাকে। কারণ দেহের তাপমাত্রার এমন আকস্মিক পরিবর্তন সুস্থতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।



মুযদালিফায়

অবস্থানের সময়সীমা

মুযদালিফায় অবস্থানের সূচনা হয় আরাফার দিন (যিলহজের ৯ তারিখ) সূর্যাস্তের পর থেকে

মুযদালিফায় সর্বনিম্ন ঠিক কতক্ষণ থাকতে হবে এব্যাপারে ফিকহী মাযহাবগুলোর মতামত ভিন্ন। কোনো মতে, স্রেফ সেখান থেকে অতিক্রম করা ও সামান্য বিশ্রাম নেয়াই যথেষ্ট। কারও মতে, অর্ধরাত বা রাতের দুই তৃতীয়াংশ কিংবা ফজর পর্যন্ত থাকতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুযদালিফাতে সারা রাত থেকেছেন। সেখানে ফজর পড়েছেন। আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন। অতঃপর মিনায় প্রত্যাবর্তন করেছেন।





তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল নারী ও তাদের সঙ্গে থাকা লোকদেরকে মুযদালিফা থেকে ফজরের আগেই বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তাদের মাঝে ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন।



এক্ষেত্রে হাজীদের কর্তব্য হলো নিজ কাফেলার নির্ধারিত সময়সূচি অনুসরণ করা। কারণ বিষয়টি শরীয়তে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল সাহাবাকে আগে আগে বের হবার অনুমতিও দিয়েছেন। সাধারণত প্রত্যেক কাফেলাতেই নারী ও বয়স্করা থাকেন।





জামারাতের জন্য

পাথর সংগ্রহ

হাজীর জন্য মুযদালিফা থেকে বের হবার পূর্বে ৭টি (নুড়ি) পাথর সংগ্রহ করা বৈধ যা ঈদের দিন তিনি জামরায়ে আকাবাতে নিক্ষেপ করবেন। তবে যদি মিনা কিংবা অন্য কোথাও থেকে পাথর সংগ্রহ করেন সেটাও বৈধ হবে।



তবে বাকি দিনগুলোর পাথরও মুযদালিফা থেকে সংগ্রহ করবে না। কারণ সেটা হাজীর জন্য কষ্টকর হবে। তাছাড়া এটা শরীয়তে প্রমাণিতও নয়। বাকি দিনগুলোর পাথর বরং মিনা কিংবা অন্য কোথাও থেকে সংগ্রহ করবে।

এসব পাথর ধোয়া কিংবা সেগুলোতে সুগন্ধি মাখানো বৈধ নয়।





নিক্ষেপযোগ্য

পাথরের বিবরণ

ছোট (নুড়ি) পাথর

বুলেটের চেয়ে ছোট। মটর (ডাল) কিংবা খেজুরের বিচির মতো আকারের।

ছোট-বড় ১ সে.মি. এর কাছাকাছি

বড় পাথর এড়িয়ে চলবেন।



পাথরের আকার-আকৃতি কিংবা সৌন্দর্য ইত্যাদির প্রতি মনোযোগী হবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামরাতে নিক্ষেপের জন্য তাঁর হাতে এক মুষ্টি পাথর নিয়ে বলেন, ‘এধরনের পাথর নিক্ষেপ করো। দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকো। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীরা দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করে ধ্বংস হয়েছে’।



আমি মুযদালিফাতে আমার অবস্থান কীভাবে জানবো?



নিজ কাফেলার সীমার ভেতরে নিজেদের তাঁবুতে থাকুন। প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোথাও যাবেন না।





গুগল ম্যাপ কিংবা এজাতীয় জিপিএস (GPS) সেবাগুলোর মাধ্যমে মোবাইলে নিজের অবস্থান সেভ করে রাখুন।



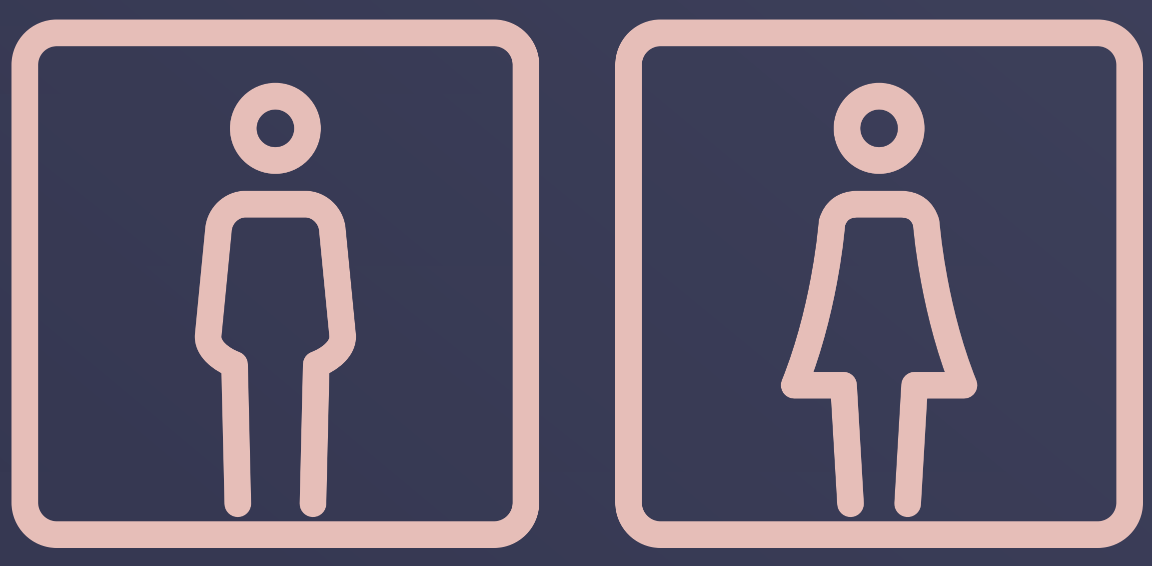
আশপাশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন মনে রাখুন। দূরে একান্ত কোথাও যেতে হলে সঙ্গী নিয়ে যান।



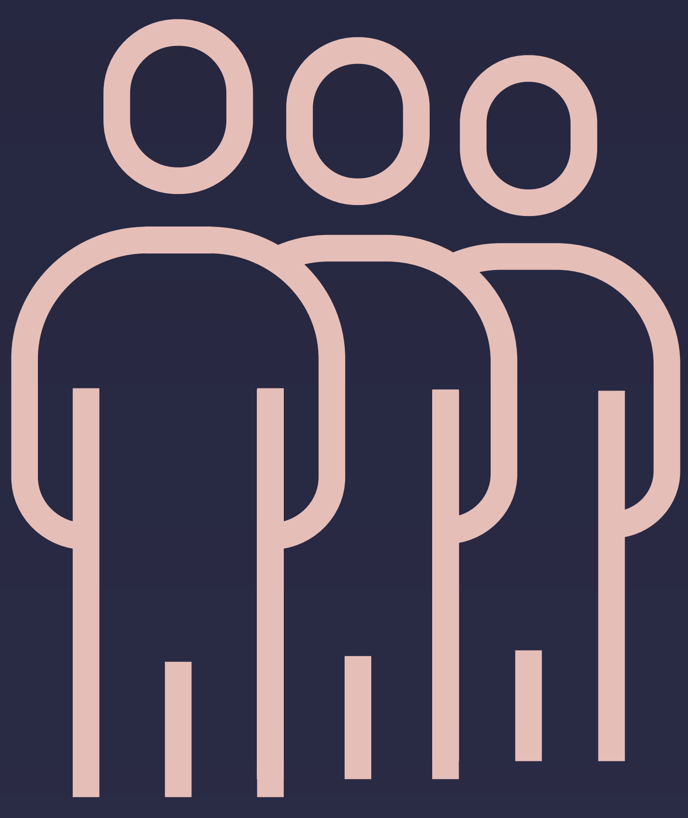
মুযদালিফার বাস, পথঘাট, স্টেশনগুলো সব দেখতে প্রায় কাছাকাছি। তাই নিজের কাফেলার সঙ্গে থাকুন। একা একা কোথাও যাবেন না। আপনার বাস বা কাফেলার সুপারভাইজারকে চিনে রাখুন। সর্বদা তার অনুমতি নিন। যে কোনো প্রয়োজনে তার সঙ্গে পরামর্শ করুন।



শৌচাগারসমূহ



মুযদালিফার চতুর্দিকে শৌচাগারের ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাং আপনি কাফেলার সঙ্গে যেখানে অবতরণ করবেন পাশেই নারী ও পুরুষের জন্য স্বতন্ত্র শৌচাগার, উজুখানা ইত্যাদি দেখতে পাবেন।



এসব স্থানে সিরিয়াল বজায় রাখুন। কেউ আপনার আগে থাকলে তাকে আগে রাখুন।



পরিচ্ছন্নতার প্রতি অত্যন্ত যত্নবান থাকুন। নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলুন।

যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলে হাজীদেরকে কষ্ট দিবেন না। মনে রাখুন- মুযদালিফা হারামের অংশ যা আমাদেরকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া মুমিন সর্বাবস্থায় সর্বত্র পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য আদিষ্ট। (নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাওবা কারীদেরকে ভালোবাসেন। আর তিনি পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন)

আপনার কাছাকাছি শৌচাগারগুলোর অবস্থান জানতে এখানে ক্লিক করুন।

গুরুত্বপূর্ণ নম্বরসমূহ

911

জরুরি ও নিরাপত্তা সেবার জন্য

937

চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ ও জিজ্ঞাসার জন্য

920002814

আল্লাহর মেহমানদের জিজ্ঞাসার জবাবের জন্য
হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ কেন্দ্র

1966

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী সংক্রান্ত
অনুসন্ধানের জন্য

হজ্জের অন্যান্য সকল নির্দেশিকা হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে বিদ্যমান (ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন)। এসব নির্দেশিকাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান।



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

وزارة الصحة
Ministry of Health

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat,Tax and Customs Authority

الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority

الهيئة العامة للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY

আল্লাহ আপনাদের আমল
ও প্রচেষ্টাগুলো কবুল করুন

দিক-নির্দেশনামূলক অন্যান্য তথ্যের জন্য
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে
আমাদের একাউন্টগুলো অনুসরণ করুন

Haj.gov.sa | @HajMinistry

وزارة الحـج والعمـرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

1.2 BEN بنغالي

সচেতনতামূলক

কুরবানীর দিন

নির্দেশিকা



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

এই নির্দেশিকাটি নিম্নলিখিত ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। পছন্দের ভাষার ওপর ক্লিক করে আপনি সেটা ডাউনলোড করতে পারেন:

English ENG	عربي AR
বাংলা BEN	Bahasa Indonesia IND
Français FRA	Hausa HAU
Türkçe TUR	اُردُوْ URD
Español SPN	Русский язык RUS
Bahasa Malaysia MAY	සිංහල භාෂාව SIN
አማርኛ AMH	فارسی PER
o'zbek UZB	हिंदी HIN



সূচিপত্র



কুরবানীর দিন



কুরবানীর দিনের কাজসমূহ



কুরবানীর দিনের কাজগুলো কি ধারাবাহিকভাবে হওয়া আবশ্যক?



জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপ



তাকবীর দেয়া



পশু (হাদি) জবাই



হাদি কার ওপর আবশ্যক?



পশু জবাইয়ের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নিয়োগ



মাথা মুণ্ডানো ও চুল কাটা



চুল কাটার স্থান



স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে চুল কাটার পরামর্শ



ইহরাম থেকে হালাল হওয়া



হারামেযাওয়ারআগেগুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা



চলন্ত সিঁড়ি



তাওয়াফে ইফাজা



হজের সাঈ



তাওয়াফে ইফাজার পরে কার জন্য সাঈ আবশ্যক?



হারামে আগতদের জন্য সতর্কবার্তা



পরিচর্যা কেন্দ্র

পরামর্শ ও সতর্কতা



সাধারণ পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি

গুরুত্বপূর্ণ ফোন নাম্বারসমূহ

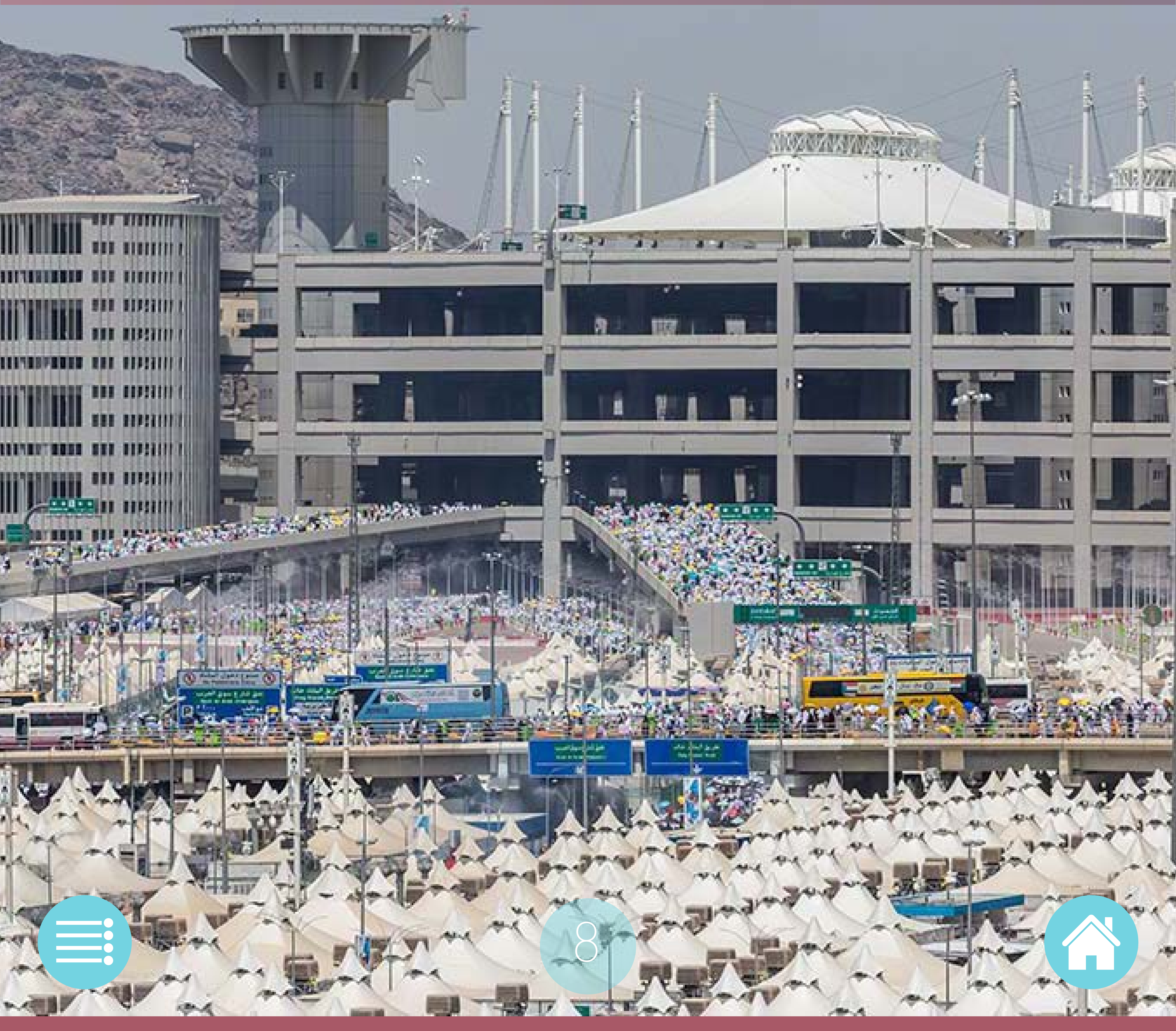


কুরবানীর দিন

‘কুরবানীর দিন’ বা ঈদুল আজহা হলো যিলহজ মাসের দশ তারিখের দিন। এদিন হাজিরা হজের অধিকাংশ কাজগুলো করে থাকেন।

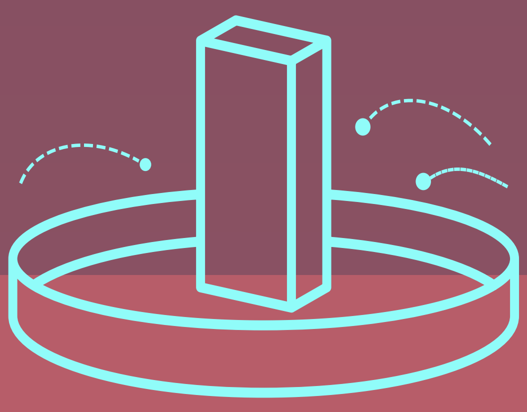
অসংখ্য আলিম এই দিনটিকে ‘বড় হজ্জের দিন’ আখ্যা দিয়েছেন। কারণ এর রাতে আরাফায় অবস্থান ও মুযদালিফায় যাওয়া হয়। এদিন হজের অবশিষ্ট সকল গুরুত্বপূর্ণ রোকন সম্পন্ন করা হয়।

বক্ষ্যমাণ নির্দেশিকাতে আপনি কুরবানীর দিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হজ্জযাত্রার সকল তথ্য, পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা জানতে পারবেন।

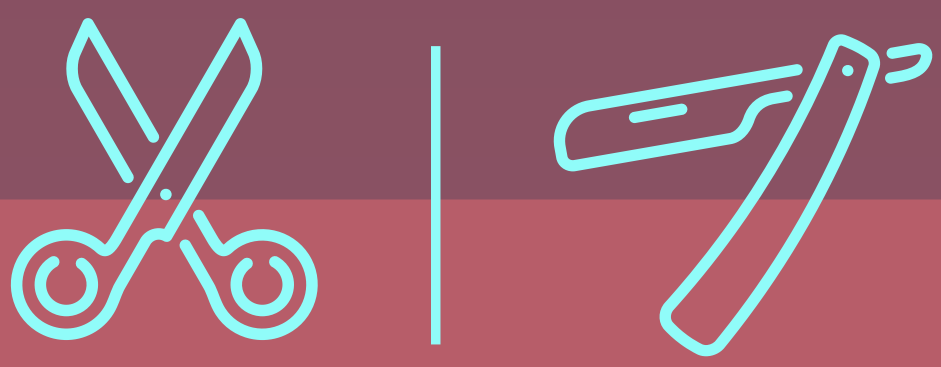


কুরবানীর দিনের কাজসমূহ

কুরবানীর দিনে হাজীকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করতে হয়:



জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপ।



মাথা মুণ্ডানো কিংবা চুল কাটা।



পশু জবাই।



হজের সাঈ।



তাওয়াফে ‘ইফাজা’।

কুরবানীর দিনের কাজগুলো কি ধারাবাহিকভাবে হওয়া আবশ্যক?



কুরবানীর দিনের কাজগুলো আগে-পরে করা:

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাজীর জন্য যেভাবে সহজ সেভাবে কুরবানীর দিনের কাজগুলো আগে-পরে করার অনুমতি দিয়েছেন।



যে ব্যক্তিই রাসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে ওপরের কোনো কাজ আগে করার অনুমতি চেয়েছেন তিনি তাকে অনুমতি দিয়েছেন। ‘তাঁর কাছে যেটাই আগে কিংবা পরে করার অনুমতি চাওয়া হয়েছে তিনি বলেছেন, ‘করো সমস্যা নেই’।

এক্ষেত্রে হাজীর কর্তব্য হলো, কাফেলা কর্তৃক নির্ধারিত সময়সূচি অনুসরণ করা। এটা তার নিজের ও অন্যান্য হাজীর জন্য কল্যাণকর। পাশাপাশি আল্লাহপ্রদত্ত সুযোগ ও সহজকরণকে সানন্দে গ্রহণ।

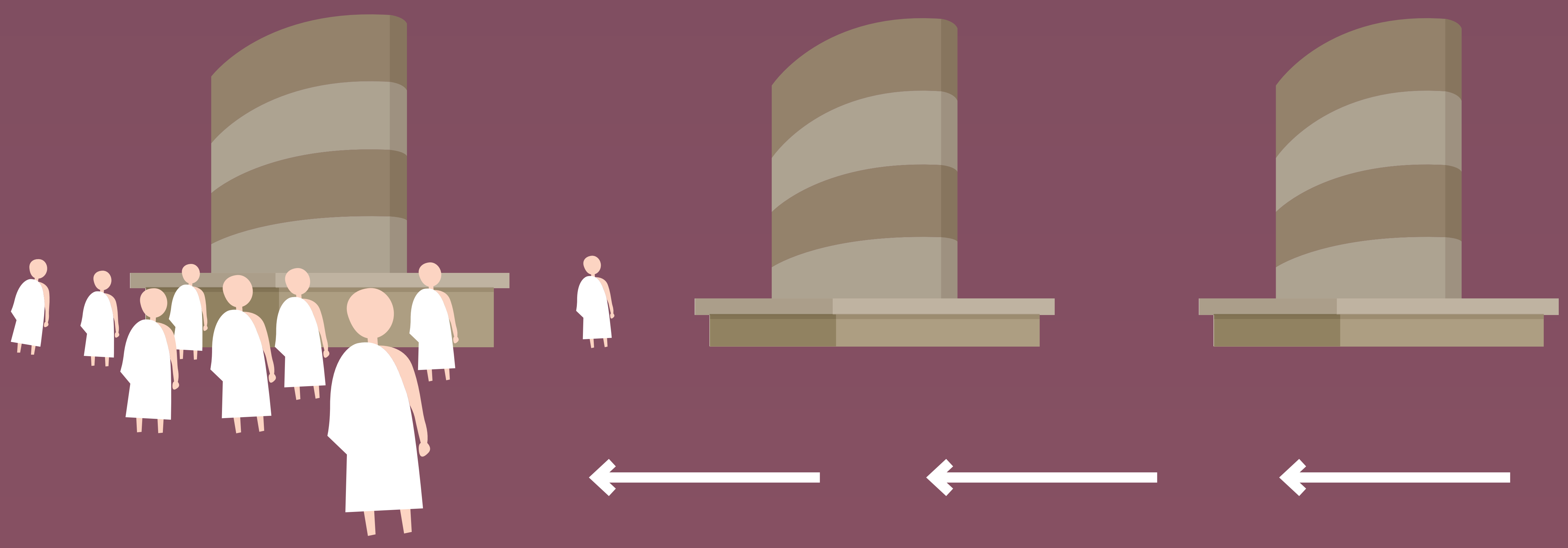


জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপ

মিনা ও মুযদালিফা থেকে (মক্কার দিকে) আসার পথে এটা তৃতীয় জামরা। এটা মক্কার সবচেয়ে কাছের জামরা।

এটা জামরায়ে আকাবা ও জামরায়ে কুবরা (সর্ববৃহৎ) নামে পরিচিত।

জামরায়ে আকাবা



এখানে হাজী সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবেন। সেগুলো তিনি মুযদালিফা কিংবা পথের যে কোনো স্থান থেকে সংগ্রহ করবেন।

প্রত্যেকটি পাথর নিক্ষেপ করার সময় তাকবীর দিবেন।





পাথর নিক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ‘জামারাত নির্দেশিকা’ ডাউনলোড করুন।

এখানে ক্লিক করুন



পাথর নিক্ষেপের সময়:

মুযদালিফা থেকে বের হয়ে পাথর নিক্ষেপ করবেন।

পাথর নিক্ষেপের সময় শুরু:

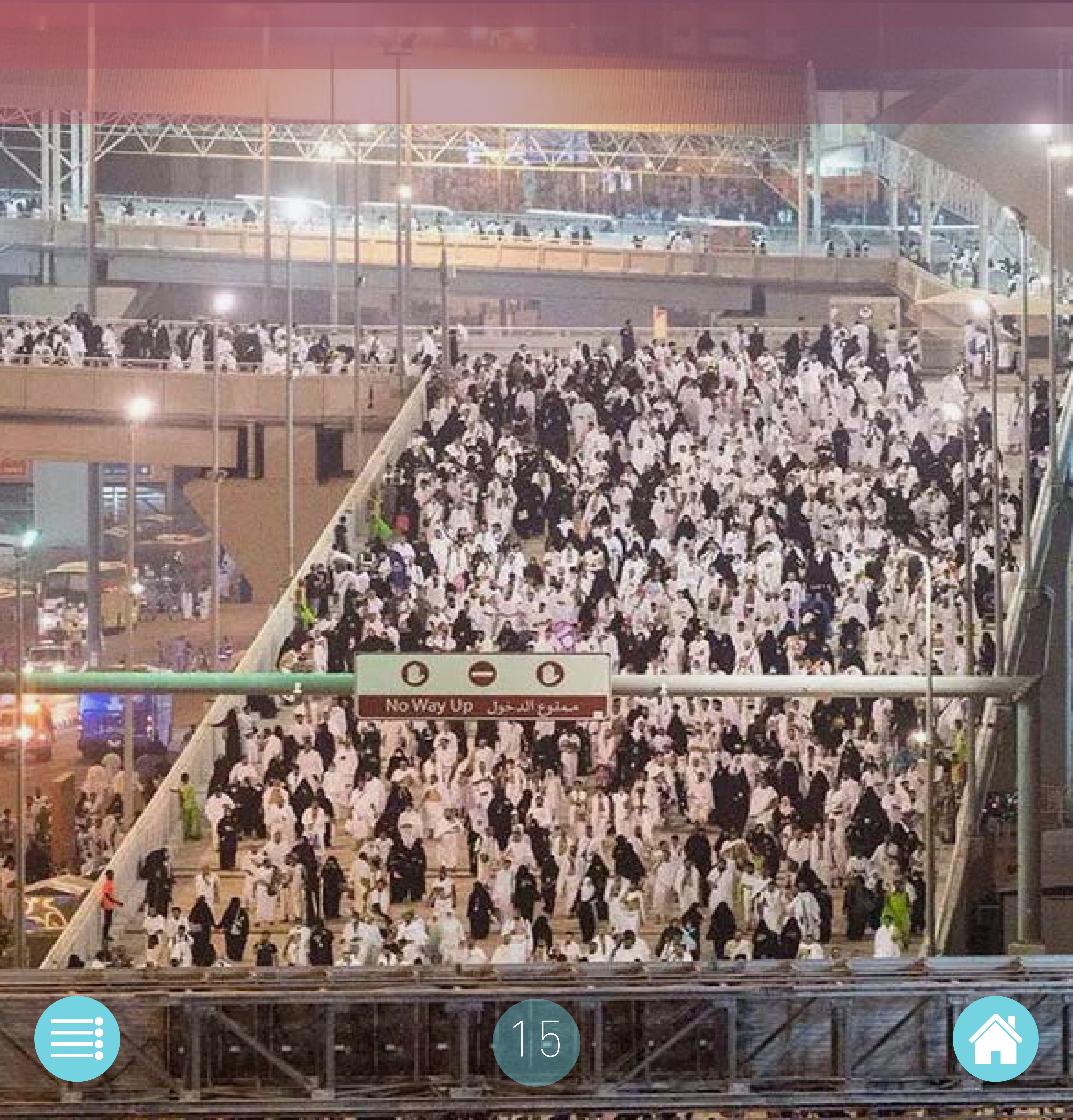
যদি কেউ মুযদালিফা থেকে আগে বের হয়ে যেতে চায় তবে তার জন্য মাঝরাত থেকেই পাথর নিক্ষেপের সুযোগ রয়েছে।

পাথর নিক্ষেপের শেষ সময়:

ঈদের পুরো দিন ও রাত জুড়ে পাথর নিক্ষেপ করা যাবে। তবে এগারো তারিখের ফজরের পর পর্যন্ত বিলম্বিত করা উচিত নয়।

হাজীর কর্তব্য হলো নিজস্ব কাফেলার সময়-সূচি অনুসরণ করা। যাতে অন্য কাফেলার জন্য নির্ধারিত সময়ে গিয়ে ভিড় ও ধাক্কাধাক্কি সৃষ্টি না করেন।

হজে চলাচল করতে গিয়ে ভিড় ও ধাক্কাধাক্কি দেখতে পাওয়া স্বাভাবিক। এসময়ে ধীর-স্থির থাকুন। আল্লাহর ঘরের অন্যান্য মেহমানদের প্রতি সদয় হোন।





তাকবীর দেয়া

জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে তালবিয়া শেষ হবে। তখন থেকে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে এবং সর্বদা তাকবীর পড়তে হবে। এটা আল্লাহর প্রতি সম্মান, তাঁর জিকির ও তাঁর প্রশংসার বহিঃপ্রকাশ। তাকবীর হলো:

'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ'।

অথবা

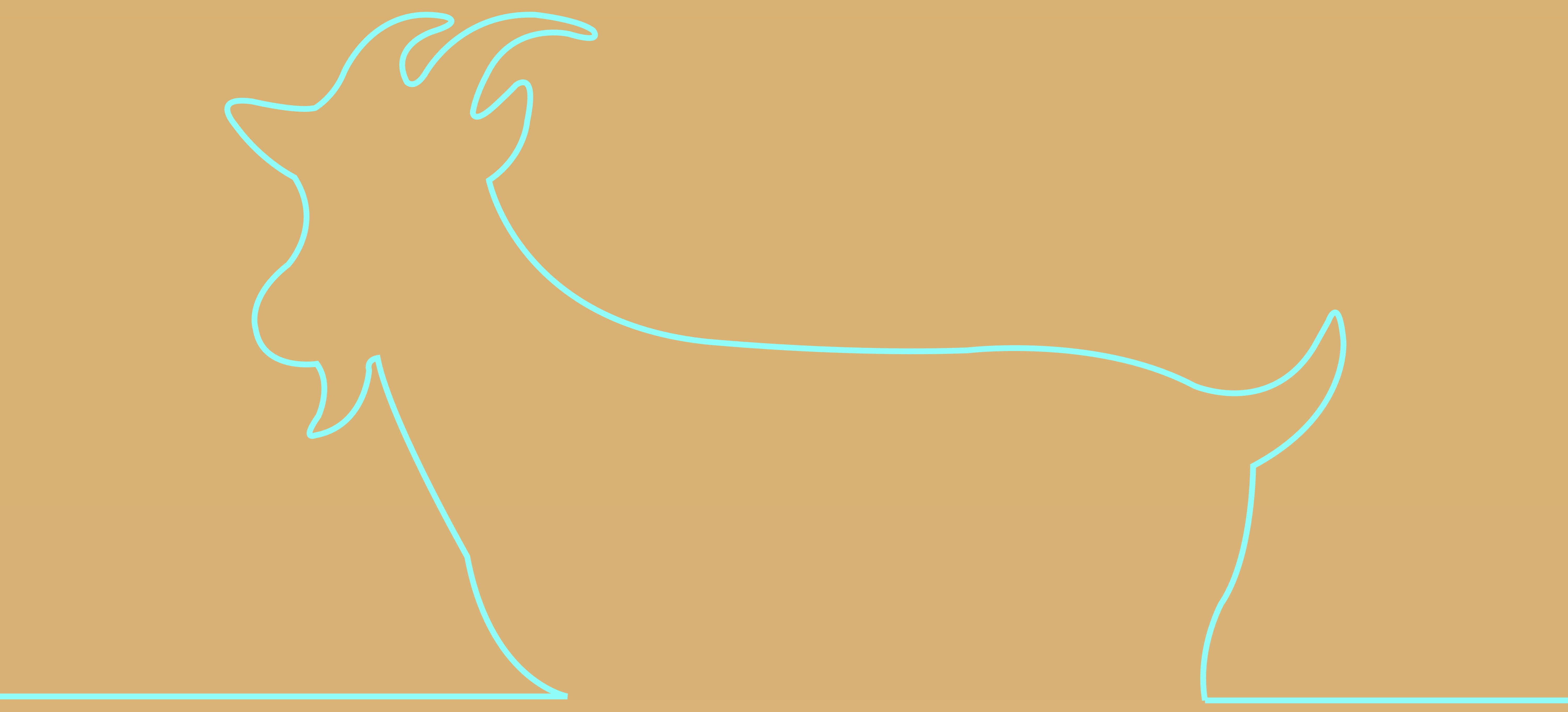
'আল্লাহু আকবার কাবীরা ওয়ালহামদু লিল্লাহি কাসীরা ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতান ওয়া আসীলা'।



পশু (হাদি) জবাই

যদি হাজীর ওপর হাদি তথা পশু জবাই আবশ্যক থাকে, তবে এই দিন পশু জবাই করতে হবে।

‘হাদি’ হলো হাজী কর্তৃক মিনা অথবা মক্কাতে (এক কথায় হারামের সীমারেখার মাঝে) আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে জবাইকৃত পশু। এটার মাংস হাজী নিজে খেতে পারবেন কিংবা সদকাও করতে পারবেন।



হাদির রহস্য:

১. আল্লাহর নৈকট্য লাভ। তাঁর জন্য ভালোবাসা প্রকাশ।

২. দরিদ্র, মিসকীন ও অভাবগ্রস্তদের প্রতি অনুগ্রহ।

৩. মক্কা মুকাররমা ও আল্লাহর ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।



হাদি কার ওপর আবশ্যক?

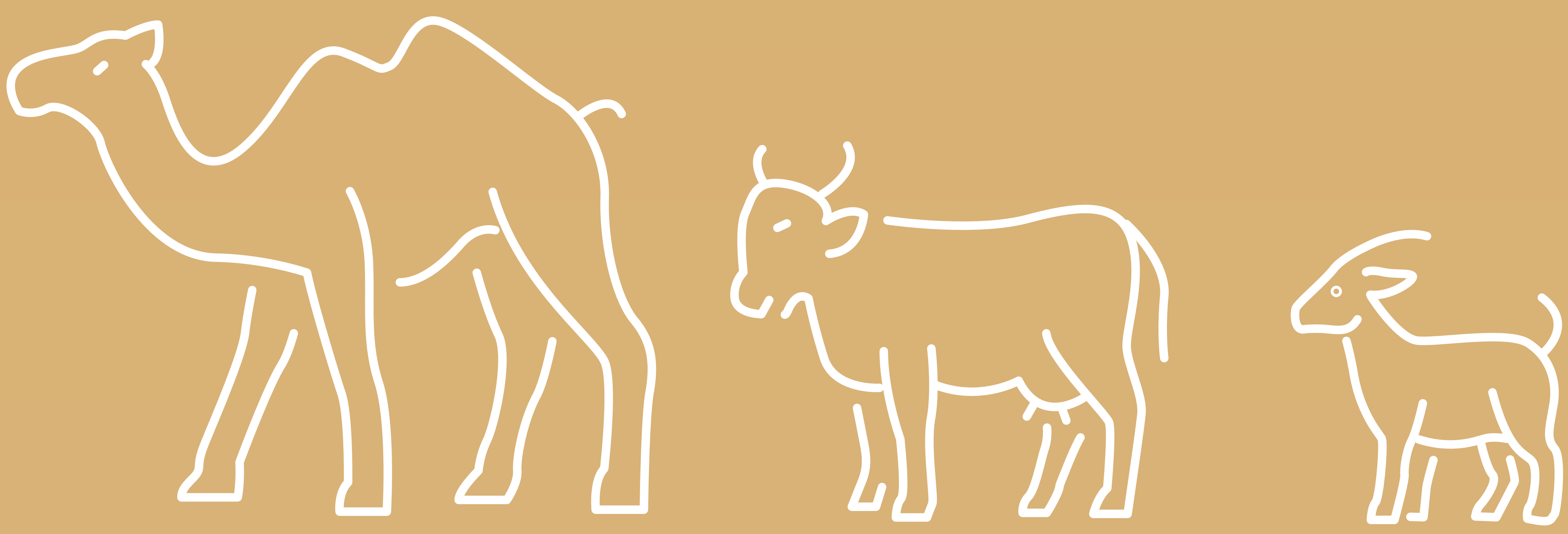
হাদি তথা কুরবানীর পশু দুই প্রকারের হাজীর ওপর আবশ্যক:

1. হজে ‘তামাত্তু’ সম্পন্নকারী। অর্থাৎ যিনি একই সফরে প্রথমে উমরা সম্পন্ন করবেন। অতঃপর উমরা থেকে হালাল হয়ে পুনরায় হজের ইহরাম বাঁধবেন।

2. হজে‘ কেরান’ সম্পন্নকারী। অর্থাৎ যিনি একইসঙ্গে ওমরা ও হজ করবেন।

যে ব্যক্তি স্রেফ হজের ইহরাম বাঁধবেন এবং সঙ্গে কোনো উমরা করবেন না তার ওপর হাদি তথা পশু জবাই আবশ্যক নয়।

হাদি চতুষ্পদ জন্তু হতে হবে। যথা উট, গরু, ছাগল বা ভেড়া ইত্যাদি।







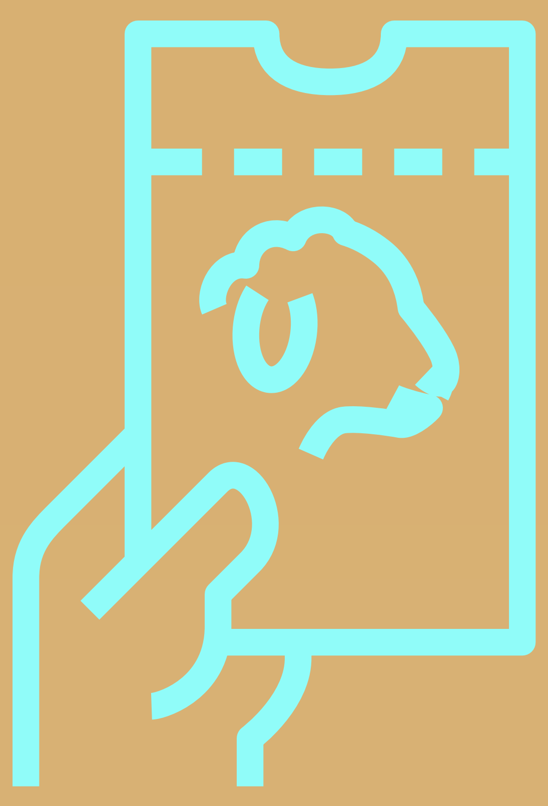


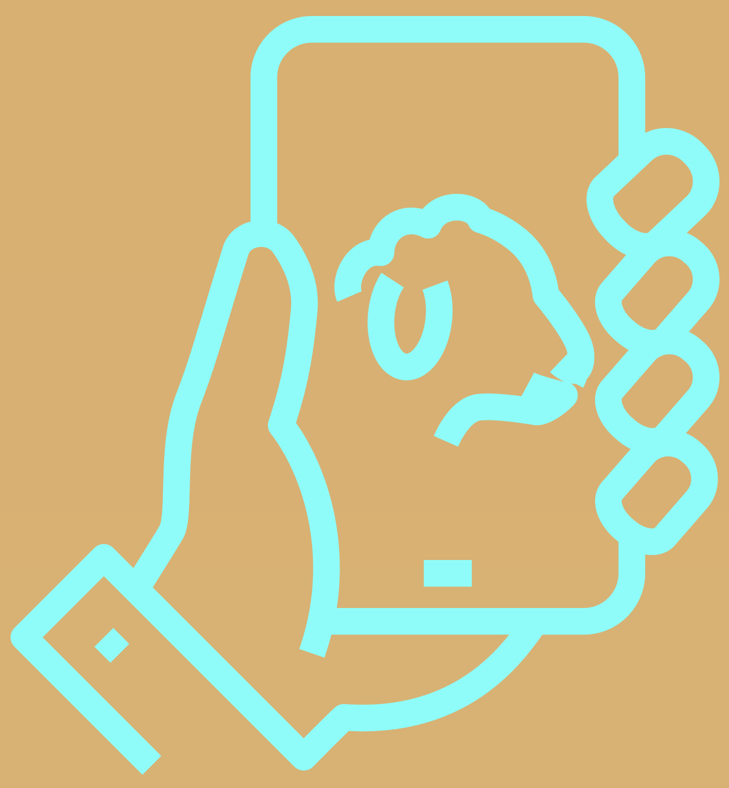


পশু জবাইয়ের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নিয়োগ

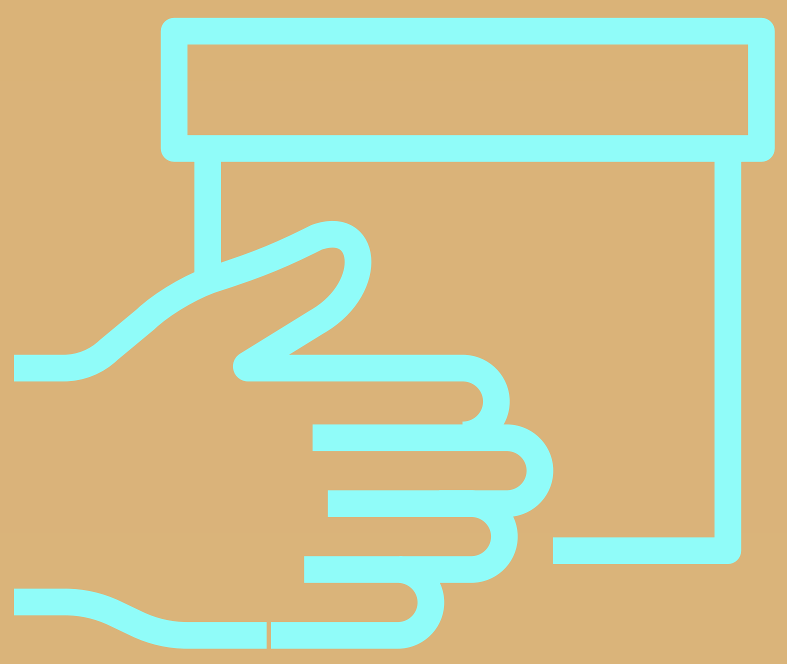
বর্তমানে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আগত হাজীদের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে হাজীরা সাধারণত নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে তাদের পক্ষ থেকে পশু জবাইয়ের জন্য প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করেন।

সুতরাং হাজী যদি কাউকে পশু জবাইয়ের দায়িত্ব দিয়ে থাকেন তবে কুরবানীর দিন তিনি পশু জবাই করেছেন মনে করা হবে।





এটা হাজীদের স্টেশনগুলোতে বিদ্যমান পেপার কিংবা ইলেকট্রনিক ভাউচার ক্রয়ের মাধ্যমে হতে পারে। অথবা ইলেকট্রনিক সার্ভিস কিংবা নিজস্ব কাফেলা বা মিশনের মাধ্যমেও হতে পারে।



এই পদ্ধতি হাজীর জন্য সহজ। অপরদিকে অভাবগ্রস্ত মানুষের কাছে মাংস পৌঁছানোও সম্ভব।

তবে ব্যক্তিবিশেষ কিংবা লাইসেন্সবিহীন কোম্পানীর সঙ্গে পশু কুরবানীর চুক্তি করতে যাবেন না। এতে আপনি প্রতারিত হতে পারেন।

পশু জবাইয়ের প্রতিনিধি নিয়োগ ও অনলাইনে পশুর ভাউচার কিনতে



এখানে ক্লিক করুন



মাথা মুণ্ডানো ও চুল কাটা

জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপের পরে পুরুষ হাজী মাথা মুণ্ডাবেন কিংবা চুল ছোট করবেন।

মহিলাগণ মাথার চুল একত্র করে অগ্রভাগ থেকে প্রায় ২ সে.মি. পরিমাণ কেটে ফেলবেন।

এটা করা হয় আল্লাহর নৈকট্যলাভ ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন স্বরূপ।



কারণ হাজী হচ্ছেন আল্লাহর অনুগত বান্দা। আল্লাহ তাকে ইহরামের সময় চুল কাটতে নিষেধ করাতে তিনি তখন চুল কাটেননি। আবার যখন চুল কাটার নির্দেশ দিয়েছেন তখন চুল কাটছেন।





চুল কাটার স্থান

মক্কাতে চুল কাটার জন্য অসংখ্য সেলুন ও স্টল রয়েছে। জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপের পরে হাজীগণ তাদের সামনেই পেয়ে যাবেন।



স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে চুল কাটার পরামর্শ

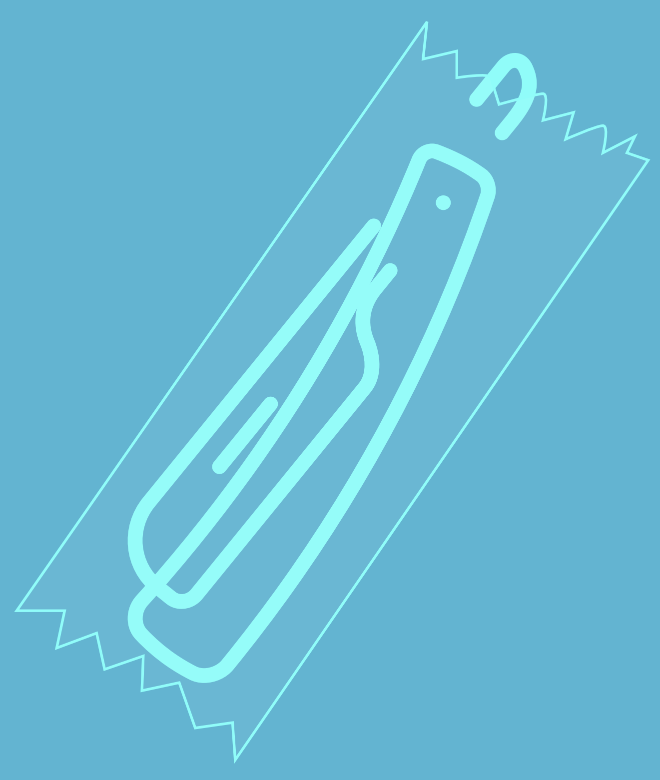


অনুমোদিত ক্ষৌরকার নির্বাচন করুন। রাস্তাঘাট ও ফুটপাতের নাপিত থেকে দূরে থাকুন। নিজেকে সংক্রামক রোগের ঝুঁকিতে ফেলবেন না।

চুল কাটার সময় লক্ষ রাখুন:



সে প্লাস্টিকের হাতল বিশিষ্ট ক্ষুর (রেজার) ব্যবহার করছে কি না যেগুলো মাত্র একবার ব্যবহারযোগ্য।



আগের হাজীর ব্যবহৃত বস্তুগুলো সরিয়ে নতুন বস্তু ব্যবহার করছে কি না।



আপনাকে সেবাদানের পূর্বে হাত পানি ও সাবান দ্বারা ধুয়েছে কি না।



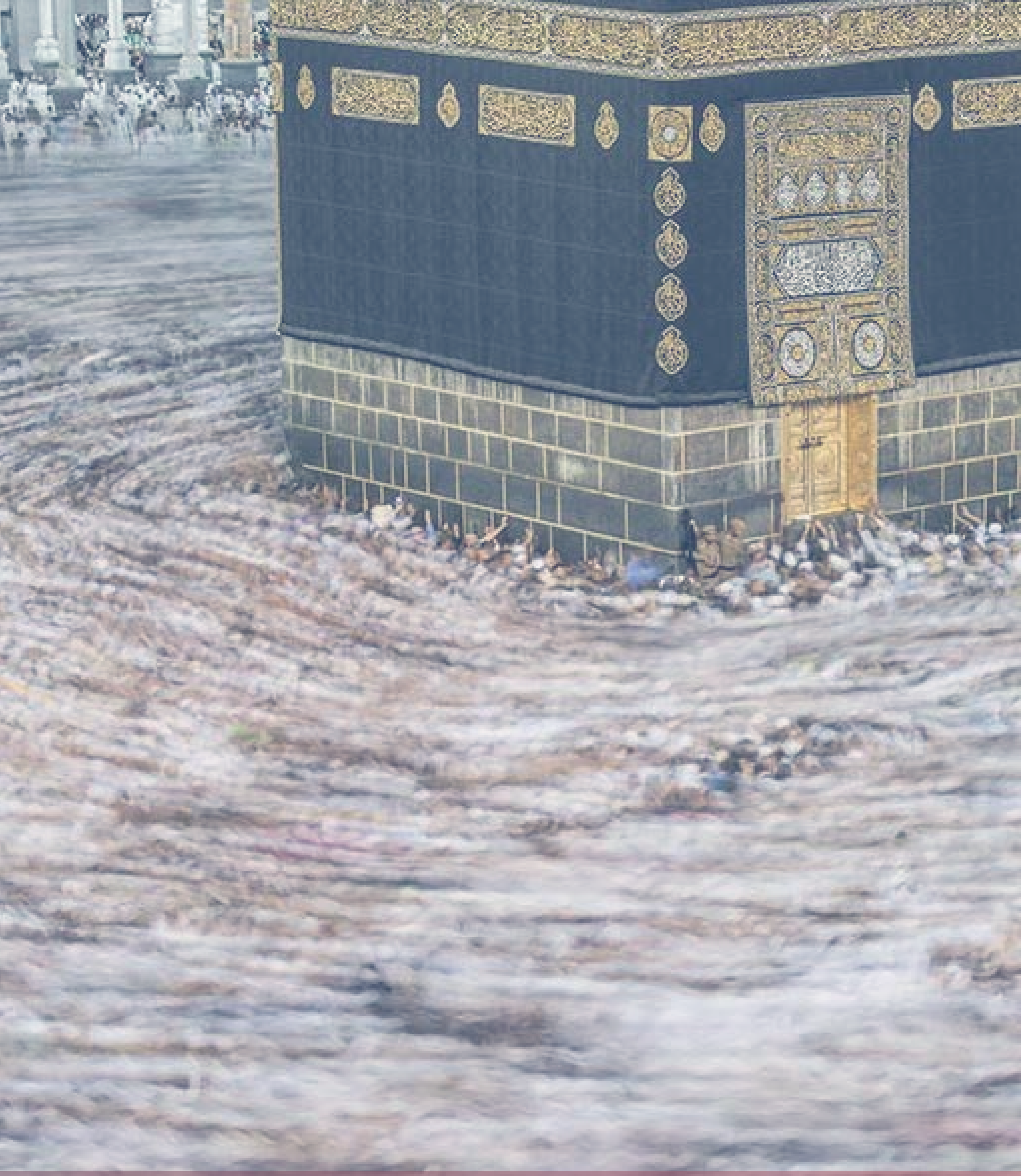


ইহরাম থেকে হালাল হওয়া

মাথা মুণ্ডানো কিংবা চুল কাটার মাধ্যমে হাজী প্রাথমিকভাবে হালাল হয়ে যাবেন। ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ থাকা সকল কাজ তার জন্য বৈধ হয়ে যাবে। তবে স্ত্রী সহবাস তখনও বৈধ হবে না।



পাথর নিক্ষেপ ও মাথা মুণ্ডানোর পরে হাজী চাইলে গোসল করে ঈদের জামা পরিধান করতে পারেন। সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারেন।



অতঃপর যদি তিনি তাওয়াফে ইফাজা’ সম্পন্ন করেন তবে ইহরাম থেকে পরিপূর্ণরূপে হালাল হয়ে যাবেন। এসময় থেকে তার জন্য সবকিছু বৈধ হবে।





ঈদের দিন গোসল করতে গিয়ে গোসলখানায় ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ফেলে আসবেন না। সেগুলো কোনো নিরাপদ স্থানে রাখুন কিংবা গোসলখানা পরিত্যাগের পূর্বে সঙ্গে নিয়ে নিন।



হারামে যাওয়ার আগে

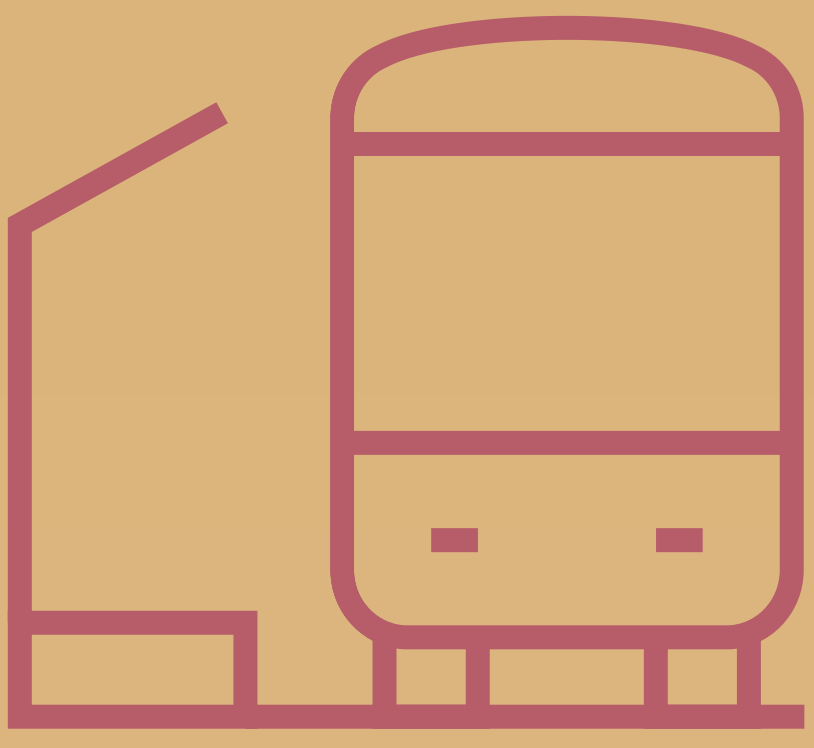
গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা



হাজীর কর্তব্য হলো কাফেলার জন্য নির্ধারিত সময়ে তাদের সঙ্গে সমন্বয় করার পরেই কেবল তাওয়াফ করতে যাওয়া। একইভাবে মিনায় নিজেদের তাঁবুর অবস্থান ভালো করে জেনে যাওয়া।



সতর্কতা: ‘মাশায়ের ট্রেন’ হারাম পর্যন্ত পৌঁছে না। তবে কিছু কিছু কাফেলা হারাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্য বাসের ব্যবস্থা করে থাকে।



বাস স্টপেজ এবং উমরা শেষ করার পরে কোথায় একত্র হবেন সেটা ভালো করে মনে রাখুন।

হারামের চত্বরে পৌঁছা মাত্রই আপনি দরজার সামনে বিভিন্ন ফলক দেখতে পাবেন যাতে সে দরজা দিয়ে প্রবেশ কিংবা বের হওয়া সংক্রান্ত তথ্য বিদ্যমান।





বর্তমান সময়ে হারামের সবগুলো ফ্লোরেই তাওয়াফ করা যায়। ফলে তাওয়াফ কেবল কাবার আঙিনায় সীমাবদ্ধ নয়।



চলন্ত সিঁড়ি



হারামে চলা-ফেরা, ওপরে ওঠা ও নিচে নামার জন্য আপনাকে চলন্ত সিঁড়ি ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকুন:

1



ক্লান্ত হলেও সিঁড়ির ওপর বসবেন না।

2



শক্ত হয়ে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকুন। হাত দ্বারা বেল্ট ধরে রাখুন।

3



মহিলাগণ নিজেদের হিজাব, ওড়না এসব বস্তুর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন যাতে সিঁড়ির গোড়ায় পেঁচিয়ে না যায়।

4



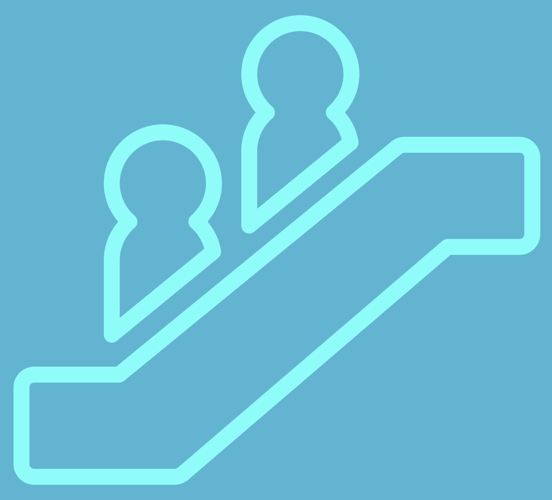
সিঁড়ি অপর প্রান্তে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটা শুরু করুন। না হয় পেছনের লোকজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগবে।

5



অভিজ্ঞ লোক ছাড়া সিঁড়িতে হুইল চেয়ার উঠাবেন না।

6



যদি আপনার সঙ্গে কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ কিংবা সিঁড়িতে চড়তে অনভিজ্ঞ লোক থাকে তবে সিঁড়িতে ওঠার সময় তার পাশে থাকুন। তার হাত ধরে রাখুন। যাতে তিনি পড়ে না যান।

7



যদি সিঁড়িতে ওঠা বা নামার ক্ষেত্রে ভিড় সৃষ্টি হয় তবে সেখানে ঢুকে ধাক্কাধাক্কি করবেন না, হাজীদেরকে কষ্ট দিবেন না। বরং আপনার মুসলিম ভাইদেরকে সুযোগ দিন।

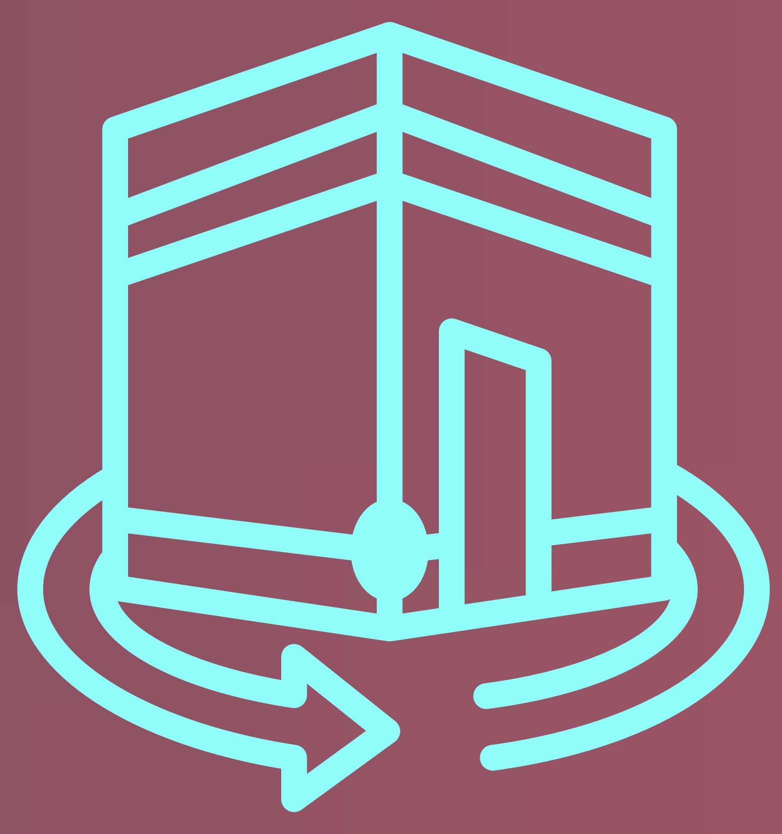
8



সিঁড়ির নিচে বিদ্যমান ব্রাশের ওপর পা রাখবেন না। এতে আপনি আহত হবেন। সিঁড়ির পরিচ্ছন্নতা ব্যাহত হবে।



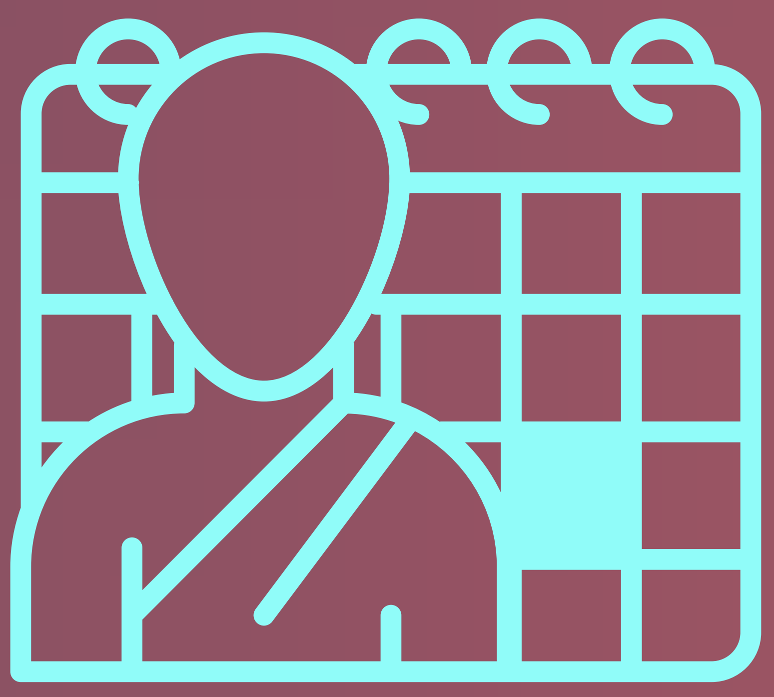
তাওয়াফে ইফাজা



এটা হজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রোকন। একে ‘তাওয়াফ যিয়ারা’ ও ‘তওয়াফে হজ’ও বলা হয়।

এটা মূলত কাবার চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘অতঃপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে ও তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের’।



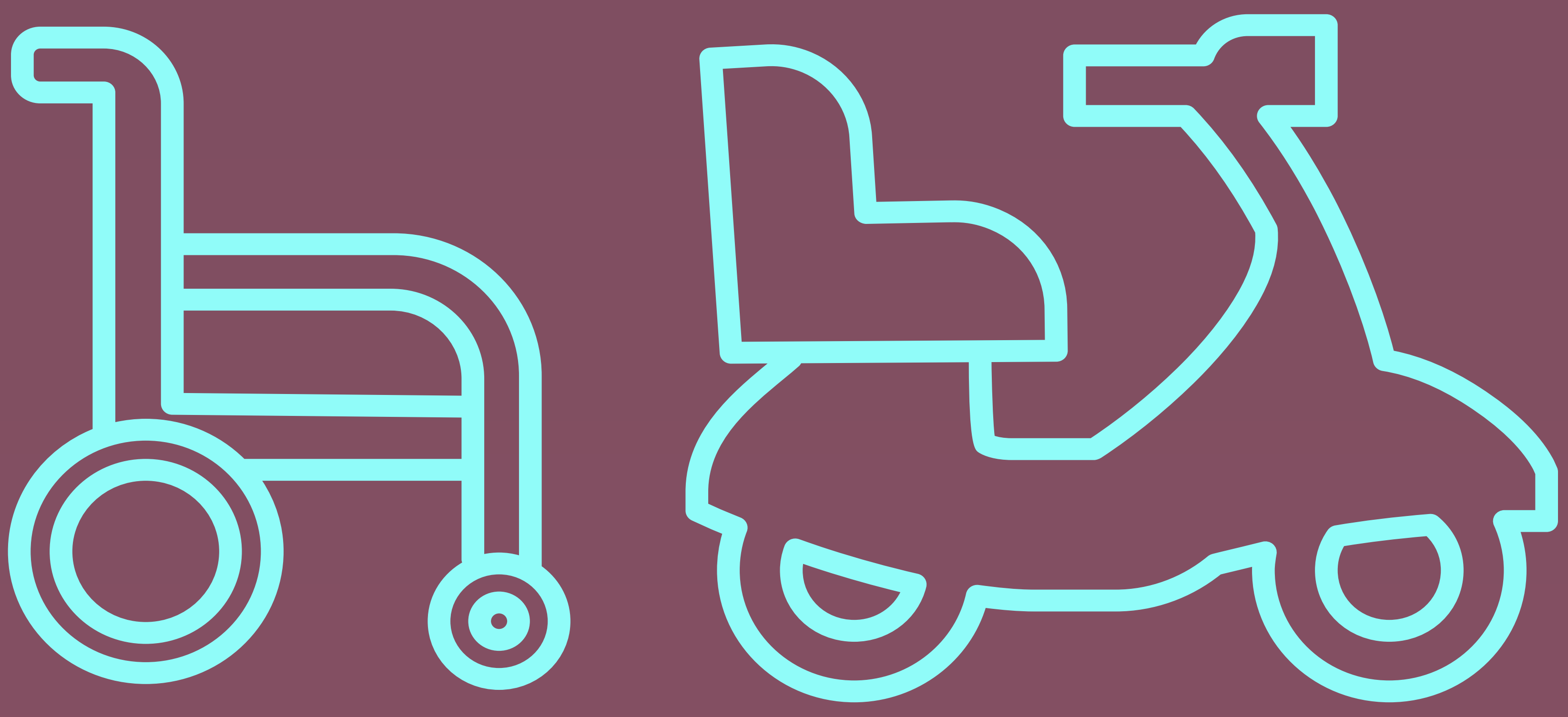


তাওয়াফ ইফাজা শুরুর সময়:

মুযদালিফা থেকে যিনি আগে চলে আসবেন তিনি যুলহজ্জের দশম তারিখ তথা ঈদের অর্ধরাতে এই তাওয়াফে সম্পন্ন করতে পারেন।

তাওয়াফে ইফাজার শেষ সময়:

তাওয়াফে ইফাজা যুলহজ্জ মাসের শেষ দিন পর্যন্ত করা যায়। তবে হাজ্জীর কর্তব্য হলো নিজ কাফেলার জন্য নির্ধারিত সময়ে ঈদের দিন কিংবা ঈদের পরবর্তী দিনগুলোতে তাওয়াফে ইফাজা সম্পন্ন করা।



হুইল চেয়ারে তাওয়াফ করা:

হারামে মক্কীর মাঝে অসংখ্য বৈদ্যুতিক ও সাধারণ হুইল চেয়ার রয়েছে। মসজিদে হারামের অভ্যন্তরে একাধিক স্থান থেকে এগুলো সংগ্রহ করা যেতে পারে।

হুইল চেয়ারের লোকেশন এবং পাশাপাশি
এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন
'সচেতনমূলক উমরা নির্দেশিকা'।



ডাউনলোড করতে এখানে ক্লিক করুন



হজের সাঈ



হাজ্জী সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার দৌড়াবেন।

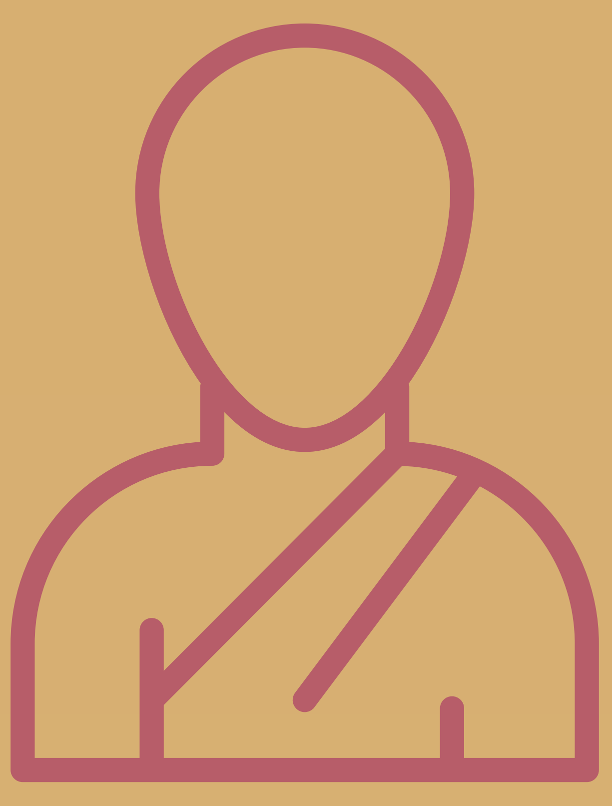
সাফা থেকে প্রথমে মারওয়াতে যাবেন। মারওয়াতে পৌঁছে গেলে একবার সম্পন্ন হবে। সেখান থেকে সাফা ফিরে এলে দুই বার সম্পন্ন হবে। এমন করে মারওয়া পাহাড়ে গিয়ে সাত বার সম্পন্ন হবে।

প্রত্যেক বার দৌড়ানোর আগে কিবলার দিকে ফিরে দুআ করা উচিত। তবে খেয়াল রাখতে হবে সেটা করতে গিয়ে যেন অন্যদের পথ বন্ধ না করা হয়।

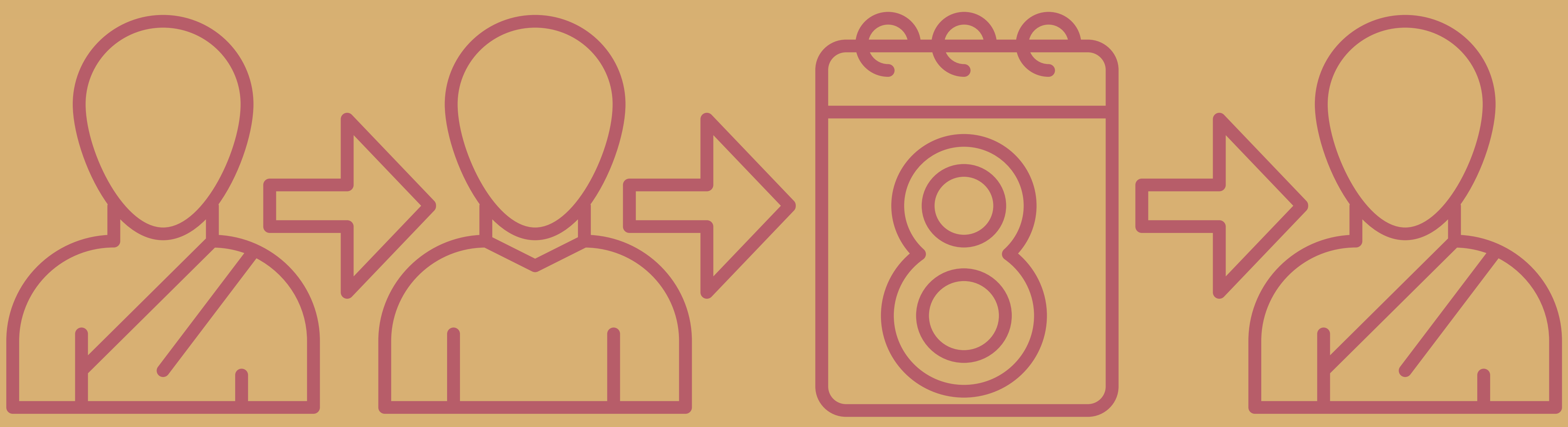


তাওয়াফে ইফাজার পরে কার জন্য সাঈ আবশ্যক?



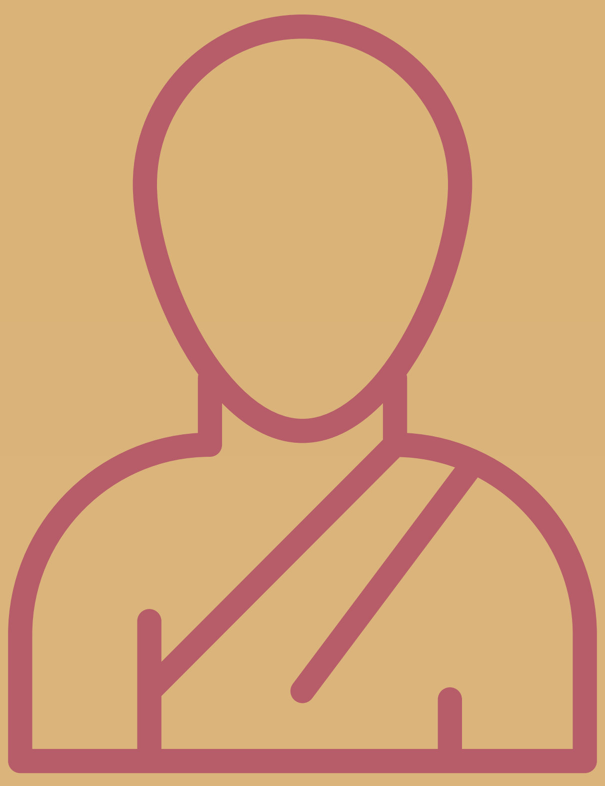


হজে কেবল একটি সাঈ করতে হয়। তবে অবস্থাভেদে হাজীদের সাঈও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে:



1

যিনি হজ্জে তামাত্তু’ করবেন তিনি প্রথমে উমরা করেন। অতঃপর হালাল হয়ে হজ্জের ইহরাম বাঁধেন। তাকে তওয়াফে ইফাজার পরে পুনরায় সাঈ করতে হবে। কারণ তার প্রথম সাঈটি ছিল উমরার জন্য।



2

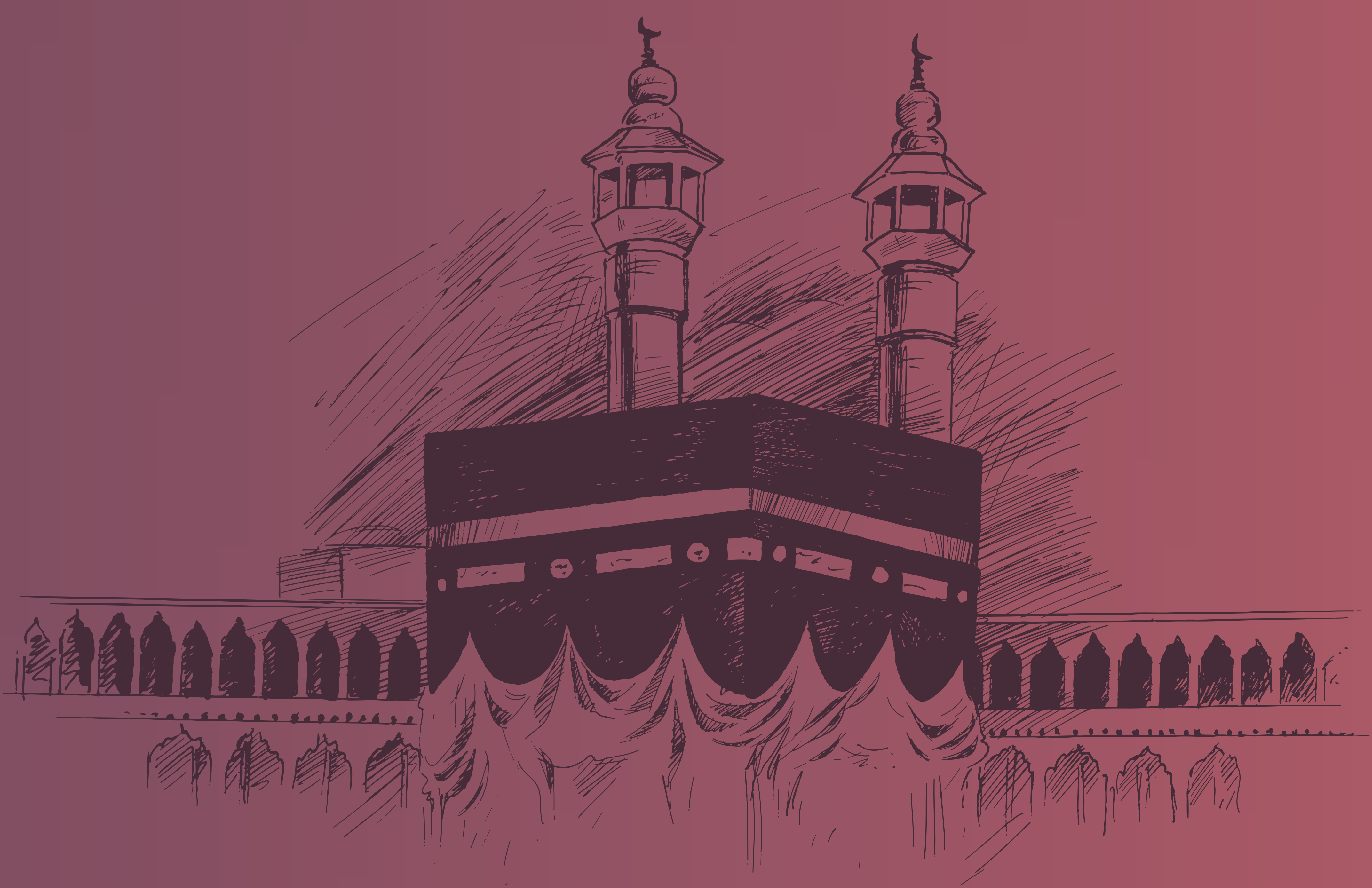
যিনি হজ্জে ‘কারেন’ তথা একসঙ্গে হজ্জ ও উমরা দু’টোই করবেন অথবা যিনি শুধু হজ্জ করবেন, তাদের দুই অবস্থা:

যদি মক্কায় আসা মাত্রই তাওয়াফ ও সাঈ করেন তবে সেটা হজ্জের সাঈ গণ্য হবে এবং দ্বিতীয়বার সাঈ করতে হবে না।

আর যদি পূর্বে সাঈ না করে থাকেন, তবে তাওয়াফে ইফাজার পরে তিনি সাঈ করবেন।

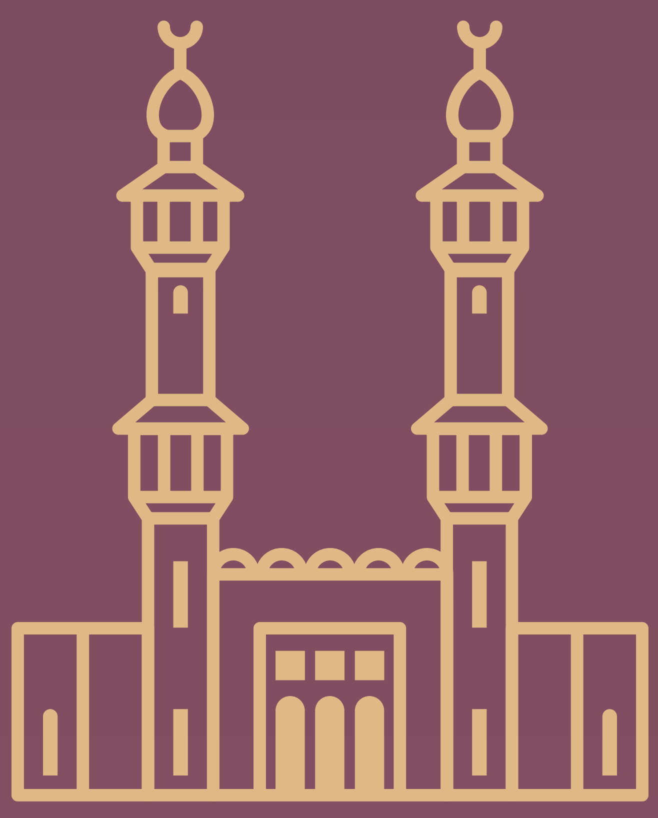
হারামে আগতদের জন্য সতর্কবার্তা





মসজিদে হারাম আপনার জীবনে দেখা শ্রেষ্ঠতম স্থান। তবে এখানের গেট ও মিনারগুলো দেখতে আপনার কাছে একরকম মনে হতে পারে। গুলিয়ে ফেলতে পারেন। তাই হারিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ:

1



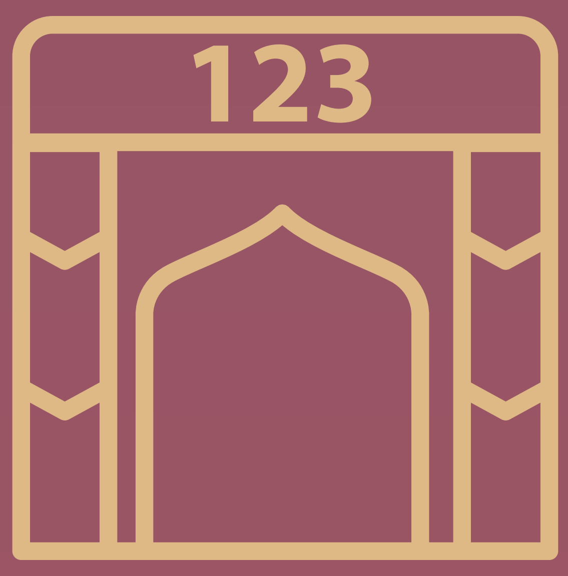
আপনি হারামের যেখান এসে নামবেন আবার যেখান থেকে ফিরবেন সেটার নাম লিখে নিন (প্রয়োজনে জিজ্ঞাসা করুন)।

2



গুগল কিংবা এ জাতীয় জিপিএস সার্ভিসগুলোর মাধ্যমে আপনার মোবাইলে লোকেশন সেভ করে রাখুন।

3



যে গেট দিয়ে হারামে প্রবেশ করেছেন সেটার নম্বর মনে রাখুন।

4

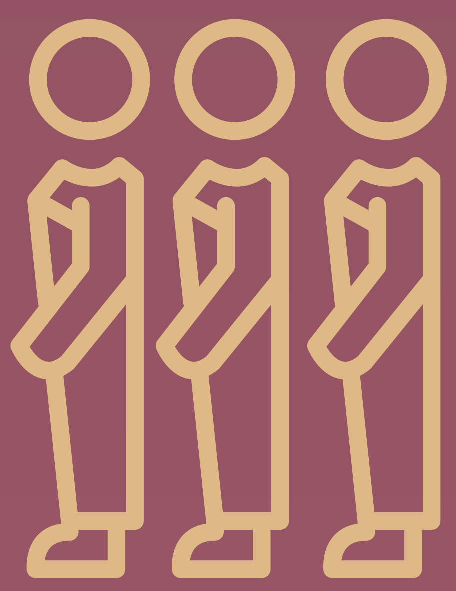


কাফেলা কিংবা ন্যূনতম কাফেলার কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে থাকুন।



5

আপনার কাফেলার দায়িত্বশীল কিংবা কয়েকজন সঙ্গীর মোবাইল নম্বর সঙ্গে রাখুন। যাতে আল্লাহ না করুন হারিয়ে গেলে কিংবা যে কোনো প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন।



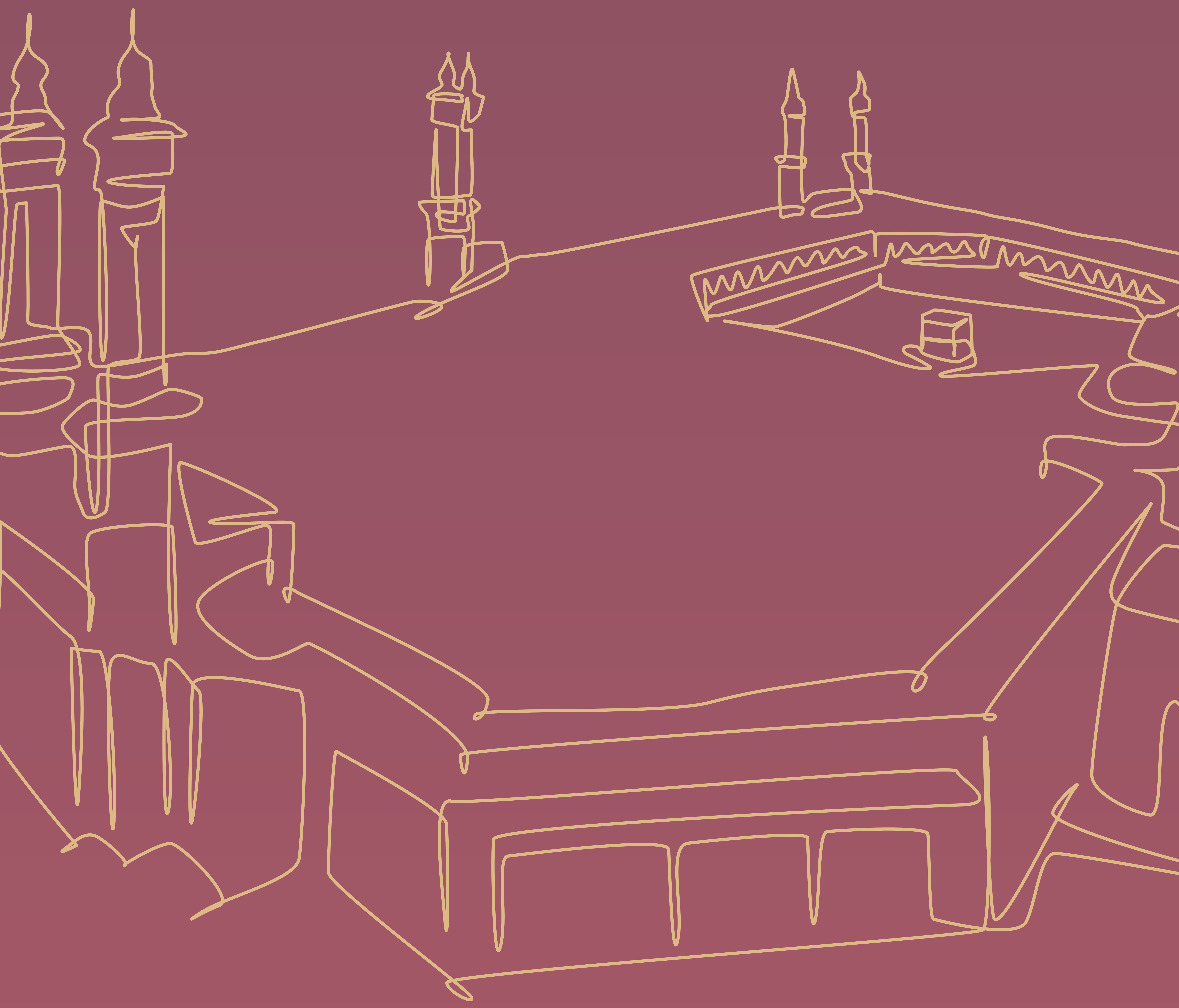
6

যদি কোথাও ভিড় বা ঠেলাঠেলির সম্মুখীন হন তখন শান্ত ও সুস্থির থাকুন। আল্লাহর ঘরের মেহমানদের প্রতি ধৈর্য, হাসি ও বিনম্রতা প্রদর্শন পুণ্য মনে করুন।

7



একান্ত বাধ্য হলে নিরাপত্তাকর্মীদের সহায়তা চাইতে দ্বিধা করবেন না।





পরিচর্যা কেন্দ্র

যেসব কেন্দ্র একাধিক ভাষায় হাজ্জী ও উমরাকারীদেরকে প্রয়োজনীয় ব্যাপক পরিসেবা এবং বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ:

- সাধারণ হজ্জ ও উমরা সেবা
- অভিযোগ এবং রিপোর্ট সেবা
- দিক-নির্দেশনা সেবা
- অনুসন্ধান সেবা
- স্মার্ট কার্ড সেবা

এসব কেন্দ্রে ১০ টি ভাষায় সেবা প্রদান করা হয়: চীনা- উর্দু- ইংরেজি- তুর্কি- উজবেকি- ইন্দোনেশিয়ান- মালাউই- হাউসা- আরবি- ফারসি।

যোগাযোগ নম্বর:

৯২০০০২৮১৪

পরিচর্যা কেন্দ্রগুলোর ঠিকানা ও লোকেশন জানতে

এখানে ক্লিক করুন

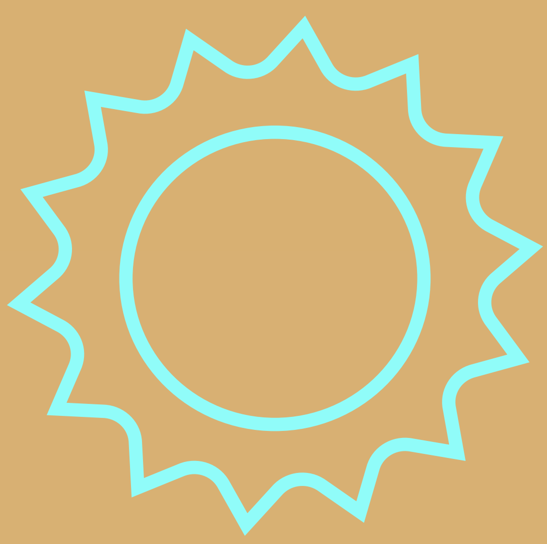


পরামর্শ ও সতর্কতা

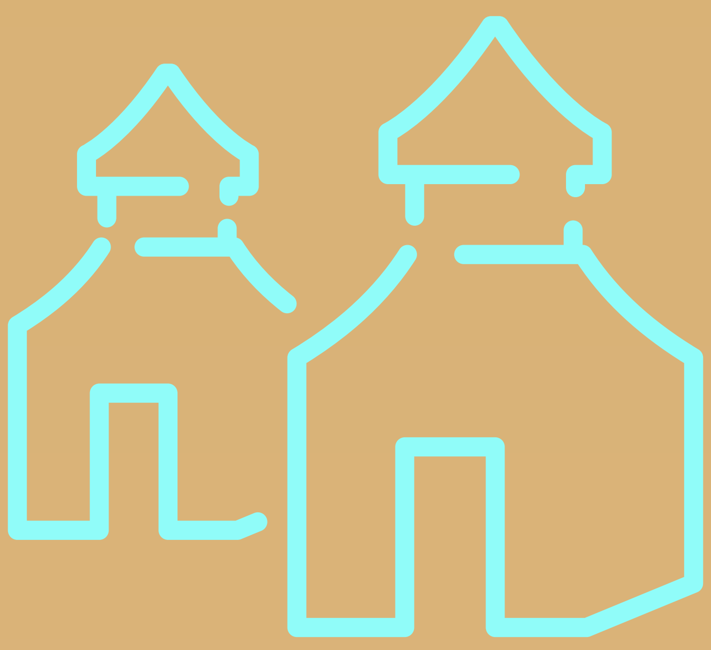
রমী (পাথর নিক্ষেপ), তাওয়াফ ও সাঈর মতো ইবাদতগুলোতে হাজ্জীর প্রচণ্ড শারীরিক শ্রম ব্যয় করতে হয়। এজন্য তার কর্তব্য হলো:



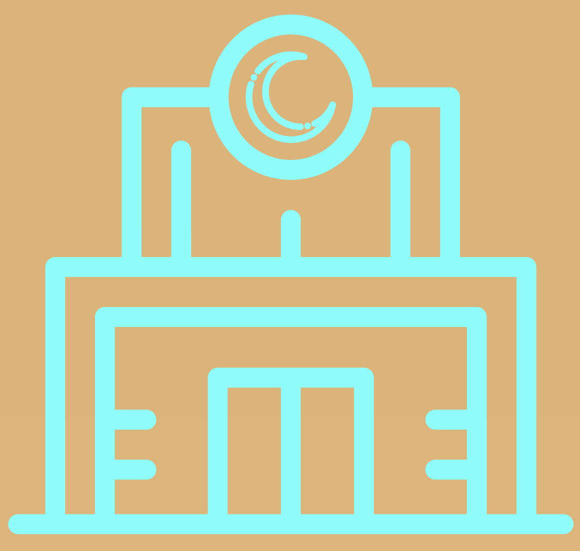
তরল জিনিস পান করা



সরাসরি রোদে না
যাওয়া।



ক্লান্তি অনুভব হলে
বিশ্রাম নেয়া।



নিশ্চিন্ত থাকুন! মিনা এবং মক্কায় প্রচুর সংখ্যক স্বাস্থ্যকেন্দ্ররয়েছেযারাআল্লাহরঘরেরমেহমানদের সেবা এবং তাদের যথাযথ যত্নের জন্য চব্বিশ ঘন্টা কাজ করে।



স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর লোকেশন জানতে

এখানে ক্লিক করুন।



সাধারণ পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া

বাইতুল্লাহকে পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সেটার প্রতি সবিশেষ যত্নবান হওয়া এটি আল্লাহর নবী ইবরাহীমের প্রতি এবং তাঁর পরে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) প্রতি আল্লাহর নির্দেশ।

অতএব, হজযাত্রীকে অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে:

- খাবারের উচ্ছিষ্ট ফেলা।
- ইহরামের কাপড় ফেলা।
- রাস্তাঘাটে চুল কাটা।



সবসময় এবং বিশেষত ঈদের দিন তাঁবু ছেড়ে কোথাও যাবেন না। একান্ত প্রয়োজন হলে দায়িত্বশীলের অনুমতি নিয়ে যান।

মক্কা যাওয়ার সময় নিম্নলিখিত জিনিসগুলো সঙ্গে নিতে ভুলবেন না:

- চার্জার কিংবা পাওয়ার ব্যাংক
- ব্যক্তিগত ঔষধপত্র
- হাঁপানির ইনহেলার
- সামান্য কিছু সৌদি রিয়াল
- চামড়া ছিলে যাওয়ার প্রতিষেধক ক্রিম
- দীর্ঘ হাঁটার উপযোগী আরামদায়ক জুতো
- ছাতা
- ব্যক্তিগত ব্রিফকেস বা ছোট ব্যাগ
- ট্রেনে চড়ার ব্রেসলেট
- পরিচয়পত্র
- খাবার পানি

গুরুত্বপূর্ণ ফোন নাম্বারসমূহ

911

জরুরি ও নিরাপত্তা সেবার জন্য

937

চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ ও জিজ্ঞাসার জন্য

920002814

আল্লাহর মেহমানদের জিজ্ঞাসার জবাবের জন্য
হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ কেন্দ্র

1966

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী সংক্রান্ত
অনুসন্ধানের জন্য

হজ্জের অন্যান্য সকল নির্দেশিকা হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে বিদ্যমান (ডাউনলোড করতে এখানে ক্লিক করুন)।

এসব নির্দেশিকাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান।



কৌশলগত অংশীদার

আল্লাহ আপনাদের আমল ও প্রচেষ্টাগুলো কবুল করুন

দিক-নির্দেশনামূলক অন্যান্য তথ্যের জন্য
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে
আমাদের একাউন্টগুলো অনুসরণ করুন

Haj.gov.sa | @HajMinistry

وزارة الحـج والعمـرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

1.2 BEN بنغالي

সচেতনতামূলক

জামারাত

নির্দেশিকা



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

এই নির্দেশিকাটি নিম্নলিখিত ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। পছন্দের ভাষার ওপর ক্লিক করে আপনি সেটা ডাউনলোড করতে পারেন:

English ENG	عربي AR
বাংলা BEN	Bahasa Indonesia IND
Français FRA	Hausa HAU
Türkçe TUR	اُرْدُو URD
Español SPN	Русский язык RUS
Bahasa Malaysia MAY	සිංහල භාෂාව SIN
አማርኛ AMH	فارسی PER
o'zbek UZB	हिंदी HIN



জামারাত নির্দেশিকার সূচিপত্র

কাঙ্খিত পৃষ্ঠায় যেতে শিরোনামের ওপর ক্লিক করুন

জামারাতের পাথর নিক্ষেপ (রমীয়ে জামারাত) কী?



তিনটি জামারাত



জামারাতের ইতিহাস



আমরা কেন জামারাতে পাথর নিক্ষেপ করি?



আমি কীভাবে পাথর নিক্ষেপ করবো?



ঈদের দিন 'জামরায়ে আকাবা'তে পাথর নিক্ষেপ



জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপের সময়



তাশরীকের দিনগুলোতে পাথর নিক্ষেপ



তাশরীকের দিনগুলোতে কীভাবে পাথর নিক্ষেপ করবো?



▶ রমী’ তথা পাথর নিক্ষেপের সময়



▶ পাথর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নিয়োগ



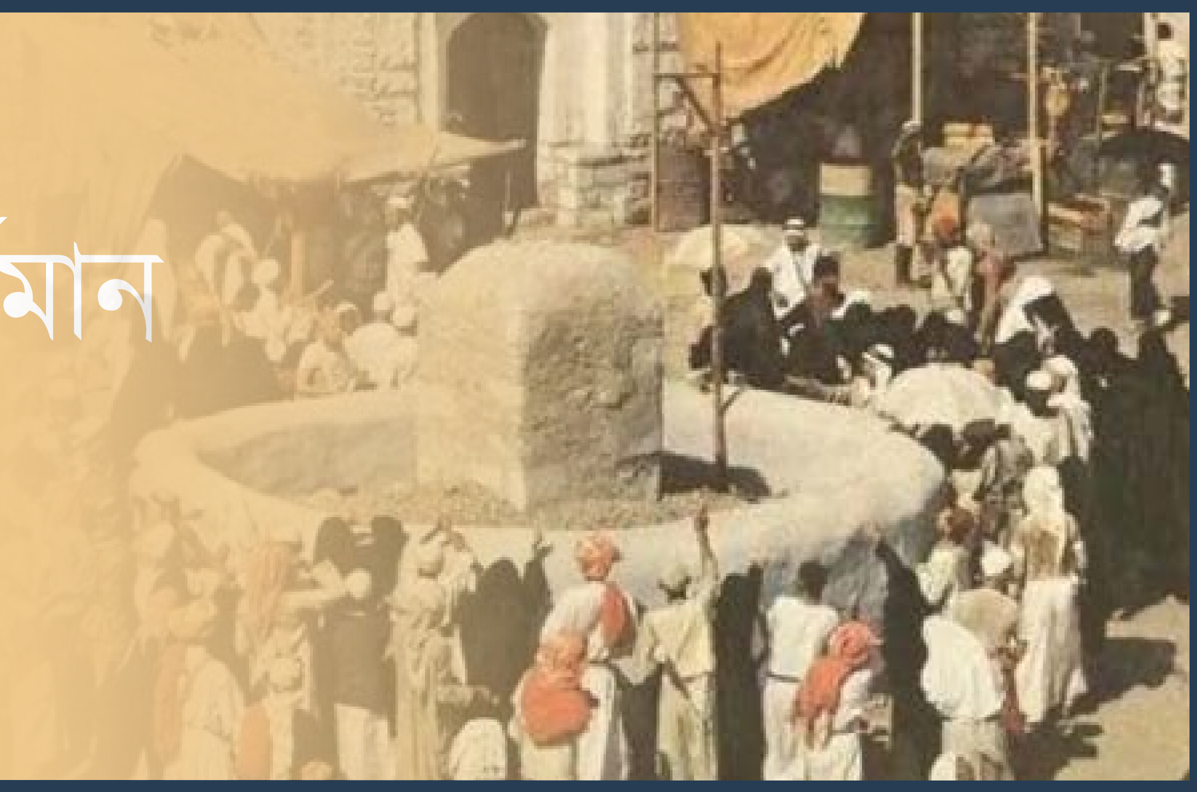
▶ নিক্ষেপযোগ্য পাথরের বিবরণ



▶ পাথর সংগ্রহ



▶ জামারাতের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস



▶ জামারাতের বর্তমান ব্রীজ



জামারাতে কীভাবে পৌঁছবো?



ট্রেন ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দেশনা



জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপের পরে মাথা মুণ্ডন



গুরুত্বপূর্ণ ফোন নাম্বারসমূহ



রমীয়ে জিমার তথা জামরাতে পাথর নিক্ষেপ হজ্জের একটি মহা তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত। আল্লাহর রাসূল নিজে এটা করেছেন ও করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এই নির্দেশিকাতে আমরা পাথর নিক্ষেপের সময় আপনার প্রয়োজনীয় ও করণীয় দিক-নির্দেশনাগুলো জানাবো।

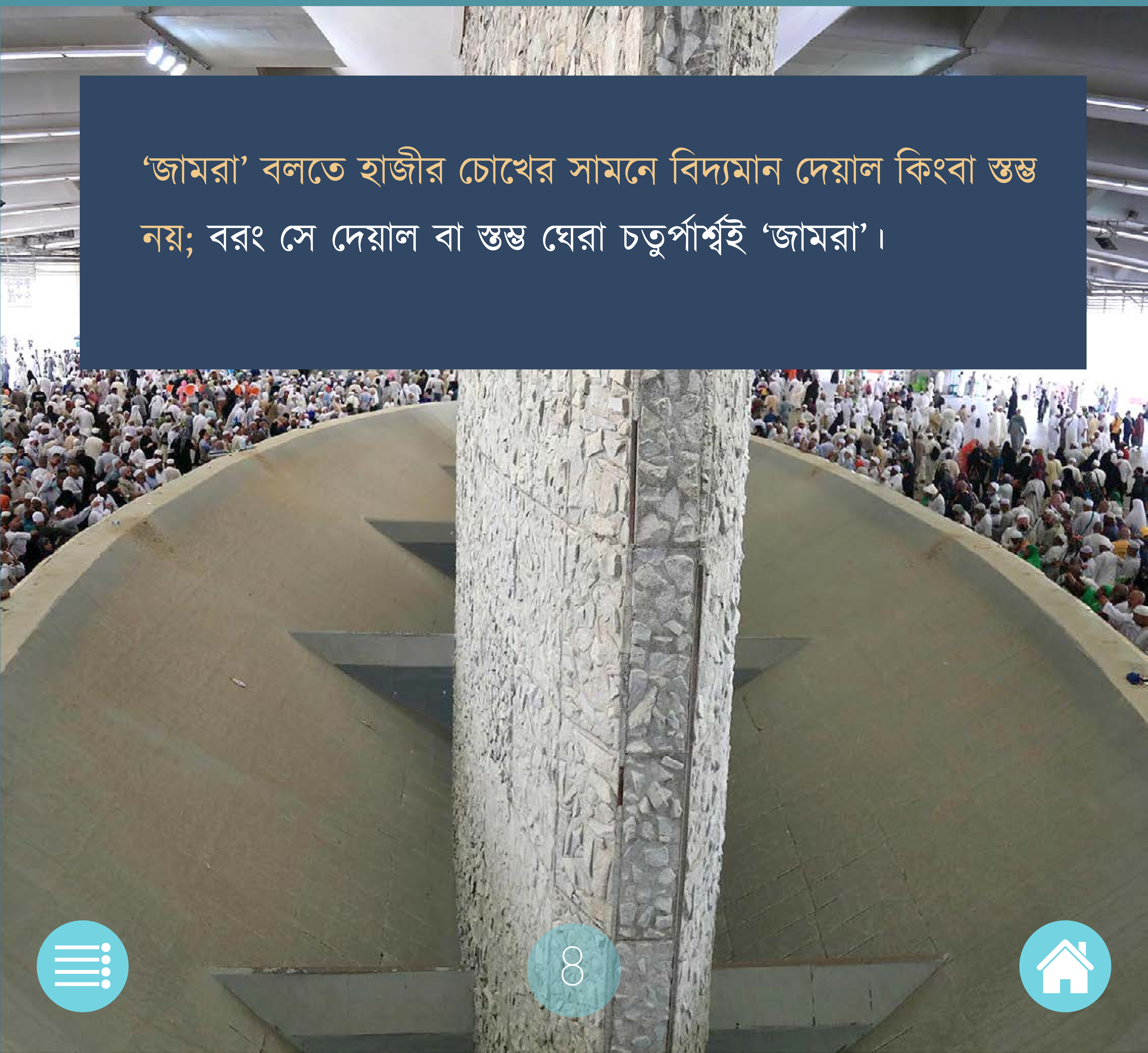
জামারাতের পাথর নিক্ষেপ

(রমীয়ে জামারাত) কী?

রমীয়ে জিমার তথা জামরাতে পাথর নিক্ষেপ হজের একটি মহা তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত। আল্লাহর রাসূল নিজে এটা করেছেন ও করার নির্দেশ দিয়েছেন।



এটা মিনার ময়দানে রাসূলুল্লাহর নির্দেশিত 'জামারাত' নামক স্থানে নির্দিষ্ট সংখ্যক নুড়ি পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে আদায় করতে হয়।



'জামরা' বলতে হাজীর চোখের সামনে বিদ্যমান দেয়াল কিংবা স্তম্ভ নয়; বরং সে দেয়াল বা স্তম্ভ ঘেরা চতুর্পার্শ্বই 'জামরা'।

তিন জামরা

পাথর নিক্ষেপের নির্ধারিত তিনটি জামরা হলো:

1 **জামরায়ে সুগরা:** এটা ‘জামরায়ে ঊলা’ বা প্রথম জামরা হিসেবেও পরিচিত। মিনাস্থ ‘মসজিদে খাইফ’ এর দিক থেকে মক্কার দিকে আসার পথে প্রথমে এই জামরাটি অবস্থিত।

2 **জামরায়ে উসতা:** এটা জামরায়ে সুগরার পরে ও জামরায়ে কুবরা তথা জামরায়ে আকাবার আগের জামরা।

3 **জামরায়ে আকাবা:** এটা জামরায়ে কুবরা তথা সর্ববৃহৎ জামরা হিসেবেও প্রসিদ্ধ। মিনা থেকে মক্কার দিকে আসার পথে এটা সর্বশেষ জামরা।







জামারাতের ইতিহাস

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবী ইবরাহীমকে নির্দেশ দেন যেন তিনি তাঁর সন্তান ইসমাঈলকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করেন। ইবরাহীম তাঁর ছেলেকে জবাইয়ের জন্য প্রস্তুতি নেন। তিনি যখন ছেলেকে নিয়ে জবাই দিতে যাচ্ছিলেন তখন শয়তান তাকে জামরায়ে সুগরার স্থলে ছেলেকে জবাই না করার কুমন্ত্রণা দেয়।

ইবরাহীম (আ.) শয়তানকে সাতটি নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করেন। শয়তান অদৃশ্য হয়ে যায়। পথ চলতে শুরু করলে শয়তান দ্বিতীয়বার তাকে জামরায়ে উসতা তথা মধ্যবর্তী জামরাতে কুমন্ত্রণা দেয়। তিনি তাকে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলে অদৃশ্য হয়ে যায়। তিনি চলতে শুরু করেন। একটু পরেই আবার জামরায়ে আকাবা তথা তৃতীয় জামরার কাছে তাকে কুমন্ত্রণা দেয়। ইবরাহীম তাকে পাথর নিক্ষেপ করেন এবং সে অদৃশ্য হয়ে যায়।



ইবরাহীম ছেলেকে উপুড় করে শুইয়ে জবাইয়ের জন্য প্রস্তুত হন। আল্লাহ তাআলা তাকে ডাক দিয়ে বলেন,

وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى
الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ

(আমি তাকে ডাক দিয়ে বললাম, ইবরাহীম! তুমি স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছ। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই এটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা [সাফফাত: ১০৪-১০৬]) অর্থাৎ তুমি আমার নির্দেশ মেনে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছো।



আমরা কেন পাথর নিক্ষেপ করি?



1

আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নির্দেশ মানি ও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করি। কারণ তিনি জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করেছেন এবং বলেছেন, 'তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের ইবাদত গ্রহণ করো'।

2

আমরা আল্লাহ তাআলা নির্দেশ মানি। হজ মূলত পুরোই একটি আনুগত্যমূলক ইবাদত। হজে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেখানে আল্লাহর নির্দেশ মানার বাইরে আর কিছু প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান নয়।

3

আমরা আল্লাহর নবী ইবরাহীম খলীল আলাইহিস সালামের ঘটনা স্মরণ ও চর্চা করি।

4

আমরা জামরাতে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে শয়তানকে লাঞ্ছিত করি। কারণ এভাবে পাথর নিক্ষেপ মূলত শয়তানের বিরুদ্ধে নবীদের পথ অনুসরণ। ইবরাহীম যেই জায়গাতে পাথর নিক্ষেপ করেছেন সেখানে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে আমরা শয়তানের বিরোধিতা ও ইবরাহীমী আদর্শ বাস্তবায়নের ঘোষণা দেই।



5

পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর যিকির ও তাঁর বড়ত্ব ঘোষণা করি। বাইতুল্লাহর তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ), সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ (দৌড়ানো), জামরাতে পাথর নিক্ষেপ এই সবগুলোই মূলত আল্লাহর যিকির। এজন্য প্রত্যেকটি পাথর নিক্ষেপের সময় হাজীরা ‘আল্লাহু আকবার’ বলে তাকবীর দেন। এর মাধ্যমে যেন তারা বুঝিয়ে দেন, তাদের হৃদয়ে বিদ্যমান সকল প্রত্যাশা-প্রলোভনের চেয়ে আল্লাহর মর্যাদা বেশি।




adidas

কীভাবে পাথর নিক্ষেপ করবো?

1

নিজের কাফেলার সঙ্গে থাকুন। নির্দিষ্ট সময়ে তারা যখন বের হয় তখন বের হোন। এতে নিজে সম্ভাব্য ভিড় ও সংকট থেকে বাঁচবেন। অন্য হাজীরাও আপনার মাধ্যমে সৃষ্ট জটিলতা থেকে বাঁচবে।



কীভাবে পাথর নিক্ষেপ করবো?

2

সাতটি পাথর আলাদা আলাদা নিক্ষেপ করবেন। প্রত্যেক বার একটি করে মারবেন। সাতটি একসঙ্গে মারবেন না।



কীভাবে পাথর নিক্ষেপ করবো?

3

প্রত্যেক বার পাথর নিক্ষেপের সময় ‘আল্লাহু আকবার’ বলবেন।



কীভাবে পাথর নিক্ষেপ করবো?

4

ভিড় এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। জামরার যে দিকে ভিড় কম সে দিক থেকে পাথর মারুন।



কীভাবে পাথর নিক্ষেপ করবো?

5

আপনার সামনে বিদ্যমান জামরার মাঝে দেয়াল বরাবর পাথর নিক্ষেপের চেষ্টা করুন। এতে পাথরগুলো জামরার হাউজের মাঝে গিয়ে পড়বে।



কীভাবে পাথর নিক্ষেপ করবো?

6

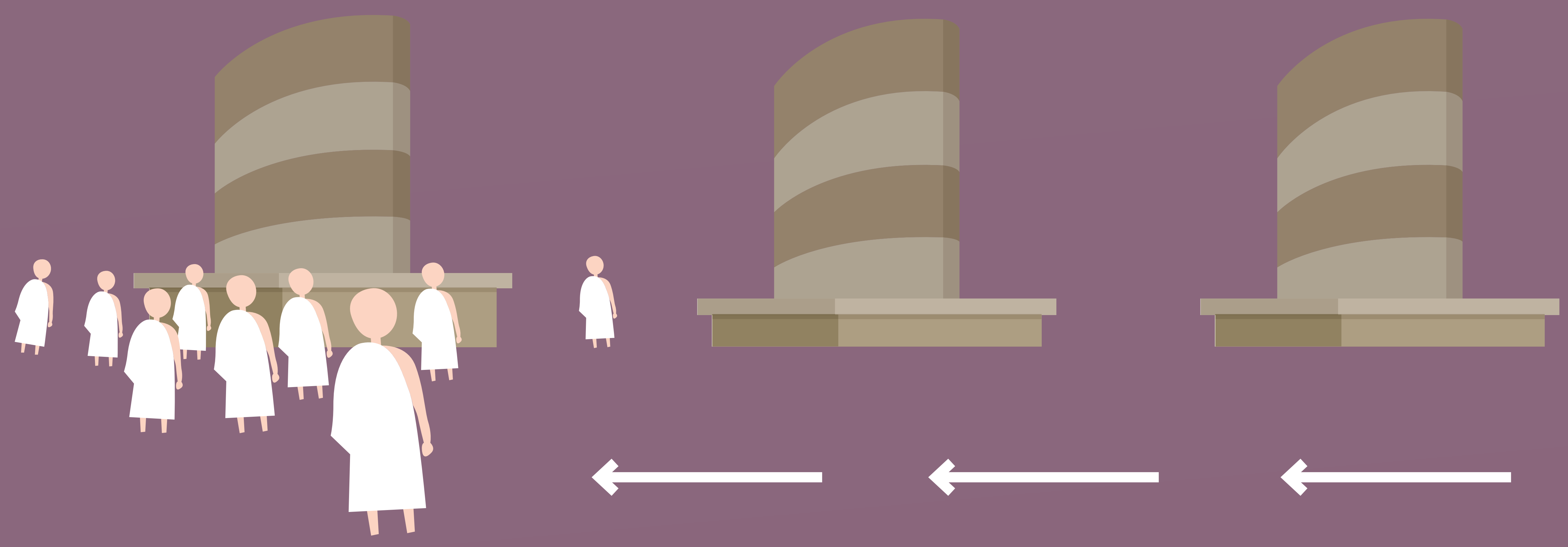
পাথর নিক্ষেপ করতে গিয়ে কেউ যেন আঘাত না পায় সেদিকে সযত্ন দৃষ্টি রাখুন।





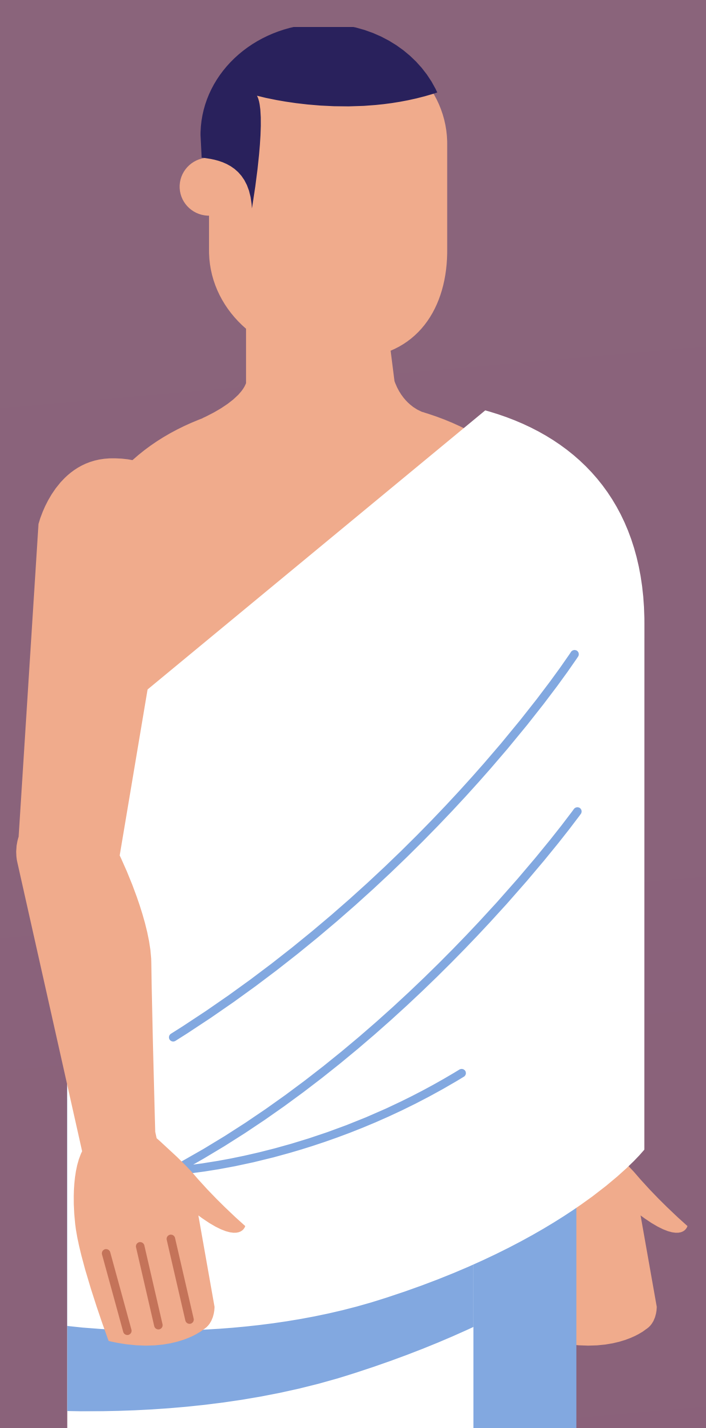


ঈদের দিন জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপ



জামরায়ে আকাবা হলো সবচেয়ে দূরের জামরা। মীনা থেকে মক্কার দিকে আগত পথের সর্বশেষ জামরা। ঈদের দিন কেবল এই একটি জামরাতেই পাথর নিক্ষেপ করতে হয়।

- যিলহজ মাসের ১০ তারিখ ঈদের দিন হাজীদের ওপর এই জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। মুযদালিফা থেকে বের হয়ে ঈদের রাতেও পাথর নিক্ষেপ করা যেতে পারে।





- প্রত্যেক হাজী সাতটি করে পাথর নিক্ষেপ করবেন। প্রত্যেকবার নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলবেন।

- জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপের পরে হাজীরা তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবেন।

জামরাতে পাথর নিক্ষেপের পরে সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন। যাতে পেছনে ভিড় সৃষ্টি না হয় এবং অন্যদের সুযোগ নষ্ট না হয়।





জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপের সময়

জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপ ঈদের (আগের দিন) মধ্যরাত থেকে শুরু হয়। ফলে কেউ যদি রাতেই মুযদালিফা থেকে বের হয়ে আসে তবে সে রাতেই পাথর নিক্ষেপ করতে পারবে। অতঃপর ঈদের দিন পুরো সময়ে পাথর নিক্ষেপ অব্যাহত রাখবে। ১১ তারিখের ফজরের পরে আর পাথর নিক্ষেপ করা উচিত হবে না।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুযদালিফা থেকে ফজরের পরে সূর্যোদয়ের আগেই বের হয়ে যান। যোহরের সময়ে তিনি জামরাতে পৌঁছেন এবং তখন পাথর নিক্ষেপ করেন।

তাশরীকের দিনগুলোতে

পাথর নিক্ষেপ



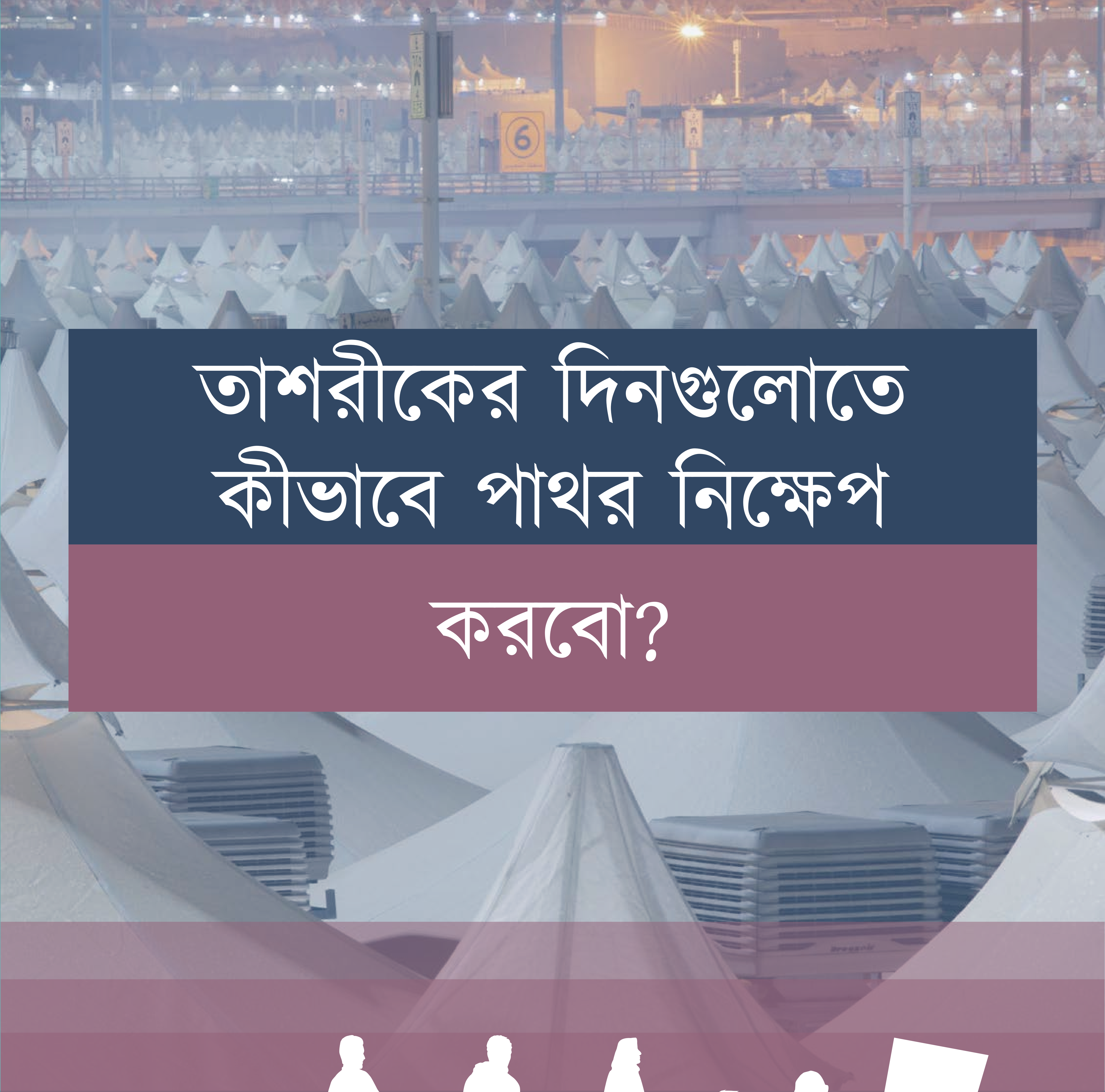
যেসব হাজী দ্রুত হজ্জ সম্পন্ন করে ফিরতে চান তারা তিন জামরাতে যথাক্রমে ১১, ১২ যিলহজ পাথর নিক্ষেপ করবেন। আর যাদের তাড়াহুড়ো নেই তারা ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ পাথর নিক্ষেপ করবেন।



হাজীদের জন্য এই দিনগুলোতে জামরাতে পাথর নিক্ষেপই সবচেয়ে বড় কাজ। এর পাশাপাশি আল্লাহর যিকির ও তাকবীরও অব্যাহত থাকবে।



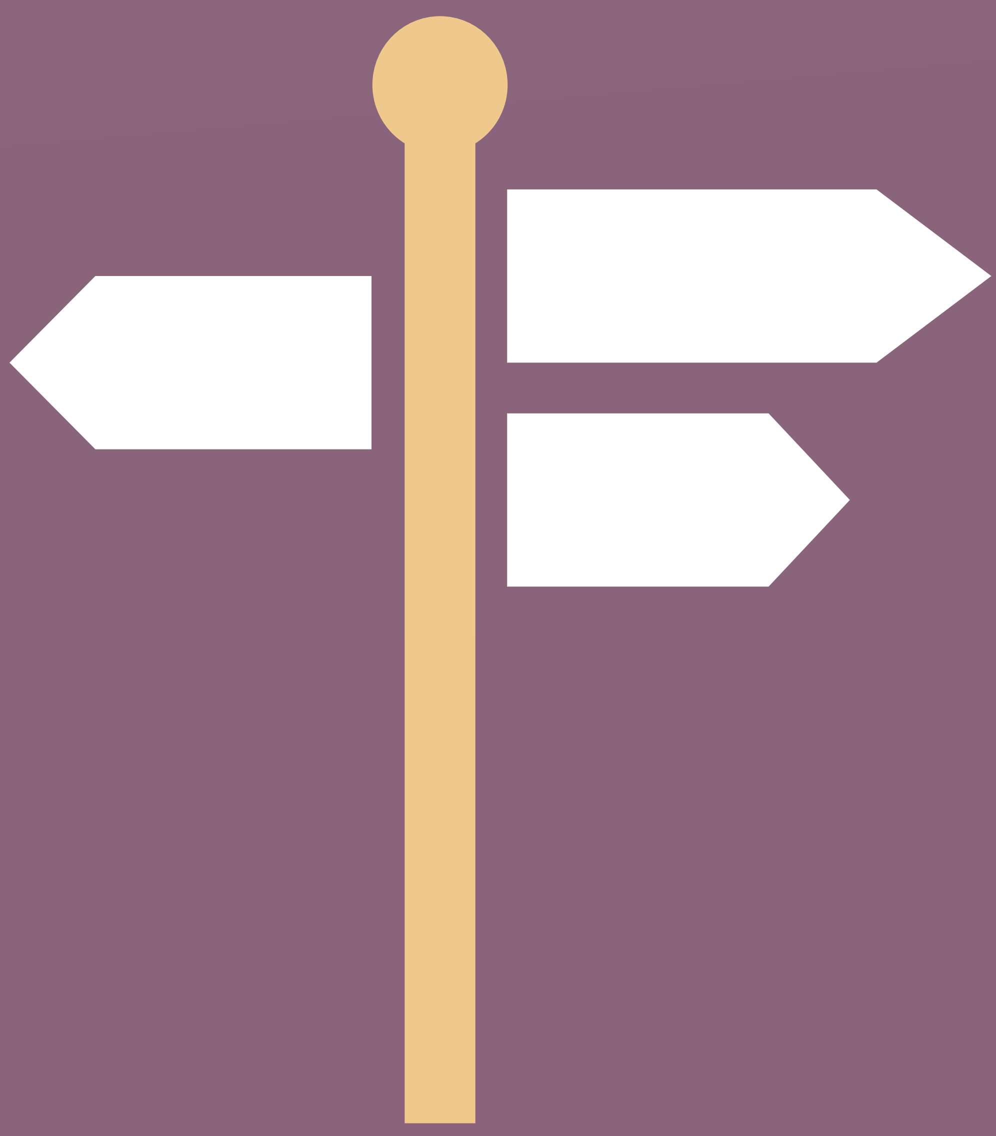




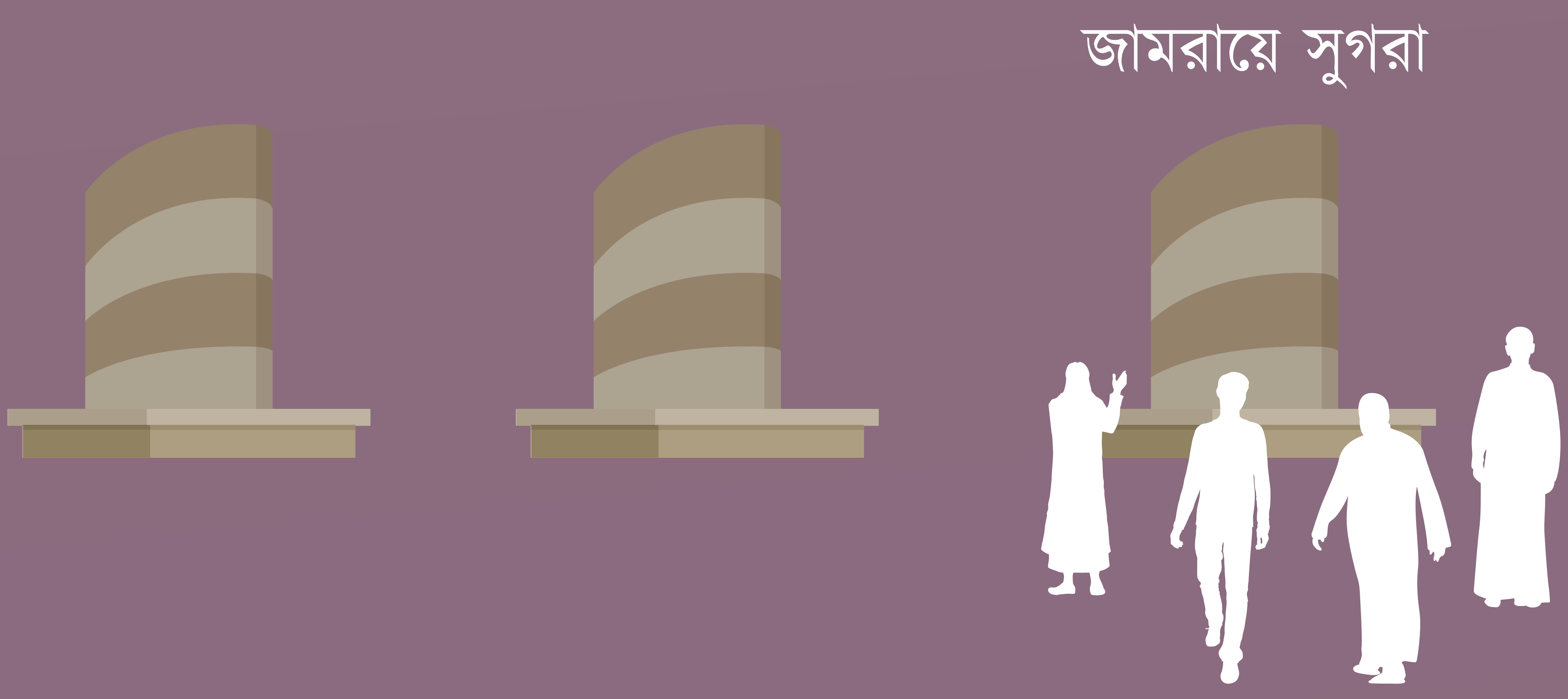
তাশরীকের দিনগুলোতে কীভাবে পাথর নিক্ষেপ করবো?



- নির্ধারিত সময়ে নিজ কাফেলার সবার সঙ্গে বের হবে। সবাই একসঙ্গে জামরার দিকে যাবে। হোক সেটা হেঁটে কিংবা ট্রেনযোগে।



কাফেলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত পথেই জামরাতে যাবে। যেই ফ্লোরে পাথর নিক্ষেপ করতে বলা হয় সেখানেই করবে।



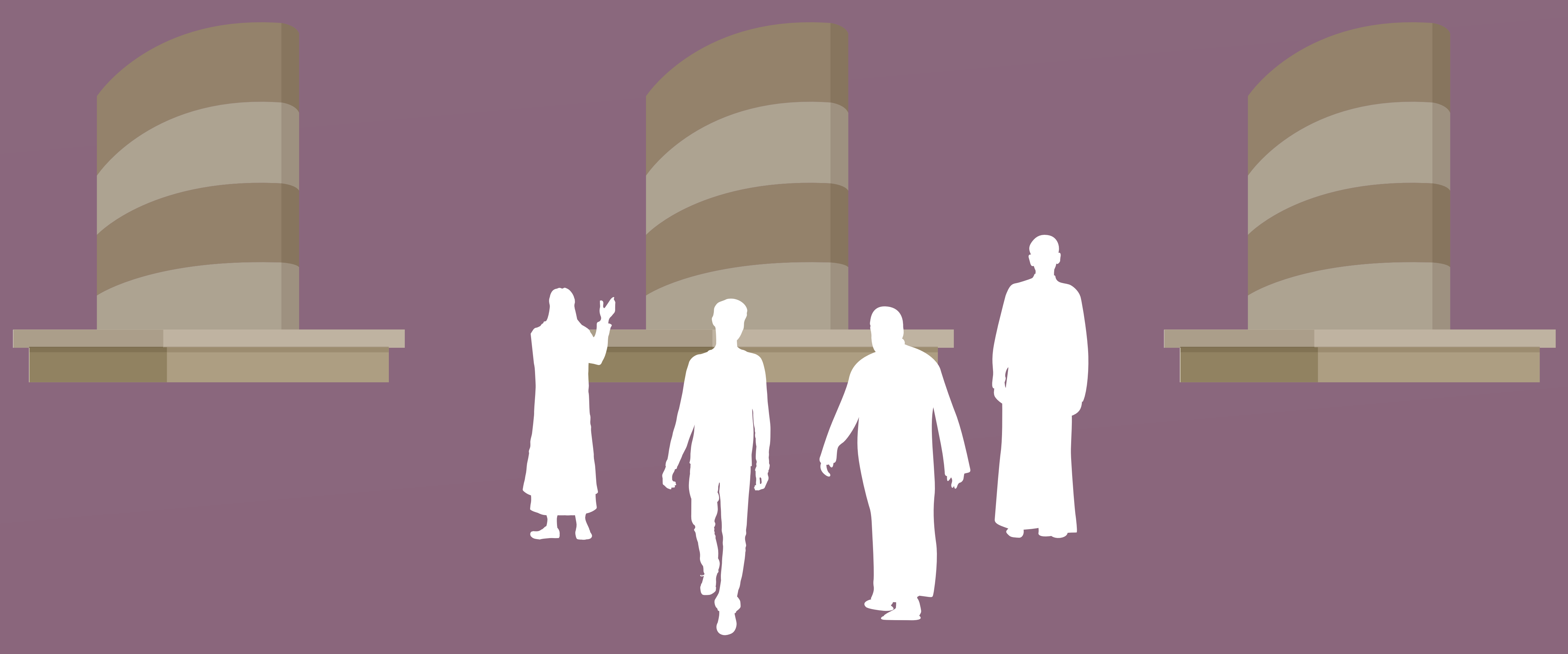
- সর্বপ্রথম জামরায়ে সুগরা সামনে পড়বে। সেখানে হাজী সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবে। প্রত্যেকবার নিক্ষেপের সময় তাকবীর দিবে।



- পাথর নিক্ষেপ সম্পন্ন হলে জামরা থেকে একটু দূরে কম জনসমাগম স্থলে গিয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে রহমত, মাগফিরাত, তাওফীক ও হজ্জ কবুলসহ যা ইচ্ছা দুআ ও মুনাজাত করবে।

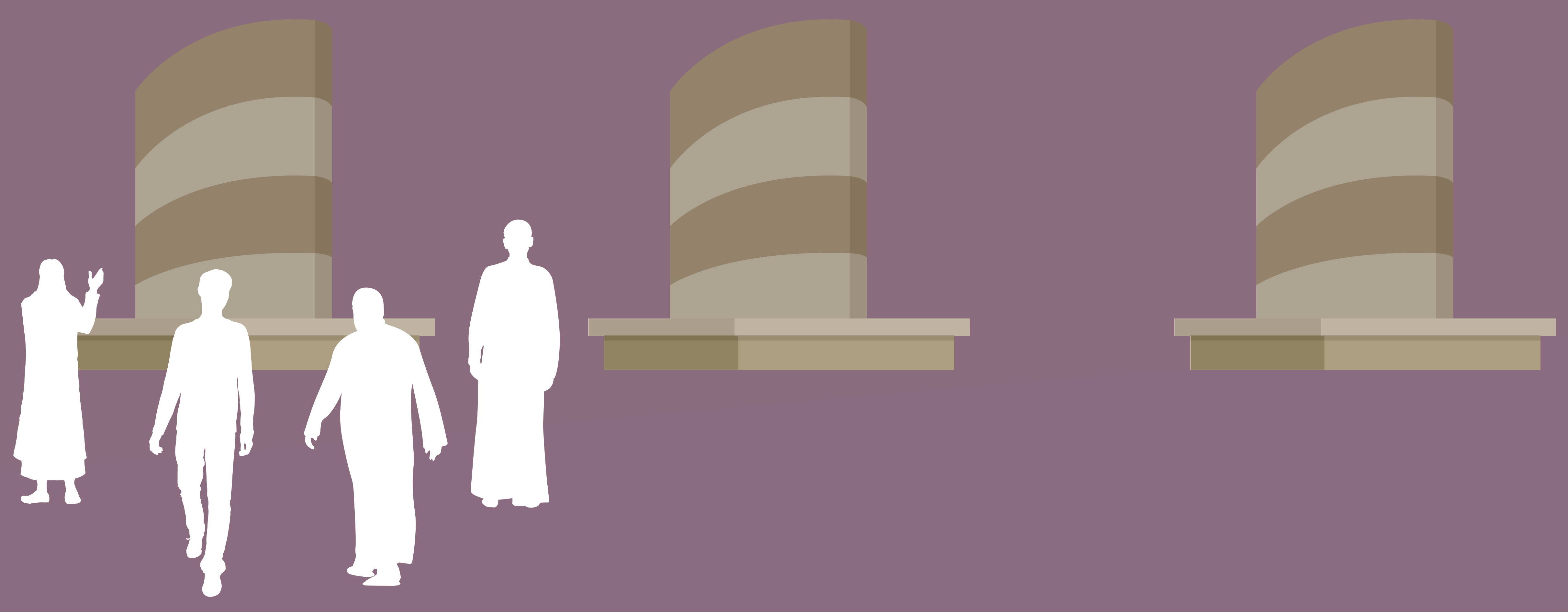






- অতঃপর জামরায়ে উসতা (তথা দ্বিতীয় জামরার) দিকে অগ্রসর হবে। সেখানেও আগের মতো সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবে। প্রত্যেকবার তাকবীর দিবে।

- অতঃপর জামরায়ে আকাবার দিকে সামান্য অগ্রসর হবে। মানুষের চলার পথ ছেড়ে দিয়ে একটু কম জনসমাগমপূর্ণ স্থানে কিবলামুখী হয়ে দুআ করবে।



- অতঃপর জামরায়ে আকাবা (বড় জামরা) তে যাবে। এখানেও আগের দুই জামরার মতো সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবে। কিন্তু এবার আর আগের মতো দুআ করবে না।

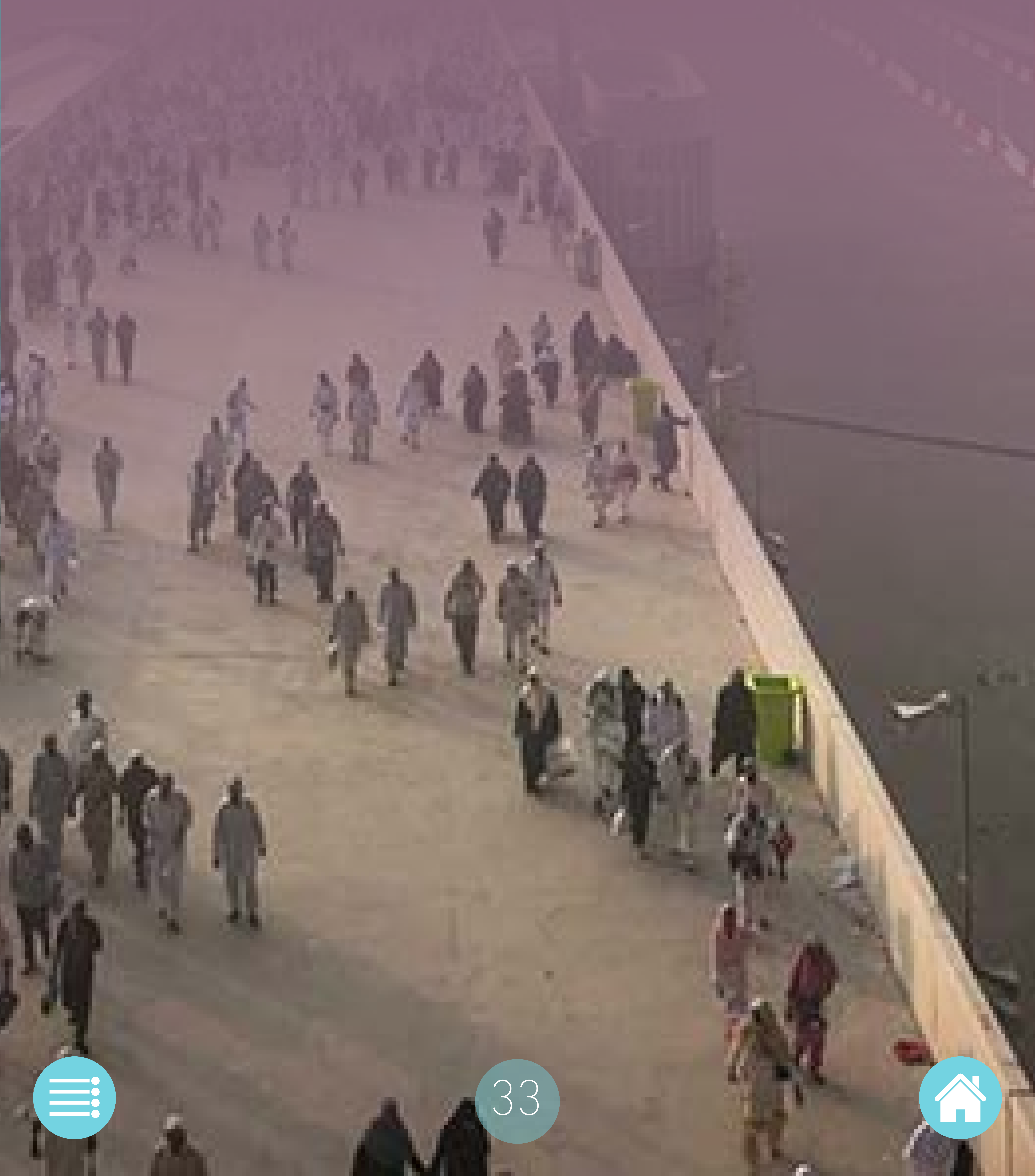
জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপের পরে হাজীরা দাঁড়াবেন না। বরং দ্রুতই চলে যাবেন। যাতে ভিড় সৃষ্টি না হয় এবং অন্যদের চলাচল বিঘ্নিত না হয়।





- রাস্তাঘাটে যত্রতত্র ময়লা ফেলে হাজীদেরকে কষ্ট দিবেন না। বরং ময়লা ফেলার নির্ধারিত স্থানেই ময়লা ফেলবেন।

- জামরাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিজের কাফেলার সঙ্গে নির্ধারিত পথে ও নির্ধারিত সময়ের প্রতি যত্নবান থাকুন। এটা আপনার ও আল্লাহর ঘরের অন্যান্য মেহমানদের সুরক্ষার জন্যই করা হয়ে থাকে।





পাথর নিক্ষেপের সময়

তাশরীকের সবগুলো দিনেই জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করা যাবে। যিলহজের ১৩ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত পাথর নিক্ষেপ করা যাবে।

সরকারিভাবে যে সময় নির্ধারণ করে দেয়া হবে সে ব্যাপারে দুশ্চিন্তায় ভুগবেন না। কারণ সেটা গ্রহণযোগ্য আলিমদের সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতেই করা হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কাফেলার জন্য নির্ধারিত সময়েই হাজী সবার সঙ্গে বের হবেন এবং পাথর নিক্ষেপ করবেন।

পাথর নিক্ষেপের

ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নিয়োগ



সৌদি সরকার হজের যাবতীয় ইবাদত সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য নানান উদ্যোগ নিয়েছে। তন্মধ্যে জামরাত কেন্দ্রিক বিভিন্ন সেবা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব সেবার ফলে জামরাতে পাথর নিক্ষেপ অত্যন্ত নিরাপদ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সহজ হয়েছে।



বয়োবৃদ্ধ, দুর্বল, অসুস্থ, গর্ভবতীসহ যেসব হাজী নিজে জামরাতে গিয়ে পাথর নিক্ষেপ করতে সক্ষম হবেন না, তারা চাইলে পাথর নিক্ষেপের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে পারেন।

উকীল তথা নিযুক্ত প্রতিনিধির কর্তব্য হলো- জামরাতে গিয়ে প্রথমে নিজের পক্ষ থেকে পাথর নিক্ষেপ করবেন। অতঃপর নিয়োগদাতার পক্ষ থেকে নিক্ষেপ করবেন। প্রত্যেক জামরাতে এই পদ্ধতি অবলম্বন করবেন।


कलॉथ सेन्टर

নিক্ষেপযোগ্য
পাথরের বিবরণ



জামরাতে নিক্ষেপযোগ্য পাথরের কিছু বৈশিষ্ট্য হলো:

- ছোট (নুড়ি) পাথর
- বুলেটের চেয়ে ছোট। মটর (ডাল) কিংবা খেজুরের বিচির মতো আকারের।
- ১ সে.মি. এর কাছাকাছি। বড় পাথর মারবে না।



পাথরের আকার-আকৃতি কিংবা সৌন্দর্য ইত্যাদির দিকে তাকাবে না।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জামরাতে নিক্ষেপের জন্য তাঁর হাতে এক মুষ্টি পাথর নিয়ে বলেন, ‘এধরনের পাথর নিক্ষেপ করো। দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকো। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীরা দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করে ধ্বংস হয়েছে’।





পাথর নিক্ষেপের জন্য পাথর সংগ্রহ

মুযদালিফা থেকে বের হওয়ার আগে হাজী সাতটি নুড়ি পাথর নিয়ে নিবে। এগুলোই জামরায়ে আকাবাতে নিক্ষেপ করবে। তবে কেউ যদি মিনা কিংবা অন্য কোথাও থেকে নেয় সেটাও বৈধ হবে।

মুযদালিফা থেকে সবগুলো দিনের পাথর এক সঙ্গে নেয়া সুন্নাত নয়। কারণ তাতে হাজীর কষ্ট হবে। তাছাড়া সেটা শরীয়তে প্রমাণিতও নয়। ফলে বাকি দিনগুলোর পাথর মিনা কিংবা পথে যে কোনো জায়গা থেকে সংগ্রহ করবে।



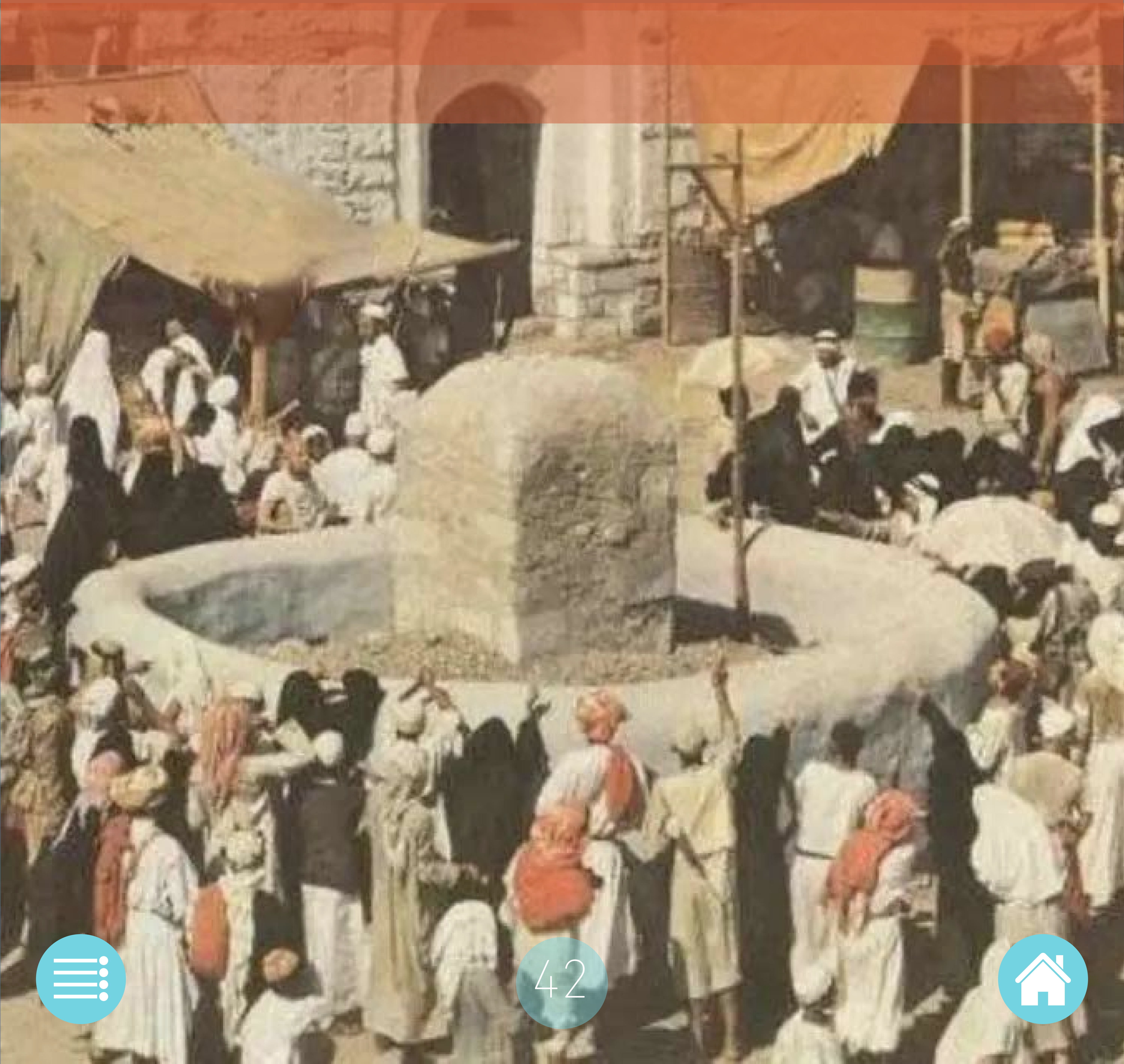
হাজীদের সুবিধার্থে এখন বিভিন্ন কোম্পানী জামরাতে নিক্ষেপের জন্য হাজীদেরকে পাথর সরবরাহ করে থাকে। সেগুলো ব্যবহার করাতেও সমস্যা নেই।

মানুষের চলাচলের পথ থেকে পাথর সংগ্রহ করবেন না। এটা আপনার নিজের ও অন্যদের কষ্টের কারণ হবে।



জামারাতের অতীত ও বর্তমান

বিগত সময়গুলোতে জামারাতে পাথর নিক্ষেপ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। সংকীর্ণ একটি জায়গাতে পাথর নিক্ষেপ করতে গিয়ে মারাত্মক ভিড় ও ধাক্কাধাক্কি তৈরি হতো। ফলশ্রুতিতে প্রতি বছর কিছু হাজী মারা যেতো।



এক পর্যায়ে সৌদি সরকার জামারাতের পুরো বিষয়টি নিজ দায়িত্বে পর্যবেক্ষণ করে। গোড়া থেকে সকল সমস্যা সমাধানের জন্য সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যাতে একদিক থেকে জামারাতে হাজীদের সকল সংকট দূরীভূত হয়, পাশাপাশি শরঈ ইবাদতও বিঘ্নিত না হয়।





আজকের

জামারাত ব্রিজ

ফ্লোর সংখ্যা
৫ টি

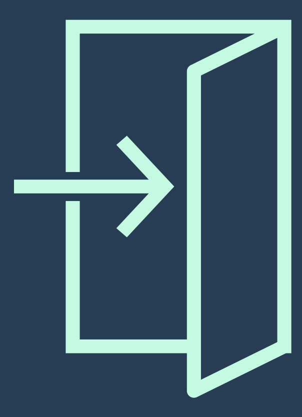
ফ্লোরের উচ্চতা
১২ মিটার

ব্রিজের ভিত্তিমূল (ফাউন্ডেশন) এমনভাবে নির্মিত যে ভবিষ্যতে প্রয়োজন সাপেক্ষে **১২** টি ফ্লোর নির্মাণ করা যাবে।

ব্রিজের দৈর্ঘ্য ৯৫০ মিটার
প্রস্থ ৮০ মিটার

ব্রিজের মোট আয়তন দুই লক্ষ বর্গমিটারের চেয়েও বড়

জামারাতে ঢোকার ১১টি প্রবেশপথ রয়েছে



১২ টি নির্গমনপথ রয়েছে চতুর্দিকে



প্রতি ঘন্টায় সেখানে তিন লক্ষ হাজী নিজেদের ইবাদত সম্পন্ন করতে পারেন





উন্নত শীতাতপ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা ২৯ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা বহাল রাখতে পারে।

হেলিপ্যাড



হাজীদের সংখ্যা গণনা ও উন্নত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা। ফলে ব্রিজে ৯ শতাধিক ক্যামেরা রয়েছে।



আরও রয়েছে সর্বাধুনিক সুরক্ষা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও কল-সিস্টেম



গাড়ি ও বাসের জন্য ৪ টি টানেল

যে টানেলগুলো মক্কার সঙ্গে জামারাতগুলোর সংযোগ অক্ষুণ্ণ রাখে।





সেবাদানের জন্য ৬ টি ভবন

প্রত্যেকটি ভবন ১২ তলা বিশিষ্ট

৩ টি বৈদ্যুতিক কেন্দ্র

পাশাপাশি আরও রয়েছে একাধিক ব্যাকআপ জেনারেটর ব্যবস্থা



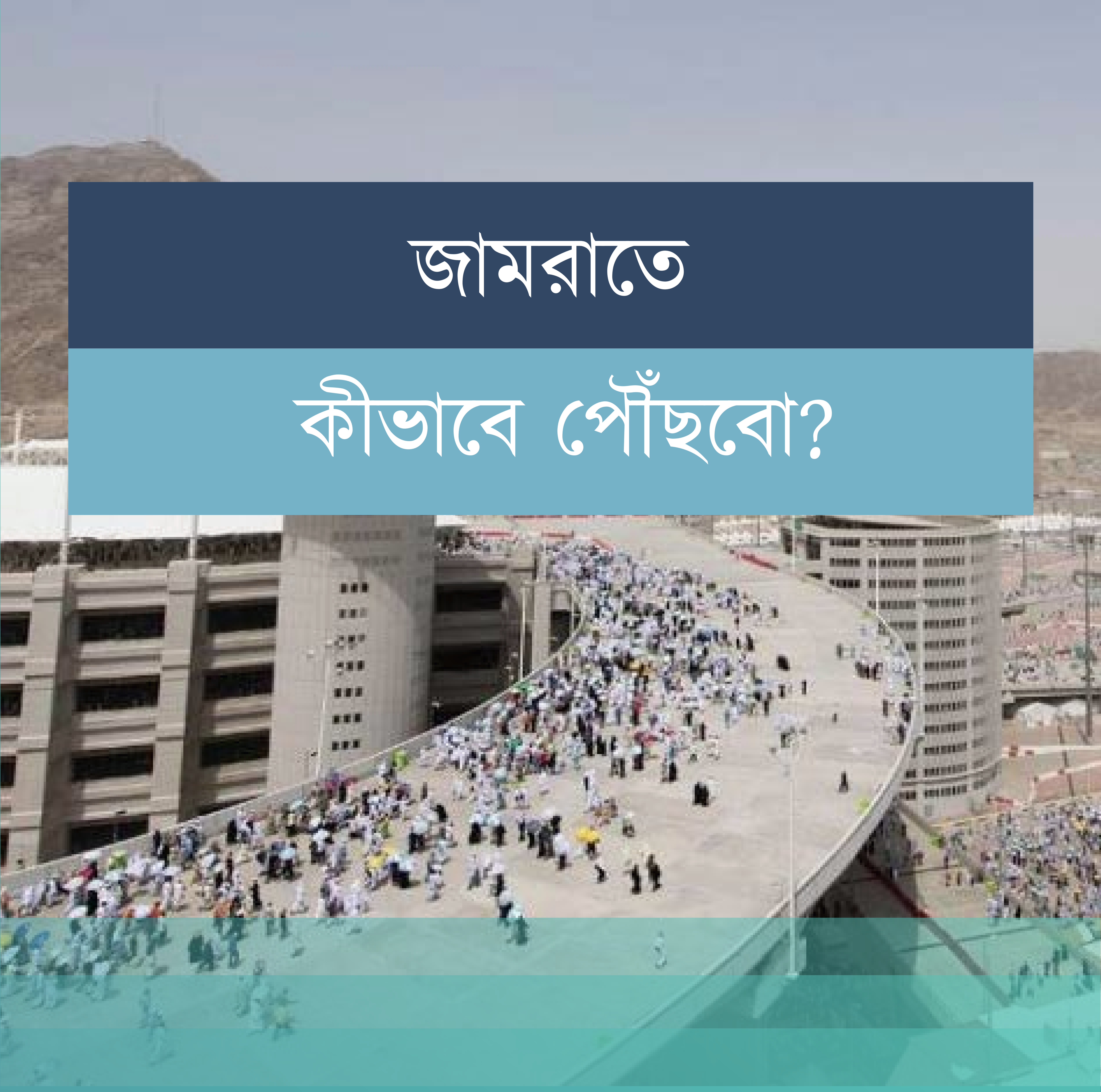


সিঁড়ির জন্য রয়েছে ১১ টি ভবন। প্রত্যেক ভবনে রয়েছে ২৮ টি বৈদ্যুতিক সিঁড়ি (এস্কেলেটর)

পুরো জামরা প্রজেক্টে ৩২৮ টি বৈদ্যুতিক সিঁড়ি (এস্কেলেটর) রয়েছে

জামরাতে

কীভাবে পৌঁছবো?

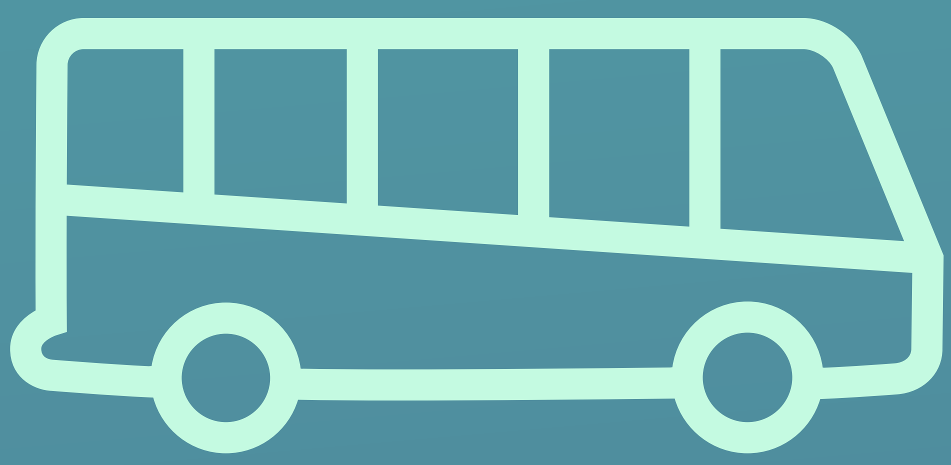


হজের কাফেলা, সেটার সময় ও স্থান বিবেচনায় জামরাতে যাওয়ার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। ফলে প্রত্যেক হাজীর নিজস্ব কাফেলার দিক-নির্দেশনা মেনে চলা ও কাফেলার সঙ্গে জামরাতে যাওয়া উচিত।

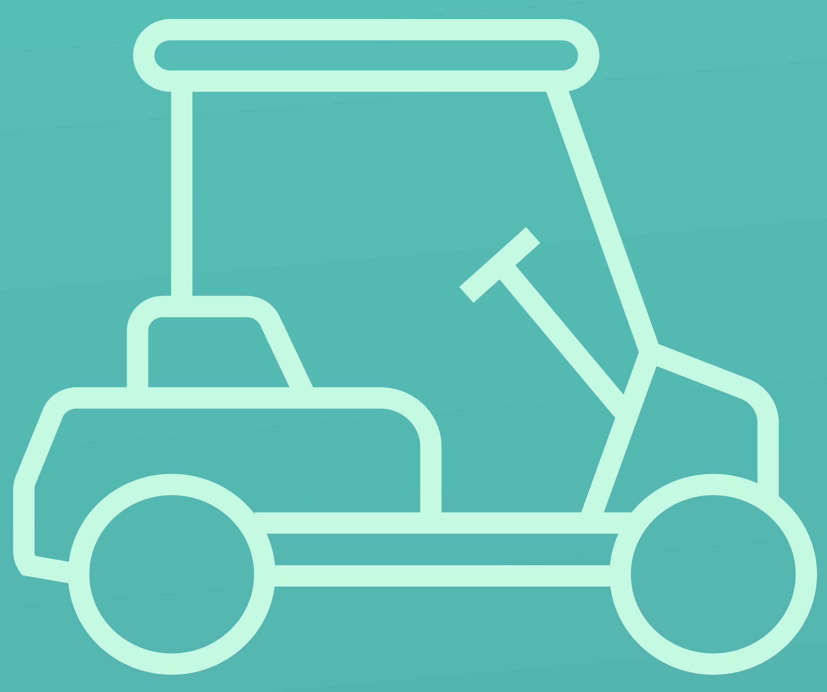
১) 'মাশায়ের ট্রেন': জামরাতে হাজীদের বহনকারী বিশেষ ট্রেন। তবে ট্রেন যাত্রার পরেও জামরা পর্যন্ত পৌঁছতে বেশ কিছু জায়গা পায়ে হাঁটতে হবে।



২) পদব্রজ যাত্রা: তারা পায়ে হেঁটে জামরাতে পৌঁছান। যারা দিনে জামরাতে হেঁটে যাবেন তাদের জন্য সঙ্গে ছাতা ও পায়ে মোজা পরে বের হওয়া উচিত। এতে সরাসরি সূর্যের তাপ থেকে সুরক্ষিত থাকা যাবে। দীর্ঘ পথ হাঁটা সহজ হবে।



বাস: এটা কিছু কাফেলার জন্য নির্ধারিত যাতায়াত ব্যবস্থা। সেসব কাফেলার হাজীদেরকে বাসের মাধ্যমে জামারাতে নিয়ে আসা হয়।



উপরন্তু বয়স্ক ও হাঁটা-চলায় দুর্বল হাজীদেরকে জামরা ব্রিজ পর্যন্ত পরিবহনের জন্য রয়েছে গল্ফ গাড়ি।



আপনার হাঁপানি কিংবা এলার্জি থাকলে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও ইনহেলার ইত্যাদি সঙ্গে নিতে ভুলবেন না। কারণ ক্লান্তি, দীর্ঘ হাঁটা ও ধুলোবালির কারণে যে কোনো সময় এগুলো প্রয়োজন হতে পারে।



নিরাপত্তাকর্মীদের দিক-নির্দেশনা, ট্রাফিক আইন ও কাফেলা-পদ্ধতি কঠোরভাবে মেনে চলুন। কারণ এগুলো মূলত হাজীদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের স্বার্থেই তৈরি করা হয়েছে। এগুলোর লঙ্ঘন ভিড়, জ্যাম ও আল্লাহর ঘরের মেহমানদের জন্য ক্ষতির কারণ।



জামরার সর্বত্র অসংখ্য ইমার্জেন্সি টিম ছড়িয়ে থাকে। সুতরাং আল্লাহ না করুন কোনো স্বাস্থ্যগত জটিলতার লক্ষণ দেখা দিলেই তাদেরকে অবহিত করুন।



জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপের পরে শৌচাগার, ক্ষৌরাগার (সেলুন), রেস্টুরেন্টসহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা বিদ্যমান।



ট্রেন ব্যবহারের ক্ষেত্রে জরুরি নির্দেশনা

তাঁবু থেকে বের হবার পূর্বে আপনি আপনার ট্রেনের নম্বর জেনে নিন। যাতে করে আপনি সুষ্ঠুভাবে জামরাতে পৌঁছতে ও সেখান থেকে ফিরতে পারেন।

ট্রেন স্টেশনে:

- ট্রেন অপারেটরদের নির্দেশনাবলী মেনে চলুন।
- ট্রেন স্টেশনে বয়স্ক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন লোকদের জন্য বৈদ্যুতিক লিফট রয়েছে।

ট্রেনে চড়ার সময়:

- প্ল্যাটফর্ম ও ট্রেনের বগির মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানের দিকে লক্ষ রাখুন।
- বগি পূর্ণ হয়ে গেলে তাতে ওঠার চেষ্টা করবেন না।
- অনুগ্রহপূর্বক বয়স্কদের জন্য আসন ছেড়ে দিন।


Mina 2
منى ٢

ট্রেন থেকে নামার সময়:

- সঠিক স্টেশনে নামছেন কি না নিশ্চিত হয়ে নিন।
- প্ল্যাটফর্ম ও ট্রেনের বগির মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানের দিকে লক্ষ রাখুন।
- নামার সময় হুড়োহুড়ি-ঠেলাঠেলি এড়িয়ে চলুন।

জামরা থেকে ফেরার সময়:

- ট্রেন অপরাটেরদের দিক-নির্দেশনা মেনে চলুন।
- আপনার নির্ধারিত লেনে দাঁড়ান।
- আপনার নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে যান।

আপনার গন্তব্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে ট্রেন অপারেটরদের প্রয়োজনীয় যে কোনো বিষয় জিজ্ঞাসা করতে ভুলবেন না।

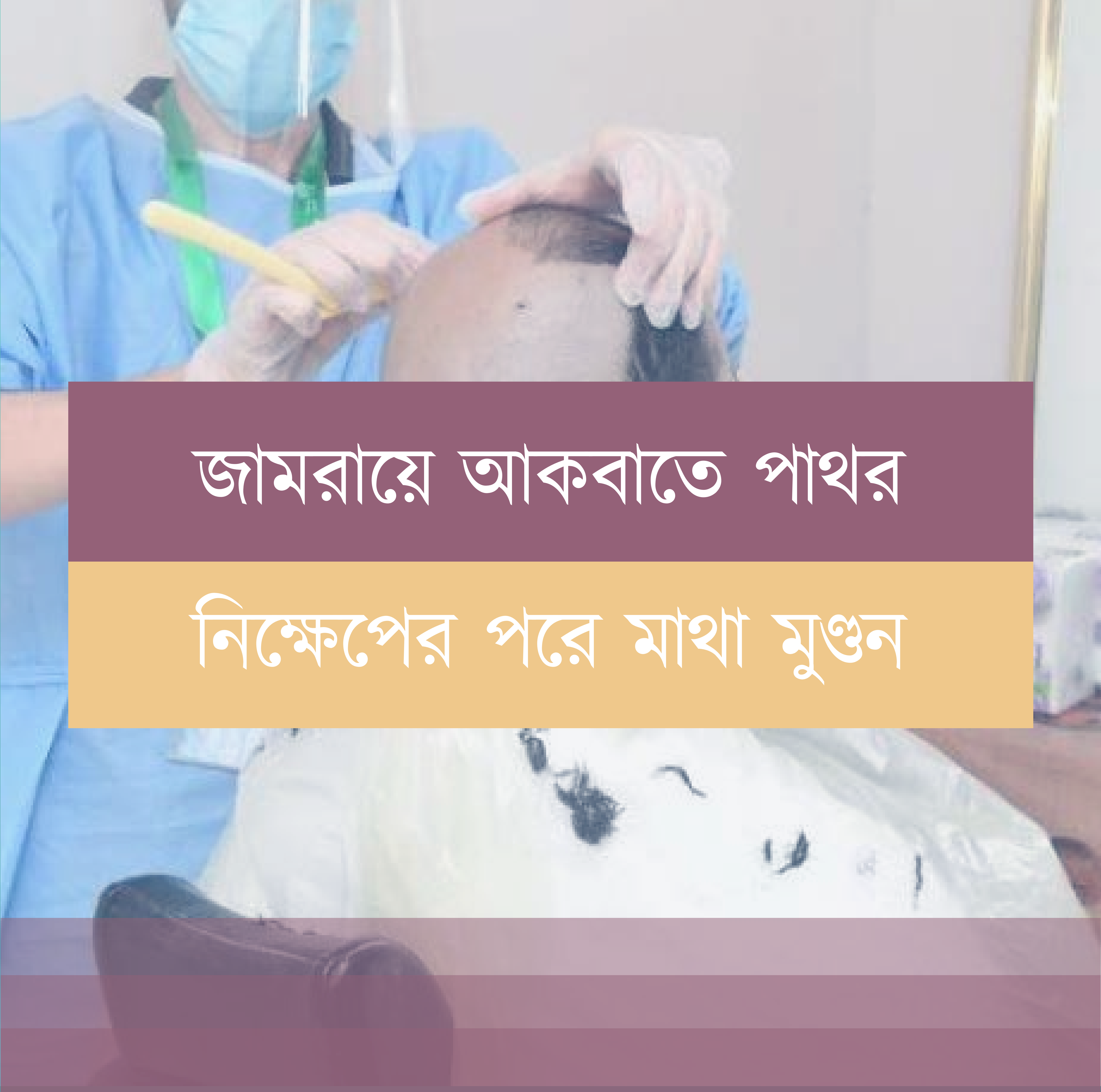


ট্রেন ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় মেনে চলুন।



আপনার ট্রেন ব্রেসলেটটি যত্নে রাখুন। কেবল এটার মাধ্যমেই আপনি ট্রেন ব্যবহার করতে সমর্থ হবেন।





জামরায়ে আকবাতে পাথর নিক্ষেপের পরে মাথা মুণ্ডন

জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপের পরে হাজীদের জন্য মাথা মুণ্ডন কিংবা চুল ছোট করা বৈধ। এটা হজ্জের একটি অপরিহার্য আমলও বটে।



জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপের পরে অসংখ্য নির্ভরযোগ্য সেলুন ও ক্ষৌরাগার বিদ্যমান রয়েছে।

সেসব দোকানে পৌঁছতে এখানে ক্লিক করুন।

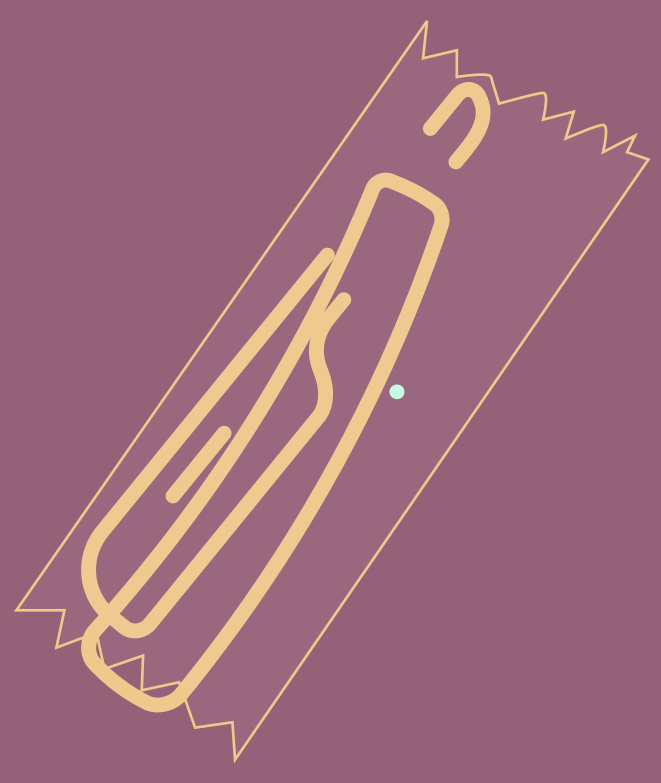
নির্ধারিত স্থানে বিদ্যমান অনুমোদিত সেলুন নির্বাচন করুন। রাস্তাঘাট ও ফুটপাটের নাপিত এড়িয়ে চলুন। নিজেকে সংক্রামক ব্যাধি থেকে দূরে রাখুন।

চুল কাটার সময় খেয়াল করুন:

- হাতল বিশিষ্ট ক্ষুর (রেজার) ব্যবহার করছে কি না যেগুলো মাত্র একবার ব্যবহারযোগ্য।



- আগের হাজীর ব্যবহৃত বস্তুগুলো সরিয়ে নতুন বস্তু ব্যবহার করছে কি না।



- আপনাকে সেবাদানের পূর্বে সে তার হাতদু'টো পানি ও সাবান দ্বারা ধুয়েছে কি না।





প্রয়োজনীয় নম্বরসমূহ

৯১১

জরুরি ও নিরাপত্তা সেবার জন্য

৯৩৭

চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ ও জিজ্ঞাসার জন্য

৯২০০০২৮১৪

আল্লাহর মেহমানদের জিজ্ঞাসার জবাবের জন্য
হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ কেন্দ্র

১৯৬৬

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী সংক্রান্ত
অনুসন্ধানের জন্য

হজ্জের অন্যান্য সকল নির্দেশিকা হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে বিদ্যমান (ডাউনলোড করতে এখানে ক্লিক করুন)। এসব নির্দেশিকাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান।



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

هيئة الهلال الأحمر السعودي SAUDI RED CRESCENT AUTHORITY
وقاية هيئة الصحة العامة PUBLIC HEALTH AUTHORITY
وزارة الصحة Ministry of Health
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority
الهيئة العامة للغذاء والدواء Saudi Food & Drug Authority
الهيئة العامة للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY

আল্লাহ আপনাদের আমল
ও প্রচেষ্টাগুলো কবুল করুন

দিক-নির্দেশনামূলক অন্যান্য তথ্যের জন্য
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে
আমাদের একাউন্টগুলো অনুসরণ করুন

Haj.gov.sa | @HajMinistry

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH